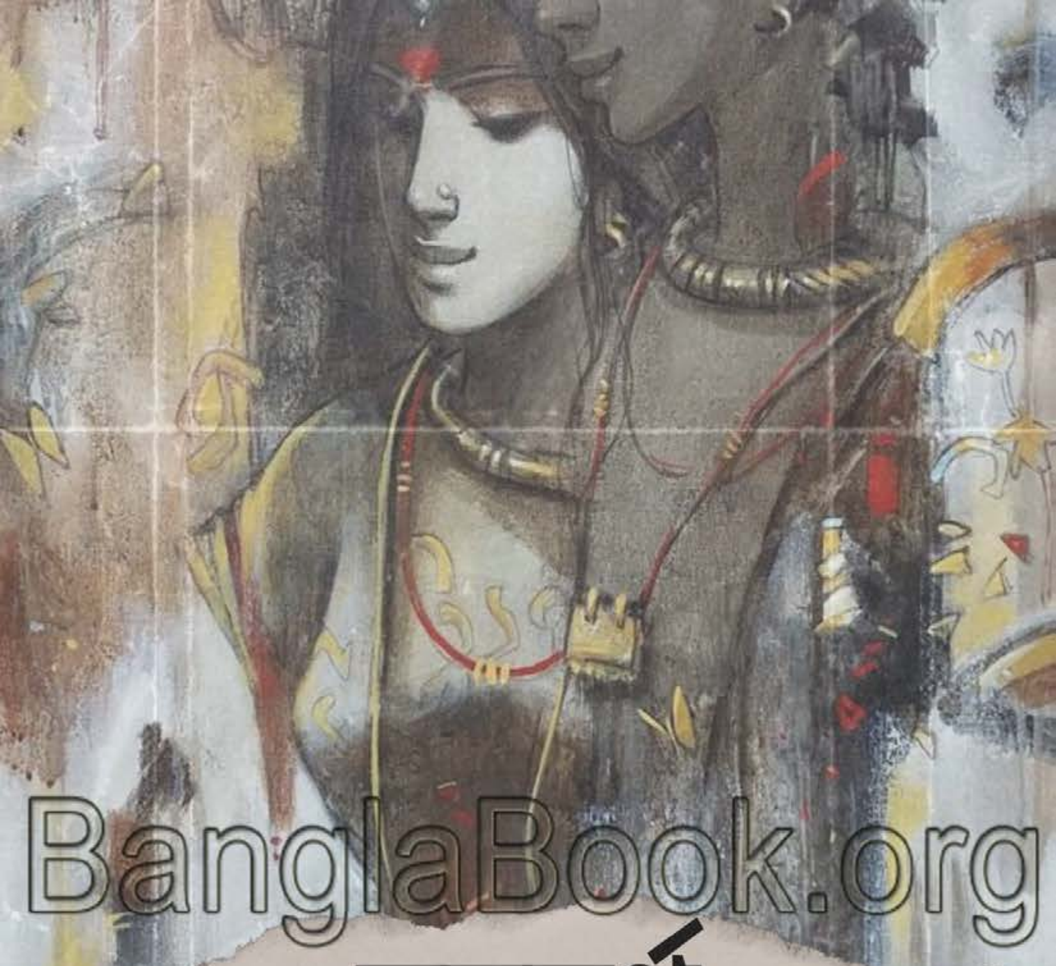

BanglaBook.org

বহুবর্ণ ভালোবাসা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাবুক.অর্গ

মায়া, আমাকে চিনতে পারছো? ও প্রথমটায় শুনতে পায়নি। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?

সুস্মিতা বললো, বাঃ, চিনতে পারবো না কেন? বরং আপনিই আমাকে চিনতে পারছেন তো? গত সপ্তাহে আমি আপনাকে ট্রামের জানালা দিয়ে ডাকলাম। আপনি সেদিন আমাকে দেখেও দেখতে পেলেন না।

এবার আর মনে মনে নয়, এবার আমি বেশ জোরে বললাম, মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?

সুস্মিতা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝলমলেভাবে হাসলো। দু'এক পলক চোখাচোখি হলো, সেই দু'এক পলকের মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেল।

অসিত মজুমদার আমার পাশেই বসে আছে। হাতে মাংসের টুকরো, মুখটা আক্ষরিক অর্থে হাঁ। সে স্তম্ভিতভাবে আমাদের কথা শুনছে।

আমি আর অসিত পাশাপাশি খেতে বসেছিলাম। আমরা দু'জনেই ধুতি পাঞ্জাবি পরেছি, আজ অন্যদের চোখে আমাদের মিল আরও প্রকট।

বিস্মিত অসিত তার হাতের মাংসের টুকরোটা প্লেটে নামিয়ে রাখলো। সুস্মিতা ওর দিকে একবারও চোখ রাখেনি। অসিত নীরস গম্ভীরভাবে বললো, সুস্মিতা, তোমার নাম আবার মায়া কবে থেকে হলো?

আমি বললাম, আপনি জানেন না? মায়া ওর ডাক নাম!

সুস্মিতা অন্যদিকে চোখ রেখে উদাসীনভাবে বললো, হ্যাঁ, মায়া আমার ডাক নাম। অনেকদিন এই নামে কেউ ডাকেনি। সুস্মিতা আমাকে বললো, আপনি খেয়ে নিন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

তুমি কোথায় থাকবে? তোমাকে কোথায় খুঁজে পাব?

আমি আপনাকে খুঁজে নেব।

জন্ম : ২১ ভাদ্র। ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত।
শখ : ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ংকর সুন্দর'। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।
আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন বহু আগে।
১৯৮৩ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৫-তে।
গ্রন্থ-সংখ্যা : দ্বিশতাধিক।
একাধিক কাহিনী চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত।

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ ☐ বিমল দাস

বহুবর্ণ ভালবাসা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

কামিনী প্রকাশালয়

৫, নবীন চন্দ্র পাল লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
৫, নবীন চন্দ্র পাল লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম কামিনী সংস্করণ
শুভ নববর্ষ—১৩৯৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
বৈশাখ—১৪০০

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুদ্রাকর ঃ
সুদর্শন গাঁতাইত
দি বি. জি. প্রিণ্টার্স
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা

বহুবর্ণ ভালবাসা

: প্রকাশকের নিবেদন :

কালো রাস্তা সাদা বাড়ি, তুমি কে, সরাইখানা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয় তিনখানি বিখ্যাত উপন্যাসের এই সংকলন (বহুবর্ণ ভালবাসা) বাংলার রসিক পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা বিশেষ আনন্দিত। আমাদের এই পরিকল্পনার উপহার ভাল লাগলে বাধিত হব।

কালো রাস্তা সাদা বাড়ি

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(BANGLABOOK.ORG)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রথম পরিচ্ছেদ

গাড়ি থামিও না, গাড়ি থামিও না!

—লোকটা একদম সামনাসামনি আসছে।

—হর্ণ দাও, জোরে হর্ণ দাও! তাতেও যদি না সরে, সাইডে জায়গা আছে, সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাও।

চিরঞ্জীবের ভুরু কুঁচকে গেছে, চোয়াল কঠিন। আপনাআপনি হাত দুটো শক্ত হয়ে এসেছে স্টিয়ারিং-এ।

মণিময় বললেন, ওকি, ওকি স্পীড কমাচ্ছ কেন?

সামনের দিকে প্রখর চোখ রেখে চিরঞ্জীব উত্তর দিল, এত বেশী স্পীডে পাশ দিয়ে কাটিয়ে যাওয়া যাবে না।

—এখানে স্পীড কমানো ডেঞ্জারাস। পিছনের গাড়িকে সিগন্যাল দাও।

—লোকটা একেবারে রাস্তার মাঝখানে···

অন্ধকার রাস্তায় দু' পাশে পাহাড় ও জঙ্গল। রাত করে এসব রাস্তায় গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। কিন্তু ওরা একসঙ্গে দুটো গাড়ি নিয়ে আসছে, খুব দ্রুত গতিতে ঘণ্টা দু' একের মধ্যেই এই রাস্তাটা পেরিয়ে যাবে।

সামনের গাড়িতে চিরঞ্জীব আর তার জামাইবাবু মণিময়, চিরঞ্জীবের দিদি প্রমিতা আর তার স্ত্রী এষা পিছনের সীটে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছে। পরের গাড়িতে চিরঞ্জীবের মা-বাবা ছোটবোন আর প্রমিতার ছেলেমেয়েরা। ও গাড়ি ড্রাইভার চালাচ্ছে।

তীব্র হেডলাইটে দেখা যাচ্ছে দূরে রাস্তার মাঝখান দিয়ে একজন মানুষ হেঁটে আসছে। রাত্তিরবেলা এসব রাস্তায় জনমনুষ্য দেখতে

BanglaBook.org

পাওয়া যায় না। হাটের দিন হলে তবু দল বেঁধে মানুষ যায়, একা যেতে সাহস করে না কেউ। কখনো সাইকেল আরোহীদের দেখা যায়, তাও রাত্তিরে খুব ক্বচিৎ। এখনো মাঝে মাঝে এদিকে হিংস্র জন্তু বেরোয়, কখনো হাতির পালের খবর শোনা যায়। আর জন্তুর চেয়েও হিংস্র মানুষ ডাকাতি করে বেড়ায়।

অথচ, রাস্তার ঠিক মাঝখানে একএকটা লোক দাঁড়িয়ে। নারী কিংবা পুরুষ, তাও ঠিক বোঝা যায় না, মনে হচ্ছে যেন সারা গায়ে কম্বলের মতন কি একটা জড়ানো, হাত উঁচু করে ও কি যেন দেখাচ্ছে। গাড়ি থামানোই উদ্দেশ্য, কিন্তু নেহাৎ পাগল না হলে এই রাস্তায় রাত্তিরে কেউ গাড়ি থামায় না। রোমহর্ষক ডাকাতির কথা প্রায়ই লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।

কম্বল-জড়ানো মানুষটা খুব সামনে এসে গেছে, খুব জোরে হর্ণ দিচ্ছে চিরঞ্জীব। মণিময় অনবরত তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। রাস্তার এ পাশটাতেই খাদ, সামান্য হিসেবের ভুল হলেই ডিগবাজি।

চিরঞ্জীবের মাথা খুব ঠাণ্ডা। ছেলেবেলা থেকে গাড়ি চালাচ্ছে, তার হিসেবের ভুল হয় না। গাড়ি চালাবার সময় পাশ থেকে কেউ নির্দেশ দিলে অনেক সময় বিরক্তি লাগে, কিন্তু চিরঞ্জীব সে রকম কোনো ভাব দেখায় না, সংক্ষেপে সে জামাইবাবুর কথায় ছু'একটা উত্তর দিয়ে যাচ্ছে, চোখ স্থির রেখেছে সামনের দিকে।

এই নির্জন নিশুতি রাস্তায় লোকটাকে যেন অপ্রাকৃত মনে হয়। হয়তো পাগলটাগল হবে! কিন্তু একটা পাগলকে গাড়িচাপা দিলেও একজন মানুষ খুন করা হয়। কিংবা লোকটা হয়তো আত্মহত্যাই করতে চায়, সেই রকম ভাবেই গাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছিল। চিরঞ্জীব শেষ মুহূর্তে টার্ণ নিয়ে মানুষটাকে পাশ কাটিয়ে রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

মনে হলো যেন মানুষটা হাত বাড়িয়ে গাড়িটাকে টেনে ধরতে চাইছে, একটু ঝাঁকুনি লাগলো গাড়িটার, হয়তো কোনো বড়

BanglaBook.org

পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। চিরঞ্জীব আর মণিময় একবার দৃষ্টি বিনিময় করলো, কোনো কথা বললো না। যারা নিজেরা গাড়ি চালায়, তাদের কাছে এই রকম আকস্মিক ঝাঁকুনির একটা অস্বস্তিকর অর্থ আছে। মানুষটাকে পেরিয়ে গিয়ে গাড়ি আবার পড়লো মাঝরাস্তায়। পিছনের রাস্তা তখন আবার অন্ধকারে ডুবে গেছে, মণিময় সেদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন না। বেশ একটু দূরে দ্বিতীয় গাড়ির আলো।

ঝাঁকুনিতে এবার ঘুম ভেঙে গেছে, আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে বাইরের অন্ধকার জঙ্গল দেখে বললো, এতক্ষণে মোটে এইটুকু এলাম? তারপর চিরঞ্জীবকে বললো, কি বিচ্ছিরিভাবে চালাচ্ছো! এত ঝাঁকুনি লাগছে কেন?

চিরঞ্জীব কোনো উত্তর দিল না। এষা আবার বললো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চালাচ্ছো নাকি?

ঘাড় ঘুরিয়ে নিঃশব্দে হাসলো চিরঞ্জীব। অন্ধকারে হাসি দেখা যায় না। বললো,ঘুমিয়ে পড়লেই বা ক্ষতি কি, তুমি তো পাহারা দিচ্ছোই।

মণিময় বললেন, কি এষা দেবী, খুব একচোট ঘুম হলো?

—আমি তো ঘুমোই নি। ঘুমোচ্ছে বটে আপনার বউ, গাড়িতে উঠে বসামাত্রই।

—তোমাদের দু'জনের মধ্যে কে যে কম যাও তা তো বুঝি না। ভেবেছিলাম গল্প করতে করতে যাওয়া হবে।

—আ-হা! আপনাদের যা গল্পের ছিরি। সব সময়ই তো খালি অফিসের গল্প।

চিরঞ্জীব বললো, মণিদা, একটা সিগারেট দিন। এত হাওয়ায় আমি ধরাতে পারবো না, ধরিয়ে দিন আপনি।

সিগারেটে প্রথম টান দিয়ে দু'জনেই একসঙ্গে পিছন দিকে তাকালো। দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, আরেঃ, পিছনের গাড়ি থেমে গেছে!

BanglaBook.org

এষা বিরক্তভাবে বললো, আবার কি হলো? এখনো এতটা রাস্তা—

মণিময় বললেন, এই নতুন ড্রাইভারকে নিয়ে আর পারা যায় না। খালি লম্বাচওড়া কথা। ফিরে গিয়েই ওকে স্যাক্ করতে হবে। এই রাস্তায় কেউ গাড়ি থামায়?

দুজনে আবার দৃষ্টি বিনিময় করলো, কেউ কোন কথা বললো না যদিও। দু'জনেরই মনের মধ্যে একটা চিন্তা বিদ্যুতের মতন খেলে গেল, রাস্তায় সেই লোকটা পেছনের গাড়িটা থামিয়ে ফেলেনি তো? যদিও ও গাড়ির ড্রাইভারকে বলা আছে যে সামনের গাড়ি না থামলে সেও গাড়ি থামাবে না, তবু ও গাড়ির কোনো বিপদ হয় নি তো। দু'জনেই অবশ্য মন থেকে চিন্তাটাকে তাড়িয়ে দিল।

চিরঞ্জীব তার গাড়ির গতি কমিয়ে এনেছে। কেন যেন, তার আর ডাকাতের ভয় করছে না এখন। সাইডবোর্ডে একটা রিভলবার রাখা আছে, ও গাড়িতেও রয়েছে একটা রাইফেল। সে নিরুদ্বিগ্ন-ভাবে বললো, মণি-দা আপনার ড্রাইভারের নিশ্চয় ডায়াবিটিস আছে। এত ঘন ঘন ওর বাথরুম পায়···

এষা ধমক দিয়ে বললো, এই, আবার! তোমাকে বারণ করেছি না—

প্রমিতাও জেগে উঠে এক নিমেষে পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ঝাঁঝালো গলায় মণিময়কে বললো, ও গাড়ি আবার থেমে গেছে তো! তোমাকে তখনই বলেছিলাম, নতুন ড্রাইভার নিয়ে এত দূর এসো না। তেজা সিংকে খবর পাঠালে—

চিরঞ্জীব গাড়ি থামিয়ে ফেলে বললো, বেশ তো ঘুমোচ্ছিলে তোমরা দু'জনে, আবার ঘুমিয়ে পড়ো না।

—মোটেই ঘুমোই নি।

দুটি স্ত্রী তাদের স্বামী দু'জনকে মৃদু বকুনি দিতে লাগলো, স্বামী দুটি হাসিমুখে হালকাভাবে প্রতিবাদ করতে লাগলো নিয়মমতন।

BanglaBook.org

এর মধ্যে প্রমিতার বিয়ে হয়েছে অনেক আগে, সুতরাং স্বামীকে প্রকাশ্যে বেশী বকুনি দেবার অধিকার আছে তার। সেই তুলনায় এষার নুতন বিয়ে, বকুনিও দেয় চাপাভাবে, রসিকতা মিশিয়ে। মণিময় বেশী উত্তর দিতে যান, চিরঞ্জীব উত্তর না দিয়ে সাধারণত মৃদু মৃদু হাসে, তবে তারা দু'জনেই এ ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। এই রকম কয়েক মিনিট ধরে চললো এবং ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো পিছনের গাড়ি কাছাকাছি এসে যাবার।

পিছনের গাড়ি ষ্টার্ট নেয়নি, বরং হর্ণ দিচ্ছে। ডাকছে ওদের। চিরঞ্জীব আর মণিময় আবার চোখাচোখি করলো, এবার দৃষ্টিতে অজ্ঞাত স্পষ্ট আশঙ্কা।

মণিময় চিরঞ্জীবকে বললেন, চলো, নেমে গিয়ে দেখে আসি।

প্রমিতা বললো, চলো মানে? আমরা এখানে গাড়িতে বসে থাকবো? এই অন্ধকার রাস্তায়? তোমাদের কি মাথা খারাপ? গাড়ি ঘোরাও।

মণিময় বললেন, আবার এতটা ঘুরিয়ে কি হবে? তোমরা বসো না, আমরা এক্ষুনি দেখে আসছি। যদি ও গাড়ির কোন গোলমাল হয় তো···

প্রমিতা ও কথায় পাত্তা না দিয়ে ধমক দিয়ে বললো, বাজে বকো না। গাড়ি ঘোরাও বলছি।

অন্ধকারে এই সব রাস্তায় গাড়ি ঘোরানো সহজ নয়। তা ছাড়া, মাঝে মাঝে দুর্দান্ত স্পীডে ট্রাক ছুটে আসে, রাত্তিরবেলা তারা কিচ্ছু গ্রাহ্য করে না। ধাক্কা মেরে চলে যেতে একটুও দ্বিধা করবে না।

কাছেই একটা কালভার্ট, সেখানে রাস্তার দু'পাশ একটু চওড়া, চিরঞ্জীব দক্ষভাবে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল, অস্বস্তির সঙ্গে বললো, মণি-দা ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না! গাড়িটা থেমে আছে কেন?

মণিময় বললেন, তুমি আলোর সিগন্যাল দিতে দিতে চলো। ছাখো, ওদিক থেকে কোন রেসপন্স পাও কি না।

BanglaBook.org

—এষা, তোমরা জানলার কাচ তুলে দাও। মণি-দা, আপনি গানটা হাতে রাখুন।

রিভলবারটা হাতে নেবার আগে মনিময় পাশ থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা এনে নিয়ে নিঃশব্দে একটা চুমুক দিলেন, তারপর সেটা এগিয়ে দিলেন চিরঞ্জীবের দিকে।

এইসব উত্তেজনার মুহূর্তে একটু আধটু ব্রাণ্ডি সেবন না করলে বেঁচে থাকার কোনো আরাম নেই। স্ত্রীদের যথাসম্ভব লুকিয়েই কাজটা সারতে হয়, তবে দেখে ফেললেও খুব একটা বিপদ নেই। আর এক পশলা বকুনি, ব্রাণ্ডির সঙ্গে সেটাও অনুপান হিসাবে এমন কিছু খারাপ নয়। মণিময় একটু বেশীই খেয়ে ফেললেন।

ডাকাতটাকাত কিছু না। চিরঞ্জীবের বাবা দিবানাথ গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন, ড্রাইভারও তাঁর পাশে দাঁড়ানো। রাস্তায় শুয়ে আছে কম্বলে জড়ানো সেই মানুষটা।

চিরঞ্জীব চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো একি তোমরা দাঁড়িয়ে পড়েছো কেন? এক্ষুনি ট্রাকফ্রাক এসে পড়বে।

দিবানাথ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, একটি ছেলে এখানে পড়ে আছে। তোমরা, অ্যাকসিডেন্ট করেছো?

—আমরা? না তো!

—ছেলেটি বেঁচে আছে। খানিকটা চোট লেগেছে, ব্লিডিং হচ্ছে পা থেকে।

একটু চুপ করে গেল চিরঞ্জীব। বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা দপ্ দপ্ শব্দ শুরু হয়ে গেছে, অন্ধকার রাস্তা, বিপদের ছমছমে ভাব, তার ওপর আবার অ্যাকসিডেন্ট, মহা ঝামেলা! বিকেলবেলা চা খাওয়ার জন্য অতক্ষণ সময় নষ্ট না করলে এর মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যেত। এষা ভয়ার্ত গলায় ফিসফিস করে চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি অ্যাকসিডেন্ট করেছো নাকি?

BanglaBook.org

চিরঞ্জীব একটু বিরক্তভাবে বললো, না! আমাদের সঙ্গে লাগে নি।

ও গাড়ি থেকে দিবানাথ আবার বললেন, তোমরা অনেক দূর চলে গিয়েছিলে, দেখতে পাও নি যে এ গাড়ি থেমে আছে?

—না।

—আমাদের ড্রাইভার ঠিক সময় ব্রেক কষেছিল। নইলে আমাদের গাড়ির তলাতেই হয়তো—

—কি করা যাবে এখন?

—তোমাদের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে নি তো?

—না, না, আমাদের সঙ্গে নয়।

—আমরা হেডলাইটে ওকে দেখতে পেয়ে।

চিরঞ্জীব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, মণি-দা এখন কি করা যায়? মণিময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর না দেবার ভঙ্গি করলেন। দিবানাথ পুরোণো আমলের মানুষ, তাঁকে এ কথা বলা যাবে না যে এই সব কুখ্যাত রাস্তায় অ্যাকসিডেণ্ট করলেও কেউ দাঁড়ায় না। রাস্তার মাঝখানে মানুষ পড়ে থাকলে তো দাঁড়াবার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রমিতা বললো, বাবা বলছেন কি? এখন কি করবে? এখানে থাকতে হবে আমাদের?

মণিময় দরজা খুলে বললেন, চলো দেখা যাক!

ও গাড়ি থেকে-তাপসী চিরঞ্জীবকে ডেকে চেঁচিয়ে বললো, দাদা গাড়ি আসছে, পিছনে গাড়ি আসছে।

পুরো সার্চলাইট জ্বালিয়ে ছুটে আসছে একটা জিপ। চিরঞ্জীব তাড়াতাড়ি নিজের আলো জ্বালিয়ে-নিভিয়ে জ্বালিয়ে-নিভিয়ে গাড়ি সাইড করলো। জিপটা ক্রমশ গতি কমিয়ে থেমে গেল একেবারে ওদের কাছে এসে। সেটা নারী-পুরুষে একেবারে ঠাসা, অন্তত ন'জন। একজন বেশ ফূর্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, ক্যা জী, ক্যা হুয়া? কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলো না, ততক্ষণে ও গাড়ির লোক রাস্তায়

BanglaBook.org

শুয়ে-থাকা মূর্তিটি দেখতে পেয়েছে। অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপার বুঝতে পেরে তারা কিন্তু আর দাঁড়ালো না, আবার স্টার্ট নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

ও গাড়িতে চিরঞ্জীবের মা রক্তশূন্য মুখে বসে আছেন। অ্যাক-সিডেন্টের শুধু নাম শুনলেই তাঁর বুক ধড়ফড় করে, আর চোখের সামনে সত্যি সত্যি সেই কাণ্ড! মৃণালিনীর কোলে হেলান দিয়ে তাঁর আট বছরের নাতি বাপ্পা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মালবিকা তাপসীর একটা হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করছে, ছোটমাসী লোকটা মরে যায় নি তো? এই ছোটমাসী, বলো না! যদি মরে যায়, কি হবে? ভয় ও উত্তেজনার সঙ্গে মালবিকার মনের মধ্যে একটা অসীম কৌতূহল! এ কথাও তার মনে হচ্ছে, এমন একটা দৃশ্য বাপ্পাটা দেখতে পেল না!

রাস্তার মাঝখানে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে লোকটা। মণিময় আর চিরঞ্জীব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। দিবানাথও এসে উঁকি দিতেই মণিময় একটু সরে গেলেন অন্যদিকে: শ্বশুর যাতে তাঁর মুখ থেকে ব্রাণ্ডির গন্ধ পেয়ে না যান সেই জন্য সব সময় একটু দূরত্ব রাখতে হচ্ছে। চিরঞ্জীবের মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। লোকটাকে সে যে চাপা দেয় নি তা সে শপথ নিয়ে বলতে পারে। সে গাড়ি চালাচ্ছে, সে টের পাবে না একটা লোক চাপা পড়লো কিনা? ধাক্কা লাগলেও লাগতে পারে, কিন্তু তাহলেও সেটা ঐ লোকটারই দোষ, সে তো গাড়িটাকে রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষেই নিয়ে গেছে।

লোকটাকে দেখলে পাগল বলেই মনে হয়। লোক না, ছেলে। খুব বেশী হলেও তেইশ চব্বিশ বছর বয়েস, একমুখ দাড়ি, প্যান্টসার্ট-পরা, কিন্তু গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। পাশে পড়ে-থাকা একটা হ্যাভারস্যাকে কিছু পোশাকটোশাক আর এক গাদা পাথরের টুকরো। ছেলেটির কাঁধের কাছ থেকে তখনও রক্ত গড়াচ্ছে।

BanglaBook.org

দিবানাথ আরও কাছে এসে ঝুঁকে দেখে বললেন, জ্ঞান নেই মনে হচ্ছে। যদি মাথায় চোট লেগে থাকে—

চিরঞ্জীব বললো, পেছনের গাড়িতে তো জলের বোতল আছে—ওর মাথায় একটু জলের ঝাপটা দেবো?

দিবানাথ গম্ভীরভাবে বললেন, ছেলেটিকে গাড়িতে তুলে নাও।

মণিময় ক্ষীণ আপত্তি করে বললেন, বিশেষ লাগে নি মনে হচ্ছে। ফার্স্ট এইড দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গে নিয়ে গেলে যদি কোনো গোলমালটোলমাল হয় পরে!

দিবানাথ বললেন, এই অন্ধকার রাস্তায় ওকে ফেলে রেখে যাওয়া যায় নাকি? কতটা চোট লেগেছে তা ডাক্তার না দেখালে কি করে বোঝা যাবে? তুলে নাও তোমাদের গাড়িতে।

মণিময় আর চিরঞ্জীব দু'জনেই খানিকটা ক্ষুব্ধ হলো। দিবানাথের কথার ওপর আর কোনো কথা বলা যাবে না। এখনকার দিনকাল যে কি রকম তা তো আর দিবানাথ জানেন না। অনেক সময় ডাকাতের দল আশেপাশে লুকিয়ে থাকে, একজন সামনে এসে এ ভাবে গাড়ি আটকায়। আজকাল মানুষকে একদম বিশ্বাস করা যায় না।

চিরঞ্জীবদের গাড়িতেই তুলতে হবে। মণিময় গাড়ির সামনে এসে প্রমিতাকে বললেন, যাও, তোমরা এখন ও গাড়িতে গিয়ে গাদাগাদি করে বসো। এ গাড়ি এখন অ্যাম্বুলেন্স হবে।

প্রমিতা জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে লোকটার?

—এই একটু কেটেকুটে গেছে আর কি?

—তা বলে এই গাড়িতে তুলতে হবে? এখানে জায়গা কোথায়? আমরা নামবো না।

—না নামতে চাও, বাবাকে সেই কথা বলো।

দিবানাথকে অবশ্য কোনো কথা বলার সাহস প্রমিতারও নেই। আর কথা না বলে এষা আর প্রমিতা নেমে গিয়ে উঠলো দিবানাথের

BanglaBook.org

গাড়িতে। জানলার কাছের সীট ছাড়বে না মালবিকা, সে নির্নিমেষে দেখছে আহত ছেলেটিকে। রাস্তার মাঝখানে শুয়ে থাকা কোনো মানুষ সে আগে কখনো দেখে নি।

ড্রাইভারের সাহায্য নিয়ে চিরঞ্জীব ধরাধরি করে তুলতে গেল ছেলেটিকে। কোমর বেঁকাতে অসুবিধে হয় মণিময়ের, তাই তিনি পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন। ছেলেটিকে কিন্তু তুলতে হলো না। তার গায়ে হাত ছোঁয়াতেই সে চোখ মেলে তাকালো এবং উঠে বসলো! পরিষ্কার গলায় বললো ঠিক আছে, আমি নিজেই যেতে পারবো।

তার ব্যাগ থেকে কয়েকটা পাথরের টুকরো পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যখন ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো, কম্বলটা খুলে ফেললো গা থেকে, তখন দেখা গেল তার পিঠের কাছে অনেকখানি জায়গা থেঁতলে গেছে, ডান পায়ের হাঁটুতেও কেটে গেছে বেশ খানিকটা। প্যান্টটা ছিঁড়ে গেছে সেই জায়গায়।

ছেলেটির চেহারা দেখে আগে বাঙালী বলে বোঝাই যায় নি। মুখভর্তি দাড়ি। এখন কথা শুনে তাকে শহরে ছেলে বলেই মনে হয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে ছেলেটির উঠে দাঁড়ানোয় সবাই একটু চমকে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে রীতিমতন রহস্যজনক ব্যাপার।

মালবিকা তাপসীর হাত চেপে ধরে বললো, ছোটমাসী, বেঁচে আছে! ইস্, কি রক্ত—

ঐ রকম আহত অবস্থায় ছেলেটি ঠিক দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কি না বুঝতে না পেরে চিরঞ্জীব হাত বাড়িয়ে ধরলো ছেলেটিকে! তারপর জিজ্ঞেস করলো, খুব বেশী লাগে নি তো আপনার?

ছেলেটি চিরঞ্জীবের দিকে ফিরে বললো, তেমন কিছু নয়। ছেড়ে দিন। আমি ঠিক আছি।

দিবানাথ জিজ্ঞেস করলেন, এই সময় এই রাস্তায় তুমি পায়ে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিলে?

BanglaBook.org

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো, সঙ্গে ডেটল কিম্বা আয়োডিন আছে ?

—না, ওসব তো নেই। চলো আমাদের সঙ্গে। আর ঘণ্টা-খানেক গেলেই আমরা রামগড় পৌঁছে যাবো। ওখানে—

—তুলোফুলোও নেই নিশ্চয়ই !

ছেলেটি প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে হাঁটুর রক্ত মুছলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রক্তে জবজবে হয়ে গেল রুমালটা। ছেলেটি সেটা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের কারুর কাছে পরিষ্কার রুমাল আছে ?

চিরঞ্জীব নিজের রুমালটা বার করে দিল, সেটা দিয়ে ঘাড়ের রক্ত মুছে সেটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়।

চিরঞ্জীব বললো, এঃ, এখনো যে রক্ত বেরুচ্ছে। রুমালটা ফেলে দিলেন কেন ? হাঁটুটা বেঁধে রাখতে পারতেন।

ছেলেটি এ কথারও কোনো উত্তর দিল না। রাস্তায় রুমাল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই যেন তার অভ্যেস। এখনো সব রক্ত মোছা হয় নি, সে বোধ হয় আরও রুমাল চাইবে। দিবানাথ গাড়ির কাছে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিষ্কার কোন কাপড়ের টুকরো আছে ?

মৃণালিনী শশব্যস্তে বললেন এই টুসী তোর পাশে যে ব্যাগটা আছে, ওতে পুরোণো শাড়ী আছে শীগগির একটা ছিঁড়ে দে।

কিন্তু ঠিক দরকারের সময় অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাগটা তাপসীর পাশে নেই। সেটা ও গাড়িতে, না এ গাড়িতে, তাও বোঝা যাচ্ছে না। মালবিকা বললো, দাদু, আমার স্কার্ফটা নাও না।

সারা রাস্তা এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও গাড়ির কাচ নামিয়ে রেখেছে মালবিকা। সে সব কিছু দেখতে দেখতে আসবে। ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য সে চুল আর কান ঢেকে রেখেছিল একটা পাতলা স্কার্ফে। সেটাই তাড়াতাড়ি খুলে দিল।

BanglaBook.org

তাপসী পুরোণো শাড়ী খুঁজে পাচ্ছে না, দিবানাথ সেই স্কার্ফটাই নিয়ে এলেন। চারধারে লেসের কাজ, মাঝখানে এমব্রয়ডারি-করা হলদে রঙের স্কার্ফ, মৃদু সেন্টের সুগন্ধ—ছেলেটি সেটা নিয়ে হাঁটু বেঁধে ফেলে বললো, চলুন।

দূরে আর একটা জোরালো আলো দেখা যাচ্ছে, আবার কোনো ট্রাক বা গাড়ি আসছে, আর দেরী করা যায় না। ছেলেটি এসে বসলো পিছনের সীটে, চিরঞ্জীব গাড়ি স্টার্ট দিল।

মণিময় আর চিরঞ্জীব আবার সিগারেট ধরিয়েছে। মণিময় পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সিগারেট চলে?

—কি সিগারেট দেখি?

মণিময়ের সিগারেটের প্যাকেটটা দেখে ফেরত দিয়ে ছেলেটি বললো, না, আমি ফিলটার টিপ্‌ড সিগারেট খাই না। আমার নিজেরটা আছে।

—আপনি এই জঙ্গলের রাস্তায় কি করছিলেন?

—হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম।

—এই রাস্তায় আপনি এত রাত্তিরে একা একা হাঁটছিলেন?

—কি আর করা যাবে!

ছেলেটির উত্তরগুলো কাটাকাটা ভঙ্গি, একটু রুক্ষ। এর সঙ্গে ঠিক গল্প জমানো যাবে না বুঝে মণিময় নিরস্ত হলেন। এই রকম একটা উত্তেজনার ব্যাপার ঘটে গেল, আর এক ঢোঁক ব্র্যাণ্ডি না খেলে চলে না, মণিময় আবার বোতলের ছিপি খুললেন।

এটা আর ছেলেটিকে অফার করলেন না বটে, কিন্তু বললেন, ডেটল যখন নেই, আপনার কাটা জায়গায় একটু ব্র্যাণ্ডি লাগিয়ে দিতে পারেন। অ্যালকোহলও ডিসইনফেকট্যান্টের কাজ করে।

—থাক্‌, তার দরকার নেই।

—আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, না এমনিই রাস্তায় শুয়ে ছিলেন?

BanglaBook.org

ছেলেটি মণিময়ের কথা এড়িয়ে গিয়ে চিরঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন? পিছনের গাড়িটা না থামলে আপনারা চলেই যেতেন।

চিরঞ্জীব পেছন দিকে চোখ ফেরালো না! এই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা যে উঠবেই, সে জানতো। প্রায় দশ এগারো বছর ধরে সে নিজে ড্রাইভ করছে, কোনদিন কোনো অ্যাকসিডেণ্ট করে নি। তার গাড়ি চালানোর ব্যাপারে কেউ কোনো খোঁচা দিলে সে রেগে যায়। তবু নরমভাবে বললো, আপনার ধাক্কা লেগেছে আমি কিন্তু সত্যিই তা বুঝতে পারি নি!

—আমি মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলাম, আপনি তবু গাড়ি থামালেন না কেন? দরকার হলে মানুষকে ধাক্কা মেরেও চলে যেতে হবে?

চিরঞ্জীব এবার মুখ ঘুরিয়ে ভালো রকম একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার সুযোগ পেল না।

মণিময় খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে ঈষৎ হাসি মিশিয়ে বললেন, তা রাস্তাটা তো আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নাচের মুদ্রা দেখাবার জন্য নয়! কি বলুন?

—রাস্তাটা তবে কিসের জন্য? শুধু মোটর গাড়ি যাবার জন্য?

—তা এই সব রাস্তা তো অনেকটা তা-ই!

—না, সব রাস্তাই সমস্ত পথিকের জন্য। গাড়ি করে যাবার সময় অ্যাকসিডেণ্ট করে পালিয়ে যাওয়াটা কাওয়ার্ডের কাজ।

—আপনি ভুল করছেন। আপনি বোধ হয় অ্যাকসিডেণ্টের ডেফিনিশানটা জানেন না। আমাদের কোন দোষ বা ভুলের জন্য কি কিছু হয়েছে? আপনি যদি ইচ্ছে করে গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়েন—সেটা সুইসাইডের চেষ্টা—সেটাও একটা অপরাধ। আমরা তো আপনাকে চাপা দেই নি।

ছেলেটি এবার অনাবশ্যকভাবে হেসে উঠে বললো, আমি আত্মহত্যা

BanglaBook.org

করতে যাবো কেন? আমি গাড়িটা থামাতে চেয়েছিলাম।

—কেন, থামাতে চেয়েছিলেন কেন? এদিককার রাস্তাঘাট সম্পর্কে আপনার কতটা পরিচয় আছে জানি না—রাত্তিরবেলা এখানে কেউ গাড়ি থামায় না। প্রায়ই এসব জায়গায় ডাকাতি হয়।

—আমাকে দেখে কেউ ডাকাত মনে করবে না।

মণিময় হেসে উঠলেন। ব্র্যাণ্ডির ঝোঁকে হাসিটা বেশ জোরেই হয়ে গেল। কিন্তু এটা উপভোগের হাসি নয়, বেশ শ্লেষের ঝাঁঝ-মেশানো। সেই রকম হাসতে হাসতেই বললেন, মাফ করবেন, আই মাষ্ট সে, আপনার ঐ রকম কম্বল-জড়ানো চেহারা দেখলে আপনাকে ডাকাত মনে হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়।

—মোটা কম্বলটা জড়ানো না থাকলে আমার আরও বেশী আঘাত লাগতো।

—যাই হোক আপনি গাড়িটা থামাতে চাইছিলেন কেন?

—আমি একটা লিফট চাইছিলাম।

গাড়ি না থামবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে। লিফট দেওয়া-না-দেওয়াটা ইচ্ছের উপর নির্ভর করে। আমাদের সঙ্গে মেয়েরা, বাচ্চারা রয়েছে আপনি অনর্থক আমাদের ডিটেইন করিয়ে খুব অন্যায় করেছেন।

ছেলেটিও এবার হেসে উঠলো। এর হাসিতেও বিদ্রূপ মেশানো। বললো আমি অন্যায় করেছি? বাঃ, বেশ তো—

কথাবার্তার ধরন যে-দিকে চলছে চিরঞ্জীবের তা ঠিক পছন্দ হলো না। মণি-দা যদি হঠাৎ রেগে যান তাহলে ছেলেটিকে হয়ত মাঝ-রাস্তায় নামিয়ে দিতে চাইবেন। চিরঞ্জীব তা চায় না। যাই হোক, ছেলেটি তার গাড়িতে চোট লেগে আহত যে হয়েছে সে কথা তো সত্যি। সহ্যশক্তি আছে কিন্তু ছেলেটার। হাঁটুতে কাঁধের কাছে অতখানি কেটে গেছে তার জন্য একটুও উঃ আঃ করছে না। চিরঞ্জীব ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই চায়। হাসপাতাল যদি খোলা

BanglaBook.org

থাকে কিংবা ছেলেটি যদি কোনো প্রাইভেট ডাক্তারকে দেখায় তবে সে খরচ দিতে রাজি আছে।

চিরঞ্জীব বললো, আপনার নামটা কিন্তু জানা হলো না এখনো।

—সুব্রত রুদ্র।

—আমার নাম চিরঞ্জীব সরকার। ইনি আমার জামাইবাবু, মণিময় দত্ত। আমরা কলকাতা থেকে আসছি, রামগড়ে যাবো। আপনিও কি কলকাতা থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

—এখানে, মানে, আপনি রামগড়ের দিকেই যাচ্ছিলেন তো?

—তার কোনো মানে নেই। যে কোনো একটা জায়গায়।

—আপনি কোথায় যাবেন, তার ঠিক নেই? রামগড়ে গেলে আপনার অসুবিধে হবে না তো?

ছেলেটি দু'এক মুহূর্ত ভাবলো। তারপর বললো, না, সুবিধে-অসুবিধের কোনো কোশ্চেন নেই। কোনো একটা জায়গায় গেলেই হলো! ঠিক আছে, রামগড়েই নেমে যাবো।

চিরঞ্জীব বললো, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? মানে, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি এই রাত্তিরে এখানে কোথায় এসেছিলেন বা এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন?

—আমি এখানে একটা ফরেস্ট বাংলোতে ছিলাম। হঠাৎ সেখানে আজ বিকেলবেলা বিহারের এক মন্ত্রী এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উৎখাত করে দিল। আমার রিজার্ভেশান নেই। মন্ত্রীদের তো রিজার্ভেশন লাগে না। আর এই জঙ্গলেই যেন মন্ত্রীদের দারুণ জরুরী কাজ। মন্ত্রীর চেয়েও তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের উৎপাতই বেশী। এমন সময় চশমখোর, আমি বললাম, আজ রাতটা আমি বারান্দায় কাটিয়ে দেবো! তাও দিল না থাকতে।

—এই শীতের মধ্যে আপনি বারান্দায় থাকতেন কি করে?

—জঙ্গলে রাত কাটানোর চেয়ে তাও কি ভালো নয়? চৌকিদারের

সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল, ও ঠিক ম্যানেজ করে দিত। কিন্তু মন্ত্রীর চেলারা কিছুতেই রাজী নয়! সিকিউরিটির ব্যাপারে ভয় পাচ্ছিল। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম, তাও দিল না দেখা করতে। জনগণের মন্ত্রীরা তো আজকাল জনগণের সঙ্গে দেখা করে না।

মণিময় বললেন, বিকেলেই বাংলো ছাড়তে হয়েছে যখন, আপনি তো অন্য কোথাও চলে যেতে পারতেন। এই লাইনে তো বাসও চলে অনেক।

—বাসের জন্যই তো বসে আছি সন্ধ্যে থেকে। আপনারা যে এতটা রাস্তা এলেন, একটাও বাস দেখেছেন? সকাল থেকে বাস স্ট্রাইক, শেয়ারের ট্যাক্সিও চলছে না। ট্যাক্সি কিংবা বাস তো এলোই না, কতকগুলো ট্রাককে বললুম একটু পৌঁছে দিতে। কেউ শুনলো না। আলো থাকতে থাকতে কয়েকটা প্রাইভেট গাড়িকেও বলেছিলাম। কিন্তু যে যার গাড়ি চেপে হাওয়া হয়ে যাবে, আর আমি সারা রাত রাস্তায় পড়ে থাকবো—এটা তো আর হয় না! আমাকে যে করে হোক একটা গাড়ি থামাতেই হবে।

চিরঞ্জীব বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, তাই কি আপনি গাড়িটা হাত দিয়ে ধরতে গিয়েছিলেন? গাড়ি না থামালেও আপনি গাড়ি ধরে রাখতে পারবেন আপনার গায়ে এত জোর?

সুব্রত আস্তে আস্তে বললো, না, আমার গায়ে অত জোর নেই। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, আমি অত কাছাকাছি গেলে গাড়ির মধ্যে সত্যিকারের কোনো ভদ্রলোক যদি থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই গাড়ি থামাবে।

—মানুষ চেনা যে খুব শক্ত। কে আসল মানুষ, কে নকল মানুষ, বোঝা যায় না। সেইজন্যই তো লোকে আজকাল লিফট দিতে চায় না। আমার কাকা একবার আসানসোলের কাছে দুটো লোককে লিফট দিতে গিয়ে···একজন বলেছিল অসুস্থ···কাকার

BanglaBook.org

কাছে সাতশো টাকা ছিল, সেটা তো গেলেই, প্রাণটা যে বেঁচে গেছে কোনো ক্রমে···

মণিময় বললেন, তুমি ভাই ধন্যবাদ দাও চিরঞ্জীবকে। ও খুব ভালো ড্রাইভ করে, তাই প্রাণে বেঁচে গেছ। ফরটি মাইলস স্পীডের গাড়ি হাত দিয়ে ধরতে গিয়েও প্রাণে বেঁচে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তোমাকে যদি চাপা দিয়েও চলে যেতাম আমরা, কিছু করতে পারতে? এই রকম ফাঁকা রাস্তায় অ্যাকসিডেণ্ট হলে কোনো প্রমাণও থাকে না। তুমি যে প্রাণে বেঁচে আছো, এটা তোমার গুড লাক!

চিরঞ্জীব বললো, না, না, মণি-দা। ওরকম বলবেন না। ওঁর ধাক্কা লেগেছে বলে আমি সত্যিই লজ্জিত। আমি টেরই পাইনি।

ওদের দু'জনকেই অবাক করে দিয়ে সুব্রত বেশ কড়া গলায় বললো, লজ্জিত মানে কি? এ জন্য আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত।

চিরঞ্জীব এবার একটু তেতে গিয়ে বললো, ওভাবে বলবেন না। ওভাবে বলবেন না। আপনারও দোষ আছে।

—দোষ আছে মানে কি? আমি রাস্তায় পড়ে থাকবো, আর আপনারা গাড়ি নিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে বেরিয়ে যাবেন? আমি বেঁচে আছি, সেটা আমার গুড লাক? আপনারা যে বেঁচে আছেন, সেটাও, আপনাদের গুড লাক! প্রত্যেকের বেঁচে থাকাটাই একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মণিময় সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেললেন বাইরে। ভুরু দুটো কুঁচকে গেছে। চড়া গলায় কথা শোনার অভ্যেস তাঁর একেবারেই নেই। আপশোসের সুরে চিরঞ্জীবকে বললেন, বুঝলে, খোকন, এইজন্যই আজকাল মানুষের উপকার করতে নেই। বাবা বললেন বলে তাই, নইলে, গাড়িতে না তুলে ওখানে ফেলে রেখে আসাই উচিৎ ছিল। আজকাল ভদ্রতা সভ্যতা ভুলেই গেছে মানুষ।

BanglaBook.org

পেছন ফিরে বললেন, তুমি শোনো ভাই, তোমাকে একটা কথা বলছি। আমরা এখানে কেউ কালা নই। যখন কথা বলবে আস্তে কথা বলবে, চেঁচিয়ে কোনো কথা বলার দরকার নেই। চেঁচিয়ে কথা বলা আমরা পছন্দ করি না। যদি খুব চেঁচাতে ইচ্ছে হয়, বলো, গাড়ি থামিয়ে দেবো, গাছপালা কিংবা পাহাড়ের কাছে গিয়ে চেঁচাবে। বুঝতে পেরেছো? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আর একটা কথা, তুমি রামগড়ে কোথায় নামবে? আমরা তো আর মিনিট চল্লিশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবো।

—আপনি আমাকে তুমি বলবেন না। আমার সঙ্গে আপনার এমন কিছু বন্ধুত্ব হয়নি যে ফট্ করে তুমি বলা শুরু করবেন।

মণিময় অবাক হয়ে গিয়ে কাষ্ঠহাসি না হেসে পারলেন না। হাসতে হাসতে বলতে বললেন, ওরে বাবা, বন্ধুত্ব! থাক থাক বন্ধুত্বে আমার কাজ নেই। আমার চুয়াল্লিশ বছর বয়সে, এখন আর নতুন বন্ধু আমার সহ্য হবে না। তোমার বয়েস তো আমার আদ্দেক হবে, তাও তুমি বলা যাবে না!

—না, অচেনা লোকের কাছ থেকে আমি তুমি শুনতে ভালোবাসি না!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি রামগড়ের কোথায় নামবেন?

—শহরের আলো দেখা গেলে আমাকে যে কোনো জায়গায় নামিয়ে দেবেন।

—ঠিক আছে, খোকন, ক্যান্টনমেন্টের কাছে ওনাকে নামিয়ে দিও তা হলে।

উত্তেজনা কাটাবার জন্য মণিময় আবার ব্র্যাণ্ডির বোতলের ছিপি খুলে ফেললেন আনমনে। স্ত্রী নেই যখন, কোনো বাধাও নেই। সিগারেট ধরিয়ে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে যেন পেছনের সীটে যে কেউ বসে আছে, সে কথাই ভুলে গেছেন।

BanglaBook.org

এরপর আর অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না, চিরঞ্জীব মন দিয়ে ড্রাইভ করে যাচ্ছে, পেছনের গাড়িও এসে পড়েছে বেশ কাছাকাছি।

রামগড় শহরের একটু বাইরেই ওদের বাড়ি। মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টটা পেরিয়েই একটা ছোট্ট টিলার ওপর সাদা রঙের দোতলা বাড়িটা আগে এক সাহেবের ছিল, গত যুদ্ধের পর দিবানাথ ওটা কিনেছিলেন। রামগড়ে এ বাড়ির কোনো ঠিকানা লাগে না, সবাই বলে সাদা বাড়ি, বহু দূর থেকে ঐ টিলার ওপরের বাড়িটা দেখা যায়।

রাত এখন সাড়ে ন'টা, কিছু কিছু দোকানপাট খোলা আছে। টিলার কাছাকাছি এসে গাড়ির গতি কমে এলো, মণিময় পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, আপনি এখানে নামবেন ?

কোনো সাড়া নেই।

—এই যে ভাই, আপনি এখানে নামবেন নাকি ?

পিছনের সীটে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ছেলেটি। উপুড়, হাতের মধ্যে মুখ গোঁজা।

মণিময় হাসতে হাসতে বললেন, বাঃ, দিব্যি ঘুমোচ্ছে তো! কোনো চিন্তাভাবনা নেই।

চিরঞ্জীব গাড়ি থামিয়ে ডাকলো, সুব্রতবাবু, উঠুন। আমরা এসে গেছি।

সুব্রত উঠলো না, কোনো সাড়াও দিল না। চিরঞ্জীব আবার ডাকলো। মণিময় বললেন, হ্যাপি ম্যান! যে কোনো জায়গায় এমন ভাবে ঘুমোতে পারা কম কথা নয়!

পেছনের গাড়িও কাছে এসে থেমেছে। চিরঞ্জীব দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ছেলেটির মুখের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে আবার ডাকলো। তখনো সাড়া না পেয়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিয়েই বললো, একি ?

দিবানাথও নেমে এসেছেন গাড়ি থেকে। তাই দেখে মণিময়

BanglaBook.org

নামতে গিয়েও নামলেন না। শ্বশুরের সামনে ব্র্যাণ্ডির গন্ধ! দিবানাথ জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

—ছেলেটি উঠছে না। খুব জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে। গা অসম্ভব গরম।

দিবানাথের চোখেমুখে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়লো। অস্ফুট-ভাবে বললেন, তখন তো বেশ কথাটথা বললো। অজ্ঞান হয়ে গেছে নাকি?

চিরঞ্জীব বললো, বুঝতে পারছি না। গায়ে দিয়ে দেখলাম দারুণ জ্বর, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

দিবানাথ ঝুঁকে তাকালেন ছেলেটির দিকে। চিরঞ্জীব আবার ডাকলো, সুব্রতবাবু, শুনছেন, সুব্রতবাবু।

সুব্রত মাথা ঘুরিয়ে চোখ মেলে তাকালো। চোখ অসম্ভব লাল। অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে গলায় বললো, যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি।

কিন্তু সে উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না। তবু সে জোর করে ওঠার চেষ্টা করে গাড়ি থেকে বেরুতে গেল। বিড়বিড় করে অনবরত বলছে, চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি। কিন্তু সে গাড়ি থেকে নামতে পারলো না। সীটের ওপরেই পড়ে গেল ধপাস করে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো। ছেলেটির শরীরটা বেঁকে যাচ্ছে, ফেনা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। চিরঞ্জীব তাকে হাত দিয়ে ধরতে গেল। মানুষের শরীরে এত উত্তাপ সে আগে কখনো দেখেনি।

মণিময় ব্যস্ত হয়ে বললেন, ও এরকম করছে কেন? খোকন, তুমি শীগগিরই হাসপাতালে নিয়ে চলো।

চিরঞ্জীব বললো, না, হাসপাতালে নয়। বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। বাবা, তুমি তোমার গাড়িতে ডাক্তার সিংকে নিয়ে এসো।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—হাত দিয়ে টেনে গাড়ি থামাতে গিয়েছিল ? হ্যাঁরে খোকন, পাগলটাগল নয়তো ছেলেটা ?

—না, মা, পাগল কেন হবে। ঐ থাকে না এক একজন একটু ভবঘুরে টাইপ ! সেই রকম আর কি !

—জঙ্গলের রাস্তায় রাত্তিরবেলা কি করছিল। ওখানে তো মাঝে মাঝে ভাল্লুক টাল্লুক বেরোয় শুনেছি !

—ও একটা ডাক বাংলোয় ছিল, হঠাৎ···

মৃণালিনী সবটা শুনে চোখেমুখে একটা দারুণ ত্রাসের চিহ্ন ফুটিয়ে তুললেন। বললেন,, এ কি ডাকাবুকো ছেলে রে, অ্যাঁ ? একটুও ডরভয় নেই প্রাণে ?

চিরঞ্জীব হাসতে হাসতে বললো, আমরাই তো ওকে দেখে ভয় পাচ্ছিলাম প্রথমটায়।

—ওকে চা-টা পাঠানো হয়েছে আজ সকালে ?

খাবার টেবিলে এসে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছে সবাই। দিবানাথ অবশ্য খুব ভোরবেলায় চা খেয়ে নাতিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ভ্রমণে। মণিময়ও আগে চা খেয়ে নিয়ে বাজারে গেছেন। গোটা বাজারটাই কিনে চাকরের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে আসবেন। বাজার করার ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুব প্রিয়।

প্রমিতার চোখ থেকে এখনো ঘুম যায়নি। আলস্যে টেবিলের ওপর অর্ধেক শরীরটা শুইয়ে বললো, এবার যেন এখানে শীতটা বড্ড বেশী পড়েছে বাপু। উঃ, হাড় কাঁপিয়ে দিল !

এষা জানালার কাছে বসেছে, তার গায়ে পড়েছে এক ফালি

BanglaBook.org

ঝকঝকে রোদ। সমস্ত শরীর দিয়ে সেই রোদটুকু উপভোগ করতে করতে বললো, একমুখ দাঁড়ি—কি অদ্ভুত চেহারা বাবা ছেলেটার!

প্রমিতা বললো, ফেরারী আসামীটাসামী নয় তো! বাড়িতে না নিয়ে এলেই ভাল হতো! খোকনের বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি। চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে চিরঞ্জীব করুণার দৃষ্টিতে দিদির দিকে তাকালো। ভাবখানা এই, মেয়েরা তো কোনো কিছু বোঝে না, তবু সব ব্যাপারেই কথা বলা চাই। তা বলে মেয়েদের সব কথার উত্তর দেবারও কোনো মানে হয় না।

তাপসী একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছে। গত রাত্রে শোবার সময় এই বই নিয়ে বিছানায় গিয়েছিল, আজ ঘুম থেকে উঠেই আবার বই খুলে বসেছে। বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে বললো, জামাইবাবু তো বলেছিলেনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে। দাদাই তো জোর করে বাড়িতে নিয়ে এলো। অর্থাৎ একই সঙ্গে বই পড়া ও আলোচনা শোনার দুর্লভ ক্ষমতা আছে তার।

মৃণালিনী বললেন, তা এনেছে বেশ করেছে। হাসপাতালে কি আর যত্ন আত্তি করে কিছু!

—ও রকম চেহারা দেখলেই আমার ভয় করে।

চিরঞ্জীব ছোটবোনকে একটু ধমক দিয়ে বললো, ও রকমভাবে কথা বলিস না। তুই তো সব সময়ই ভয়ে মরছিস। হাসপাতালে না দিয়ে যে বাড়িতে এনেছি, তার কারণ আছে। ওকে আমরা চিনি না, শুনি না। আমরা ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলে জিজ্ঞেস করতো না, অ্যাকসিডেণ্ট কি করে হলো? অ্যাকসিডেণ্টের নামে পুলিশ কেস হতে পারতো।

এষা বললো ভয় কেন? যা সত্যি কথা, তাই বলতে। বলতে যে পথের মধ্যে ওকে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কুড়িয়ে এনেছো। সেটা কি দোষ নাকি আমাদের?

সত্যি কথা এটা নয়। সত্যি এই যে, যে-ভাবেই হোক,

BanglaBook.org

চিরঞ্জীবের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগেই আহত হয়েছে ছেলেটি। কিন্তু চিরঞ্জীব সেটা এড়িয়ে গিয়ে বললো, সব সময় সত্যি কথা বললেই যে লোকে বিশ্বাস করবে তার কোনো মানে নেই। ঝামেলা পাকাবার সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে না। তা ছাড়া, ওকে যখন আমরা সঙ্গে এনেছি, তখন ওর ঠিকমতন চিকিৎসা করানো আমাদের মর‍্যাল দায়িত্ব। বাবাকে তো চেন না, ওকে হাসপাতালে দিলে বাবাও সারা রাত্তির হাসপাতালে বসে থাকতেন সেদিন।

মৃণালিনী বললেন, পুলিশ কেস্ টুলিস কেস্ আবার কি ? আমাদের গাড়ির সঙ্গে ছেলেটার ধাক্কা লাগলো, তার চিকিৎসাপত্তর তো আমাদেরই করাতে হবে।

প্রমিতা বললো, মা, তুমি দিব্যি বলে দিলে যে আমাদের গাড়ির সঙ্গে ওর ধাক্কা লেগেছিল।

—ওমা, তবে আর কার গাড়ির সঙ্গে লাগবে ? খোকন তো বললো, ওর গাড়ির সামনেই নাকি দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল।

—আমার ধারণা রাস্তার মাঝখানে মটকা মেরে শুয়েছিল এমনি।

—তা হলে কি আর হাতপা কাটে ?

—আর কোথায় যেন মারামারিটারামারি করে এসেছে। যাই বলো বাবা, একটা অজানা অচেনা লোককে হট্ করে বাড়ির মধ্যে এনে ঢোকানো···

একটা কমলা-রঙের শাল মুড়ি দিয়ে বসেছে মালবিকা। সে কোনো কথা বলছে না, পাতলা ডিম সেদ্ধ আলতো করে চামচ দিয়ে তুলে খেতে খেতে একমনে শুনছে সবার কথা। নাইটির ওপর ড্রেসিং গাউন জড়ানো, চুলে চিরুণি দেয়নি সকালে, দু'চারটে চুল উড়ছে মুখের পাশে, তার কিশোরী মুখখানিতে নিটোল বিস্ময়।

মৃণালিনী বললেন, উঃ, কি ভয় করেছিল সেদিন সারা রাত। বলতে নেই। একটা কিছু যদি হয়ে যেত ছেলেটার ? কি রকম শরীরটা কাঁপছিল !

BanglaBook.org

চিরঞ্জীব বললো, আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, সত্যিই টিটেনাস হয়ে গেল কিনা! ঐ রকম উণ্ড নিয়ে রাস্তার ধুলোর মধ্যে শুয়েছিল—কত রকম নোংরা, শুনেছি ঘোড়ার গু থেকে···

এষা বললো, আর বলতে হবে না চুপ করো।

তাপসী বই থেকে মুখ তুলে কিছু একটা বলতে গেল। কিন্তু এই সময় বইয়ের পাতা উল্টে যাওয়ায় মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে এই ভঙ্গিতে সে আবার হারানো পাতাটা খুঁজতে লাগলো।

মালবিকা ডিম খেতে ভুলে যাচ্ছে ওদের কথা শুনতে শুনতে। মৃত্যুর আলোচনায় তার বুকের মধ্যে কি রকম শিরশির করে। মালবিকা এ পর্যন্ত কোনো মৃত্যু দেখেনি, জ্ঞান হবার পর থেকে কোনো আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুসংবাদও শোনেনি। ছাপার অক্ষর ছাড়া মৃত্যুর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। তিনদিন আগে জঙ্গলের মধ্যে রাত্রে সে দেখেছিল রক্তাক্ত অবস্থায় একটা মানুষ পড়ে আছে পথের ওপর। মালবিকার কচি হৃদয় কোনো মানুষেরই মৃত্যু চায় না কিন্তু ঐ লোকটি মরে যাবে কিনা এ সম্পর্কে একটা অসম্ভব কৌতূহলও সে চেপে রাখতে পারছে না।

আর এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে চিরঞ্জীব বললো, যাই বলো ছেলেটার কিন্তু স্ট্যামিনা আছে। ঐ অবস্থাতেও কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। ডাক্তার সিংকে ও ভাগ্যিস বললো, ছ'মাস আগেই এ, টি, এস, ইঞ্জেকশান নিয়েছে। তখন নাকি আর একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিল।

প্রমিতা বললো, এই করেই বেড়ায় বোধ হয়।

—তার ওপর ঐ রকম হাই ফিভার। একশো পাঁচের ওপর টেম্পারেচার। তার মধ্যেই দিব্যি কথা বলছে। আমরা হলে তো···

এষা বললো, ও রকম গুণ্ডা বদমায়েস টাইপের লোকদের এসব অভ্যেস হয়ে যায় তা বলে সেটা এমন কিছু একটা বীরত্বের ব্যাপার নয়।

BanglaBook.org

চিরঞ্জীব একটু রেগে গিয়ে বললো তুমি বড্ড আজেবাজে কথা বলো। তোমার চেনাশুনো আর আত্মীয়স্বজন ছাড়া পৃথিবীর সবাই তো তোমার চোখে গুণ্ডা বদমায়েস। না জেনেশুনে কারুর সম্বন্ধে এরকম···

ট্রেনের ছাদে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দস্যু লাফিয়ে পড়েছে, ইঞ্জিনে ড্রাইভারের পাশে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে ডিটেকটিভ···এই অবস্থায় বই থেকে চোখ তুলে ফিকফিক করে হাসতে লাগলো তাপসী। হাসতে হাসতে বললো, গুণ্ডা বদমায়েস না হোক, পাগল যে নয়, দাদা তা তুমি কি করে বুঝলে? ওর ব্যাগের মধ্যে অতগুলো পাথর কেন? তাও যদি দেখতে ভালো হতো পাথরগুলো। বিচ্ছিরি!

মৃণালিনীও এবার হেসে ফেলে বললেন, হ্যাঁ রে খোকন, ছেলেটা নাকি ব্যাগভর্তি পাথর কুড়িয়ে এনেছে?

তাপসী বললো, মা, আমি নিজের চোখে দেখেছি। রাস্তায় শুয়েছিল তো, উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই পাথর কুড়োতে শুরু করেছে। আমি তো প্রথমে ভাবলাম ছুঁড়েটুঁড়ে মারবে নাকি! তারপর দেখি ব্যাগে ভরছে।

দৃশ্যটা সেদিন অনেকেই দেখেছিল, অনেকেই মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

চিরঞ্জীব বললো, ওটা সেদিন আমিও দেখেছিলাম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি। ছেলেটি জিওলজিতে এম এস্‌সি. পড়ে। পাথর টাথরের স্যাম্পল্‌ স্টাডি করতে হয় ওদের।

ছেলেটি ইউনিভার্সিটির ছাত্র শুনেই ঘরের আবহাওয়া পাল্টে গেল। ইউনিভার্সিটিতে-পড়া ওদের যাবতীয় চেনা মানুষের এক সারিতে এসে গেল সুব্রত। তাপসীর মনে হলো, দাড়ি কামিয়ে-টামিয়ে ফেললে ছেলেটার চেহারা বোধ হয় খুব খারাপ নয়। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ছাত্র? ও কি অরুণাংশুকে চেনে?

BanglaBook.org

অরুণাংশুর অবশ্য অন্য সাবজেক্ট, তাপসী আবার ফিরে গেল গোয়েন্দা-দস্যুর লড়াইয়ে।

এষা তবু খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি সত্যি পড়ে ইউনিভার্সিটিতে ? দেখে তো মনে হয় না। যা নোংরা জামা-কাপড় !

চিরঞ্জীব বললো, জামাকাপড় দেখে বুঝি ছাত্র চেনা যায় ?

মৃণালিনী বললে, রাস্তায় শুয়ে পড়লে জামাকাপড় নোংরা হবে না ?

মালবিকা টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছিল। প্রমিতা বললো এই লিকু উঠে যাচ্ছিস যে ? দুধ খেলি না।

মালবিকা কাঁচুমাচু হয়ে বললো, না মা, আজ আর দুধ খাবো না। একদম ইচ্ছে করছে না। সত্যি বিশ্বাস করো।

—রোজ তোর ঐ এক কথা। বোস্, দুধ খেয়ে যা।

সকালবেলা দুধ খাওয়া নিয়ে রোজই একপ্রস্থ চলে। পনেরো বছর বয়সে মালবিকার, এখন তার মনে হয়, দুধ তো বাচ্চাদের খেতে হয়। কিন্তু রোজ তাকে মস্ত এক গেলাস দুধ খেতে হবেই।

ঘরের সবাই এর পর মালবিকাকে দুধ খাওয়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। দুধ না খাবার জন্য মালবিকাকে যে কত রকম যুক্তি দেখাতে লাগলো তার ঠিক নেই। কিন্তু কেউ তা শুনবে না। প্রমিতা আর এষার ধারণা একদিন দুধ না খেলেই স্বাস্থ্য ভীষণ খারাপ হয়ে যায়, চামড়া নষ্ট হয়, রং জ্বলে যায়।

চিরঞ্জীব বেরিয়ে এলো বাইরে। একটা সিগারেট ধরালো। খবরের কাগজের জন্য মনটা উসখুশ করছে, প্রতিদিনের অভ্যেস। কিন্তু এখানে বিকেলের আগে কাগজ পাওয়া যায় না। দূরে পাহাড়-গুলোর মাথায় হালকা হালকা মেঘ দ্রুত উড়ে যাচ্ছে, তার আড়ালে ছবিতে আঁকা সমুদ্রের মতন তকতকে নীল রঙ আকাশের।

বাগানের সামনের লোহার গেটটা বন্ধ নেই, আধখানা খোলা।

BanglaBook.org

একটা রাস্তার কুকুর সেখান দিয়ে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল, মুখটা ভেতরে ঢুকিয়ে লেজ নাড়াচ্ছে, চিরঞ্জীব তাড়া দিয়ে বার করে দিল। গেট থেকে একটু এগিয়ে ইউক্যালিপটাস গাছটার পাশ দিয়ে উঁকি মারলে দূরে দামোদর নদী দেখা যায়। নদীর ব্রীজ দিয়ে ভারী ভারী ট্রাক যাবার সময় ঘড়াং ঘড়াং শব্দ হয়, এখান থেকেও পাওয়া যায় সেই শব্দ।

অন্যমনস্কভাবে নদীর দিকে তাকিয়ে চিরঞ্জীব আড়মোড়া ভাঙলো। সারা শরীরে ছুটির আলস্য। শেষ মুহূর্তেও কত রকম বাধা এসে যায়, কিছুতেই আর কলকাতা ছাড়া যায় না, কিন্তু একবার বাইরে এসে পড়তে পারলে খুব ভালো লাগে। রামগড়ের এই বাড়িটায় চিরঞ্জীবের ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি মিশে আছে। গেটটা বন্ধ করে চিরঞ্জীব ফিরে এলো বাড়ির দিকে।

বাড়ির ডানদিকে একটু দূরে বাথরুম সমেত একটি ঘর আছে, সঙ্গে একফালি বারান্দা। আলাদা একটা ছোট বাড়ির মতনই। এটা গেস্ট হাউস হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। সেখানকার বারান্দার টবে বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে।

চিরঞ্জীর বারান্দায় উঠে ডাকলো, সুব্রতবাবু।

কোনো সাড়া নেই।

দরজা ভেজানো, চিরঞ্জীব সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। জানালা দুটো খোলা, ঘরে যথেষ্ট আলো, ছেলেটি বিছানার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছে চোখ বোজা। তবু বোঝা যায় সে জেগে আছে, শুয়ে থাকার ভঙ্গি সেই রকম। পাশের টেবিলে চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট শূন্য।

চিরঞ্জীব দু' এক পা ভেতরে এসে বললো, কি সুব্রতবাবু, কেমন আছেন আজ? চোখ না খুলেই সুব্রত উত্তর দিল, ভালো।

—আজ আর জ্বরটর একেবারে নেই তো? খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

উত্তর না দিয়ে সুব্রত ধড়মড় করে উঠে বসলো। গা থেকে সরিয়ে ফেললো চাদর। তার বাঁ পায়ের অনেকখানি প্লাস্টার-করা! রীতিমতন ক্রুদ্ধ গলায় সে বললো, আমার পাটা যদি ফ্র্যাকচার হয়ে যায় তাহলে কি হবে বলতে পারেন? কে দায়ী হবে তার জন্য?

—না, না, ফ্র্যাকচার তো হয়নি। ডাঃ সিং বললেন, সেরকম কিছু না।

—এখানকার এইসব মফঃস্বলের ডাক্তারদের বিশ্বাস কি?

—ডাক্তার সিংকে সেরকম মনে করবেন না, উনি রামগড়ের রাজাদের বাড়ির ডাক্তার, বিলিতি ডিগ্রী আছে।

—রাজাদের অসুখ আর আমাদের অসুখ এক নয়। ওসব ডাক্তার আমাদের চিকিৎসা করতে পারবে না।

চিরঞ্জীব হেসে বললো, উনি শুধু রাজাদের ডাক্তার নন, আমাদেরও ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান, প্র্যাকটিক্যালি আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড।

—উনি কোথায় কার চিকিৎসা করেন, তা আমার শোনার দরকার নেই। আমি ভাবছি আমার পা সম্পর্কে।

—আপনি আগে থেকেই ভয় পাচ্ছেন কেন? কয়েকটা দিন দেখুন, হয়তো সত্যিই কিছু হয়নি। স্প্রেইন কিংবা সিম্পল ডিসলোকেশান। সেই রাত্তিরে তো আপনার ধনুষ্টঙ্কার হয়েছে ভেবে আমরা এমন ভয় পেয়েছিলাম! সেটা যখন হয়নি···

—ভয় আমি পাইনি। এটা ভয় পাবার ব্যাপার নয়। এটা আমার জীবনমরণের প্রশ্ন। আপনাদের আর কি? আপনারা তো গাড়ি ছাড়া এক পা চলেন না। আমাকে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমার যদি পা নষ্ট হয়ে যায়, কে দায়ী হবে এ জন্য?

অসুস্থ মানুষের সঙ্গে তর্ক করা চিরঞ্জীবের স্বভাব নয়। উত্তেজনার মুহূর্তেও ভদ্রতা বজায় রাখাই প্রকৃত ভদ্রলোকের কর্তব্য।

BanglaBook.org

সে যথাসম্ভব নম্রভাবে বললো, আপনি বার বার জিজ্ঞেস করছেন দায়ী কে ? আপনি যদি আমাকেই মনে করেন তাহলে সেজন্য আমি দুঃখিত।

—ব্যস্, একটু শুকনো দুঃখিত বলাই যথেষ্ট ? বাঃ, আমার একটা পা নষ্ট হয়ে গেলে আমার গোটা জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে আর আপনি শুধু বলবেন, দুঃখিত !

—তা ছাড়া আর কি করতে পারি বলুন ? আপনার চিকিৎসার খরচ আমরা বেয়ার করছি। এ ছাড়াও কমপেনসেশন হিসেবে কিছু টাকা চান, বলুন তাহলে।

সুব্রত একেবারে জ্বলে-উঠলো। উত্তেজনার চোটে সে বোধ হয় খোঁড়া পায়ে খাট থেকেই নেমে পড়বে আর একটু হলে। চেঁচিয়ে বললো, টাকা আমাকে টাকা দেখাচ্ছেন ? টাকা দিয়েই সব কিছু মিটমাট করা যায় ভেবেছেন ? আমার পায়ের বারোটা বেজে গেলে আপনার টাকা দিয়ে আমি কি হাতিঘোড়া কিনবো ?

চিরঞ্জীব ভাবলো, ভাগ্যিস এ সময় জামাইবাবু নেই। মণিময় এ ধরনের কথাবার্তা একেবারে সহ্য করতে পারেন না। চিরঞ্জীবকে অবশ্য কারখানার মজুর খাটাতে হয়, অনেক রকম মানুষ সে দেখেছে।

এই বদমেজাজী ছেলেটাকে বাড়িতে এনে সত্যি মুস্কিল হলো দেখছি ছেলেটির চিকিৎসার কোনো খুঁত রাখা হয়নি। ডাঃ সিং যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছেন, প্রথম দিন তো রাত দুটো পর্যন্ত ছিলেন এখানে। তা ছাড়াও ডাঃ সিং-এর মেল নার্স দুবেলা এসে ইঞ্জেকশান দিচ্ছেন বা ড্রেসিং করে যাচ্ছে।

তাদের বাড়িতে এ রকম চেঁচামেচি করে কেউ কথা বলে না। ছোট ছেলেমেয়েরা হয়তো ছুটে আসবে। এখন চিরঞ্জীব যদি ন্যায্য-ভাবে দু' একটা কথা বলে তাহলে চেঁচামেচি হয়তো বেড়েই যাবে। যা ছেলে, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। একমুখ দাড়িগোঁফ ও লম্বা চুলের

BanglaBook.org

ঝুপসি জঙ্গলের মধ্য থেকে জ্বলজ্বল করছে ছেলেটির দুই চোখ ও তীক্ষ্ণ নাক। তবে, জোচ্চোর বদমায়েস বোধ হয় নয়, টাকা চায় না। ছেলেমানুষ, মাথা গরম ছেলেমানুষ—যে-রকম হয় আজকাল।

কিভাবে মানুষের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয়, সেটা শেখাবার জন্যই বোধ হয় চিরঞ্জীব গলার আওয়াজ আরও নিচু করে ফেললো। অত্যন্ত ধীরভাবে বললো, দেখুন, আমার ধারণা আপনার অ্যাকসিডেণ্টের জন্য আমি কোন ক্রমেই দায়ী নই। ওটা হয়েছে আপনারই গোঁয়াতুর্মির ফলে। দাঁড়ান, দাঁড়ান আগেই উত্তেজিত হবেন না, আমাকে শেষ করতে দিন, অ্যাকসিডেণ্টটা হয়েছে আপনারই পায়ে। আর যে-কোন উপায়েই হোক, আমারই গাড়ির সঙ্গে। আপনার যখন মনে হচ্ছে, আমিই দায়ী, তখন একটা কিছু করা দরকার। আপনি পুলিশের কাছে যেতে পারেন, কেসটেস করতে পারেন, ইউ আর অ্যাট লিবার্টি টু ডু হোয়াট-এভার ইউ লাইক। তবে, আমার নিজের দিক থেকেও একটা কর্তব্য আছে। টাকার প্রস্তাবটাও আপনার কাছে অপমানজনক মনে হচ্ছে। তাহলে আমি আর কি করতে পারি, সেটা বলে দিন? আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইবো? আমি হাঁটু গেড়ে বসে আপনার কাছে ক্ষমা চাইলে আপনি খুশী হবেন?

ভদ্রতা এবং নীচু গলা সত্ত্বেও চিরঞ্জীবের কথার মধ্যে একটা ধাতব দৃঢ়তা টং টং করছিল। সুব্রতের সেটা বুঝতে ভুল হলো না। আর কোনো কথা না বলে সে আবার আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো। মুখ ফেরালো জানালার দিকে।

অভদ্রতা ও রূঢ়তাকে ভদ্রতা দিয়ে জয় করে ফেলে চিরঞ্জীব একটু উল্লাসিত হয়ে উঠে। চাপা হাসি দিয়ে বলে, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন আগে থেকে। আমার তো মনে হচ্ছে, মাইনর ইনজুরি। দু' এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনার পা ঠিক হয়ে যাবে। নিন, একটা সিগারেট খাবেন? ও! আপনার তো আবার এ ব্যাণ্ডে চলে না।

BanglaBook.org

সুব্রত ঘাড় ফিরিয়ে বললো, দিন একটা। আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।

—তাই নাকি! আপনার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে? আপনি কি ব্র্যাণ্ড খান বলুন, আনিয়ে দেবো'খন।

—আমার সার্টের পকেটে পয়সা আছে। ওখান থেকে পয়সা নিয়ে তিন প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দেবেন তাহলে।

দেয়াল-আলনায় ঝুলছে সুব্রতর সার্টের লাল আর কালো রঙের ডোরাকাটা একটা চোখছলসানো জামা। এ রকম জামা পরার কথা চিরঞ্জীব কল্পনাই করতে পারে না। জামাটা বেশ ময়লা হয়েছে, রাস্তায় এটা পরে গড়াগড়ি দিয়েছে তো। অন্যের জামার পকেটে চিরঞ্জীব কোনোদিন হাত দেয়নি।

চিরঞ্জীব বললো, সিগারেটটা যদি আমিই আনিয়ে দিই, তাহলে কি আপনি খুব রাগ করবেন?

—আমি আমার নিজের ব্যবহারের জিনিস নিজের পয়সাতেই কেনা পছন্দ করি।

—আপনি বুঝি খুব স্ট্রিক্ট প্রিন্সিপ্‌ল্ মেনে চলেন? একটুও এদিক-ওদিক হয় না? একবার না হয় হলোই।

—আমার সার্টের পকেটে হাত দিতে যদি আপনার ঘেন্না হয় সার্টটা এনে দিন, আমিই পয়সা বার করে দিচ্ছি।

ছেলেটির ব্যবহারের কঠোরতায় চিরঞ্জীব তেমন আর আমল দিচ্ছে না। আজকাল অনেক ছেলের কাছে রুক্ষতাই একটা ফ্যাসান। অভদ্রতার নাম হয়েছে স্মার্টনেস্। একটু বয়েস বাড়লেই এগুলো কেটে যায় অবশ্য। এ সব তার দেখা আছে। হাত নেড়ে মুখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরিয়ে বললো, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আমি এখন আপনার সিগারেট বা আরও যা যা দরকার সেগুলো আনিয়ে দিচ্ছি, তারপর আপনি যাবার সময় হিসেব করে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে যাবেন।

BanglaBook.org

সুব্রত স্থির চোখে তার ঝোলানো সার্টের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, আমি এখানে কতদিন থাকবো ?

—আপনার যতদিন খুশী।

—আমার যতদিন খুশী ?

—মানে, আমরা এখানে এক মাস থাকবো বলে এসেছি। আপনি যতদিন না সুস্থ হয়ে ওঠেন, আপনার পা-টা না সারলে তো···

—আমি আর এখানে একদিনও থাকতে চাই না।

—কিন্তু ভাঙা পা নিয়ে আপনি যাবেন কি করে ? আপনার কি কোথাও জরুরী যাবার দরকার ছিল ?

—আমার কোনো জরুরী দরকার থাকে না।

—না, আমি বলছিলাম, আপনি যে এই সব স্টোনফোন কালেক্ট করছেন···একটা নিশ্চয়ই ডেফিনিট প্ল্যান করে এসেছেন যে কতদিন থাকবেন, কোথায় কোথায় ঘুরবেন···

—ওরকম প্ল্যান প্রোগ্রাম করে আপনাদের জীবন কাটাতে হয়, আমার ও সব দরকার হয় না। আমি আমার যখন যেখানে খুশী হয় যাই। তবে, অন্য লোকের বাড়ির বিছানায় শুয়ে থাকার অভ্যেস আমার নেই।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে তো বেডিংটেডিং কিছু দেখছি না। ডাক বাংলোয় কিংবা হোটেলে থাকলেও তো অন্যের বিছানাতেই শুতে হয়।

সুব্রত এ কথার কোনো উত্তর দিল না। চোখ সরু করে তাকিয়ে রইলো চিরঞ্জীবের দিকে। তারপর আপনমনে বললো, শুধু শুধু আমার কয়েকটা দিন নষ্ট হলো আপনাদের জন্য।

চিরঞ্জীব কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা কিছুই গায়ে না মাখার ভঙ্গি করলো। তারপর বললো, অল রাইট, চলি তাহলে আমি

BanglaBook.org

কিছু দরকারটরকার হলে চেঁচিয়ে ডাকবেন, আপনার ঘরের পাশেই মালির ঘর, ও শুনতে পাবে। মালির নাম, দুঃখীরাম। ঐ নাম ধরেই ডাকবেন।

সুব্রত দুঃখীরাম শব্দটা উচ্চারণ করে অদ্ভুতভাবে হাসলো। তারপর বললো, দুঃখীরাম নামটা খুব কমন। অনেক শুনেছি। এদিকে অনেক লোকের নামই দুঃখীরাম। নামটা অদ্ভুত মনে হয় না আপনার? এই মালিটাকে কত মাইনে দেন আপনারা?

এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না, এই ধরনের একটা মুখের ভাব করে চিরঞ্জীব বললো, সেটা আমি ঠিক জানি না। ওটা বাবার ডিপার্টমেণ্ট। এটা জানা আপনার খুব দরকার? তাহলে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারি।

—এ বাড়িটা আপনারা কিনেছেন, না বানিয়েছেন?

—কেন।

—কলকাতাতেও আপনাদের বাড়ি আছে নিশ্চয়?

—আছে একটা ছোট্টখাট্টো!

—ছোট্টখাট্টো মোটেই নয়, বুঝতেই পারছি। আর কোথায় কোথায় বাড়ি আছে আপনাদের?

চিরঞ্জীব যে সব মানুষের সঙ্গে মেশে তাদের মধ্যে কেউ কখনো এত অল্প আলাপে এ রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। এগুলো নিতান্তই গেঁয়ো ধরনের কথাবার্তা। কিন্তু আজকাল তো আর শুধু একটা নির্দিষ্ট সামাজিক গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করা যায় না, অনেক রকম লোকের সংসর্গেই আসতে হয়। এমন লোকও তো আছে যারা জিজ্ঞেস করে, আপনার বউয়ের সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয় কেন? চিরঞ্জীব রাগ করলো না। হালকাভাবে বললো, আরে মশাই, আপনি কি আমাদের বিরাট জমিদারটমিদার ভাবলেন নাকি? আর কোথায় বাড়ি থাকবে? এই বাড়িটা বাবার খুব পছন্দ হয়েছিল।

BanglaBook.org

—কে থাকে এ বাড়িতে ?

—এমনিতে কেউ থাকে না।

—সারা বছর এমনি খালি পড়ে থাকে ? কখনো পনেরো দিন বা এক মাসের জন্য বেড়াতে আসেন ?

—প্রত্যেক বছর এক মাসের জন্য আসি।

—আর এগারো মাস খালি থাকে ? ঐ দুঃখীরাম পাহারা দেয় ? আপনি জানেন কি, এই এলাকার কত লোকের মাথা গোঁজার জায়গা নেই ? আমি তন্ন তন্ন করে ঘুরেছি এই এলাকাটা, কি গরীব এখানকার মানুষ, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। পাহাড়ে-জঙ্গলে এক একটা নড়বড়ে কুঁড়ে ঘর, খাপরার চাল। এই অসহ্য শীতে হু হু করে হাওয়া ঢোকে, কত লোক এই শীতকালে মারা যায়। আর আপনারা এই রকম একটা বাড়ি খালি রেখে দেন ?

চিরঞ্জীব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আপনি এখানকার রাজাদের বাড়ি দেখেছেন ?

—না দেখিনি, দেখতেও চাই না।

—দেখা উচিত। কিংবা কাঠের ব্যবসায়ী ছগনলালের বাড়ি—বিরাট ব্যাপার—আমাদের বাড়ি তো সে তুলনায় চুনোপুঁটি। ক ঘর সেখানে এমনি এমনি পড়ে আছে। রাজারা তো ভোটের সম ছাড়া এখানে কেউ বড় একটা থাকেই না। আপনার ওসব ক' রাজবাড়িতে গিয়েই শুরু করা উচিত !

—বেশী দেরি নেই, শুরু হয়ে যাবে।

—আপনাকে যে একজন মন্ত্রী ডাক বাংলো থেকে তাড়িয়ে দি বারান্দাতে শুতে দিল না তার আপনি কি করতে পারলেন ? পালি এলেন তো বাধ্য হয়ে ?

—একবার পালিয়ে এসেছি, পরের বার আর পালাবো না।

চিরঞ্জীব আয়েস করে একটা সিগারেট ধরালো। এই শী

BanglaBook.org

অনবরত সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। মায়ের সামনে এখনও সিগারেট খায় না, বাড়ির মধ্যে তাই অসুবিধে। অনেকটা সিগারেট টানার নিরিবিলি জায়গার জন্যই সে এখানে এই ছেলেটির সঙ্গে বসে গল্প করছে। এবার সে সুব্রতকে সিগারেট অফার করলো না। ঐ অহংকারী ছেলেটির যদি সিগারেট খাওয়ার বেশী শখ থাকে তাহলে মুখ ফুটে চাক। আর বেশী বেশী খাতির করার দরকার নেই। এই রকম বাক্‌সর্বস্ব ছেলেদের তার চিনতে বাকি নেই।

হাল্‌কা বিদ্রূপের সঙ্গে চিরঞ্জীব বললো, আশা করি, সেই পরের বারও আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে।

—তা হতে পারে। দু'তিন বছর ধরেই প্রতি শীতে আমি এখানে আসি।

—এই রামগড়ে ?

—না, আশেপাশের গ্রামে।

—আপনি পলিটিক্‌স করেন বুঝি ?

—কেন, হঠাৎ ও কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

—এমনিই। আপনি বললেন কিনা প্রায়ই এদিকে আসেন। হইলে, বারবার বেড়াতে আসার মতন জায়গা এটা নয় !

—আপনি যা ভাবছেন, সে রকম কোনো পলিটিক্‌স আমি রি না।

—তাহলে ? রামগড়ের পাথরটাথরের মধ্যে ভূতত্ত্বের কোনো বিড় রহস্য লুকিয়ে আছে তা তো জানতাম না।

—পাথরের জন্য নয়। এম. এস্‌সি. পাশ করে যে আমার চার ত-পা গজাবে না তা আমি ভালো করেই জানি। পাশ করার র ফ্যা ফ্যা করে চাকরির জন্য ঘুরে জুতোর শুকতলা ক্ষইয়ে লতে হবে। আমি আসি এমনিই। আমার ভালো লাগে। কটা জায়গা চিনতে হলে, সেখানকার মানুষজনকে বুঝতে হলে,

BanglaBook.org

দু'একদিন দেখলে কিছু হয় না। আপনারা তো এখানে প্রতি বছর আসেন, কোনোদিন এখানকার গ্রামে গিয়ে দেখেছেন?

—তা অবশ্য দেখা হয়নি। দূর থেকে যা···

—গাড়ি করে যেতে যেতে এক ঝলক···

—কি মুস্কিল, আপনার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর নেশা থাকতে পারে তা বলে সেটা আমারও থাকতে হবে? আমার তো সেটা পছন্দ না-ও হতে পারে?

—হ্যাঁ, আমার নেশাই এটা। আমি গ্রামে ওদের বাড়িতে থেকেছিও দু'একবার। গত বছর এই পাথর কুড়োনোর ব্যাপারে আমাকে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছিল একটা গ্রামে।

—মার খেয়েছিলেন? কেন?

—রামগড় থেকে সাত আট মাইল দূরে কুরপা বলে একটা গ্রাম আছে। ওই গ্রাম থেকে কয়েকটা নুড়ি কুড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি একদল লোক আমাকে হৈ হৈ করে তেড়ে আসছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, তাই আমি পালাবারও চেষ্টা করিনি। লোকগুলো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধড়ক মারতে লাগলো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এমন মেরেছিলো যে আমার বাঁ হাতটা সেই থেকে ভাঙা। এখনো বাঁ হাতে কোনো ভারী জিনিস তুলতে পারি না। আমার কোনো কথাই ওরা শোনেনি, মারতে মারতে ইচ্ছে করলে ওরা মেরে ফেলতেও পারতো। কেননা ওদের কাছে টাঙ্গি, তীরধনুকও ছিল। কিন্তু একেবারে না মেরে ওরা আমাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে গাঁয়ের মোড়লকে ডাকলো। তখন জানতে পারলাম, খানিকটা আগে একটা গাছতলা থেকে আমি যে দুটো পাথর তুলে এনেছি সে দুটি ওদের দেবতা। খানিকটা রক্তের দাগ ছিল বটে। তখন মনে হলো, আমার আর বাঁচার আশা নেই। কিছুকাল আগে এক সাহেবও নাকি ওদের পাথর-দেবতা নিয়ে গিয়েছিল। সাহেবকে কিছু করনে পারে নি। সে রাগের শোধ

BanglaBook.org

তুলবে আমার ওপর।

—কি করে ছাড়া পেলেন ?

—সে রহস্য আজও জানি না। গাঁয়ের মোড়ল, খুব বুড়ো মতন আমার খুব কাছে এসে আমার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। লোকটার চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছিল। লোকটার চোখের অসুখ, না আমাকে দেখে কাঁদছিল, তাও বুঝতে পারিনি। বিড়বিড় করে কি বলছিল, বুঝিনি একবর্ণ। তারপর হঠাৎ হুকুম দিল আমাকে ছেড়ে দেবার। কেন যে আমাকে ছেড়ে দিল কে জানে !

চিরঞ্জীব বললো, এ যে রোমহর্ষক ব্যাপার মশাই। আপনার খুব অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফ তো !

আসলে চিরঞ্জীবের বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, এ যে হিন্দী ফিলমের গল্প ! এর মাঝখানে গাঁয়ের মোড়লের একটা গাবদাগোবদা চেহারার যুবতী মেয়ে আমদানী করলেই ষোল কলায় পূর্ণ হতো। মেয়েটি রাতের বেলা চুপি চুপি এসে নায়কের বাঁধন খুলে দেবে এবং তাকে তার স্মৃতিভ্রষ্ট পুরাণো প্রেমিক বলে চিনতে পারবে···তারপরই জঙ্গলের মাঝখানে তবলাটবলা সমেত ডুয়েট গান !

হাসি লুকোবার জন্য চিরঞ্জীব মুখ নিচু করলো। ছেলেটির মুখ দেখলে মনে হয়, ও সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু এসব গল্প শুনে চমকাবার বয়েস আর তার নেই। এরকম বোকার মতন লাইফ রিস্ক করার কোনো সার্থকতা সে দেখতে পায় না।

সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে চিরঞ্জীব বললো, আপনার বাঁ হাতখানা ভাঙা বললেন, তবু আপনি মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়ি থামাতে চেষ্টা করছিলেন ? আচ্ছা, গোঁয়ার তো আপনি। ভাগ্যি ভালো যে এবার আপনার পা ভেঙেছে, ডান হাতখানাও ভাঙেনি।

সুব্রত ওকথা গ্রাহ্য না করে বললো, এবছরও আমি কুরপা গ্রামে ফিরে যাবো।

BanglaBook.org

এবার চিরঞ্জীব না চমকে পারলো না। ভুরু তুলে বললো, সে কি ? আবার ওখানে ফিরে যাবেন ? কেন ?

—ওদের বোঝাতে চাই যে আমি সত্যি ওদের কোনো ক্ষতি করতে চাইনি বা দেবতা চুরি করে অপমান করতে চাইনি।

—না, না, যাবেন না। এ আপনার বড্ড বেশী রোমান্টিসিজম্। হয়তো দেখবেন, এবার সেই বুড়ো মোড়ল মরে গেছে, অন্যদের এখনো রাগ আছে আপনার ওপর। আপনি তো ওদের ভাষাই জানেন না ভালো করে, আপনি তাদের বোঝাবেন কি করে ?

—তা হোক, আমি যখন ঠিক করেছি, আমাকে যেতেই হবে।

যেতেই হবে কথাটা সুব্রত এমন জোর দিয়ে বললো যে চিরঞ্জীবের ইচ্ছে হলো হাততালি দেয়। ঠিক সিনেমার হীরোর মতন সংলাপ। কিংবা অনেক সময় মিটিংফিটিং-এ নেতারাও বক্তৃতা দেবার সময় ঠিক এই রকম সুরেই কথা বলে। একই রকম মেলোড্রামাটিক। এই সব কথা শুনলে হাততালি দেওয়াই তো নিয়ম। কিন্তু মানুষকে সামনা-সামনি অপমান করতে তার ভদ্রতায় বাধে। চিরঞ্জীব এবার উঠে পড়লো। ছেলেটির এই নবতম গোঁয়াতুর্মির গল্পটা বাড়ির সবাইকে সবিস্তারে শোনাবার জন্য সে উসখুশ করছে।

দরজার কাছে গিয়ে চিরঞ্জীব আবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো। ছেলেটা এতক্ষণ এত বড় বড় কথা বলেছে, তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া কি উচিত নয় ? আজকাল এই সব ছেলেরা ভাবে, একমাত্র তারাই শুধু মহৎ আদর্শবাদী, আর সবাই স্বার্থপর, বদমায়েস। ছেলেটিকে প্রায় বালক মনে করে চিরঞ্জীব একটু হাসলো। তারপর বললো, আপনি আমাদের এই বাড়িটা এগারো মাস খালি পড়ে থাকার কথা বলছিলেন না ? যদি দেশে এমন অবস্থা কখনো আসে যে সবার উদ্বৃত্ত সম্পত্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে তখন আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের এ বাড়িটা ছেড়ে দেব। সত্যিকারের পুঁজিপতিদের সম্পত্তিতে এখনো কেউ হাত ছোঁয়ায় না

BanglaBook.org

বা ছোঁয়াবার কথা ভাবে না, এইটাই যা মুস্কিল। সব মানুষ সমান সুযোগ পেলে আমরাই বা আপত্তি করবো কেন? অন্তত, আমরা যদি আপত্তি করিও তাহলেও বাবা শুনবেন না। আমার বাবাকে আপনি এখনো ভালো করে চিনতে পারেননি।

ছেলেটিকে কোনো উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই চিরঞ্জীব বেরিয়ে পড়লো। হাতে তখনও সিগারেট আছে, তাই বাড়িতে ঢুকলো না তক্ষুণি। বাগানে ঘুরতে লাগলো একটু। সার সার গোলাপ গাছের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলো গোলাপ ফুলগুলোয় কি যেন পোকা লেগেছে। সব ফুলগুলোই কি রকম যেন ঝিমোনো, আগের সেই ঔজ্জ্বল্য বা সৌরভ নেই। মালিটাকে বলতে হবে। একটা ফুল ছিঁড়ে দেখলো, তার মধ্যে লম্বা লম্বা দু'তিনটে পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পোকাগুলোর জাত চেনার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেগুলো অনবরত ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে। পোকাগুলো দেখতে গিয়ে ঝরে গেল গোলাপের অনেকগুলো পাপড়ি। তারপর পোকাগুলো যেই তার আঙুলে কিলবিল করতে লাগলো, চিরঞ্জীব সভয়ে সেগুলো ঝেড়ে ফেলে দিল মাটিতে। তক্ষুণি তার মনে পড়লো, কলকাতায় দু'তিনটে জরুরী চিঠি লেখা বাকি আছে। চিরঞ্জীব হনহন করে ফিরে গেল বাড়ির দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাজার থেকে টাটকা সব তরিতরকারি, কিলো তিনেক ওজনের একটা রুই মাছ এবং গোটা চারেক মুর্গীর সঙ্গে সঙ্গে দু'ডজন বগেরি পাখিও এনেছেন মণিময়। ছোট্ট ছোট্ট পাখি, দাম একেবারে জলের মতন সস্তা, খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। আস্ত আস্ত এক-একটা পাখি ভাজা করে এক গেরাসে খেয়ে ফেলা যায়। আর সব পাখিগুলো বিক্রী হয়ে গেছে, মাত্র দু'ডজনের বেশী আর ছিল না, এই নিয়ে মণিময়ের আপশোসের অন্ত নেই।

কলকাতায় অবশ্য নিউ মার্কেট ছাড়া অন্য কোনো বাজারে মণিময় সচরাচর ঢোকেন না। কিন্তু বাইরে কোথাও বেড়াতে এলে বাজার করাটা তাঁর একটা ব্যসন। শুধু তাই নয়, বাজার করে আসার পর তাই নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করতেও ভালবাসেন।

বগেরি পাখি কে ক'টা খাবে তাই নিয়ে হিসেব করতে বসলেন মণিময়। খাবার ঘরেই এখন সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছে। মণিময় বললেন, তাহলে আমরা ক'জন হলাম? ইয়ে, খোকন আর এষা দু'জন, আমি, প্রমিতা, বাপ্পা আর লিকু, তাপসী, মা আর বাবা। তাহলে হলো······

চিরঞ্জীব বললো, বাবা বাদ। বাবাকে ধরছেন কেন?

দিবানাথ বছর পাঁচেক ধরে মাছমাংস খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। এক সময় তিনি নিজেই শিকারে যেতেন। রামগড়ে এলেই হরিণ শিকার করতেন, উড়িষ্যার জঙ্গলে একবার বাঘ মেরেছিলেন পর্যন্ত, কিন্তু এখন ওসব কথা শুনলেই বিব্রত বোধ করেন। জীবহিংসায় আর প্রশ্রয় দেন না।

BanglaBook.org

মণিময় বললেন, ও হ্যাঁ, তাই তো। বাবা বাদ। তা হলে আমরা হলাম গিয়ে আটজন। বাঃ, চমৎকার হিসেব। তিন আষ্টে চব্বিশ। সবাই তিনটে তিনটে। কিংবা বাপ্পা আর লিকু যদি দুটো দুটো খায়, তাহলে আমি আর খোকন চারটে করে···

প্রতিমা বললো, তুমিই এক ডবন খাও না! বাকিটা আমরা সবাই ভাগ করে ঠিক খেতে পারবো। সেইটাই তো তোমার ইচ্ছা। বলো না বাবা!

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। এমন কি মৃণালিনীও হাসি চাপতে পারলো না। মণিময় রীতিনতন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, মুখটা লাল হয়ে গেল। স্ত্রীর ওপরে একটু রাগ দেখিয়ে বললেন, মোটেই তা নয়। আই অ্যাম নট এ গ্লাটন! এ তুমি মিছামিছি বলছো।

প্রমিতা বললো, অন্য জিনিস বেশী খাও না, কিন্তু মাছমাংস পেলে তোমার আর···

—মোটেই না, মোটেই না। অন্যদের ভাগ থেকে আমি কক্ষণো···

মালবিকা তখনো র‍্যাপারে মুড়িস্মুড়ি দিয়ে বসে আছে। এবার সে ছোট করে বললো, বাবা, আমি খাবো না।

—তুই খাবি না? কেন? খাসনি আগে? খেয়ে দেখ!

এষা বললো কেন! গত বছরই তো খেয়েছে। গত বছর আমাদের বাড়িতে বিক্রী করতে এনেছিল মনে নেই?

—তবে খাবি না কেন?

—আমার ইচ্ছে করছে না।

—ইচ্ছে করছে না মানে কি? খেলে দেখবি, এমন গরম লাগবে, শীত কোথায় পালাবে!

মালবিকার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে এলো। সে জানে, এবার সবাই মিলে একসঙ্গে তাকে নিয়ে লাগবে। সে কি খাবে না খাবে, তা

BanglaBook.org

পছন্দ করারও স্বাধীনতা নেই তার। মাংস খেতে অবশ্য তার ভালোই লাগে, কিন্তু আজ ইচ্ছে করছে না। মালবিকা জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকালো, তারপর আবার ক্ষীণভাবে বললো, না আমি খাঁবো না।

প্রমিতা বললো, কেন, খাবি না কেন, শুনি ? কোনো কিছু খাওয়ার কথা শুনলেই মেয়ের গায়ে জ্বর আসে। না খেয়ে খেয়ে দিন দিন যা রোগা হচ্ছো এদিকে, ওসব ফ্যাসান মোটেই ভালো নয়।

মৃণালিনী বললেন, খাবে, খাবে। রান্না হোক, প্রথমে একটু চেখে দেখবে। হ্যাঁ গো, মণিময়, ঐ ছেলেটিকে দিতে হবে না ?

মণিময় খানিকটা বিমূঢ়ভাবে বললেন, কোন্ ছেলেটি ? বস্তুত হাস্যমধুর পারিবারিক পরিবেশে তিনি সুব্রতের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। প্রকৃত বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর কে বাদ পড়েছে ? পর মুহূর্তেই মনে পড়লো, তিনি বললেন, দ্যাটস্ রাইট, ইউ হ্যাভ এ গেস্ট ইন দা হাউস। মনে পড়া উচিত ছিল আমার। তা উনি মাছ-মাংসটাংস খান তো ?

—তা খাবে না কেন ? বাঙালীর ছেলে।

—না মানে, যে-রকম চুলদাড়ি রাখার ঘটা তাতে সন্ন্যাসীটন্ন্যাসীও হতে পারে।

চিরঞ্জীব বললো, মণি-দা, ছেলেটিকে আর যা-ই বলা যাক্, সন্ন্যাসী বলা যায় না। যা রাগী রাগী কথাবার্তা, সাধুসন্ন্যাসীরা ওরকম হয় না।

এষা বললো, কেন হবে না ? তুমি দুর্বাসা মুণির কথা শোনোনি ?

মণিময়ের মেজাজটা বেশ ভালো আছে আজ সকালে। পৃথিবীর প্রতি তিনি এখন অনায়াসে উদার হতে পারেন। খানিকটা সহানুভূতির সঙ্গে বলেলেন, তা কেমন আছে এখন ছেলেটা ? তোমরা খোঁজখবর নিচ্ছোটিচ্ছো তো ?

BanglaBook.org

—আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠেছে। শুধু পায়ের ব্যথাটাই···

—আই সাপোজ, আমার একবার দেখতে যাওয়া উচিত।

চিরঞ্জীব মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। ছেলেটির যে-রকম বেয়াড়া কথাবার্তা, জামাইবাবুর সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করলেই ওঁর আবার মেজাজ খারাপ হবে, তারপর আবার গণ্ডগোল।

চিরঞ্জীব বললো,তার আর দরকার নেই। আমি আজ সকালে দেখা করে এসেছি। এখন ভালোই আছে। শোনো মণি-দা, ওর ওই রকম হাত-পা ভাঙা নতুন কিছু নয়। গত বছরও এখানে ওর হাত ভেঙেছিল একটা সাঁওতাল গ্রামে।

চিরঞ্জীব খুব রসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গল্পটা বললো। সবাই চোখ গোল করে শুনছে। এমন কি, ডিটেকটিভ গল্পের বইটার শেষের দিকে এসেও তাপসী তার থেকে এই গল্পে বেশী আগ্রহ পেয়ে গেল। মালবিকা উঠে যাচ্চিল, টপ করে আবার বসে পড়লো চেয়ারে। মণিময়েরও দারুণ আগ্রহ, তিনি মাঝে মাঝেই বলতে লাগলেন, সত্যি সত্যি? কি বলো কি? অ্যাঁ? ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন মণিময়।

মৃণালিনী বললেন, কি ডানপিটে ছেলে রে বাবা। প্রাণের ভয় নেই? আবার যাবে?

প্রমিতা বিরক্ত মুখে বললো, বাড়িতে কেউ নেই নাকি ওর? কেউ বুঝি কিছু শাসন করে না?

এষা বললো, ঐ থাকে এক ধরনের···

প্রমিতা বললো, আমার ননদের ছেলেও তো গত বছর জিওলজি-তেই এম এস্‌সি পাশ করলো। তার কাছে তো কখনো শুনিনি যে বনেজঙ্গলে এরকম পাথর কুড়িয়ে বেড়াতে হয়? যত সব বাজে কথা!

চিরঞ্জীব বললো, শুধু পড়াশুনোর জন্যই নয়···

মণিময় বললেন, আমি যখন জার্মানিতে ছিলাম, আমার একবার একটা এক্সপীরিয়েন্স হয়েছিল···

BanglaBook.org

তাপসী আবার মুখ গুঁজলো বইতে, কিন্তু রোমাঞ্চকর পরিচ্ছেদেও মন বসলো না। তার মনে পড়ে গেল অরুণাংশুর কথা। অরুণাংশু তো বলেছে, হাজারীবাগে আসবে। ইউনিভার্সিটি এখন ছুটি তো, তাই ছটফট করছে। এমন না ছেলেটা, এক মাস দেখা না করে কিছুতেই থাকতে পারবে না বলেছে। কবে তাপসীরা হাজারীবাগে যাবে, তখন যদি দেখা হয়···

বাপ্পা কল্পনা করতে লাগলো, তার কোমরের ছ'দিকে ছুটো পিস্তল, অসভ্য জংলীরা তাকে তাড়া করেছে, সে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে ছ'হাতে ছুটো পিস্তল নিয়ে···ডুম্···ডুম্···ডুম্···

মালবিকা তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে। সেখান থেকে গেস্ট-রুমটা দেখা যায়। ওর মধ্যে রয়েছে একজন রহস্যময় মানুষ। কোথা থেকে সে এসেছে কেউ জানে না, প্রাণের ভয় নেই বিন্দু মাত্র, আশ্চর্য ব্যাপার, একজন লোক একবার যেখানে গিয়ে প্রায় মরতে বসেছিল, আবার সেখানে যেতে চায় একা একা ? কেন ? মালবিকা কল্পনায় দেখতে লাগলো একটা গহন অরণ্য, কি বিরাট বিরাট গাছ, দিনের বেলাতেও সেখানে ছায়া-ছায়া কাঁধে হ্যাভারস্যাক বেঁধে সেখান দিয়ে একলা হেঁটে যাচ্ছে একটি ছেলে !

মণিময় প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে তাঁর বিদেশী কাহিনী শেষ করলেন, ততক্ষণে প্রমিতা আর এষা ঘর থেকে উঠে গেছে। প্রমিতা তো স্বামীর গল্প একদমই শুনতে চান না। এ গল্প তাঁর অনেক বার শোনা। মণিময়ের একটা দুর্বলতা এই যে এক গল্প একাধিক বার বলার সময় ঘটনা ঠিক রাখতে পারেন না প্রমিতা ভুল ধরিয়ে দিতে গেলে রেগে যান।

এই গল্পের সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা প্রায় ভেঙে গেল। মৃণালিনী তাড়া দিয়ে বললেন, নে, এবার তোরা চানটান করে নে সব একে একে। এক এক জনের যা সময় লাগবে আবার···

মণিময় চিরঞ্জীবকে বললেন, হ্যাঁ শোনো আজ বিকেলে মুলকজী

BanglaBook.org

আর মিঃ কাপুরের সঙ্গে দেখা করতে হবে কিন্তু। কাজটাও সেরে ফেলতে হবে। মূলকজীর সঙ্গে তো তোমার ভালোই আলাপ আছে?

চিরঞ্জীব বললো, হ্যাঁ বিকেলে, যাবো'খন। মুলকজী খুব মাই ডিয়ার লোক।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এষা বললো, দিদি, তুমি যে বলেছিলে, এখানে এক রকমের ভালো তাঁতের শাড়ি পাওয়া যায়? কাল তো বাজারে দেখলাম না।

প্রমিতা বললো, আজ পাবে। আজ তো হাট আছে এখানে।

—ও মা! হাট তো বেশ খানিকটা দূরে হয় শুনেছি। কে নিয়ে যাবে? তোমার ভাইটি একদম বাজার-হাটে যেতে চায় না। নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসে যেন!

—তোমার জামাইবাবুটিও প্রায় তাই। কাঁচা বাজার করতে এত উৎসাহ, কিন্তু কোনো দোকানে যেতে বলো তো অমনি চক্ষু চড়কগাছ। পয়সা বাঁচাচ্ছেন। এদিকে পার্টি দিতে যে কত পয়সা যায়···

—তোমাদের ড্রাইভারকেই নিয়ে যাবো না হয়।

—মাথা খারাপ। ঐ নতুন ড্রাইভার—কি র‍্যাশ চালায়! ওদের দু'জনকেই নিয়ে যাবো, দেখো। প্রথম প্রথম একটু আপত্তি করবে, তারপর দুটো ধমক লাগালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শক্ত থাকবে কিন্তু!

তারপর কি একটা হাসির কথায় দু'জনে মিলে হেসে কুটপাট হলো সিঁড়ির ওপরে।

বাপ্পা মাঠে ছুটে ছুটে প্রজাপতি ধরছে। মৃণালিনী চলে গেছেন রান্নার নির্দেশ দিতে। মণিময় আর চিরঞ্জীব ব্যবসায়ের কথাবার্তায় বিভোর।

মালবিকা তাপসীর কাছে গিয়ে বললো, ছোটমাসী, ব্যাডমিণ্টন খেলবে?

BanglaBook.org

তাপসী বই থেকে মুখ না তুলেই বললো, এখন না।

—চলো না। বসে বসে কি করব ?

—আঃ! চুপ করে বসে রোদ পোয়া না। এত হাওয়া দিচ্ছে, এর মধ্যে ব্যাডমিণ্টন খেলা যায় ?

—তাহলে চলো ক্যারাম খেলি।

মালবিকা ছেলেমানুষ, ও কি বুঝবে, ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ দশ পাতা না পড়ে ওঠা কি অসম্ভব ব্যাপার! তাপসী আর একবার ওর দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইতে চোখ ডোবালো। চরম উত্তেজক বর্ণনায় একটা পৃষ্ঠা পড়ে গিয়েও সে আবার চোখ ফিরিয়ে এনে সেই পাতাটাই পড়তে লাগলো। অক্ষরগুলো শুধু পড়ে গেছে, মনের মধ্যে কিছুই ঢোকেনি। বারবার একটা কথাই মনের মধ্যে ঘুরছে। অরুণাংশু কি আসবে ? ঠিক আসবে তো ? যা পাগলাটে ছেলে, ফট্ করে না এ বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখে বসে !

মালবিকা ওপরে উঠে এসে পোশাক বদলাতে লাগলো। ড্রেসিং গাউন ছেড়ে ফেলে সে একটু ইতস্তত করতে লাগল। মালবিকার বয়েস এখন শাড়ি ও ফ্রকের সূক্ষ্ম সীমারেখায়। বেড়াতে কিংবা নেমন্তন্ন বাড়িতে সে আজকাল শুধু শাড়িই পরে, এবার পূজোতেও শুধু শাড়িই উপহার পেয়েছে, কিন্তু বাড়িতে এখনো মাঝে মাঝে ফ্রক পরে। একটা গোলাপী রঙের ফ্রক তার খুব প্রিয়, আজ সেটাই পরে ফেললো। তারপর কিছুক্ষণ বসলো নিজের পড়ার বই নিয়ে, মন লাগলো না। সে রকম কোনো গল্পের বইও নেই। ছোটমাসীর মতন মারামারি, খুনোখুনি, ভয়ের বই সে একদম পড়তে পারে না।

একা একাই মালবিকা বেড়াতে এলো বাগানে। এখন আর তেমন শীত লাগছে না, রোদ্দুর কি নরম লাগছে! ইস্, এক এক সময় এমন ভালো লাগে, কিন্তু সেই ভালো লাগার কথা কাউকে বলা যায় না। একটু একটু হাওয়ায় যে ডালিয়া ফুলগুলো নড়ছে,

BanglaBook.org

মনে হয় না, যে ওরা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে? ফর্সা পা ফেলে ফেলে গোলাপি ফ্রক পরে একটি কিশোরী ঘুরে বেড়াতে লাগলো ফুলবাগানের মধ্যে। তার অনাবৃত নিরাভরণ হাত দুটি ভারী কমনীয় তার ঠোঁট ও চিবুকে সব সময় একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব, ভেলভেটের মতন তার গভীর কালো চুল। একটা করমচা গাছের দিকে যখন সে হাত বাড়ালো তখন দেখা গেল তার হাতের তালু ও আঙুলের ডগাগুলো করমচার মতনই লালচে।

বাগানে ঘুরতে ঘুরতে মালবিকা এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালো। বাপ্পা কথা বলছে সেই রহস্যময় লোকটার সঙ্গে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে লোকটি, সেই একমুখ দাড়ি ও রুক্ষ চুল সমেত মুখ আর বাইরে দাঁড়িয়ে বাপ্পা কি যেন গলগল করে বলছে ওকে। বাপ্পার একটুও ডরভয় নেই, অথচ মালবিকা এত দূর থেকেও চোখের পাতা নিথর করে দেখছে, রীতিমতন ভয় ভয় করছে তার। তার অভিজ্ঞতার জগতে এ রকম কোনো মানুষ আগে আসেনি। গাড়িতে ধাক্কা লেগে পা ভেঙেছে, গাড়ির তলায় চাপা পড়ে তো মরেও যেতে পারতো! ও রকমভাবে কেউ মাঝরাস্তায় দাঁড়ায়! কোথায় ওর মা-বাবা থাকে, কে জানে! ওর মা-বাবা ওকে কিছু বারণ করে না বুঝি? এখান থেকে আবার যাবে ঐ-সব জংলীদের গ্রামে? এবার যদি ওরা মেরেই ফেলে ওকে? মালবিকার বুকের মধ্যে খুব ইচ্ছে হতে লাগলো লোকটিকে নিষেধ করার। কিন্তু সে কিছুতেই ওর সঙ্গে কথা বলতে পরেবে না। অচেনা লোকের সঙ্গে কখনো সে কথাই বলেনি। মালবিকা একবার বাপ্পাকে ডাকতে গেল, কিন্তু ডাকলো না। তাহলেই তো তার দিকে ওদের চোখ পড়ে যাবে।

BanglaBook.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—টুসী, টুসী! একবার দুঃখীরামকে ডাক তো!

—ডাকছি।

মিনিট পাঁচেক পর মৃণালিনী আবার ঘুরে এসে বললেন, কই ডাকলি না? কি এত চিঠি লিখছিস? তিনদিন তো মোটে এসেছিস, এর মধ্যে কতগুলো চিঠি লিখলি!

তাপসী চিঠি চাপা দেবার চেষ্টা করলো না। সম্বোধনের অংশটার ওপর অস্তে করে হাতটা রেখে বললো, কলেজের একগাদা বন্ধু বলেছে, সবাইকে আলাদা-আলাদা চিঠি লিখতে হবে।

—তোকে তো কেউ চিঠি লিখলো না।

—বাঃ, আগে আমার চিঠি পাক, তবে তো লিখবে।

—যা, একটু দুঃখীরামকে ডাক।

—কেন, কি করবে কি? দুঃখীরাম তো বেরিয়ে গেল দেখলাম।

—ঐ ছেলেটিকে একটু পুডিং পাঠাবো! কাকে দিয়েই পাঠাই? রঘুও নেই। তুই দিয়ে আসবি নাকি?

—আমার বয়ে গেছে! আমি বুঝি বাড়ির ঝিয়ের মতন খাবার দিতে যাবো?

—ওমা, তাতে কি হয়েছে? ঝিরাই বুঝি খবোর দেয়? তোরা আজকাল এত লোকের সঙ্গে মিশিস, আর এই টুকুতেই লজ্জা!

—লজ্জার আবার কি আছে? আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি এখন জরুরী চিঠি লিখছি। পুডিং আর ওকে দিতে হবে না।

—বাড়িতে কিছু করলে সবাইকে না দিয়ে খাওয়া যায় না। আহা, কত দূরে এসে হাত-পা ভেঙে পড়ে রয়েছে!

BanglaBook.org

—শুনলে তো, এরকম প্রায়ই ওর ভাঙে! প্রত্যেকবার কে তোমার মতন পুডিং খাওয়াতে যায়?

—ছি, ওরকম ভাবে বলতে নেই। হ্যাঁ রে, ঐ ছেলেটি ওর বাড়িতে খবরটবর দিয়েছো তো? চিঠি লিখেছে? খোকনকে জিজ্ঞেস করতে বলিস তো!

প্রত্যেকবার চিঠি কথাটার উল্লেখেই তাপসীর চোখ সামান্য কেঁপে যাচ্ছে! গোপন চোখে তাকিয়ে দেখছে নিজের হাত-চাপা দেওয়া চিঠিটার দিকে। এখন চিঠি আর অরুণাংশুর নাম তার কাছে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো। পলকের জন্য চোখে ভেসে উঠছে অরুণাংশুর ছিপছিপে শরীর, বড় বড় চোখ ও খাড়া নাক, ঠোঁটে একটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব।

তাপসী বললো, মা, আমরা এই রবিবার হাজারীবাগ যাচ্ছি তো ঠিক?

মৃণালিনী হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তোর কি ব্যাপার বল তো? আসা থেকেই কেবল হাজারীবাগ হাজারীবাগ করছিস।

—বাঃ, তুমিই তো বললে এবার তুমি ন্যাশনাল পার্ক দেখতে যাবে। গতবার তোমার অসুখ করেছিল।

—তুই তো ন্যাশনাল পার্কে দু'বার গেছিস, তোর এত উৎসাহ কেন?

—তোমার জন্যেই তো বলছি। তুমি যাওনি একবারও।

—আমি ভাবছি হাজারীবাগ না গিয়ে রাঁচী যাবো এবার। রাঁচীতে তোর টুলু মাসীর জায়ের অসুখ।

—আহা, রাঁচী তো কাছেই, যে-কোন দিন গেলেই হয়। তুমি যে বলেছিলে, এবার আমরা হাজারীবাগে গিয়ে দু'একদিন থাকবো!

—না, এবার আর হাজারীবাগটাজারীবাগ বাদ দে। তোর বাবার শরীরটা তেমন ভালো নয়। রাঁচীতে গিয়ে আমাকে দু'চার

BanglaBook.org

দিন থাকতে হবে, একটা কাজ আছে। তোরা না হয় তখন নেতার হাট ঘুরে আসিস।

হাজারীবাগে যাওয়া হবে না শুনে তাপসীর বুকটা ধড়াস করে উঠলো। হাজারীবাগ যাওয়া হবে না? অরুণাংশু একা এসে ডাক বাংলোয় বসে থাকবে? যে-রকম অভিমানী ছেলে···

তাপসী বললো, না মা, রাঁচী এখন না। আমরা ফেরার সময় রাঁচী হয়ে ফিরবো বরং। এই রবিবার হাজারীবাগ চলো। আমি বুলবুলকে কথা দিয়েছি।

—বুলবুলরা পাটনায় এসেছে নাকি?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। তোমাকে কাল বললাম না, বুলবুলদের বাড়ির সবাই হাজারীবাগে এসেছে এবার। আমি বলে রেখেছি, এই রবিবার ওদের ওখানে যাব। আমরা বুঝি ইচ্ছে মতন কোথাও যাবার উপায় নেই?

—আচ্ছা, যাবি, যাবি! আমি বলবো এখন খোকনকে।

—তোমরা ন্যাশন্যাল পার্কে গেলে আমি কিন্তু সেদিন বুলবুলের বাড়িতে থাকবো। আমি ন্যাশন্যাল পার্কে দু'বার গেছি, আমি আর এবার যাবো না।

—ও, এই যে বলছিলি, আমার জন্যই তুই হাজারীবাগ যেতে চাস। অরুণাংশু আসছে বুঝি?

দপ করে তাপসীর মুখের আলো নিবে গেল। এমন অপ্রত্যাশিত কথা শোনার জন্য সে একটুও প্রস্তুত ছিল না। আমতা আমতা করে বললো, অরুণাংশু আসবে কিনা তা আমি কি জানি? সে হঠাৎ আসতে যাবে কেন?

মৃণালিনী মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। মৃণালিনীকে কেউ কখনো রাগ করতে দেখেনি! তাঁর প্রসন্ন মুখে একটা প্রসন্ন আভা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছোট মেয়ের দিকে।

আচমকা মায়ের মুখ থেকে অরুণাংশুর নাম শুনে তাপসী এখন

BanglaBook.org

আর নিজেকে ঠিক সামলাতে পারছে না। গালে লালচে আভা ফুটেছে, চোখে অনির্দিষ্ট শঙ্কা। তবু সে খানিকটা জোর দিয়েই বললো, হঠাৎ ওকথা জিজ্ঞেস করলে কেন ?

—এমনিই, তুই এত করে হাজারীবাগ যেতে চাইছিস কিনা।

—বাঃ তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ? আমার যদি কোথাও যাবার ইচ্ছে হয়···

—আসবে কিনা বল না ?

—না, আসবে না কিংবা যদি আসেও আমি তার কি জানি ?

মৃণালিনী হেসে বললেন, না এলেই ভালো। যদি এসে পড়ে আর তোর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তাহলে দেখিস তোর দাদা যেন না জানতে পারে। ছেলেটা তো এমনিতে খারাপ না, কিন্তু তোর দাদা যে ওকে একদম দেখতে পারে না। কি নাকি সব থিয়েটারফিয়েটার করে বেড়ায় ?

—থিয়েটার করা খারাপ বুঝি ? সবাই কি দাদার মতন খাঁটি ব্যবসাদার হবে নাকি ?

—অরুণাংশুর বাবারও তো ব্যবসা আছে। ফ্যামিলিটা তো ভালোই, কিন্তু ও যদি শুধু থিয়েটার করে বেড়ায়···

—তুমি কিছু খোঁজখবর রাখো না, মা ! আজকাল কত ভালো ভালো ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরাও থিয়েটার করে। আমাদের চেয়েও অনেক ভালো ফ্যামিলি।

—তা বাপু যাই বলিস, এখনও পড়াশুনো শেষ করেনি, এখনই অত থিয়েটারের নেশা ভালো নয়।

তাপসী আরক্ত মুখে বসে রইলো। কি যেন একটা উত্তর তার আছে, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না।

BanglaBook.org

প্লাস্টার-করা পা-টা ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সুব্রত চলে এলো

বারান্দায়। ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসছে। একটানা এই রকম তিন চার দিন সে বহু দিনের মধ্যে শুয়ে থাকেনি।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, পাহাড়গুলোর মাথায় মন্থর আলো। সুব্রত একবার তাকালো সাদা বাড়িটার দিকে। দোতলার বারান্দায় তাপসী দাঁড়িয়ে ছিল রেলিং ধরে ঝুঁকে, সুব্রতের সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই তাপসী শরীর সোজা করলো, অনাবশ্যক ভাবে দেখতে লাগলো আকাশ। আবার সুব্রতের দিকে চোখ পড়তেই সে ভুরু কোঁচকালো। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে গেল ঘরের মধ্যে। অর্থাৎ কে আগে সরে যাবে এই নিয়ে একটা নিঃশব্দ প্রতিযোগিতা চলছিল, সুব্রত সরলো না দেখে তাপসীকেই যেতে হলো। ছেলেটা সভ্যতা-ভব্যতা জানে না। বাড়ির মেয়েদের দেখলে যে সরে যেতে হয়, তাও শেখেনি।

সুব্রত সরে যাবে কেন, তিন দিন পরে এই প্রথম সে ঘর থেকে বেরুলো। পায়ে বেশ ব্যথা, তবু বাইরের হাওয়ায় ভালোই লাগছে। হালকাভাবে শিস দিতে দিতে সুব্রত বাড়ি থেকে চোখ ফেরালো রাস্তার দিকে। টিলার ওপর বাড়ি, তাই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। রেল স্টেশনে একটা ট্রেন থেমে আছে, ট্রেনের জানালা থেকে একটি ছোট শিশু হাত নাড়ছে বাইরে কার উদ্দেশে যেন। রাস্তা দিয়ে তিন ট্রাক মিলিটারি চলে গেল। কালো ফিতের মতন রাস্তাটা খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে মিশে গেছে দূরের জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলের মাথায় শেষ সূর্যের আলোয় লাল ও কালো রঙের মাথামাখি।

প্রধান গেট দিয়ে ঢুকে দিবানাথ সুব্রতের দিকেই এগিয়ে এলেন। হাতে একটা রূপোবাঁধানো ছড়ি, যদিও দিবানাথ এই বয়েসেও একটুও নুয়ে পড়েননি, দীর্ঘকায় পুরুষ, চামড়ায় টানও ধরেনি সেরকম।

BanglaBook.org

দিবানাথ জিজ্ঞেস করলেন, কি এখন কেমন লাগছে?

সুব্রত সংক্ষেপে উত্তর দিল, মন্দ না!

দিবানাথ আরও কাছে এগিয়ে এলেন, সুব্রতের পায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, সেরে উঠছে? ব্যথা কমেছে?

—না!

—কলকাতা থেকে এসেছ শুনলাম। কলকাতার কোথায় বাড়ি তোমার?

—বাড়ি নেই।

—কোথায় থাকো?

—হোস্টেলে।

—আর তোমার বাবা মা?

উত্তর না দিয়ে সুব্রত একটা হাত উঁচু করলো। দিবানাথ ঠিক বুঝতে পারলেন না। বারান্দার রেলিং-এর মাঝখানে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সুব্রত, দিবানাথকে দেখেও কোন সম্ভ্রমের চিহ্ন দেখায়নি। তার উঁচু করা হাতের দিকে ইঙ্গিত করে দিবানাথ আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোথায়?

সুব্রত আকাশের দিকে হাতখানা আর একটু উঁচু করে হালকা ভঙ্গিতে উত্তর দিল, ঐ খানে। স্বর্গে টর্গে নয়, পঞ্চভূতে বিলীন যাকে বলে।

দিবানাথের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। ছেলেটির বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। কি-ই বা বয়েস! এই রকম মানুষের কথা শুনলে দিবানাথের বুকটা মুচড়ে ওঠে। ছেলেটি তার বাবা মায়ের মৃত্যুর কথা বললো খুব হালঙ্কাভাবে। ভালো, ভালো! দুঃখের কথা যদি কেউ হালকাভাবে বলতে পারে, সেটাই তো ভালো, তাতে বুকটা পরিষ্কার থাকে। অনেকটা আপন মনেই বললেন, তোমার বয়েস বোধ হয় তেইশ চব্বিশের বেশী না। এর থেকেও কম বয়েসে আমি আমার বাবা মাকে হারিয়েছিলাম। আমার যখন

BanglaBook.org

তের বছর বয়েস তখন আমার বাবা মারা যান। মা মারা গেলেন তার চার বছর বাদে, তখন আমি সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছি। তুমি কি এবার এম, এস্‌সি, পরীক্ষা দিচ্ছো ?

—এবার দেবো, কি কোনবার দেবো কোনো ঠিক নেই। পরীক্ষা যে দিতেই হবে, তার কোনো মানে নেই।

দিবানাথ হাসলেন। হাতের ছড়িটা একটা পাথরে ঠুকে ঠুকে বললেন, ছাত্র বয়েসটা কারুরই শেষ করতে ইচ্ছে করে না।

ঐরকম আনন্দের সময় আর জীবনে কখনো আসে না। যত বেশী দিন ছাত্র থাকা যায়···পাশ করার পর রিসার্চ করলেও···

এক ধরনের শান্ত ব্যক্তিত্ব দিবানাথকে সব সময় ঘিরে থাকে। তাঁর সঙ্গে কথা না বলেও তাঁর দিকে তাকালেই সেটা অনুভব করা যায়। সুব্রত সেটা অনুভব করছে, কিন্তু তার এটা পছন্দ নয়। এই সব বুড়োফুড়োদের রাশভারিপনা সে সহ্য করতে পারে না। এরা কিছুতেই সমান সমান ভাবে কথা বলতে পারে না মানুষের সঙ্গে। সব সময় এমন একটা ডিগনিটি নিয়ে থাকে যেন আর সবাই-ই খুব ছোট। আরে বাবা, মানুষের আবার ছোট বড় কি ?

দিবানাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাবটা পুরোপুরি অস্বীকার করবার জন্য সে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে দেশলাইয়ের কাঠিতে একটা অবহেলার শব্দ করে সিগারেট ধরালো। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, বেড়ে বাড়িটা আপনাদের। বানানো, না কেন ?

BanglaBook.org

—কিনেছিলাম যুদ্ধের সময়।

—যুদ্ধের সময়। খুব মওকায় পেয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই ? কত পড়েছিল ?

—বাড়ির দাম সম্বন্ধে তোমার কি বেশ ধারণা আছে ? একচল্লিশ হাজারে কিনেছিলাম, সস্তা, না বেশী ? অনেক বলেছিল অবশ্য, যে

ঠকেছি। আমার বাড়িটা দেখেই পছন্দ হয়েছিল। এখান থেকে ডিউটা বেশ সুন্দর!

—তা মন্দ না। আমার তো ইচ্ছে করছে এখানেই থেকে যাই।

—অনায়াসেই থাকতে পারো।

—যদি সারা বছরই থাকতে চাই?

—তাতেও আপত্তির কোন কারণ নেই। আমার বাড়িটায়ও দেখাশুনা করার একজন লোক থাকবে।

—আপনি আমাকে কেয়ারটেকার হতে বলছেন? আমি কিন্তু সে কথা বলিনি। ধরুন, যদি অনেক লোকজন ডেকে এনে আপনাদের এই বাড়িটা আমি দখল করে নিই তাহলে কি হয়?

দিবানাথ প্রশান্তভাবে হাসলেন। ছেলেটির আপাদমস্তক দেখলেন ভালো করে। যৌবনেই তেজ মানায়। স্বপ্নবিলাসী, যুক্তিহীন, বেপরোয়া হওয়াই যৌবনের ধর্ম। কাকার সঙ্গে ব্যবসায় নামার পরেও দিবানাথ প্রথম যৌবনে প্রায়ই কি ভাবেননি, সব ছেড়েছুড়ে গান্ধীজীর সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে নেমে পড়বেন?

দিবানাথ জিজ্ঞেস করলেন, সে রকম কোনো ইচ্ছে আছে নাকি তোমার।

—এই সব বিলাসিতার বাড়ি তো দখল করে নেওয়াই উচিত। আপনার বাড়িটাও যদি দখল করে নিই?

—কি আর হবে? একখানা ঘর শুধু রেখে দিও আমাদের জন্য। আমার কিছু কিছু ব্রোঞ্জের মূর্তির কালেকশান আছে। সেগুলো যেন নষ্ট না হয়।

বাড়িটাই যদি চলে যায়, তাহলে বোঞ্জের কটা মূর্তির কথা ভেবে আর কি হবে?

—বাড়িটা চলে গেলে হয়তো আমার খুব অসুবিধে হবে না। কিন্তু মূর্তিগুলো নষ্ট হলে আমার কষ্ট হবে।

—কি হয় ওসব মূর্তিফুর্তি জমিয়ে!

BanglaBook.org

—কিছুই হয় না। অনেক সুন্দর জিনিসেরই কোনো মূল্য নেই পৃথিবীতে। তবু মানুষের ভালো লাগে।

সুব্রত সিগারেটের টুকরোটা টুসকি মেরে ফেলে দিল ফুল-বাগানে। একটা গোলাপগাছের গোড়ায় পড়লো সেটা, জ্বলতে লাগলো। সেদিকে চেয়ে থেকে দিবানাথ বললেন, যুগটা বড় তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে। তবে আমার কি মনে হয় জানো, আজ যদি আমার বয়েস বাইশ তেইশ হতো, আমিও বোধ হয় তোমার মতনই হতাম?

হঠাৎ সুব্রত একটু লজ্জা পেয়ে গেল। এই প্রথম। তার গোঁফ-দাড়ি-ভরা মুখখানিতেও লজ্জার ভাব ফুটে উঠলো একটু। সে বারান্দা থেকে খোঁড়া পা-টা ঘসটাতে ঘসটাতে নেমে এসে গোলাপ-গাছের গোড়া থেকে সিগারেটের টুকরো তুলতে গেল।

দিবানাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে, আরে, তুমি নামছো কেন? তিনি নিজেই সিগারেটের টুকরোটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির ধারে রাখা একটা নোংরা ফেলার পাত্রে ফেললেন। তারপর বললেন, পাকে এখন স্ট্রেইন করা উচিত নয়। এখন রেস্ট নেওয়া দরকার।

—আমার শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না আর।

—দিন পনেরো তো আরও থাকা উচিতই! নইলে ঠিক সারবে না।

—দিন পনেরো? অসম্ভব। অতদিন আমি কাজ নষ্ট করতে পারবো না।

—তুমি এখানে কোনো কাজে এসেছো?

এবার সুব্রত হাসলো। মুখ ফিরিয়ে বললো, আমার নিজস্ব কাজ। আমি এই সব জঙ্গলে আদিবাসীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি।

বারান্দা থেকে সরে গিয়েও তাপসী ঘর থেকে বাইরের দিকেই দেখছে। সুব্রত যখন সিগারেট ধরিয়েছিল, তখন তার এত রাগ হয়েছিল যে, ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় মারে!

BanglaBook.org

দাদা, জামাইবাবু এরা তো বাবার সামনে কোনোদিন সিগারেট খানই না, কাউকেই সে এ পর্যন্ত বাবার সামনে সিগারেট খেতে দেখেনি। বাবা নিজে কোনোদিন সিগারেট খাননি···আশ্চর্য, বাবা, ছেলেটাকে এক ধমক দিতে পারলেন না? ও ভেবেছে কি? অভদ্র গেঁয়ো কোথাকার! বাবা আবার ঐ টুকরোটা হাতে করে তুললেন। জামাইবাবুকে বলতে হবে। অরুণাংশুও বড্ড বেশী সিগারেট খায়। এত বারণ করি, কিছুতেই শোনে না! এই ছেলেটা বেশ লম্বা তো, অরুণাংশুরই সমান হবে বোধ হয়। কাঁধটা একটু বেশী চওড়া! দাড়িগোঁফগুলো আসল তো? কিছু বিশ্বাস নেই বাবা। ম্যাকসিম গার্কির একটা নাটকের অনুবাদে পার্ট করার সময় অরুণাংশুও দাড়িগোঁফ লাগিয়েছিল। তাতেও অবশ্য ওকে খুব সুন্দর দেখিয়েছে। অরুণাংশু আসবে তো রবিবার, এই রবিবার হাজারীবাগে।

দিবানাথ বললেন, আমিও এক সময় এখানকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম। খুব শিকারের শখ ছিল। তুমি কোথায় কোথায় গেছো?

—মাফ করবেন! আপনার সঙ্গে আমার জায়গাগুলো মিলবে না। আপনি যেতেন জন্তু-জানোয়ার মারতে, আমি যাই মানুষ দেখতে।

দিবানাথ উঁচু গলায় হেসে বললেন, তোমার কথাগুলো বেশ ছাপার অক্ষরের মতন। সত্যি হলেও অনেকে এরকমভাবে বলতে পারে না। মানুষ দেখতে আদিবাসীদের মধ্যেই বা যেতে হবে কেন? কলকাতার শহরে কি মানুষ নেই? কিংবা ধরো, আমরাও কি মানুষ নই?

—ওদের তো আপনারা জন্তু-জানোয়ারের মতোই মনে করেন কি না!

—আর তুমি বুঝি শহরের লোকদের জন্তু-জানোয়ার মনে করো?

চার চোখের দৃষ্টি থমকে রইলো এক সরলরেখায়। দিবানাথের মুখে প্রশান্ত গাম্ভীর্য। সুব্রত খানিকটা ইতস্তত: করে বললো, না,

BanglaBook.org

আমি কথাটা ওভাবে বলতে চাইনি। কোনো মানুষকেই আমি ঘৃণা করি না। তবে, দয়া করে আমাকে জেরা করবেন না। শহরের থেকে এই সব জায়গায় ঘুরতেই আমার বেশী ভাল লাগে। ব্যস! এর মধ্যে আর অন্য কিছু নেই।

দিবানাথ শরীরে গতি এনে বললেন, কলকাতায় সাদার্ন অ্যাভিনিউতে আমাদের বাড়ি। কলকাতায় ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করো। যদি আমি তোমাকে কোনো রকমে সাহায্য করতে পারি···

—দাঁড়ান, কলকাতায় ফেরা তো অনেক পরের কথা। এখানে এ বাড়িতেই আমাকে কতদিন থাকতে হয় দেখুন।

—তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকো না! তোমার পা সেরে গেলে, তুমি কোন্ গ্রামট্রামে যাবে, ঘুরে এসো। তারপর আমাদের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরতে পারো। আমরা তো এখনো পঁচিশ ছাব্বিশ দিন আছি এখানে।

—আমার পা সেরে গেলে আমি আর একদিনও এখানে থাকবো না।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে দিবানাথ বললেন, যা তোমার খুশী! তবে, তোমাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারলে আমি খুশী হবো। কখনো যদি দরকার হয়···

সুব্রত চোখ সরু করে তাকালো। এই সব বড়লোকদের মুখে দয়াটয়ার কথা শুনলেই তার মাথায় আগুন জ্বলে যায়। খালি পয়সার গরম, অ্যাঁ? বেশ খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে সে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনার মন ছটফট করে উঠলো কেন?

দিবানাথের মুখটা আবার বিষণ্ণ হয়ে এলো। আস্তে আস্তে বললেন, না, সে রকম কিছু না। তোমাকে দেখে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে।

BanglaBook.org

ঘণ্টা দুয়েক স্ত্রীদের সঙ্গে বাজারে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে, মুখে না-এ ফোটানো বিরক্ত নিয়ে মণিময় আর চিরঞ্জীব এষা আর প্রমিতাকে বাড়ির গেটে নামিয়ে দিয়ে আবার গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল শহরে। জরুরী ব্যাপারে দেখা করার দরকার আছে মুকুলজীর সঙ্গে।

গোটা ছয়েক শাড়ির প্যাকেট নিয়ে এষা আর প্রমিতা গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখলো, সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে পায়ে প্লাস্টার করা মূর্তিমানটি। সামান্য একটু সরে দাঁড়ালো সে।

এষার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই এষা তক্ষুণি চোখ সরিয়ে নিল। তাকালো প্রমিতার দিকে। প্রমিতা সুব্রতের দিকে চট করে একবার তাকিয়েই এষার দিকে মুখ ঘোরালো। দুজনে একসঙ্গে একবার সুব্রতের দিকে তাকিয়ে আবার পরস্পর দৃষ্টি বদল করল। এবার এষা দেখছে সুব্রতকে, প্রমিতা দেখছে এষাকে। আবার তার ঠিক বিপরীত। সুব্রতের ওসব লজ্জাফজ্জা নেই, সে কৌতূহলের চোখে পিট পিট করে দেখছে এই অতিরিক্ত প্রসাধনধন্যা, সালঙ্কারা নারী দুটিকে।

এষা আর প্রমিতা এগিয়ে যাবার জন্য শরীর দোলালো। অথচ চরণে ঈষৎ দ্বিধা। ওরা অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলে না, আবার এতটা আধুনিকাও নয় যে বাড়িতে একজন লোক কয়েকদিন ধরে রয়েছে, তার সঙ্গে একেবারে সামনাসামনি চোখাচোখি হলেও কথা বলবে না।

প্রমিতা অত্যন্ত মিহি ভদ্রতা করে বললো, কি ভালো ?

সুব্রত উৎফুল্লভাবে বললো, হ্যাঁ। আপনারা বাজারে গিয়েছিলেন বুঝি ? তার কথায় কোনো আড়ষ্টতা নেই, যেন এষা তার বহু দিনের চেনা।

এষা আরও হিমশীতলভাবে বললো, হ্যাঁ, এই একটু···

—আজ হাটবার ছিল না ?

—হ্যাঁ।

BanglaBook.org

—আমি জানালা দিয়ে দেখছিলাম, অনেকে দল বেঁধে হাটে যাচ্ছে।

ছেলেটা বোধ হয় গল্প জমাতে চায়। এষা বা প্রমিতার কোনো উৎসাহ নেই ভদ্রতা বজায় রেখেছে। এবার তারা চলে যাবে। সুব্রত নিজের উৎসাহেই বলে চললো, এখানকার হাটগুলো বেশ ইণ্টারেষ্টিং হয়। আপনারা পাত্রাতু গেছেন? ওখানে ভালো হাট হয়—রাঁচীর কাছেও।

এষা আর প্রমিতা আলোচনায় যোগ দিল না। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে মাটির দিকে মুখ নীচু করে রইলো। সুব্রতের কথা থামলেই ওরা চলে যাবে।

সুব্রত হঠাৎ বললো, আচ্ছা আপনাকে, আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

এষার বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠলো। আর একবার সুব্রতের দিকে তাকিয়েই সরিয়ে নিল চোখ। বলে কি ছেলেটা? কোথায় দেখেছে তাকে? অরূপের ছোট ভাইটা এই বয়েসীই হবে না? কলেজে পড়ার সময় যা জ্বালাতো অরূপ! দু দিন ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। একদিন তো ওর বাড়িতে আর কেউ ছিল না। এমন অসভ্য ছেলে! তাই ছেলেটার চোখ দুটি একটু চেনা চেনা, কি জানি তখন তো এরকম দাড়ি ছিল না অরূপের ভাইয়ের।

ফ্যাকাশে মুখে এষা জিজ্ঞেস করলো, আমাকে বলছেন?

সুব্রত প্রমিতার দিকে তাকিয়ে বললো, না, আপনাকে।

বিরাট একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো এষা। ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলো প্রমিতার দিকে। প্রমিতার মুখটাও একটু শুকিয়ে গেছে কিন্তু সপ্রতিভতা বজায় আছে। নির্লিপ্তভাবে বললো, তা হতে পারে। কোথায়?

—ঠিক মনে পড়ছে না। অথচ যেন খুবই চেনা চেনা।

BanglaBook.org

প্রমিতা এবার বেশ দৃঢ়ভাবে বলার সুযোগ পেল, আমি কিন্তু আপনাকে আগে কোথাও দেখিনি।

সুব্রত বললো, আমার কিন্তু খুব মনে হচ্ছে আগে দেখেছি আপনাকে। কোথায় ঠিক মনে করতে পারছি না, অথচ খুব চেনা চেনা।

কথা বলার সময় সুব্রত পর্যায়ক্রমে দেখছে প্রমিতা আর এষাকে। চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, ঠোঁটে আলতো হাসি।

প্রমিতা ভদ্র অবহেলার সঙ্গে বললো, আমি আপনাকে কখনো দেখিনি।

আর কিছু কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পা বাড়ালো প্রমিতা।

সুব্রতের শ্রুতিসীমার বাইরে গিয়ে ওরা দুজন চোখাচোখি করল আবার। দুজনের ঠোঁটে চাপা হাসি। প্রমিতা বললো, অন্ধকারে এমন দাঁড়িয়ে আছে চমকে গিয়েছিলাম!

এষা বললো, তোমার দিকে আবার যা ড্যাবড্যাব করে দেখছিল।

—আমার সঙ্গে কথা বলছিল, কিন্তু দেখছিল, তো তোমাকেই।

—মোটেই না। তোমার দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে ছিল।

—আমার দুটো ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে, আমাকে আর কি দেখবে!

—আহা! এখনো তোমার যা ফিগার।

—এ কথা বলার কি মানে বুঝলে তো?

—কোন কথা?

—ঐ যে বললো, চেনা চেনা লাগছে।

বসবার ঘরে দুই সখীতে এমন হাসতে লাগলো যে হাত থেকে কাপড়ের প্যাকেটগুলো ধুপধাপ করে পড়ে যেতে লাগলো মাটিতে।

BanglaBook.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—আলো নেবাবো না?

—উঃ!

—আলো জ্বালা থাকবে?

—থাক না।

—তুমি শেষকালে নেবাবে তো? রোজই তো আলো জ্বেলে ঘুমিয়ে পড়ো।

মণিময় বললেন তাতে কি এমন ক্ষতি হয়। জানই তো কিছুক্ষণ না পড়লে আমার ঘুম আসে না।

গল্পের বইটই পড়ার কোনো সখ নেই মণিময়ের। একবার কি কথায় কথায় বলে ফেলেছিলেন 'শেষের কবিতা' বইটা শরৎচন্দ্রের লেখা, তাই শুনে সকলের কি হাসি? তখন চটেমটে মণিময় বলেছিলেন, বাংলা বই আবার কেউ পড়ে নাকি! ওতে তো শুধু সময় নষ্ট। বাংলা বইটই পড়ে শুধু মেয়েরা। সত্যিকারের ভালো নভেল পড়তে গেলে পড়তে হয় ইংরিজী বই—ডিকেন্স, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, ইয়ে, ঐ যে কি যেন নামটা···।

অবশ্য সে সব বইও পড়েন না তিনি। তবে খাঁটি সাহেবের মতন মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা ছোট পেগ নিয়ে সামনে বই খুলে বসেন একটা।

প্রমিতা ঘাড়ে ক্রিম ঘষতে ঘষতে বললে, ঘুমোবার আগেও ঐ সব বই পড়ে যে কি রস পাও বুঝি না।

মণিময় বিছানার ওপর লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে 'বিজনেষ ফিন্যান্স অ্যাট এ গ্ল্যান্স' পড়ছিলেন। হেসে বললেন, তুমি বুঝবে না! এই সব রসকষহীন বই পড়লেই তাড়াতাড়ি ঘুম আসে।

BanglaBook.org

ভালো করে জানলা বন্ধ করে শাড়ী ব্লাউজ খুলে নাইটি পরে নিল প্রমিতা। তারপর চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলো। সমস্ত শরীরটা ক্রিমে একেবারে চুপচুপে। ছেলেমেয়েরা দাদুদিদিমার কাছে শুয়েছে।

মণিময় বললেন, শোনো, মুলুকজীর সঙ্গে দেখা করে আজ অনেক কাজ হলো। চারজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে আজ কনট্রাক্ট করা হয়েছে। সাতাশ লাখ টাকার একটা অর্ডার পেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। এদের হাতেই তো সব।

প্রমিতা কোনো উত্তর দিল না।

—ওদের একদিন বাড়িতে খেতে বলতে হবে!

—বলো।

—বুঝলে না একটা পার্টি না দিলে···মিলিটারির লোক তো, এরা পার্টি খুব পছন্দ করে।

—ক' বোতল মদের শ্রাদ্ধ হবে?

—ঐ তোমার এক কথা; তুমি বড্ড অবুঝ। এ ব্যাপারে তোমার এত সুপারস্টিশন কেন? আজকাল সবাই···

—ঠিক আছে, পার্টির পরেও যদি বোতলটোতল দু-একটা বাঁচে, সেগুলো কিন্তু আমি নর্দমায় ঢেলে ফেলে দেবো।

—হাঃ হাঃ হাঃ! স্কচ তুমি নর্দমায় ফেলবে? তার চেয়ে গরীব দুঃখীদের দিলে খেয়ে বাঁচবে। যাক গে শোনো, টুসী তো খুব হাজারীবাগে যাবে বলে লাফাচ্ছে। আমার আর খোকনের কিন্তু যাওয়া হবে না। তুমি যেন অবুঝের মতন আবার জোর করো না। শনিবার দিন বাবার সঙ্গে ওদের পাঠিয়ে দাও। তোমরাও যেতে পারো ইচ্ছে করলে। রবিবার দিনই পার্টিটা তা হলে অ্যারেঞ্জ করে ফেলি। বাবা না থাকলেই সুবিধে হয়। আমরা একটু ফ্রি হতে পারি।

—বুঝেছি! আমার ঘুম পেয়েছে আমি শুয়ে পড়ছি।

BanglaBook.org

মণিময় আবার ফিরে গেলেন বই পড়ায়। লেপের তলায় ঢুকে পড়লো প্রমিতা। অন্য দিকে ফিরেই মণিময় একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন প্রমিতার বুকের ওপর। এক হাতে বই ধরা মণিময়ের আর একখানা হাত ঘোরাফেরা করতে লাগলো পত্নীর বুক ও পেটের এলাকায়। একটাও কথা নয়। ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, কোথাও কোনো শব্দ নেই। প্রমিতা মুখ পর্যন্ত লেপ চাপা দিয়ে শোয়, মনে হয় এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বইয়ের দিকে চোখ বটে মণিময়ের কিন্তু একটা অক্ষরও পড়ছেন না, অন্য হাতটা ব্যস্ত। নিস্তব্ধতা ভাঙার জন্য মণিময় বললেন, দারুণ শীত পড়েছে কিন্তু এবার, না?

প্রমিতা কোনো উত্তর দিল না।

মণিময় আবার বললেন, আমি সব চেয়ে বেশী শীত পেয়েছিলাম লণ্ডনে, সেটা বোধ হয় সিক্সটি-ওয়ান, সেবার ক্রিসমাসের দিন এমন ঠাণ্ডা পড়লো—সেই সঙ্গে ব্লিজার্ড···

এবারেও প্রমিতার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে নিরাশ হয়ে পড়লেন মণিময়। তারপর এক সময় ডান হাতখানা শ্লথ হয়ে এলো, অন্য হাত থেকে খসে পড়লো বই, মণিময় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

স্বামীর ঘুমে ভারী হাতখানা শরীর থেকে সরিয়ে দিল প্রমিতা, আরও অনেকক্ষণ জেগে রইলো। পাঁচ মিনিট পর পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো তিনটে। মন চলে গেছে অনেক দূরে।

চেনা চেনা লাগে বলছিল, সত্যিই কি? না আন্দাজে, ঢিল ছুঁড়েছে? এক টাইপের ছেলে থাকে এই রকম, আলাপ জমাবার জন্য হঠাৎ যা মুখে আসে বলে দেয়। কিন্তু আলাপ জমাবার চেষ্টা আমার সঙ্গে করবে কেন, এষার অনেক কম বয়েস! এষার মুখখানা অত শুকিয়ে গিয়েছিল কেন? ও কি ভেবেছে, অরূপের কথা কেউ জানে না? সবাই জানে, প্রায়ই দুপুরে অতক্ষণ ধরে

BanglaBook.org

টেলিফোনে কথা বলে কার সঙ্গে ? এষা একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে মিষ্টি খাওয়া যদি এখন থেকে না কমায়—এখনো ছেলেমেয়ে হয়নি—এর পর হলে কষ্ট পাবে বেশী। দীপঙ্করের কথা কিন্তু কেউ জানে না, একমাত্র মা ছাড়া। সাত বছর দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। এতকাল ধরে কেউ অভিমান পুষে রাখে ?

ছেলেটা এমন ভাবে বললো চেনা চেনা লাগছে, যেন সে তাকে কোনো গোপন আয়গায় দেখেছে। মহা বখাটে ছেলেটা! ঐ রকম কথা বলে চম্‌কে দেবার চেষ্টা! এষাই তো দারুণ চমকে উঠেছিল! কিন্তু ছেলেটা এষাকে না বলে তাকে বললো কেন? সত্যিই দেখেছে ? কোথায় ? বাজে কথা। দীপঙ্করের সঙ্গে যখন তার সম্পর্ক ছিল তখন তো ও নেহাত ছেলেমানুষ। দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল। এক সময় মনে হয়েছিল, দীপঙ্করকে ছাড়া কি করে বাঁচবো ? অথচ, আজ দুটো ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে, এত বড় সংসার, সেই সব কিছুই কত অস্পষ্ট। তবু এখনো দীপঙ্করের কথা মনে পড়লে···

কিছুতেই ঘুম আসছে না প্রমিতার। উঠে পড়লো খাট থেকে। এই শীতেও জানালা খুলে উদাসীন চোখে তাকিয়ে রইলো দূরের জ্যোৎস্নাময় নিথর বনানীর দিকে।

বেশ খানিকটা বাদে প্রমিতা আবার মুখ ফেরালো। একটা অস্ফুষ্ট শব্দ করে পাশ ফিরলেন মণিময়। লেপটা গা থেকে সরে গেছে। প্রমিতা কাছে এসে লেপটা ঠিক করে দিল। ঘুমোলে সব পুরুষমানুষকেই খুব ছেলেমানুষের মত দেখায়। একদৃষ্টে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলো প্রমিতা। একটু বেশী কথা বলে, একটু অহংকার করতে ভালোবাসে, কিন্তু সব মিলিয়ে মানুষটা খারাপ নয়। মণিময়কে অনেকে ভুল বোঝে। কিন্তু প্রমিতা জানে, অন্তকরণটা ছোট নয় মণিময়ের।

সবই তো ঠিক ছিল, ধনবান সার্থক স্বামী, ছেলেমেয়ে দুটিও

BanglaBook.org

ভালো, সংসারে কোনো স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই, মানুষ এই-ই তো চায়। কিন্তু আজ থেকে সতের বছর আগে প্রমিতা একজন মানুষকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, লোকটা সেই দুঃখ ভুলতে পারলো না, আর বিয়েই করলো না। এটা মনে পড়লেই···।

প্রমিতা আলো নিবিয়ে বিছানায় এসে শুতেই মনে হলো যৌবনকালের দীপঙ্কর যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—চলো, একটু বাগানে গিয়ে বসবে !

—এই শীতে ? পাগল হয়েছো ?

—কেন, তুমি কোটটা পরে একটা মাফলার জড়িয়ে নেবে। এমন কী শীত ! চলো না, খুব সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে আজ।

—মণি-দা কে ডাকো। ওরাও যদি যায়···

—ওরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের ডাকতে হবে না। তোমার সবটাতেই বেশী বেশী ! সব কিছুই কি সবাই মিলে একসঙ্গে করতে হবে ? আলাদা কিছু করার উপায় নেই ?

বিছানার উষ্ণতার ওপর খুব মায়া করে চিরঞ্জীব আস্তে আস্তে লেপ ছেড়ে উঠলো। শরীরটাকে এদিক ওদিক বেঁকালো। পৃথিবীর আর অন্য যে কোনো আরামের চেয়ে বড় এখন ঐ লেপের তলায় ঢুকে পড়া। তা নয়, এখন বাগানে বেড়াতে যাওয়া ! সব কিছুরই একটা মাথামুণ্ড আছে তো ! এষার হঠাৎ আজ এত উৎকট শখ চেপেছে কেন ? এই শীতের রাত্রে বাগানে ! যদি ঠাণ্ডাটা একবার লাগে, রামগড়ের বিখ্যাত ঠাণ্ডা, একুশ দিনের কমে সর্দি ছাড়ে না।

জানলা খোলাই ছিল, বাইরে তাকিয়ে চিরঞ্জীব বললো, জ্যোৎস্না কোথায় ? ঐ দেখ আবার মেঘ জমেছে। এক্ষুণি অন্ধকার হয়ে যাবে।

—হোক অন্ধকার, চলো একটু গিয়ে বসি। এরকম বেড়াতে আসার কোনো মানেই হয় না। সন্ধ্যের পরই খাওয়াদাওয়া, তার পরই ঘুম।

BanglaBook.org

খানিকটা হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো সরসর করতেই চিরঞ্জীব বললো, ওরে বাবা, যা হাওয়া দিচ্ছে, এর মধ্যে পাগল ছাড়া কেউ বাইরে যায়!

এষা বললো, চলো, চলো! দেখো না, একবার গেলেই ভালো লাগবে। সাড়ে ন'টা মাত্তর বাজে, এর মধ্যে শুয়ে পড়ার কোনো মানে হয়?

চিরঞ্জীব দৌড়ে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে লেপ মুড়ি দিল। তারপর খানিকটা আদর-কাড়া গলায় বললো, আজ সত্যি ইচ্ছে করছে না, লক্ষ্মীটি, রাগ করো না।

এষা তবু শুনতে চায় না। জেদ ধরে বললো, তুমি আমার একটা কথা রাখবে না? আমার আজ ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে।

চিরঞ্জীবও এবার খানিকটা একরোখাভাবে বললো, তুমি বুঝছো না কেন? পাগল ছাড়া এই ঠাণ্ডায় কেউ বাইরে যায় না।

বাড়ির সামনে দিয়ে এখনো মানুষজন যাচ্ছে, তাদের গলার আওয়াজ। দেহাতী মানুষজন হাট থেকে ফুর্তি করে ফিরছে। এষা তাদের কথা উল্লেখ করে বললো, ঐ যে লোকেরা এখনো বাইরে রয়েছে, ওরা বুঝি সব পাগল?

—ওদের অভ্যেস আছে। আচ্ছা, কথা দিচ্ছি, কাল ঠিক যাবো। লেপের মধ্যে একবার ঢুকলে আর কি বেরোতে ইচ্ছে করে। এসো আজ শুয়ে শুয়ে গল্প করি।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিঃশব্দে বসে রইলো এষা। আবার সে এখন দেখতে পাচ্ছে তার কুমারীজীবনের মুখ। তার কুমারী-জীবনে একজন বলেছিল, এসো না, আজ আমরা দুজনে মিলে একটু পাগল হই? অন্যেরা যা করে না, সেই রকম পাগলামি করতেও যে মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মানুষের।

ঐ ছেলেটা যখন প্রথম বললো, আপনাকে আগে কোথায়

BanglaBook.org

দেখেছি, তখন এষারই মনে হলো, ওকে খুব চেনা চেনা। অবশ্য সত্যি সত্যি চেনা নয়। তাছাড়া, ছেলেটা তো তাকে ওকথা বলেনি। বলেছিল প্রমিতাকে।

উনি অবশ্য কথাটা গ্রাহ্য না করার ভাব দেখালেন। কিন্তু মনে হলো যেন, ছেলেটা ওকে সত্যিই কোথাও দেখেছে। কোথায় দেখেছে, সে কথা বললো না কেন? ছেলেটাও কম বদমায়েস নয়। মিটমিট করে হাসছিল আবার। ওকে অরূপের ভাই বলেই মনে হয়েছিল হঠাৎ। চোখ দুটো সেই রকম। ছেলেটি যে রকম ডাকাবুকো তাতে ও অরূপের ভাই শুনলে কিছুই অবাক হবার ছিল না। ওরা দু-ভাই-ই বেপরোয়া ধরনের। অরূপ একবার তাকে প্রায় জোর করে গঙ্গায় নৌকোয় চড়িয়েছিল! এষা রাজী হয়নি, কিছুতেই রাজী হয়নি। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে যাবার পর এমন ঝুলোঝুলি করতে লাগলো! মানুষকে বেশী বার কি আর না বলা যায়! নৌকায় ওঠার পর দারুণ ভয় করছিল এষার। বেশ জোর হাওয়া, দুলছিল নৌকো, মাঝিগুলো বিশ্রীভাবে তাকায়, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন বলে! ওরকমভাবে কেউ বেড়াতে যায়? তাও তো ভাগ্যিস দুপুরবেলা ছিল। তারপর সত্যি সত্যি ঝড় উঠলো। ভয়ে অরূপের হাত জড়িয়ে ধরেছিল এষা। অরূপের কিন্তু একটুও ভয় নেই। ঝড়কেও ভয় নেই, মাঝিদেরও ভয় নেই। অনায়াসে এষার কাঁধে হাত রেখে চাপ দিয়ে বলেছিল, ভয় কি খুকুমণি! এষা বলেছিল, যদি ডুবে যাই? অরূপ বলেছিল, ডুবলে একসঙ্গে ডুববো, বাঁচলে একসঙ্গে বাঁচবো।

বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। সেই জাতের অমিল। অথচ তারপর ছোড়-দা তো অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করলোই, বাবা তখন কিছু বলতে পারলো? তবে অরূপকে দেখার পর পুরুষমানুষের মধ্যে খানিকটা দুঃসাহসিকতা আর শৌর্য না দেখলে এষার ভালো লাগে না। পুরুষমানুষ বলতে যা বোঝায়, অরূপ হচ্ছে সেই

BanglaBook.org

ধরনের। রীতিমতন লম্বা, চওড়া কাঁধ, কথার মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা নেই। অনেক ছেলের মধ্যে কেমন একটা ভীতু ভীতু ভাব থাকে, তা একদম নেই অরূপের। কলেজে থাকতে কতবার তো মারামারি করেছে। বি. এসসি. শেষ পর্যন্ত পাশ করতে পারলো না অবশ্য, কিন্তু ভালো ক্রিকেট খেলে। এখনো যা হ্যাণ্ডসাম চেহারা। অরূপেরও এখন বিয়ে হয়ে গেছে, তবু ফোন করে। বিশেষত চিরঞ্জীব যখন অফিসের কাজে বাইরে যায়, ঠিক খবর রাখে, বেছে বেছে সেই সময়েই। কিন্তু অসম্মানের কাজ করতে পারবে না এষা, বিয়ের পর একদিনও অরূপের সঙ্গে দেখা করেনি, যতই টেলিফোন করুক।

তোমার সামনে আমার সিগারেট আর লাইটারটা আছে, প্লিজ দেবে ?

—বিছানায় শুয়ে শুয়ে এখন আবার সিগারেট খাবে ?

—একটা। এখানে অ্যাশ ট্রে আছে।

কাছে আসতেই এষার সিগারেটের প্যাকেট-সমেত হাতটা ধরে জোরে টানলো চিরঞ্জীব, ওকে নিয়ে এলো বুকের ওপর।

ঠোঁট যখন আবার কথা বলার অবস্থায় এলো তখন চিরঞ্জীব বললো বেড়ানো হচ্ছে না বলছো, এই শনিবারেই তো তোমরা হাজারীবাগ যাচ্ছো।

—আবার হাজারীবাগ ? ওখানে তো গিয়ে গিয়ে পচে গেল ! কেন, এবার বেতলা যাওয়া হবে না !

—মা তো কোথাও যেতেই চাইছে না। মা কে ফেলে কি যাওয়া যায় ? টুসীটা খুব লাফাচ্ছে হাজারীবাগ হাজারীবাগ বলে, তাই তোমরা একটু ঘুরে এসো। শনিবার যাচ্ছো, আর সোমবারই···

—আমরা যাচ্ছি মানে ? আর তোমরা ?

আমি আর মণি-দা এবার যেতে পারছি না।

—কেন ?

BanglaBook.org

—আমাদের কয়েকটা জরুরী বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।

—বেড়াতে এসেও বিজনেস? তোমরা কি হয়েছো? আমি ভেবেছিলাম এবার সবাই মিলে পরেশনাথ হিল্‌সে উঠবো।

—ওরে বাবা, ও পাহাড়ে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা নাকি? ওসব ছেলেমানুষেরা পারে।

তুমি বুড়ো হয়ে গেছ বুঝি?

চিরঞ্জীব হাসতে হাসতে বললো, বুড়োই তো! ছত্রিশ বছর বয়েস, এর মধ্যেই টাক পড়তে শুরু করেছে, চুলটা সামনের দিকে টেনে আঁচড়াই অবশ্য। এষা ধমক দিয়ে বললো, এই খবরদার, ওসব কথা বলবে না। টাক পড়লেই মানুষ বুড়ো হয় না। তুমি হাজারীবাগ না গেলে আমিও যাবো না বলে দিচ্ছি। তোমরা বেশ এখানে যা খুসী করবে···

— শোনো, লক্ষ্মীটি, একটা মস্তবড় কনট্রাক্ট পাবার সম্ভাবনা আছে। কয়েকজন মিলিটারি অফিসার আর স্থানীয় কয়েকজন লোককে একটা পার্টি দিতে হবে। তুমি যদি থাকো তো ভালোই হয়! মা আর বাবা ওদের সবাইকে নিয়ে চলে যান হাজারীবাগ! তুমি তাহলে আমাকে হেল্প করতে পারো। পার্টিটার সাকসেসের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ফরচুনেটলি ইস্টার্ন জোনের কম্যাণ্ডারও এখন রামগড়ে।

—কি কি থাকবে পার্টিতে।

উত্তর না দিয়ে চিরঞ্জীব মুচকি হাসলো। সে হাসির মানে বুঝতে পেরে এষা বললো, এবার কিন্তু আমি আর কোল্ড ড্রিংক্‌স্ খাবো না। আমিও তোমাদের ঐ সব একটু খাবো।

—কি খাবে? হুইস্কি, না রাম?

—যা হোক! একটু টেস্ট করবো।

—আচ্ছা, জিন খেয়ো। দেখো খারাপ লাগবে না। আমি নিজে তোমাকে ঠিকঠাক মিশিয়ে দেবো।

BanglaBook.org

—মাথাটাথা ঘুরবে না ? তেতো নয় তো ?

—আরে না, না ! কোনোদিন খাওনি এসব ?

—কি করে খাবো।

—ঠিক আছে, তোমাকে এবার···

এটুকু অভিনয় সব মেয়েকেই করতে হয়। অরূপ একবার গ্রেট ইস্টার্নে ডিনার খাইয়েছিল। খাওয়ার আগে বলেছিল, একটু সরবৎ খাবে ? টম কলিন্স ? এষা বলেছিল, টম কলিন্স আবার কি সরবৎ ? অরূপ বলেছিল, দেখো না খেয়ে, টক টক।

ফেরার পথে গাড়িতে তার মাথা ঝিম ঝিম করেছিল। এষা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি আমাকে কি খাইয়েছো, সত্যি করে বলো তো ! অরূপ হো-হো করে হেসে বলেছিল, ভয় নেই, বিষ খাওয়াইনি। একটুখানি মেশানো ছিল। দেখলে না, আমিও তিন গেলাস খেলাম। চলো, এখন ব্যারাকপুর থেকে ঘুরে আসি এই গাড়ি নিয়ে। কিংবা ডায়মণ্ডহারবার যাবে ?

—এই রাত্তিরে ? তুমি পাগল হয়েছো ?

না হয়, এক রাত্তিরের জন্য দুজনেই পাগল হলাম।

সত্যি সত্যি যায়নি অবশ্য এষা। অন্তর্যামী সাক্ষী আছেন, অরূপকে সে শেষ পর্যন্ত প্রশ্রয় দেয়নি কখনো। কোন পাপ করেনি। তবে অরূপ তার পাগলাটে দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য এষার বুকে একটা দাগ রেখে গেছে। বেশ তো কিছুদিন সে ভুলেছিল অরূপকে। ঐ ছেলেটাই তো আবার মনে করিয়ে দিল। দাড়িটাড়ি কামালে ওকে অরূপের ভাইয়ের মতনই দেখাবে। না, না, অরূপের ভাই অরণির বয়েস তখন অনেক কম ছিল, অরূপেরই চেহারা সেই সময় এরকম ছিল। তাই চোখ দুটো অত চেনা চেনা। কিন্তু ও তো আমাকে চেনার কথা বলেনি। প্রমিতা-দিকে বলেছিল। প্রমিতা-দি কি রকম কায়দা করে এড়িয়ে গেল !

চিরঞ্জীব বললো, তুমি দিদিকে একটু রাজী করাও। দিদি যদি

BanglaBook.org

পার্টিতে জয়েন করে, খুব ভালো হয়। দিদি আবার এসব ব্যাপারে এত গোঁড়া···

এমনিতে প্রমিতার সঙ্গে এষার খুব ভাব। কিন্তু কেন কে জানে, হঠাৎ এষা এখন খুব রেগে গেল প্রমিতার ওপর। প্রমিতার অহংকারী গাম্ভীর্যকে এখন তার মনে হলো ন্যাকামি।

এষা জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, তোমার দিদি তোমার থেকে ক'বছরের বড় ?

—ঠিক এক বছরের। দিদি আর আমি ঠিক যাকে বলে পিঠাপিঠি। দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না দিদিকে। দেখে কেউ বুঝতে পারবে যে দিদির অত বড় বড় দুটো ছেলেমেয়ে আছে ?

—তা বোঝা যাবে না কেন ?

—অনেকেই বুঝতে পারে না। দিদি কিন্তু ড্রিংক্‌ট্রিংক্‌স্‌-এর ব্যাপারে বড় গোঁড়া। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারেও দিদি··· তুমি একটু বুঝিয়ে বলো, সেদিন পার্টিতে যদি দিদিও থাকে···

এষা মনে মনে ভাবলো, কত গোঁড়া তা আমার ঢের জানা আছে। দু' ছেলেমেয়ের মা, বিশেষত মেয়ে অত বড়, এখনো নিজের শরীর নিয়ে অত গর্ব কেন ? ও রকম ফিগার আজকাল অনেকেরই থাকে। স্বামী ছাড়া অন্য কারুকে ভোলাবার ইচ্ছে আছে বুঝি ? নইলে, স্বামীকে সব সময় বকুনিঝকুনি দিয়ে শায়েস্তা রেখে বাইরে বেরুবার সময়েই যত সাজগোজ !

হঠাৎ অরূপের জন্য মন এমন করে উঠলো এষার যে সে তাড়াতাড়ি দু' হাতে জড়িয়ে ধরলো চিরঞ্জীবকে।

একটা মানুষ চিৎ হয়ে পড়ে আছে, একটা হায়না তার বুক থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে রক্ত।

জঙ্গলের মধ্যে মিশমিশে অন্ধকার। বেশ দূরে একটা জলপ্রপাতের

BanglaBook.org

অশ্রান্ত শব্দ। হায়নাটা খানিকটা রক্ত চেটে নিয়ে এক একবার মুখ তুলছে, আর পরিতৃপ্তির সঙ্গে হা-হা করে হাসছে। মা কালীর মূর্তির দু'পাশে যে দুটো জানোয়ার থাকে সে দুটো শিয়াল, না হায়না?

সুব্রত একটা ছুরি নিয়ে পা টিপে টিপে এগুচ্ছে সেদিকে। ছুরিটা খুব বড় নয়, বরং বলা যায়, বড় ধরনের পেন্সিলকাটা ছুরি। শুকনো পাতা ভেঙে মড়মড় করে শব্দ হচ্ছে, আর হায়নাটা চম্‌কে চম্‌কে তাকাচ্ছে।

এমন সময় সারা অরণ্য কাঁপিয়ে একজন নারী চেঁচিয়ে উঠলো, খোকা যাসনি! খোকা যাসনি!

অশুভ অশরীরী হাহাকারের মতন সেই চিৎকার, শুনলেই বুকের রক্ত একেবারে শিউরে ওঠে। অত অন্ধকারেও দেখা যায় দূর থেকে ছুটে আসছে সেই নারী মূর্তি। প্রথম মনে হয় বুঝি স্বয়ং মা কালীই। তারপর মনে হয় এক উন্মাদিনী বা পিশাচিনী। শনের দড়ির মতন লম্বা লম্বা চুল, বড় বড় দাঁত, নখে রক্ত। আর সহ্য হয় না, সহ্য হয় না যেন এক্ষুণি দম আটকে আসবে। এই বিকট মূর্তি কেন তাকে খোকা খোকা বলে ডাকছে? সে তো মোটেই অত ছোট নয়! সুব্রতই বা এত ভয় পাচ্ছে কেন, অশরীরী অলৌকিক বলে তো কিছু নেই, কিন্তু ঐ রকম বীভৎস মূর্তির সামনে কিছুতেই দাঁড়ানো যায় না।

সুব্রত অন্ধকারে দিশেহারার মতন ছুটতে লাগলো। একটু বাদেই পেয়ে গেল পিচ-বাঁধান রাস্তা, তখন একটু স্বস্তি বোধ করলো। কারণ রাস্তা দেখলেই তার চেনা চেনা লাগে, সব রাস্তাই তো কোথাও না কোথাও যাবে।

রাস্তাটা সোজা অনেক দূর চলে গেছে পৃথিবীর বুক চিরে। দু'পাশে ঘন গাছের লাইন, আর কোনো মানুষজন নেই, গাড়ি নেই। পেছনে সেই খোকা খোকা ডাক এখনও যেন তাকে তাড়া করে আসছে। এই রাস্তাটা কি কোথাও শেষ হবে না?

BanglaBook.org

ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছে সুব্রত, এবার যেন রাস্তার শেষে সাদা মতন কি একটা দেখা যাচ্ছে! আর একটু কাছে এসে বুঝতে পারলো, একটা সাদা বাড়ি। একটু উঁচুতে, টিলার ওপরে, বাড়িটার সব ঘরে আলো জ্বলছে, ওখানে যেন কিছু একটা উৎসব চলছে। একবার যদি ওখানে পৌঁছানো যায় তা হলে আর ভয় নেই। ওখানে আছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়, রমণীয় খাদ্য, নরম বিছানা।

একটু বাদে সুব্রত থমকে দাঁড়ালো। সে ভয় পেয়ে ফিরে যাচ্ছে? একজন মানুষের রক্ত শুষে নিচ্ছে একটা জানোয়ার। তাই দেখেও সে পালাবে? তাই দেখেও সে ছুটে যাচ্ছিল নিশ্চিত আশ্রয়ের দিকে? সুব্রত আবার উল্টোদিকে ঘুরলো। ছুরিটাকে প্রস্তুত রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। হায়নাটার এখন রক্ত খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, এখন সে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, মটমট শব্দে ভাঙছে হাড় —মানুষের হাড়।

আবার সেই অশরীরী হাহাকার। সমস্ত শরীরটা শক্ত করে দাঁড়িয়ে ছিল সুব্রত, অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কই ডাইনিটাইনি তো নয়! স্নিগ্ধ মমতাময় নারী মূর্তি, চোখে আর ওষ্ঠে অপার্থিব স্নেহ। এই মুখ সে কখনো দেখেছি। কিন্তু খুব চেনা চেনা লাগছে। সুব্রত চেঁচিয়ে উঠলো, মা, মা।

—খোকা যাসনি! খোকা যাসনি!

—মা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তবে যে শুনেছিলাম, তুমি মরে যাওনি, নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলে, সেটাই ঠিক?

—খোকা শোন্, আমার কাছে আয়, ও দিকে যাসনি! ও দিকে যাসনি!

আমাকে বাধা দিও না। আমাকে একবার দেখতেই হবে লোকটা এখনো বেঁচে আছে কিনা!

—খোকা যাসনি, যাসনি।

—আমাকে দেখতেই হবে।

BanglaBook.org

—হায়নার দাঁত!

—আমার হাতে ছুরি আছে।

সুব্রত একটা পাথর তুললো, সেটা ছোঁড়ার আগে হায়নাটা লেজ গুটিয়ে পালালো। ওরা এরকম ভীতুই হয়। সুব্রত এবার ছুটে গিয়ে শায়িত লোকটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো। হাত তুলে দেখলো প্রাণ নেই, মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো। একি, এ যে সুব্রতেরই চেহারা। সেই এখানে মরে পড়ে আছে? সে নিজেই নিজেকে বাঁচাবার জন্য ছুটে আসছিল? তাহলে তার এই সত্তাটা···

সুব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখলো, সেই মাতৃমূর্তি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। এই কি তার নিজের মা যার মুখটাও তার ভালো করে মনে নেই। জলের ওপর মানুষের প্রতিমূর্তি ঢেউতে যেমন ভেঙে ভেঙে যায় তেমনি তার মায়ের চেহারাটাও অন্ধকারে ভেঙে ভেঙে মিশে যাচ্ছে। গোটা অন্ধকার অরণ্য তোলপাড় করে সুব্রত ডুকরে কেঁদে উঠলো, মা, মা—

পাশাপাশি দুটো ঘরে শুয়েছেন দিবানাথ আর মৃণালিনী। দাদুর কাছে নাতি, আর দিদিমার কাছে নাতনী।

মৃণালিনীর ঘুম খুব পাতলা। মালবিকা দু'একবার ডাকতেই তিনি চোখ মেলে বললেন, কি রে? কি হয়েছে রে লিকু?

মধ্যরাত্রির আচ্ছন্ন গলায় মালবিকা বললো, দিদু, শোনো, কে যেন কাঁদছে?

—কই কে?

—শোনো।

মৃণালিনী কান পেতে শুনলেন। একটা বেশ চেঁচামেচি ধরনের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ঠিকই, একজন, না অনেকজনের ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

তবু, ঘুমের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। আবার ঘুম এসে গেল, মৃণালিনী বললেন, ও কিছু না, তুই ঘুমো।

মালবিকা তবু ঠায় চোখ মেলে জেগে রইলো। মনে হচ্ছে যেন সারা বাড়িতে আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, সে-ই শুধু একলা জেগে। এই ধারণাটাই একটা কি রকম গা ছমছমানি আনে! ছোটমাসী এক একদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গল্পের বই পড়ে, আজ তার ঘরেও আলো নেবানো।

একটা আওয়াজ সে সত্যি শুনেছিল। কারুর ভয়-পাওয়া গলার চিৎকার। বাপ্পা মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে, কিন্তু পাশের ঘর থেকে তো নয়!

আর একবার সেই রকম শব্দ হতেই মালবিকা ধড়মড় করে উঠে বসে মৃণালিনীকে ডেকে বললো, দিদু, ঐ যে, শোনো, শোনো!

মৃণালিনী খাট থেকে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে মালবিকা, ভয়ে ভয়ে সে দিদিমার হাত জড়িয়ে ধরেছে।

মৃণালিনীকে বললেন, হ্যাঁ রে, সত্যিই তো! আওয়াজটা বাইরের ঘর থেকে আসছে না?

—হ্যাঁ, গেস্ট রুম থেকে।

—ছেলেটার আবার অসুখটসুখ করলো না তো! ওরকম চেঁচাচ্ছে কেন? তোর মামাকে ডাক!

—তুমি ডাকো।

একটা পাতলা প্রায় স্বচ্ছ পোশাক পরে আছে মালবিকা, স্পষ্ট দেখা যায় তার সদ্য যৌবনবন্ত কচি শরীরের সব কটি রেখা। এই পোশাকে সে আজকালে আর কারুর কাছে যেতে পারে না, ওর ওপরে শাল জড়ালেও না, তবু তার লজ্জা করে।

মৃণালিনী গিয়ে চিরঞ্জীবের ঘরে ধাক্কা দিলেন। চিরঞ্জীব জেগেই ছিল, তবু তার বেরিয়ে আসতে একটু দেরীই হলো। ঘরের

BanglaBook.org

মধ্যে ছু' একটা চাপা ফিসফাস কথা, তারপর দরজা খুললো একটু-খানি, এষাকে দেখা গেল না, চিরঞ্জীবই উঁকি মারলো। মাকে দেখে সে পাজামার ওপর স্লিপিং গাউন চড়িয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলো।

—খোকন, একটু গিয়ে দেখ তো, ছেলেটার কি যেন হয়েছে আবার।

চিরঞ্জীবও আওয়াজটা শুনলো। তারপর বললো, ও কিছু না। অন্য জায়গা থেকে আওয়াজ আসছে।

—এখানে আবার কে ওরকম আওয়াজ করবে? দুঃখীরামটাই বোধ হয় নেশা-ভাং করে এসে চেঁচাচ্ছে।

—তবু তুই একবার গিয়ে দেখ? যদি ছেলেটার কোনো বিপদ-আপদ হয়…হাজার হোক আমাদেরই বাড়িতে এসে আছে তো। মণিময়কে ডাকবি নাকি?

চিরঞ্জীব গজগজ করে বললো, হ্যাঁ মণি-দা এখন উঠতে বসেছে। বাড়িতে ডাকাত পড়লেও উঠবে না। ও কিছু নয় মা, কাল সকালে দেখলেই হবে।

—তাহলে তোর বাবাকে ডাকি?

এই কথায় মন্ত্রের মত কাজ হলো। সবাই জানে দিবানাথকে একবার ডাকলেই তিনি উঠে পড়বেন এবং বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে নিচে নেমে যাবেন। দরকার হলে সারারাত জাগতেও দ্বিধা করবেন না। কিন্তু এই বয়েসে ডাক্তার বলেছে, রোজ সলিড আট ঘণ্টা ঘুম দরকার।

চিরঞ্জীব বললো, ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।

চিরঞ্জীব ভালো করে গরম জামা গায়ে দিয়ে মনে মনে সুব্রতকে অসংখ্য গালাগাল দিতে দিতে নিচে নেমে গেল। চিরঞ্জীবকে কেউ ভীতু—এই অপবাদ দিতে পারবে না, যদিও সে একটু অলস প্রকৃতির। কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধেও যে কিছুক্ষণ আগে গোলাপ-

BanglaBook.org

বাগানে গিয়ে বসেনি, এখন তাকে সেখানেই যেতে হচ্ছে একটা অজানা অচেনা হতভাগার জন্য। বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে কি গেরো! মণিদার কথামতন হাসপাতালে দিয়ে এলেই হতো। এখন আবার কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছেন কি জানি।

তাপসী ওঠে এসেছে শব্দ শুনে। শাল মুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, মা, তুমি দাদাকে একলা একলা নিচে পাঠালে? জামাইবাবুকেও ডাকো না। মৃণালিনীর চোখে অজানা আশঙ্কা, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কি হবে? রঘু তো শুয়ে আছে নিচে।

ডিটেকটিভ বই পড়া স্বভাব তাপসীর, সে সব সময়ই খুনী আর ডাকাতদের কথা কল্পনা করে। আজই তো সে একটা গোঁফওয়ালা বুড়ো বেলজিয়ান ডিটেকটিভের রোমহর্ষক গল্প পড়ছিল, তাতে ঠিক এই রকম মাঝরাত্রে চিৎকার···। তাপসী নিচের দরজা খোলার আওয়াজের দিকে কান খাড়া করে রইলো।

চিরঞ্জীব ফিরে এলো হাসতে হাসতে। তিনতলার সিঁড়ির ওপর বসে হাসিতে ফুলতে ফুলতে বললো, শোনো তোমাদের বীরপুরুষের কাণ্ড! ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়েছে। একলা ঘরে শোওয়াই বোধ হয় অভ্যেস নেই। এদিকে উনি নাকি আবার পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান!

এষাও উঠে এসেছে। দরজায় শরীর আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে মালবিকা। মৃণালিনী জিজ্ঞেস করলেন, কেন, ভয় পেয়েছে কেন?

—কি জানি, কি যেন স্বপ্ন দেখেছে! অনেক লোক আছে না স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়ায়। আমি গিয়ে দেখি কি, দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে জানালার শিক, চোখ দুটো কি রকম ঘোলাটে, অস্বাভাবিক গলায় চেঁচাচ্ছে, মা, মা, মা!

আমি প্রথমটায় ভাবলাম পাগলটাগল হয়ে গেল কিনা। কিন্তু

BanglaBook.org

ও যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না। আমি একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছি, তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আমি ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, সুব্রতবাবু, সুব্রতবাবু। তারপরেই জ্ঞান ফিরে এলো। তখন যে কি লজ্জা পেয়েছিল, যদি তোমরা কেউ দেখতে! এমনিতে তো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। কিন্তু তখন একেবারে লজ্জায় কাচুমাচু। ক্ষমা চেয়ে আমার পায়ে ধরে আর কি! হাঁঃ হাঁঃ!

এষা বললে, কারুর কারুর এরকম থাকে। এটা একটা রোগ।

—একেবারে ভীতুর ডিম, বুঝলে! এদিকে এত লম্বাচওড়া কথা বলে, কিন্তু আসলে ভীতুর ডিম।

—তার কোনো মানে নেই। আমার এক মামারও এরকম অসুখ আছে। কিন্তু তিনি অন্য সময় মোটেই ভীতু নন।

মৃণালিনী বললেন, যা, শুতে যা! আহা, ছেলেটার জন্য বড্ড মায়া হয় রে। উনি বললেন আজ, ওর নাকি মা-বাবা কেউ নেই, ছেলেবেলা থেকেই দুজনকে হারিয়েছে। কেউ কি আর তেমন যত্ন আত্তি করেছে ওকে? তাই বোধ হয় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। আহা, নিশ্চয়ই স্বপ্নের মধ্যে মায়ের কথা মনে পড়েছিল, তাই কাঁদছিল অমন করে।

মালবিকার শরীরে সমস্ত রোমকূপে একটা শিহরণ বয়ে গেল! মা-বাবা নেই, এরকম হয় নাকি? ঐ তো ঐ ঘরে ঘুমিয়ে আছে তার মা আর বাবা, তার চেনাশুনো সকলেরই মা-বাবা আছেন, একমাত্র খুব বুড়োদেরই থাকে না। যাদের মা-বাবা নেই তাদের কি রকম করে দিন কাটে, কী ভাবে তারা? তাদের সব সময় ভীষণ একলা একলা লাগে না? সেই রকম কোন ছেলে বা মেয়ের কথা কল্পনা করে গা ছমছম করতে লাগলো মালবিকার।

মৃণালিনী বললেন, যা, শুতে যা।

যে কারণেই হোক, ঘরের খিল বন্ধ করার পর এষা আবার নতুন করে ভালোবাসতে লাগলো চিরঞ্জীবকে।

BanglaBook.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শেষ পর্যন্ত প্রায় কারুরই আর হাজারীবাগ যাবার ইচ্ছে নেই। মণিময় আর চিরঞ্জীব যাবে না বলে এষা আর প্রতিমার তো যাবার কথাই ওঠে না। পার্টিফার্টির সময় বউদের থাকা দরকার বউরা না থাকলে যে কি থেকে কি করে বসবে! মিলিটারি অফিসারের বউরা নাকি অনেকে এমন বেহায়া হয়।

তাপসী তো চোখে অন্ধকার দেখছে একেবারে। সবিতার চিঠি এসে গেছে। সবিতা অরুণাংশুরই ছদ্মনাম। রবিবার বিকেলে হাজারীবাগে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট পাকা। এখন বাড়ির সবাই এমন ষড়যন্ত্র করে···অরুণাংশু ভাববে সে একটা কচি খুকী, ঐ মালবিকার মতন, তার মতামতের কোনো মূল্য নেই। রাগ করে তাপসী নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিল। তার বান্ধবী বুলবুলের সঙ্গে হাজারীবাগে দেখা না করলে নাকি মানসম্মানই থাকবে না।

কুমারী মেয়েরা জেদ ধরলে তা ভাঙা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। পুরো এক বেলা তাপসী না খেয়ে রইলো। কেউ বকুনি দিতে এলে সে শুধু বলে, আমি তো হাজারীবাগ যেতে চাই না। তোমরা যাবে না বলছো, ঠিক আছে, যেতে হবে না, আমি কি বলছি যেতে?

—তা হলে খাচ্ছিস না কেন?

—আমার খিদে নেই। খিদে না পেলেও জোর করে খাওয়াবে নাকি?

—সকালেও কিছু খাসনি, দুপুরেও খাবি না? খিদে নেই মানে কি?

BanglaBook.org

—খিদে নেই মানে খিদে নেই। মৃণালিনী চুপি চুপি এসে বললেন, অত বাড়াবাড়ি করিস না টুসী। তোর দাদা শুনলে খুব রাগ করবে। এই ক'টা দিনের জন্য এসেও অরুণাংশুর সঙ্গে দেখা না করলে চলে না?

তাপসী মুখ গোঁজ্ করে বললো, সবাই রাগ করতে পারে, শুধু আমারই একা রাগ করার অধিকার নেই এ বাড়িতে।

বলতে বলতেই কান্না। এই কান্নার কাছে কে না হার মানবে! একেই তো বাড়িতে একটা মেয়ে না খেয়ে থাকলে অন্যেরা খেতে পারে না, তার ওপর এরকম কেঁদে কেঁদে যদি শরীর খারাপ করে··· মৃণালিনী বললেন, চুপ কর, চুপ কর, আমি বলছি তোর বাবাকে···

প্রত্যেক বছরই হাজারীবাগ যাওয়া হয়। অন্য সবার ইচ্ছে, এবার ফেরার পথে বরং রাঁচী, নেতার হাট ঘুরে যাবে। শেষ পর্যন্ত দিবানাথ রাজী হলেন তাপসীকে দিয়ে যেতে। তাঁরও কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি আছেন হাজারীবাগে, দেখা করে আসা যাবে।

তার পরের শনিবার দিন দুপুরের দিকে নতুন ড্রাইভারকে নিয়ে দিবানাথ তাপসী আর বাপ্পার সঙ্গে চলে গেলেন হাজারীবাগ। মৃণালিনীর শরীরটা তেমন ভালো নেই, তাঁকে যাবার জন্য মণিময় আর চিরঞ্জীব খুব পেড়াপীড়ি করলেও তিনি যাবার উৎসাহ পেলেন না। তাই মালবিকাও গেল না। ছোটমাসী তো তার বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াবে, সে কি করবে?

শুধু মালবিকা কেন, এমন কি বাপ্পাও বুঝে গেছে যে, ছোটমাসী যে এত করে হাজারীবাগ যেতে চাইছেন তা শুধু বেড়াবার জন্যই নয়। একমাত্র উদাসীন দিবানাথেরই এসব দিকে খেয়াল নেই। বাপ্পা অবশ্য দাদুর সঙ্গে যে কোনো জায়গাতেই যেতে রাজী। কিন্তু মালবিকার খুব একা একা লাগবে।

তাপসীর রাগ রাগ মুখে একটু হাসি ফুটেছে। গাড়ি যখন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন তাপসীর চোখ পড়লো গেস্ট রুমের

BanglaBook.org

বারান্দার দিকে। সুব্রত দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। নির্লজ্জ দৃষ্টি, চোখে চোখ পড়লেও সরাবার নাম নেই। তাপসী সদর্পে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অপয়া, এই লোকটাই অপয়া, এর জন্যেই তার যাওয়া হচ্ছিল না আর একটু হলে! তারপর তাপসী আবার মুখ ফিরিয়ে মনে মনে বললো, যদি অরুণাংশুর সঙ্গে দেখা হয় শেষ পর্যন্ত তাহলে বুঝবো তুমি পয়া। তাহলে ফিরে এসে তোমাকে ধন্যবাদ দেবো। ঠিক দেবো। যতই পিটপিটিয়ে তাকাও তখন, কিচ্ছু রাগ করবো না।

দুপুরে কক্ষণো ঘুমোয় না মালবিকা। আজ সারা বাড়িটা কিরকম যেন নিঝুম নিস্তব্ধ। বাপ্পা যতক্ষণ থাকে, সে-ই তো সারা বাড়িটা মাতিয়ে রাখে! আজ আবার তাপসীও নেই।

মৃণালিনী ঘুমোচ্ছেন। মণিময় আর চিরঞ্জীব বেরিয়ে গেছে খেয়েদেয়েই, প্রতিমাও সঙ্গে গেছে। কাল সন্ধ্যেবেলা পার্টি, আজ অনেক যোগাড়যন্তর আছে। শুধু ব্যবসার লেনদেনের রূঢ়তার বদলে পার্টিটাকে একটা সামাজিক ছদ্মবেশ দেবার জন্য শহরের আরও দু'একটি বিশিষ্ট পরিবারকে নেমন্তন্ন করতে হবে।

মালবিকা গেল মামার ঘরে। এষা তার তোরঙ্গ-সুটকেসগুলো থেকে যাবতীয় শাড়ী ও পোশাক, গয়না বার করে গুছোতে বসেছে। এষার এই এক ব্যসন। মাঝে মাঝেই সে তার সমস্ত শাড়ীগুলো, ব্লাউজ বার করে আবার পাট করবে, খুলে দেখবে প্রতিটি গয়নার বাক্স। এই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সে বেশ আনন্দ পায়।

মালবিকাকে দেখে এষা বললো, আয় লিকু, এই বেনারসীটা একটু ধরতো, ভালো করে পাট করে রাখি।

হাঁটু মুড়ে বসে মালবিকা বললো, উঃ, মাইমা, তুমি এতগুলো শাড়ী এনেছো, কবে পরবে? থাকবো তো মোটে ক'দিন।

এষা একটুও লজ্জা না পেয়ে বললো, আহা এ আর মোটে ক'টা! আমি কি একলা পরবো, তোরাও পরবি। এই কচি কলাপাতার

BanglaBook.org

রঙের শিল্কের শাড়ীটা তোকে খুব মানাবে, তুই কাল পার্টিতে পরে যাবি, বুঝলি।

—বাবা পার্টির সময় আমাকে যেতে বারণ করেছেন।

এষা দু'এক মুহূর্ত ভাবলো। এ ব্যাপার নিয়ে সে স্বামীর কাছে কোনো দরবার করবে কিনা। থাক্। তারপর বললো, আর দু'এক বছর বাদে তোকে আর কেউ বারণ করবে না। এ পার্টিতে তো তোর বয়েসী কেউ আসছে না, শুধু সব হোমড়াচোমড়ার ভিড়। বাঃ, তুই যা সুন্দর হচ্ছিস দিন দিন, পার্টিতে গেলে তুই-ই সবার মাথা ঘুরিয়ে দিবি।

—যাঃ!

সেখানে বেশীক্ষণ বসলো না মালবিকা। নেমে এলো নিচে। কিছুই তো করার নেই, পেয়ারা খেলে মন্দ হয় না। বাগানের এক কোণে একটা পেয়ারাগাছ আছে, বেশ ভালো পেয়ারা হয়, ভেতরটা লাল।

আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছিল মালবিকা। পেয়ারাগাছটার কাছাকাছি গিয়ে পা দুটো অবশ হয়ে এলো। বুকের মধ্যে কি রকম দুমদুম শব্দ! ওকে দেখলেই এরকম হয় কেন কে জানে?

পেয়ারাগাছটার তলায় বসে আছে সুব্রত। মালবিকাকে দেখতে পায়নি। একটা ওয়াই মার্কা পেয়ারার ডাল ছুরি দিয়ে কেটে কেটে গুলতি বানাচ্ছে। পাস্টার-করা পা-টা ছড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। ওর নিশ্চয়ই ওরকমভাবে বসতে অসুবিধে হয়।

মালবিকা আমার চুপি চুপি ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালো। কাজ নেই তার পেয়ারা খেয়ে।

—এই খুকী শোনো!

মালবিকা আজ শাড়ী পরে আছে, তাকে খুকী বলার কোনো মানে হয় না। ছেলেটার বেশী বেশী ভারিক্কিপনা।

মালবিকা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার রক্তস্রোত যেন

BanglaBook.org

এক্ষুণি থেমে যাবে। কেন সে পেয়ারা পাড়তে এসেছিল? সে কি করে জানবে, পায়ে প্লাস্টার নিয়েও কেউ সারা বাগান ঘুরে বেড়ায়।

—তুমি পেয়ারা পাড়তে এসেছিলে?

—না, এমনিই!

—গাছটায় বেশ ভালো ভালো পেয়ারা আছে। তুমি পেয়ারা গাছে উঠতে পারবে?

মালবিকা এ গাছে উঠেছে আগের বছর। কিন্তু এখন এই ছেলেটির সামনে সে মরে গেলেও গাছে উঠবে না। শুকনো গলায় বললো, না!

—চেষ্টা করে দেখো না! আমি সাহায্য করছি।

মালবিকা বললো, মালীকে ডাকছি, মালী এসে পেয়ারা পেড়ে দেবে।

সুব্রত হাসতে হাসতে বললো, মালী এসে পেড়ে দেবে? সে তো বাজার থেকেও পেয়ারা কিনে খাওয়া যায়। গাছ থেকে নিজে পেড়ে খাওয়ার অন্য মজা। দেখো না চেষ্টা করে উঠতে পারো কি না।

মালবিকা কি দৌড়ে পালিয়ে যাবে এখান থেকে? বাড়িতে কেউ নেই, তার অস্বাভাবিক ভয় করছে। ভয়ের কি আছে তা সে জানে না, তবু এত ভয়! অতি কষ্টে মনের জোর এনে বললো, না, আমি গাছে উঠবো না।

—তাহলে আর কি করা যাবে! আমি তো আর এখন উঠতে পারবো না! এমনিতে আমি সব গাছে উঠতে পারি। শিমূল গাছ জানো তো, গায়ে বড় বড় কাঁটা থাকে। সেই শিমুল গাছে উঠেও একবার আমি ফুল পেড়েছিলাম।

কারুর সঙ্গে কথা না বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছে সুব্রত, তাই সে কথা বলতে চায়। দিনের পর দিন ঘরের মধ্যে বন্দী থাকা তার স্বভাব নয়, কারুর সঙ্গে কথা না বলে চুপচাপ থাকাও তার স্বভাব

BanglaBook.org

নয়। কিন্তু মালবিকা যে একদম অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তার লজ্জা করে, ভয়ও করে। অনির্দিষ্ট ভয়।

সুব্রত বললো, ঠিক আছে, দাঁড়াও, আমি গুলতিটা তৈরী করে নিই। তারপর পেয়ারা পেড়ে দেবো। তোমার ভাই, তোমার মাসী যে হাজারীবাগ চলে গেল, তুমি গেলে না ?

—না।

—তুমি হাজারীবাগে আগে গেছ বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—এই রকমই জায়গা। নতুনত্ব কিছু নেই। তোমার দাদুরা কবে ফিরবেন ?

ওরা যে হাজারীবাগ গেছে, তা ও জানলো কি করে ? ঘরে বসে বসে ও সব জেনে যায় নাকি ? কে কার কি হয়, তাও জেনেছে। বাপ্পার সঙ্গে গল্প হয়, বাপ্পার কাছ থেকেই···

—খানিকটা রবার লাগবে। রবার কোথায় পাই। বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে পারবে ? আছে ?

—না তো !

—চুলে রবার ব্যাণ্ড লাগাও না ? আজকাল অনেক মেয়েই তো লাগায়। সেই কয়েকটা নিয়ে এসো, পাকিয়ে পাকিয়ে···

মামীমার কাছে নানা রঙের রবার ব্যাণ্ড আছে বটে কিন্তু মালবিকা তা চাইবে কি করে ? মামীমা যখন জিজ্ঞেস করবেন···

মালবিকা আস্তে আস্তে বললো, আমার তো নেই !

—তাহলে আর কি করা যাবে ! দেখা যাক্, একটা কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো না কোথাও ? ঐ তো একটা পাথর আছে।

—আমি পেয়ারা খাবো না। আমি চলে যাচ্ছি।

সুব্রত একটু অবাক হয়ে তাকালো মালবিকার দিকে। তারপর ভুরু কুচকে বললো, চলে যাবে ? আচ্ছা, যাও।

BanglaBook.org

মালবিকা ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেল। তার কেন যেন ধারণা হয়েছিল, এই অদ্ভুত লোকটা তাকে সহজে যেতে দেবে না। এ নির্জন দুপুরে সে বাগানে এসে ধরা পড়ে গেছে।

কিন্তু ছেলেটা অবলীলাক্রমে তাকে বলে দিল, আচ্ছা যাও। তার পর আবার মনোযোগের সঙ্গে ছুরি দিয়ে কাঠ চাঁছতে লাগলো।

মালবিকা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, সুব্রত আবার বললো, ও হ্যাঁ, শোনো, শোনো। পকেট থেকে একটা স্কার্ফ বার করে সুব্রত বললো, এটা কার বলো তো? তোমাদেরই কারুর। আমার কাছে রয়ে গেছে।

সেই হলদে স্কার্ফটা। সেদিন রাস্তায় মালবিকা যেটা দিয়েছিল ওর রক্ত মুছতে। মাঝে মাঝে এখনো রক্তের হালকা ছাপ লেগে রয়েছে। যে ছেলে রাস্তায় একটার পর একটা রুমাল ফেলে দেয় সে এই রক্তমাখা স্কার্ফটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে কেন কে জানে?

মালবিকা আড়ষ্টভাবে চেয়ে রইলো তার দিকে।

সুব্রত বললো, এই যে কোন নামের ইনিশিয়াল লেখা আছে। এল্। কার নাম?

প্রত্যেক মেয়েই নিজেই ডাকনাম বলতে লজ্জা পায়। ছোট মাসী এই ছোট স্কার্ফটা এমব্রয়ডারি করে দিয়েছিল তাকে। ছোট মাসী তাকে লিকু বলেই ডাকে সব সময়।

মালবিকা দুর্বলভাবে বললো, আমার!

—কি নাম তোমার?

—মালবিকা

—তা হলে এল্ লেখা কেন?

—ও এমনিই।

—বুঝেছি ডাক নাম। কি ডাক নাম তোমার, লবি?

কি অসভ্য বাবা লোকটা! লবি আবার কারুর নাম হয় নাকি? না জেনে শুনে এমন হুট করে কথা বলে কেউ?

BanglaBook.org

সুব্রত বললো, আমার কাছে তো আর রুমাল নেই, তাই এটাই কেচে নিয়ে ব্যবহার করছিলাম। আজ অবশ্য ব্যবহার করিনি। এই নাও, তুমি আর একবার কেচে নিও না হয়। সব দাগ উঠলো না।

একে তো রক্তমাখা, তার ওপরে পরের ব্যবহার-করা জিনিস। এটা ফেরত নেবার কথা মালবিকা কল্পনাই করতে পারে না। ভাবতেই তার গাটা কি রকম শিরশির করছে।

—ওটা আপনার কাছেই রেখে দিন।

—না, তুমি নিয়ে যাও। তোমার রুমাল, এত সুন্দর কাজ-করা।

—না, না, ওটা আমার আর দরকার নেই।

—আমারও দরকার নেই। এরকম কারুকার্য-করা শখের জিনিস ব্যবহার করতে আমার অস্বস্তি লাগে। তুমি যদি পার তো আমাকে একটা বড় প্লেন দেখে রুমাল দিয়ে যেও। এই নাও।

সুব্রত এমন ভাবে হাতে স্কার্ফটা বাড়িয়ে ধরেছে যে তার কথা একেবারে ফাইন্যাল, কোনোরকম প্রতিবাদ সে সহ্য করবে না।

একদম নেবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু পাছে আর কথা বলতে হয়, তাই মালবিকা কয়েক পা এগিয়ে এসে স্কার্ফটা নিল। তার হাত কাঁপছে। ঠোঁট কাঁপছে।

হঠাৎ সুব্রত রীতিমত থমকে উঠে বললো, ওরকম ভাবে নিচ্ছো কেন ? ঘেন্না করছে নাকি ? আমি পরিষ্কার করে কেচে দিয়েছি।

মালবিকাকে কেউ কখনো বকুনি দেয় না। বকুনি দেবার মত কাজও সে করে না কখনো। সে এবার সোজাসুজি তাকালো সুব্রতর দিকে। পরিষ্কার গলায় বললো, আমার এরকম আরও আছে। এটা না নিলেও চলতো।

—তোমার আরও হাজারগণ্ডা থাকতে পারে, কিন্তু আমি এসব জিনিস ব্যবহার করি না। তোমার দরকার না থাকে ফেলে দাও।

স্কার্ফটা আলতো করে হাতে নিয়েই মালবিকা চলে গেল বাড়ির মধ্যে। একতলায় সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে সে তার বুকে

BanglaBook.org

হাত রাখলো। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড জোরে ধড়াস ধড়াস করছে। কেউ যদি এখন মালবিকাকে জিজ্ঞেস করে, কি রে, তুই কি দেখে এমন ভয় পেলি যে এরকম করছিস? মালবিকা উত্তর দিতে পারবে না। সত্যি তো ভয় পাবার কিছু নেই। ছেলেটি তো কোন খারাপ ব্যবহার করেনি।

বিকেলবেলা মৃণালিনী আর এষার সঙ্গে ছাদে এসেছে মালবিকা। চিরঞ্জীবরা এখনো ফেরেননি, রোদ্দুর পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শীতটা বেশ জমপেশ করে নামে। দুটো গাড়ির একটাও নেই বাড়িতে, তাই আর কোথাও বেড়াতে যাবার উপায় নেই, বাগানে এখনও সুব্রত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই ওরা বাগানেও গেল না।

মৃণালিনীই প্রথব দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ওর দিকে। ছাদের পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, দেখ তো বৌমা, ছেলেটা বাইরে চলে যাচ্ছে নাকি?

গেট খুলে বাইরে দাঁড়িয়েছে সুব্রত, উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে রাস্তার দিকে!

এষা বললো, যাবে আর কোথায়? এখনো তো হাঁটতে পারে না ভাল করে।

—তাহলে ও এরকম হেঁটে বেড়াচ্ছে কেন? আরও কয়েকদিন শুয়ে বিশ্রাম নিক না।

—কে বলবে ওকে সে কথা? যা চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে!

—আহা, ভাবো তো ছেলেটার কি দুঃখু। মা-বাবা নেই, এত দূরে পরের বাড়িতে হাত পা ভেঙে পড়ে আছে। এখনো তো ছেলে-মানুষ, ঘুমের ঘোরে ভয় পায়।

সুব্রত ঘুরে দাঁড়ালো, চোখ পড়লো এদিকে। মালবিকার মনে হলো, সুব্রত যেন শুধু তার দিকেই চেয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে দুঃখ, না অবহেলা, না রাগ কিছুই বোঝা যায় না।

BanglaBook.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

টিলার ঠিক নিচেই ডাক্তারবাবুদের বাড়ি। দু' পরিবারের অনেক দিনের চেনাশুনো। ঐ বাড়িতে আজ মৃণালিনী আর মালবিকার সন্ধ্যেবেলা চায়ের নেমন্তন্ন। হাই টি যাকে বলে। আসল নেমন্তন্নটা চিরঞ্জীব আর মণিময়ই ডাক্তারবাবুকে বলে ব্যবস্থা করিয়েছে। ডাক্তারবাবু খুব মাই ডিয়ার লোক। আজ এ বাড়ির পার্টির কথা মৃণালিনী জানেন, কিন্তু সে সময় তিনি উপস্থিত না থাকলেই ছেলে-জামাইয়ের পক্ষে সুবিধে হয়।

মৃণালিনী অবশ্য আর একটা কাজ করে গেলেন যাবার আগে। দুঃখীরামকে ডেকে বলে গেলেন যে, গেস্ট হাউসের বাবুকে সেদিন রাত্রে আর খাবার পাঠাতে হবে না। সেদিন ওকে তিনি বাড়িতেই খাবার টেবিলে ডেকে আনবেন। ছেলেটির সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান। তা ছাড়া বাড়িতে একটা ছেলে রোজ রোজ একা আলাদা খাচ্ছে, এটা ভালো দেখায় না।

মালবিকা আজ খুব সাজগোজ করছে। তার নিজের চেষ্টায় নয়। এষা আর প্রতিমা পাল্লা দিয়ে আভরণ প্রসাধনের ধুম লাগিয়েছে, ওরাই মালবিকাকে সাজিয়ে দিল। সাদা সিল্কের শাড়ীর সঙ্গে মুক্তোর হার, মুক্তোর দুল, যত্ন করে জড়িয়েছে একটা পুরণো আমলের সাদা শাল। মালবিকাকে দেখাচ্ছে এখন শ্বেত মরালীর মতন। বাড়ি থেকে এই সময় চলে যেতে হচ্ছে বলে সে বেশী খুশী। আজ অনেক লোক আসবে। বেশী লোকজনের সামনে সে একদম বেরুতে পারে না। গাড়ি নয়, পায়ে হেঁটেই বেড়াতে বেড়াতে সে টিলা থেকে নেমে গেল দিদিমার সঙ্গে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই অতিথিরা আসতে আরম্ভ করলো। গাড়ির পর গাড়ি সারি বেঁধে দাঁড়ালো গেটে। মণিময় আর চিরঞ্জীবও আজ নিখুঁত স্যুট টাইতে সজ্জিত। মণিময়ের স্যুট খাস অক্সফোর্ড স্ট্রীট থেকে বানানো।

রঘু আর দুঃখীরামকেও আজ ফিটফাট পোশাকে সাজানো হয়েছে, গাড়ি আসামাত্র বাবুদের গেট খুলে সেলাম করে নামাচ্ছে দুঃখীরাম, রঘুর কাজ ঠিক সময়ে গেলাসটেলাস হাজির করা।

প্রমিতার ইংরেজি বলতে একটু অসুবিধে হয়, কিন্তু বুদ্ধিমতী নারী, ছোট ছোট বাক্য আর হাসি দিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে নেয়। পাঞ্জাবী, মাদ্রাসী অফিসারের চৌকস বউদের সঙ্গে সে ঠিক পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। তাকে আজ এষার থেকেও কম বয়েস দেখাচ্ছে।

এষার সঙ্গে দুপুরবেলা একটা ছোট্ট ঝগড়া হয়েছে চিরঞ্জীবের। এষা তাই একটু মুখ গম্ভীর করে ছিল। এক ফাঁকে চিরঞ্জীব তাকে মিনতি করে বললো, প্লিজ, আজকের দিনটা ওরকম করো না। মিঃ কোহলি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন, প্লিজ একটু হাসি-মুখে কথা বলো। এষা অবশ্য একটা কঠিন ভ্রুকুটি করলো চিরঞ্জীবকে এবং ছোট একটা মুখ ঝামটা দিল, কিন্তু মিঃ কোহলি কাছাকাছি আসতেই এক গাল হেসে বললো, সো প্লীজ্‌ড্‌ টু মীট ইউ, আসুন, আসুন···

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পার্টি বেশ জমে গেল। মিঃ কোহলি, মিঃ গুরবচ্চন সিং, মিঃ রঙ্গনাথন, মিঃ যাদব, তাছাড়া মুলকর্জী, যশপাল নায়েক—সবাই সস্ত্রীক এসেছেন। অনেকেরই নানা শহরের পার্টিতে যাওয়া অভ্যেস আছে, পার্টি কি করে জমাতে হয় জানেন।

ছ' বোতল স্কচ আর তিন বোতল জিন আনা হয়েছে, উড়ে যাচ্ছে টকাটক। রাশি রাশি ডিমসেদ্ধ আর ককটেল সসেজ আর কাজুবাদাম প্লেটে প্লেটে ঘুরছে। মণিময় বা চিরঞ্জীব দু'জনেই খুব অভিজ্ঞ। এখানে একটাও ব্যবসার কথা বলছেন না। সবাই মিলে

BanglaBook.org

একটা হাসিখুশীর পরিবেশ তৈরী করে ফেলাটাই বড় কথা। সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম চাটুকারিতা, সূক্ষ্মভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার উল্লেখ। সবাই বেশ সুন্দরভাবে এগুচ্ছে, উৎসাহের চোটে মণিময় দু একটা পেগ বেশী খেয়ে ফেললেন। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদেই ডিনার। এই ভাবে আর কিছুক্ষণ চললে পার্টিটা সর্বাঙ্গ নিরর্থক হতে কোনো বাধা নেই।

বাকি সোডাগুলোও ঠাণ্ডা হয়েছে কিনা খোঁজ নেবার জন্য যাচ্ছিল চিরঞ্জীব। এ বাড়িতে ফ্রিজ নেই, বরফ দিয়ে সোডা ঠাণ্ডা করতে হচ্ছে। আর এই মিলিটারির লোকগুলোও এমন যে শীতকালেও ওদের সোডা ঠাণ্ডা না হলে চলে না। পাকা সাহেব যে এক একটি। রঘুকে সোডা আনতে তাড়া দেবার জন্য বেরুতে যাচ্ছে এমন সময় সে যেন ভূত দেখলো। দরজা ঠেলে ঢুকছে সুব্রত। মৃণাঙ্গিনীর কথাটা দুঃখীরাম তাকে এমনভাবে বলেছে যে সে ভাবতে পারে আজ তার এখানেই নেমতন্ন।

তবে সাজপোশাকের ত্রুটি রাখেনি সুব্রত। একটা কালো রঙের যত দূর সরু হতে পারে এমন চোঙা প্যাণ্ট, হলদে-কালোয় চোখ ধাঁধানো চড়া রঙের ডোরাকাটা বুস সার্ট, এই শীতেও বুকের বোতাম খোলা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো আজ জল দিয়ে আঁচড়েছে, দাড়ির অবশ্য আর কিছু করার উপায় নেই। প্লাস্টার-করা পা-টায় অতি কষ্টে চটি গলানো। অত সরু প্যাণ্টে ঐ পা-টা সে গলালো কি করে সে-ই জানে।

চিরঞ্জীব বিব্রতভাবে বললো, এই যে কি খবর?

চিরঞ্জীবকে দেখে যেন দয়া করে মুখে একটু হাসির ভাব ফুটিয়ে সুব্রত বললো, ক'টা বাজে ঠিক জানি না, ঘড়ি নেই আমার কাছে, তাই চলে এলাম।

—হ্যাঁ, ইয়ে, মানে বোধ হয় পৌনে আটটা।

—একা একা ঘরের মধ্যে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না!

BanglaBook.org

মেঘ মেঘ করেছে। সন্ধ্যেবেলা মেঘ হলে এমন বিশ্রী লাগে!

—তা তো বটেই! আজ আমরা একটু ব্যস্ত রয়েছি।

অনেক লোক এসেছে দেখছি।

—এই, ইয়ে, মানে একটা ব্যাপারে···

তো তো করতে করতে চিরঞ্জীব সরে পড়লো। এই ধড়াচূড়া নিয়ে ছেলেটা যদি পার্টিতে ঢোকে তাহলে এক কেলেঙ্কারী হবে। সম্মানিত অতিথিরা ভাববে, তাদের খেলো করা হচ্ছে। কিন্তু চিরঞ্জীব তো মুখের ওপর ওকে ঢুকতে বারণ করতে পারে না। যা বুঝবার মণি-দা বুঝুক। সে তো সোডার খবর নিতে যাচ্ছে। এক মিনিট আগে বেরুলে চিরঞ্জীব তো ওকে দেখতেই পেত না।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সুব্রত এদিক ওদিক তাকালো। প্রথমেই চোখ পড়লো প্রমিতার দিকে। প্রমিতা তখন দুজন অতিথির দিকে কাজুবাদামের প্লেট এগিয়ে দিচ্ছে। প্রমিতার দিকে তাকিয়ে পরম চেনার মতন সুব্রত বললো, কি খবর?

প্রমিতা ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম একটা হাসি ফোটালো, কোনো উত্তর দিল না! অত্যন্ত বুদ্ধিমতী নারী প্রমিতা মুখে একটুও বিস্ময় বা অস্বস্তির চিহ্ন ফোটালো না। অতিথিরা যেন কেউ বুঝতে না পারে। আবার ঐ ছেলেটিকেও বেশী পাত্তা দেওয়া উচিত নয়। পাত্তা না দিলেও যদি নিজের থেকে চলে যায়···সুব্রত ওর দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে প্রমিতা ঝট করে মিসেস রঙ্গনাথনের সঙ্গে ছেঁড়া গল্পের সূত্র জোড়া লাগাতে চেষ্টা করলো।

এষা দরজার পাশেই বসে, মিঃ কোহলি, মিঃ যশপাল সিং এবং আরও দুজন পুরুষে পরিবৃত হয়ে। আজকের পার্টিতে সে-ই তো হোস্টেস। মণিময়ই পার্টির উদ্যোক্তা হলেও এষাই তো এ বাড়ির বউ, প্রমিতা তো তা নয়। এষাকে দেখতে পায়নি সুব্রত কিন্তু এষা দেখেছে। হঠাৎ এর আবির্ভাবে এষাও মজা পেয়েছে। মণি-দা আর তার স্বামী চটে লাল হবে। চটুক গে। আহা, জামাকাপড়ের কি

BanglaBook.org

—এই বয়েসে কি আর ঘরে শুয়ে থাকতে ভালো লাগে! আপনার অন্য সব প্রোগ্রাম নষ্ট হয়ে গেল। শুধু শুধু ক'টা দিন আপনার···

যেন এটা নিতান্তই একটা অবান্তর কথা। সুব্রত তাই আর উত্তর দিল না। মণিময় কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলেন, কাশলেন একবার, সুব্রত বসেই রইলো।

সুব্রত কোনো পানীয় নেয়নি, তাকে কেউ অফারও করেনি মণিময় নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে অত্যন্ত সংযতভাবে নিচু গলায় বললেন, মিঃ রুদ্র, আমি বলছিলাম, আমাদের আজকের এই পার্টিটা একটু কনফিডেনশিয়াল ধরনের, মানে···

সুব্রত প্রথমটায় বুঝতে পারলো না। মণিময়েরও গলায় আওয়াজ খুব অস্ফুট ছিল। সুব্রত জিজ্ঞেস করলো, কি পার্টি বললেন?

—মানে, আমাদের নিজেদের মধ্যে, ইয়ে, একটু কনফিডেনশিয়াল ধরনের।

—এখানে গোপন কথাটথা আলোচনা হবে বুঝি?

—মানে, আমরা এক্সক্লুসিভলি বিশেষ কয়েকজনকে ডেকেছি, একটা প্রাইভেট ব্যাপার আলোচনার জন্য।

—ও, তার মানে আমার এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমাকে যে বললো···

—আপনি যদি কিছু না মনে করেন···ইফ ইউ নো, হোয়াট আই মীন!

—ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। আমি জানতাম না, এত লোক মিলে প্রাইভেট কথা হয়।

মণিময় খানিকটা বিগলিতভাবে হেসে বললেন, ডোণ্ট মাইণ্ড, হ্যাঁ? বুঝতেই পারছেন, কিছু সিলেক্টেড গেস্ট···খাবার সময় বরং আপনাকে···

BanglaBook.org

উত্তর না দিয়ে সুব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো, এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

মিসেস কোহলি আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গেল ছেলেটি? চলে গেল?

মণিময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, ওহ্, হি ইজ নান অব আস্। এমনি আমাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছি।

—আপনাদের গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেণ্টে ওর পা ভেঙেছে?

এত খরচখরচা করে পার্টি দেওয়া হয়েছে, সে কি ঐ ভাগ্যবন্ত ছেলেটার বিষয় আলোচনা করার জন্য! মণিময় একটু উষ্ণ হয়ে বললেন, আমাদের জন্য ওর পা ভেঙেছে? কে বললো আপনাকে?

—ঐ ছেলেটিই তো বললো।

—দ্যাটস্ এ লাই! রাদার এ ন্যাসটি ট্রিক!

মস্তবড় হলঘর পেরিয়ে সুব্রত বেরিয়ে চলে আসছে, দরজার পাশের কাউচে এষার দিকে এবার তার চোখ পড়লো। এষার সঙ্গীরা তখন তুমুলভাবে রাজনীতি চর্চায় মেতেছে। এষার উরুর সঙ্গে উরু ছুঁইয়ে মিঃ কোহলি ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা আতঙ্কের ছবি দিচ্ছেন।

এষার চোখে চোখ পড়তেও সুব্রত কিছু বললো না, সে বেরিয়েই যাচ্ছিল। মিঃ যশপাল সিং তাকে দেখে বললো, এই তো একজন ইয়ং ম্যান। লেট্স্ হিয়ার হোয়াট আওয়ার ইয়ং ম্যান সে অ্যাবাউট পলিটিক্স্।

মুলুকজী বললেন, এনার সঙ্গে তো পরিচয় হয়নি।

এষা সপ্রতিভভাবে বললো, সুব্রতবাবু আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমাদের একজন বন্ধু, আর এঁরা হলেন…

বন্ধু কথাটা শুনে সুব্রত পাতলা ভাবে হাসলো। তিন হাত দূর থেকেও এষার গা থেকে সেণ্টের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই শীতে এমন খোলামেলা পোশাক মেয়েরা পরে কি করে?

BanglaBook.org

মুলুকজীর সব ব্যাপারেই কৌতূহল বেশী। বাংলাও ভালো জানেন। সুব্রতে'র আপাদমস্তক দেখে নিয়ে এষাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কি আপনাদের সঙ্গেই এসেছেন ? কলকাত্তা থেকে ? মালুম হচ্ছে কি আগে কখনো দেখিনি।

এষা বুঝতে পেরেছে এখন সুব্রতকে এড়াবার চেষ্টাটাই বোকামি হবে, তাহলে সবার কৌতূহল বেড়ে যাবে ওর সম্পর্কে। এষা তাই তাড়াতাড়ি বললো, হ্যাঁ, কলকাতা থেকে এসেছে। ইনি কলেজের ছাত্র, পলিটিক্স্ বিষয়ে ইনিই ভালো বলতে পারবেন, আমি ওসব বুঝিটুঝি না। সুব্রতবাবু আসুন, এখানে বসুন!

সুব্রত তখনও দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলোকে দেখেই এদের চরিত্র চেনা যায়। ব্যবসায়ী, অফিসার, দালাল—সবাই একটা র‍্যাকেটে জড়িত। দু'চক্ষে দেখতে পারে না সুব্রত এদের।

যশপালের সুরার মাত্রাটা একটু অধিক হয়ে গেছে। প্রমত্ত উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে সুব্রতের হাত ধরে বললেন, কাম্! জয়েন আস্!

কাছাকাছি কোনো চেয়ার নেই। কোহলি সাহেবের সঙ্গে যে লম্বা সোফাটায় বসে ছিল এষা, সেটাতেই একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে বললো, বসুন না, এখানে বসুন—যেন কতকালের পরিচিত, এই ভঙ্গিতে এষা একটা কাজুবাদামের প্লেট সুব্রতের সামনে তুলে ধরে বললো, নিন।

যশপাল বললো, ড্রিংক্স্ কোথায় ? এনার হাতে তো গ্লাস নেই, বেয়ারা!

সুব্রত বললো, থাক, তার দরকার নেই।

একটু দূরেই প্রমিতা আর চিরঞ্জীব বসে আছে আরও তিন চার জনের সঙ্গে। চিরঞ্জীব সব কিছু দেখেও না দেখার ভাণ করছে। পলিটিকসের আলোচনা একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না, তাই এই পার্টিতে পলিটিকসের কথা যাতে না ওঠে সেটাই চেয়েছিল চিরঞ্জীব। কিন্তু যশপাল সিং-এর আবার এই ব্যাপারে বড় বেশী

BanglaBook.org

উৎসাহ! এখন এই ছোকরাটাকে আবার কি উল্টাপাল্টা বলে কে জানে! এষা একটু বুদ্ধি করে আলোচনাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলো না?

প্রমিতা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সুব্রতের দিকে। হঠাৎ একটু ভালোই লাগলো প্রমিতার। পার্টিটা এত একঘেয়ে হয়ে গেছে যে হাই উঠছিল। তবু এই মূর্তিমান বেমানানটি এসে একটু জীবনের সঞ্চার করেছে।

মিঃ যশপাল সিং বললো, আচ্ছা, বলুন তো আজকাল যে দু' একটা পার্টি রেভলুশনের কথা বলছে সেটা কতদূর···

সুব্রত ভাবলো পলিটিক্স্টা কারুর ব্যক্তিগত বিষয় নয়। তাছাড়া এইসব মাথামোটা লোকগুলোর মগজে যদি কিছু ঢোকানো যায়···। সে বিদ্রূপের সুরে বললো, হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে রেভলুশনের কথা আলোচনা করতে খুব মজা লাগে, তাই না?

যেন এটাও একটা মজার কথা, যশপাল সিং হা-হা করে হেসে বললো, রেভলুশন করতে গেলে ড্রিংক করা কি বন্ধ করতে হবে? রাশিয়াতে তো ভদ্কা খেতে খেতেই···।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই আলোচনা জমে গেল।

খানিকটা বাদে ডিনারের সময় হয়েছে দেখে মিসেস কোহলিকে অনিচ্ছার সঙ্গেও ছেড়ে এদিকে এসে মণিময় দেখতে পেলেন সুব্রতকে। দেখলেন যে, সুব্রত গরম গরম লেকচারের ভঙ্গিতে কি বলছে যশপাল আর মুলুকজী হাসছে খুব, থ্ম মেরে বসে আছেন মিঃ কোহলি। পার্টিতে এসে মিঃ কোহলির গম্ভীরভাবে থাকা মানেই···। এষা কখন উঠে গেছে সেখান থেকে।

মণিময় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। মিঃ কোহলিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি আপনার গেলাস খালি যে? আর একটু নেবেন না?

মিঃ কোহলি মুখে কিছু না বলে, হাতের ইসারায় প্রত্যাখ্যাত

BanglaBook.org

করলেন। অনেকটা দমে গেলেন মণিময়। শুনতে পেলেন, যশপাল সিং জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা, আপনাদের বিপ্লবটিপ্লব সব হয়ে গেলে আমাদের মতন লোকদের তখন কি করা হবে?

সুব্রত ঝাঁঝালো গলায় বললো, আপনাদের তখন দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হবে।

আবার যশপাল সিং-এর হাসি। মুলুকজীও হাসতে হাসতে বললেন, তুম ভি মিলিটারি, হাম ভি মিলিটারি—অ্যাইসি বাত, অ্যাঁ?

ঝট করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল মণিময়ের। রাগ হলে তাঁর আর জ্ঞান থাকে না। মশমশ করে সামনে এসে কর্কশ গলায় বললেন, আপনি এখনো বসে আছেন নিলর্জ্জের মতন। আপনাকে বললাম না চলে যেতে।

সুব্রতের মুখখানা কালো হয়ে গেল। কথা বলায় সে মগ্ন হয়ে নিল, হঠাৎ মাঝখানে··আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে কঠিনভাবে বললো, এঁরা আমাকে ডেকেছিলেন।

মণিময় ফের ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে ডেকেছিল? কেউ ডাকেনি। আপনাকে ভালোভাবে বললাম···

সুব্রত এদিক ওদিক তাকালো। এষাকে দেখতে পেল না! তবু জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ, এরা আমাকে ডেকেছিলেন।

—কক্ষণো না! আপনিই হ্যাংলার মতন···

—শাট আপ্!

কয়েক মুহূর্ত সমস্ত হলঘরটায় নিস্তব্ধতা। সূচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। তারপর কয়েকজন কাছে এগিয়ে এলো। যশপাল সিং জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট্স আপ?

এঁর কথাবার্তা বেশ এণ্টারটেইনিং, উই ওয়্যার হ্যাভিং এ লট অব ফান!

মণিময় সেদিকে গ্রাহ্য না করে সুব্রতকে বললেন, গেট আউট!

BanglaBook.org

হলের অন্য কোণ থেকে চিরঞ্জীব দেখছে। কিন্তু সে এদিকে আসবে না। এই সব অপ্রীতিকর ব্যাপার, মণি-দা যা করার করুক বাকি সকলে কি বাংলা বোঝে? বোধ হয় বুঝবে না।

প্রমিতা স্বামীর পাশে এসে বললো, এই, এ কি করছো। মেজাজ গরম করো না। প্রমিতা বুঝতে পারলো, তার স্বামী একটু বেশী হুইস্কি খেয়ে ফেলেছে, এখন ব্লাড প্রেসার চড়ে যাবে। লোকের সামনে কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না। প্রমিতা স্বামীর হাত ধরে টেনে বললো, এমন কিছু হয়নি! এদিকে শোনো।

মণিময় কণ্ঠ সপ্তমে তুলে বললেন, এদের যত লাই দেবে তত বাড় বেড়ে যাবে। এই সব ব্লাস্কেলদের···

—আপনি মুখ সামলে কথা বলুন!

—তোমাকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া উচিৎ।

—আমার ঘাড়ে একবার হাত দিয়ে দেখুন না।

সুব্রত তার পকেটের মধ্যে পেন্সিলকাটা ছুরিটা শক্ত করে চেপে ধরেছে। এবার অন্যরা এসে পড়লো মাঝখানে।

খাবারের টেবিলে খাবার সাজানো হয়ে গেছে, এবার সবাই বসবে। মাথায় জলটল দিয়ে খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছেন মণিময়। এখনও তার জুলপি দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ধরা গলায় মণিময় ক্ষমা চাইছেন সবার কাছে। সকলেই অবশ্য তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দিলেন তাঁকে। কিন্তু ডিনারটা আর জমলো না, সবাই চুপচাপ, মিঃ কোহলি তো প্রায় কিছু খেলেনই না।

তখনও সবার খাওয়া শেষ হয়নি, দুঃখীরাম এসে চুপি চুপি চিরঞ্জীবকে বললো, গেস্ট রুমের সেই বাবু চলে যাচ্ছেন। আপনাকে ডাকছেন একবার।

চিরঞ্জীব বাইরে এসে দেখলো, কম্বল আর হ্যাভারস্যাকটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সুব্রত যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। দূরে শোনা যাচ্ছে কিসের যেন একটা গোলমাল

BanglaBook.org

খারাপ লাগছে চিরঞ্জীবের, কিন্তু মুখে কি বলবে বঝতে পারছে না। একটু নরমভাবে বললো, হঠাৎ একটু বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আমি, ইয়ে, মানে আমার জামাইবাবুর হয়ে ক্ষমা চাইছি। আপনি এরকমভাবে চলে না গেলেও পারতেন। আপনার পা এখনো সারে নি।

উত্তর না দিয়ে মাটিতে চিক করে থুথু ফেললো সুব্রত? পকেটে কি যেন হাতড়াতে লাগলো।

—আমার জামাইবাবু একটু রাগী, হঠাৎ মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

—ও সব কথা থাক্।

—এত রাত হয়েছে, আপনি না খেয়ে কোঁথায় যাবেন?

—আমার ক্ষমতা থাকলে আমি আপনাদের বাড়িতে এতদিন যা খেয়েছি সব বমি করে দিতাম।

—শুনুন, আমি রিকোয়েস্ট করছি, এরকমভাবে যাবেন না। এখন গাড়িটাড়ি কোথাও পাবেন না, কি করে যাবেন? তাছাড়া, আমার বাবা শুনলে···

—হেল উইথ ইওর ফাদার!

—বুঝতে পারছি আপনি খুবই।

—শাট আপ্!

সুব্রত পকেট থেকে গোটাকয়েক টাকা বার করলো। বার করার ধরন দেখে বোঝা যায়, ঐটাই তার সম্বল। তার মধ্য থেকে একটা দশ টাকার নোট চিরঞ্জীবের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এই নিন্, আপনি আমার জন্য যে সিগারেট টিগারেট আনিয়েছিলেন···

—ওটার দরকার নেই! শুনুন, শুনুন!

দশ টাকার নোটটা মাটিতে পড়ে রইলো, সুব্রত খোঁড়া পা ঘসটাতে ঘসটাতে এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

শহরে কি যেন একটা গণ্ডগোল বেধেছে। রাস্তাঘাটে

BanglaBook.org

ছুটোছুটি করছে লোকজন, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট, বোধ হয় একটা দাঙ্গা লাগার উপক্রম। ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি একটা টাঙ্গায় করে মৃণালিনী আর মালবিকাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

গেটের সামনে টাঙ্গা থেকে নামমাত্রই জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। দিদিমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি বাগান পেরিয়ে চলে এলো মালবিকা। মাঝপথে দেখা হলো সুব্রতের সঙ্গে।

দালানে তখনও চিরঞ্জীব দাঁড়িয়ে। সেখানে পৌঁছে মৃণালিনী জিজ্ঞেস করলেন, হ্যারে, ঐ ছেলেটি এই বৃষ্টিতে কোথায় যাচ্ছে?

—ও চলে যাচ্ছে!

—অ্যাঁ, চলে যাচ্ছে! কেন?

চিরঞ্জীব শুকনো গলায় বললো, অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে, পরে শুনবে মা, তুমি ওপরে উঠে এসো, বৃষ্টিতে ভিজো না!

মৃণালিনী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, এই বৃষ্টির মধ্যে ছেলেটা যাবে কোথায় খোঁড়া পা নিয়ে? খেয়েছে? খায়নি? ওকে ডাক না।

—দরকার নেই, ডাকলে ও আসবে না।

—আসবে না কেন? এই লিকু, যা তো, ওকে একবার আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয় তো।

তখন সদ্য গেট পেরিয়েছে সুব্রত, মালবিকা ছুটতে ছুটতে এসে ভয়ে ভয়ে বললো, এই যে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—জাহান্নামে!

—শুনুন, আপনাকে আমার দিদিমা একবার ডাকছেন।

—ডাকুক্!

মালবিকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সুব্রত এগিয়ে গেল রাস্তা ধরে। তারপর মালবিকা আবার ছুটে গিয়ে বললো, এই যে, শুনুন, আপনি এখন কোথাও যাবেন না। এখন শহরের রাস্তায় মারামারি হচ্ছে!

BanglaBook.org

সুব্রত উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। মালবিকা দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললো, যাবেন না! এখন ওদিকে···

সুব্রত এবার মালবিকার দিকে ফিরে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মুখ করে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললো, আবার বকবক্ করছো? যাও, বাড়ি যাও! বাড়ি গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে শুয়ে থাক!

মালবিকা পিছিয়ে এলো কয়েক পা, বড় বড় চোখ মেলে দেখতে লাগলো ওকে। শীতের রাত্তিরে বৃষ্টির মধ্যে কাঁধে ঝোলাঝুলি নিয়ে খোঁড়া পা টানতে টানতে টিলার রাস্তা ধরে নেমে গেল সুব্রত।

অতিথিরা সব খেয়েদেয়ে চলে গেছে। সারা বাড়ি এখন থমথমে। মণিময় আবার একটা ছোট পেগ নিয়ে বসেছেন বাইরের ঘরে। মণিময়ের মেজাজ সবাই জানে, এখন কেউ একটা কথা বলতে গেলেই বারুদের ডিপোয় দেশলাই জ্বালানো হবে। চিরঞ্জীব আর এষাও বসে আছে চুপচাপ। স্বামীকে এখন ঠাণ্ডা করার উপায়ও জানা আছে প্রমিতার। এখন মণিময়ের সব কাজের সমর্থন করতে হবে। তারপর কাল তার মেজাজ ঠাণ্ডা হলে যত ইচ্ছে সমালোচনা করো হাসিমুখে শুনবে। তাছাড়া, রাগ তো হতেই পারে, এত টাকা খরচা করে পার্টি দেওয়া হলো, তার উদ্দেশ্যটাই যদি নষ্ট হয়ে যায়···

অভুক্ত অবস্থায় একটা ছেলে এত রাত্তিরে বাড়ি থেকে চলে গেল এজন্য সবারই একটু একটু খারাপ লাগছে। কিন্তু তা নিয়ে এখন দুঃখ প্রকাশ করার সময় নয়। যে গেছে সে তো চলেই গেছে এখন মণিময়কে শান্ত করাই বড় কথা। নইলে ব্লাড প্রেসার বাড়বে।

এষা উদ্বেগের সঙ্গে বললো, মণি-দা আপনি কয়েকদিন একটু সাবধানে বেরুবেন। আপনার ওপর রাগ নিয়ে গেল, যদি কোথাও লুকিয়ে টুকিয়ে থাকে···ঐ সব টাইপের ছেলেদের কিছু বিশ্বাস নেই।

—আমি ওকে ভয় করবো নাকি; ওসব আমার ঢের দেখা আছে।

প্রমিতা স্বামীর পাশে বসে বললো, যাই বলো, মানুষ যদি একটু ভদ্র হয়, তার ওপর কেউ রাগ করে না। ছেলেটার সঙ্গে এতদিন ধরে এত ভদ্র ব্যবহার করা হলো অথচ আজ একটা অনুরোধও যদি শুনতো···

মণিময় গনগনেভাবে বললেন, আমি কি ওর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিনি? আমি কি প্রথমে ভদ্রভাবেই বলিনি?

—বলেছোই তো! আমি নিজের কানে শুনেছি।

চিরঞ্জীব এবার বললো, জানো, মণি-দা, ভদ্রতা-সভ্যতা জিনিসটা দেশ থেকে এখন উঠেই যাচ্ছে একেবারে।

এষা বললো, হস্টেলফস্টেলে থাকে আর বনে জঙ্গলে ঘোরে, ভদ্রতা শিখবে কোথা থেকে?

প্রমিতা চিরঞ্জীবকে বললো, খোকন, তুই-ই তো ওকে বাড়িতে নিয়ে এলি। বাড়িতে না এনে হাসপাতালে দিলে এসব কিছুই হতো না।

এষা সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল, দেখো না, ওর যত বাড়াবাড়ি। এখনও মানুষ চিনতে শিখলো না। যত যাই বলো, সংস্কৃতে সেই কি আছে না অজ্ঞাত কুলশীলস্য···

সবাই মিলে তখন চিরঞ্জীবকে দোষ দিতে লাগলো, যেন সে-ই সব গণ্ডগোলের জন্য দায়ী। চিরঞ্জীবও খুব বেশী আপত্তি না করে নিজের ঘাড়েই দোষ টেনে নিল। এখন এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

খানিকটা বাদে সবে মণিময়ের মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, মৃণালিনী এসে বললেন, হ্যাঁরে, লিকু কোথায় গেল?

—তাই তো, লিকুকে তো অনেকক্ষণ দেখা যায়নি।

প্রমিতা বললো, ওকে যখন খেতে বললাম, তখন ও বললো ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে অনেক খেয়ে এসেছে। রাত্রিরে আর খাবে না। তারপর থেকে তো আর দেখিনি।

BanglaBook.org

—ওপরে নেই ?

—না, আমি দোতলার সব কটা ঘর দেখলাম।

নিচেই কোথাও ঘুমিয়েটুমিয়ে পড়েনি তো ?

—ও তো যেখানে সেখানে কক্ষণো ঘুমোয় না।

—কোথায় গেল মেয়েটা ?

—বাইরে চলে যায়নি তো ?

—কার সঙ্গে যাবে ?

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা সবার চোখেমুখে। চকিতে ওরা সবাই ছড়িয়ে পড়লো, বারান্দায়, বাগানে, দোতলায়। ডাকতে লাগলো, লিকু। লিকু!

প্রমিতার চোখমুখে শুকিয়ে গেল হঠাৎ। এখন তার মনের ভেতরটা শুধু মায়ের মতন। ত্রস্ত পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো সারা বাড়ি। মণিময় হাঁকডাকে দারোয়ান মালীদের জড়ো করলেন, চিরঞ্জীব দেখতে গেল রাস্তায়। মৃণালিনীর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এষা সামলাচ্ছে তাঁকে। সারা বাড়িতে এখন আলো জ্বালা। ভাঁড়ার ঘর, বাথরুমগুলোও দেখতে বাকি নেই।

মালবিকাকে পাওয়া গেল তিনতলার ছাদের সিঁড়ির কাছে। অন্ধকারে। একেবারে ওপরের সিঁড়িটাতে বসে ছাদের বাইরের অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে।

প্রমিতা এসে ওর পিঠ ছুঁয়ে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলো, এই লিকু, এখানে কি করছিস ?

মালবিকা আচ্ছন্নের মতন মুখ ফেরালো মায়ের দিকে। কোনো কথা বললো না।

চিরঞ্জীব বললো, তুই এখানে বসে আছিস কেন ; এতক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে, তুই সাড়া দিসনি কেন ?

মালবিকা এবারও কোনো কথা বললো না।

BanglaBook.org

প্রমিতা ওর পাশে বসে পড়ে বললো, এই তুই কথা বলছিস না কেন ; কি হয়েছে তোর বল তো ?

সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মালবিকা। তার কিশোরী জীবনের বুক-খাকি-করা কান্না।

প্রমিতা ওকে নাড়া দিয়ে অনবরত জিজ্ঞেস করতে লাগলো, এই, বোকা মেয়ে, তুই কাঁদছিস কেন ?

ফোঁপানিতে প্রবলভাবে ত্বলে ত্বলে উঠছে মালবিকার লঘু শরীর। ওর মধ্যেই বললো, ও কেন চলে গেল ? ও কোথায় চলে গেল ?

—কে ? কার কথা বলছিস ?

মালবিকা আর কোনো উত্তর দিতে পারলো না। তার সব কান্না এখনো শেষ হয়নি। ভবিষ্যতে অন্য কারুর জন্য সে হয়তো আর এরকমভাবে কাঁদতে পারবে না।

তার মুঠি-খোলা মান হাতে একটা ছোট্ট হলদে ফুলকাটা স্কার্ফ। তাতে এখনো অস্পষ্টভাবে একজন রহস্যময় মানুষের রক্তের দাগ লেগে আছে।

তার চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে একটা অন্তহীন রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে একজন মানুষ, পিঠে হ্যাভারস্যাক বাঁধা, ওর মা নেই, বাবা নেই, হয়তো কেউ নেই, কোথায় যাবে তারও ঠিক নেই। বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাচ্ছে একটি অপমানিত অভিমানী আত্মা···

মালবিকার প্রবল চোখের জলে ছবিটা মুছে যাচ্ছে এক একবার, স্পষ্ট হয়ে উঠছে আবার। এই প্রথম একজন অনাত্মীয় মানুষের জন্য কাঁদছে মালবিকা।

তোমরা একটু সরে দাঁড়াও, মালবিকাকে আর একটু কাঁদতে দাও, এই কান্না বড় পবিত্র।

BanglaBook.org

তুমি কে

॥ ১ ॥

বেগমপুর স্টেশনে জল খেতে নেমেছি, টিউবওয়েলটা খুব নিচু ছিল, আঁজলা পেতে জল নিতে গিয়ে আমাকে অত্যন্ত বেশী নিচু হতে হচ্ছিল। এরকম ভাবে জল খেয়ে তৃষ্ণা কোনো রকমে মিটলেও তৃপ্তি হয় না একটু। অতখানি কোমর বেঁকাবার জন্য সারা শরীরে একটা বিসদৃশ্য ব্যাপার হয়, জুতোয় যাতে জলের ছিটে না লাগে সেইজন্য পা দুটো রাখতে হয় অনেক দূরে, ভারী ঝঞ্ঝাট। অথচ গরমের দুপুরে ট্রেন জার্নির সময় তেষ্টা পাবেই।

পাশেই দু'জন লোক, তাদের হাতে ফ্লাস্ক ও ছোট গেলাস. তাদের ভারী সুবিধে। তাদের কাছ থেকে আমি গেলাস চাইতে পারি না, আমার স্বভাব সে রকম নয়। কিন্তু আর একটি চিমসে চেহারার লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে অবলীলাক্রমে বললো, দাদা, আপনাদের গেলাসটা একটু দেবেন ?

ফ্লাস্ক হাতে লোক দু'টি বেশ আন্তরিকভাবেই বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিন না!

এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। একজনের গেলাস আছে, আর একজন সেটা চাইবে। ফেরত দেবার সময় সেটা ধুয়ে ফেরত দিলেই সবদিক শোভন হয়। তবু কেন আমি চাইতে পারলাম না ? বাড়িতে আমারও একটা ফ্লাস্ক আছে, কিন্তু কোথাও বাইরে যাবার সময় সেটা নেবার কথা কিছুতেই মনে পড়ে না!

ততক্ষণে আমার বুকের কাছে জামা ভিজে গেছে, কিন্তু তেষ্টা মেটেনি। চিমসে চেহারার লোকটি "দেখি দাদা" বলে আমার হাতের পাশ থেকে গেলাস পেতে পর পর তিন গেলাস জল খেল, পরিতৃপ্তির সঙ্গে আঃ শব্দ করলো, তারপর গেলাসের মালিকদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, উদারভাবে আমাকে বললো, ওরকমভাবে পারবেন না। এই

BanglaBook.org

যে, এটা নিন না !

এক্সপ্রেস ট্রেন এই স্টেশনে থামার কথা ছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে নানারকম রহস্যময় কারণে ট্রেন থামে। যে কোনো মুহূর্তেই আবার ছাড়তে পারে। ফ্লাস্ক-হাতে লোক দু'টি কি ব্যস্ত হয়ে পড়েনি ? তাদের ফ্লাস্কে জল ভরা হয়ে গেছে, তবু তারা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। চিমসে চেহারার লোকটি কিন্তু আমার হাতে গেলাসটা তুলে দিয়ে নির্বিবাদে সরে পড়েছে। ধন্যবাদ-টন্যবাদ জানাবার ব্যাপারেও তার মাথাব্যথা নেই। যাই হোক, গেলাসটা ব্যবহার করতে আমি আর দ্বিধা করলাম না, কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে জলপান করে আত্মাকে আরাম দিলাম খানিকটা।

ভালো করে গেলাসটা ধুয়ে, একটু বিগলিত মুখে ফেরত দেবার সময়, সেই দুজনের একজন হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে নিতে সোল্লাসে আমাকে বললো, আরেঃ, ছোটকু না ?

আমি চুপসে গেলাম। নিজের চেহারার চেয়ে সরু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিঃশব্দে। জানি, একটু বাদে ওদের ভুল ভাঙবেই। একজন আমার কাঁধে চাপড় মারার জন্য হাত বাড়াতে উদ্যত হয়ে বললো, কি রে, ছোটকু ! বহুদিন বাদে—

পুরুষের স্পর্শ আমার কাছে অসহ্য, অপরিচিত পুরুষ তো আরও। কোনোদিন আমি কোনো বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরিনি, গুরুজনদের কখনো পিঠ চাপড়ানোর সুযোগ দিইনি।

এবার আমাকে বলতেই হলো, সামান্য হাসিও যোগ করলাম অবশ্য, আমার নাম ছোটকু নয়, আপনাদের ভুল হয়েছে—

লোক দু'টি কঠোর অবিশ্বাসীর মতন চোখে চেয়ে থাকে। আমি যে ছোটকু নই, এটা যেন আমারই অপরাধ। সেই মুহূর্তে আমার ঠিক কি করা উচিত বুঝতে পারলাম না। গেলাস তো ফেরত দেওয়া হয়েই গেছে, এখন একটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাবো ? আগের লোকটি তো ধন্যবাদটুকুও দেয়নি। কিন্তু ওরা দু'জন যেন আমার

BanglaBook.org

সঙ্গে আরও কথা বলতে চায়।

লোক দু'টি দু'জনেই নিখুঁত কাটের প্যান্ট-সার্ট পরে আছে, দু'জনের চোখে রোদ-চশমা। হাতের ফ্লাস্কটাও দামী। ছোটকুর কাছে কি এরা টাকা পায় নাকি? আমার কাছে সেই টাকা দাবি করবে?

একজন চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে হাসলো, বলল, মাপ করবেন, তাহলে ভুল হয়ে গেছে। সাইড থেকে অবিকল আমাদের ছোটকুর মতন দেখতে।

অন্যজনের অবিশ্বাস তখনো কাটেনি। অপ্রসন্ন মুখে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। খুব অস্বস্তি লাগছে আমার। আমি কি চুরির দায়ে ধরা পড়েছি নাকি? আমি তো বললামই, আমার নাম ছোটকু নয়, তারপরও ওরকম কুটিলভাবে তাকাবার কি আছে?

সে লোকটি কথা বলার সময় বেশ অমায়িকভাবেই বললো, ভুল হয়েছে, সত্যিই ভুল হয়েছে আমাদের। কিছু মনে করেন নি তো?

—না, না, মনে করার কি আছে?

—আপনি কি কলকাতাতেই থাকেন?

—হ্যাঁ।

আরেকজন জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আপনার নামটা কি?

—জ্যোতি রায়চৌধুরী। আমার কোন ডাক নাম নেই।

অবিশ্বাসীর চোখ আর নেই, দু'জনেই এখন ভদ্র আর সহৃদয়। ওরা দু'জনেও নিজেদের নাম ও বিলিতি ফার্মে চাকরির কথা উল্লেখ করলো। ওদের নাম ভুলে যেতে আমার একটুও সময় লাগলো না। স্মৃতির মধ্যে একটু আলো-হাওয়া খেলাবার জন্য আমি অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু চটপট বিদায় দিই।

খাতির করে একজন আমার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এমন চমকে গিয়েছিলাম, অবিকল আমাদের বন্ধু ছোটকুর মতন দেখতে। আরও অবাক হয়েছিলাম, ছোটকু আমাদের দেখেও কথা বলছে না—

BanglaBook.org

আরেকজন বললো, জানার পর অবশ্য বোঝা যায়, অনেক অমিল আছে। কিন্তু প্রথমটা সাইড থেকে দেখলে একেবারে—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের বন্ধু ছোটকুর ভাল নাম কি?

—অসিত মজুমদার। ও আছে আপনার ইয়েতে, মানে জিওজিক্যাল সার্ভেতে—

অসিত নামটা আমার চেনা। আমি মনে মনে আশা করেইছিলাম যে ওরা অসিত মজুমদারের কথাই বলবে। ঐ নামের কোনো লোককে অবশ্য আমি চিনি না, কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু এর আগেও অনেকে আমাকে অসিত বলে ভুল করেছে। সিনেমার শো-ভাঙার শেষে, ভিড়ের বাসে, ক্রিকেট খেলার সময় গ্যালারীতে মাঝে মাঝেই লোকে আমাকে দেখে বলে, আরে; অসিত না? অনেকে সরাসরি আমাকে অসিত ভেবে কথা বলতে সুরু করে দেয়, কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছে, অসিত আমার ভাই কি না। এটা ঠিক, ঐ অসিত মজুমদার আমার চেয়ে অনেক জনপ্রিয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অনেক বেশী। আজ পর্যন্ত যত লোক আমাকে অসিত বলে ভুল করেছে, তার তুলনায় খুব কম লোকেই আমাকে দেখে সত্যিকারের নাম ধরে ডেকে উঠেছে, আরে, জ্যোতি না?

ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় না। অসিত মজুমদার সম্পর্কে আমার মনে মনে বেশ একটা রাগ আছে। প্রত্যেক মানুষই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য চায়, অন্তত চেহারায় সে অন্যদের থেকে আলাদা। অসিত মজুমদার কেন আমাকে সেটুকু বৈশিষ্ট্য থেকেও বঞ্চিত করবে? আমার চেয়ে তার ঢের সুন্দর চেহারা হলেও আমার কোনো আপত্তি ছিল না।

তাছাড়া, ব্যাপারটাতে একটু ভয় ভয়ও করে। আমারই মতন চেহারা আর একটা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীতে, কলকাতা শহরেই —সে কখন কি করবে, তার জন্য যদি লোকেরা আমাকে দায়ী করে? আমি এবার থেকে দাড়ি রাখবো? কিন্তু আমি কেন, চেহারা পাল্টাতে হয় ঐ অসিত মজুমদার পাল্টাক।

BanglaBook.org

যাই হোক, ঐ লোক দুটির সঙ্গে আমি আর কথা বাড়াতে চাইলুম না। প্রসঙ্গ পাল্টে বললুম, ট্রেনটা হঠাৎ এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলো কেন? কখন ছাড়বে?

—এখনও তো সিগন্যাল দেয়নি।

যেন আমি সিগন্যাল দিয়েছে কিনা দেখতে যাচ্ছি, এই ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে আর অনর্থক কথা না বাড়িয়ে কেটে পড়ার এই সুযোগ। সিগন্যালের আলো খোঁজার জন্য খানিকটা এগিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে তাকালাম। তারপর সেখান থেকেই ঐ লোক দু'টির উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বললাম, আচ্ছা, চলি!

নিজের কামরায় ফিরে শুনলাম, ট্রেন কখন ছাড়বে ঠিক নেই। পেছন দিকের একটা বগিতে নাকি আগুন লেগেছিল। খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, আগুন নেবানো হয়ে গেছে, কিন্তু দু'-একটা ছোটখাটো মেরামতের ব্যাপার আছে। কিছু যাত্রীরা কৌতূহলী হয়ে নেমে গেছে সেই ঘটনা দেখতে, বাকিরা হাত পা ছড়িয়ে বসেছে ঢিলে ঢালা ভাবে।

আমার বসার জায়গাটা এর মধ্যেই সরু হয়ে গেছে, পাশের দুই ভদ্রলোক তাঁদের শরীর চওড়া করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। 'দাদা সরে বসুন,' কিংবা 'প্লিজ আমার জায়গাটা' এসব কথা, আমার মনের মধ্যে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু মুখে বলতে পারি না। সব সময় আমার মনের মধ্যে এই অদ্ভুত ভুল ধারণাটা থেকে যায় যে, অন্য মানুষরা আমার মনের কথা বুঝবে। তাছাড়া, এটা তো বোঝাবুঝির ব্যাপারও নয়। কিছু লোক যে আগুন দেখতে নেমে গেছে, তাদের জায়গাগুলো খালি পড়ে আছে, আমি কি সেখানে বসে গড়তে পারি? জানলার ধারে একটা ভালো জায়গা দেখে?

ট্রেনে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটাই আমার ভুল হয়ে গেছে। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলে বসার জায়গা নির্দিষ্ট থাকতো, থার্ড

BanglaBook.org

ক্লাসের টিকিট কাটলে বসার জায়গা পাওয়া সম্পর্কে খুব বেশী প্রত্যাশা থাকে না—দৈবাৎ পেয়ে গেলেই আনন্দ লাগে। এমনকি থার্ড ক্লাসে বসার জায়গার জন্য ঝগড়া করলেও বেমানান দেখায় না। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে সীটের জন্য একটা দাবি থাকে মনে মনে, অনেক সময় পাওয়া যায় না—তখন মনে হয়, দাঁড়িয়েই যদি যেতে হবে, তাহলে পয়সা নষ্ট না করে থার্ড ক্লাসে গেলেই পারতাম। আসলে আমি থার্ড ক্লাস থেকে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছি, কিন্তু এক লাফে ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে না পেরে শূন্যে ঝুলে আছি।

যদিও আজকাল নিজের পয়সায় ট্রেন জার্নি করি খুবই কম। আমার কম্পানি আমাকে ফার্স্ট ক্লাসেরই ভাড়া দেয়। এমনকি, ব্যক্তিগত কারণে নিজের কোথাও যাবার থাকলেও সেখানে কম্পানির একটা টুর-প্রোগ্রাম বানিয়ে ফেলি। তাতেও খুশী নই—এর পরেও আবার টি. এ. বিল থেকে কিছু বাঁচাবার জন্য ফার্স্ট ক্লাসের বদলে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। অথচ ঠিক পয়সার লোভের জন্যও নয়!

বিরস মুখে কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। অসিত মজুমদার ট্রেনে কোন্ ক্লাসে ট্রাভল করে? বসার জায়গা না পেলে অসিত মজুমদার কি ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু করে দেয়? মুখ দেখে নাকি মানুষের চরিত্র বোঝা যায়! তাহলে একই রকম মুখের দু'জন মানুষের চরিত্র কি এক হবে?

একটা সিগারেট ধরাবার পর অকারণে আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। মনে হতে লাগলো, আমি কি যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছি। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, ট্রেনের টিকিট-খানা ঠিক আছে কিনা। বাড়ির চাবিটা ফেলে আসিনি তো? বাথরুমের আলোটা নিবিয়ে ছিলাম আসবার সময়? এগুলো অপরাধ নয় মোটেই, ভুল বলা যেতে পারে—তবু মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ জাগে। সে রকম তো কিছু ভুলও করিনি আজ। তবু কেন

BanglaBook.org

মন খারাপ লাগছে? যতবারই আমাকে অন্য কেউ এসে অসিত মজুমদার বলে ভুল করেছে, ততবারই আমি একটু মন-মরা হয়ে গেছি। আমাকে জ্যোতি রায়চৌধুরী বলে লোকেরা ঠিকঠাক চিনতে পারে না কেন? একটু দৃঢ়মনস্ক হয়ে আমি নিজের জায়গাটাতেই চেপে চুপে বসে পড়লাম।

অসহ্য গরম। গাড়ি চলার সময় তবু এতটা কষ্ট হয় না, কিন্তু প্লাটফর্মে থেমে থাকা গাড়িতে বসে যেন আগুনে সেদ্ধ হচ্ছি। তাছাড়া পাশের লোক দু'জনের গায়ে গা ঠেকে আছে, সেই এক অস্বস্তি—ভন্ ভন্ করছে দুটো নীল ডুমো মাছি। ট্রেন ছাড়বার নাম নেই, এভাবে আর বসে থাকা যায় না। সঙ্গে কোনো বই কিংবা পত্র-পত্রিকা আনিনি, সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে আমার কোনো-দিনই উৎসাহ নেই। সময় আর কাটতেই চায় না।

প্রত্যেকবারই ট্রেনে চাপার সময় মনে হয়, অযথা বই মুখে নিয়ে বসে সময়টা নষ্ট করবো না, জানলা দিয়ে দেখবো মাঠ, খোলা আকাশ, খাল, এঁদো পুকুর, টেলিগ্রাফের তারে বসা ফিঙে— কিন্তু প্রত্যেকবারই টের পেয়েছি, এসব বেশীক্ষণ দেখতে ভালো লাগে না। ভেবেছি, নিজে নিরপেক্ষ থেকে কামরার মানুষজনের আচরণ দেখবো। কলকাতা শহরের হুড়োহুড়ির মধ্যে তো মানুষজনের দিকে চেয়ে দেখার সময় হয় না। বরং ট্রেনের কামরায় চুপচাপ বসে থাকলে দেখা যায়, পৃথিবীতে কত রকমের মানুষ। কিন্তু এই ছোট্ট কামরাটায় প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন নারী-পুরুষ, তাদের কারুর দিকেই বেশীক্ষণ চোখ রাখতে ইচ্ছে করে না, এমনকি যে তিনজন যুবতী মেয়ে রয়েছে, তাদের দিকেও না। তাদের চেহারা ও ব্যবহারেও একটা কাঁচকলা সেদ্ধর ভাব আছে।

আমার দু'পাশের দু'জন লোক আমার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের চেষ্টায় আমার কাছ থেকে শুধু হুঁ আর না উত্তর পেয়ে নিবৃত্ত হয়েছে। এখন তারা নিজেদের মধ্যে সুইডেনের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে। আমি মাঝখানে বসে, দু'পাশ থেকে কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে ওরা।

BanglaBook.org

আমি বুঝতে পারছি, ওদের বেশীর ভাগ কথাই ভুল। সুইডেন সম্পর্কে আমিও প্রায় কিছুই জানি না, কিন্তু এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে, অন্য লোকেরা ভুল বললে, তাদের গলার আওয়াজ শুনেই অনেক সময় সেটা টের পাওয়া যায়। কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে খুব কম জেনেও বাঙালীরা অনেকক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। এটা বাঙালী চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী একজন শিক্ষয়িত্রী—শিক্ষকদের মাইনে বাড়াবার আন্দোলনে তিনি প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হয়েও মিছিলে যোগ দিয়াছিলেন—এই ঘটনা থেকে কি প্রমাণ করা যায় যে সুইডেন শিগগিরই সোশ্যালিষ্ট হয়ে যাবে? আমার কাছে তো ওটা একটা রসিকতা মনে হলো। সাহেবদের ওরকম অনেক রসিকতা আছে।

ট্রেন এখনো ছাড়ছে না, আমি আবার উঠে কম্পার্টমেণ্টের বাইরে নেমে দাঁড়ালাম। বাইরে বেশ হাওয়া আছে, রোদ্দুর চলে গেছে অন্যদিকে। পায়চারি করতে মন্দ লাগলো না। ট্রেনটার লেজের দিকে এখনও অনেক লোকের ভিড়, ওখানে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানার কৌতূহল আমার হয় না। তবে, দূর থেকে লোকের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, খুব বেশী উদ্বেগ বা বিরক্তি নেই, খানিকটা কৌতুকই রয়েছে।

পায়চারি করছিলাম, হঠাৎ একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরার দিকে চোখ পড়লো। সেই দু'জন লোক অসিত মজুমদারের বন্ধু, যাদের নাম আমি মনে রাখার চেষ্টা করিনি, জানলা দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমাকে দেখছে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু চোখ আবার যাবেই। এবার লোক দু'টির পাশে তিনটি মেয়ে, তারা উঠে এসেছে জানলার কাছে, চোখ দিয়ে বলছে, কই, কই, কোন্ লোকটা?

আমার এটা ভালো লাগার কথা নয়। আমাকে তো দেখছে না, দেখছে ওদের চেনা একজন লোকের চেহারার মতন আর একজন মানুষকে। মেয়ে তিনটি, আমাকে ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না, পাশের

BanglaBook.org

সঙ্গীদের খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় ? কোন্ লোকটা দেখতে পাচ্ছি না তো ?

আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেলাম। আমার ভ্রূ কুঞ্চিত। আবার আমার মন খারাপ হবার উপক্রম হলো। অন্য একজনের কথা ভেবে আমাকে দেখছে, এটা কখনো ভাল লাগতে পারে ? আমি সিনেমা স্টার নই, ক্রিকেট খেলোয়াড় নই, কোনোদিক থেকেই কোনো বিখ্যাত লোক নই—শুধু আমাকে দেখার জন্যই কেউ আমার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখে না। অসিত মজুমদার সম্পর্কে ঠিক ঈর্ষাবোধ করলুম না, তবে সারা পৃথিবীকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করলো, একবার শুধু আমার জন্যই আমার দিকে তাকিয়ে ছাখো। হন হন করে এগিয়ে গেলাম ইঞ্জিনের দিকে, সেটা ছাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে এসে তাকিয়ে রইলাম ছুটো পলাশ গাছের দিকে। এইরকম উচ্চতায় হু'টি গাছ, ঝাঁকে ঝাঁকে লাল ফুল ফুটেছে। গাছেরা সাধারণত এক রকমই দেখতে হয়। চট্ করে আলাদা ভাবে চেনা যায় না।

একটা ভুল করেছি, আমার কামরার উল্টো দিকে চলে এসেছি। ফিরতে হলে আবার ওদের কামরার সামনে দিয়েই ফিরতে হবে। ফেরার সময় মুখখানা কঠিন ও বিদ্রূপময় করে রাখলাম, ওদের দিকে তাকাবোই না ঠিক করেছিলাম। তবু ঠিক জায়গায় এসে হঠাৎ চোখ চলে যায়। এবার ওরা সবাই জানলার কাছে ভিড় করে নেই, একটি মেয়ে শুধু জানলা দিয়ে মুখ বার করে খুব খুঁজছে। আমাকে নিশ্চয়ই। আমাকে না, আমার চেহারাকে। এ' এক মুহূর্ত আমি চোখ ফেরাতে পারলাম না।

আমার স্মৃতির মধ্যে আমি ভিড় বাড়াতে চাই না, অবান্তর নাম কিংবা মুখ মনে রাখার চেষ্টাই করি না। কিন্তু এরকম একটি মুখ সারা জীবন মনে রাখার মতন। মেরুন রঙের শাড়ী পরা মেয়েটি, ব্লাউজের রংও ঐ, কানে মুক্তোর ছুল, অল্প কোঁকড়ানো এক মাথা চুল, সিঁথিতে সিঁছুর আছে কিনা দূর থেকে বোঝা যায় না—খুব ফর্সা নয় বোধ হয়,

BanglaBook.org

কিন্তু রোদ্দুরের রশ্মিতে মুখখানা ঝকঝক করছে, ভুরু ও চোখের পাতা ঘন কালো, এঁকেছে কিনা জানি না, তবে এত দূর থেকেও যেন আমি তার অক্ষিপল্লব দেখতে পাচ্ছি, তার পাতলা ঠোঁট ও চিবুকের রেখায় কি সৌন্দর্য দেখতে পেলাম আমি জানি না—আমি তার সম্পূর্ণ মুখখানা স্মৃতিতে এঁকে রাখার জন্য একবার চোখ বুঁজলাম। পরক্ষণেই চোখ খুলে আর একবার মিলিয়ে নেবার জন্য আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। চোখাচোখি হয়ে গেল, ওর চোখে বিস্ময়, আমি অল্প একটু হাসলাম। মেয়েটিও মিলিয়ে দেখতে চাইছে, আমি সত্যিই অসিত মজুমদার কি না! হয়তো অসিত মজুমদারের সঙ্গে ওর অনেকদিন দেখা হয় নি, তাকে খুঁজছে। অসিত মজুমদারের বদলে আমাকে পেলে ওর চলবে না? সেই মুহূর্তে ট্রেন ছাড়ার হুইস্‌ল দিল।

ছুটতে ছুটতে এসে আমি আমার কামরায় উঠলাম। মেয়েটির মুখও আমার সঙ্গে সঙ্গে এলো। আমি তাকে পেছনে ফেলে আসিনি। আমার জায়গাটা এখন সম্পূর্ণ অন্যের দখলে চলে গেছে, তবু আমি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করলাম না, দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার কাছে। এখন ঐ মেয়েটির মুখ আমার বুকের মধ্যে খোদাই করে রাখা দরকার—এখন কারুর সঙ্গে কথা বললে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। একজন লোক সহৃদয়ভাবে বললো, আসুন না, এখানে আসুন, একটু চেপে চুপে বসলে—। কথা না বলে আমি হাত তুলে তাকে প্রত্যাখান করলাম।

আসানসোলে নেমে আমার আর একবার ইচ্ছে হলো মেয়েটিকে দেখার। কিন্তু ওদের কামরার সামনে নির্লজ্জের মতন তো আর ঘোরাঘুরি করা যায় না? ছোট সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় একবার শুধু আড় চোখে ওদের কম্পার্টমেণ্টের দিকে তাকালাম। জানলার কাছে কেউ নেই, কামরাটাও ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো। ওরাও কি আসানসোলে নেমেছে? ভিড়ের মধ্যে কারুকে দেখা গেল না।

স্টেশনের কাছেই হোটেল খুজে নিতে বেশী সময় লাগলো না আমরা। আসানসোলে এসে অন্য কোনোবার হোটেলে থাকি না,

BanglaBook.org

মনীষকাকার বাড়িতেই উঠতে হয়। এবার হোটেলে ওঠার কথা প্রথমেই মনে এলো। জি· টি· রোডের ওপরেই হোটেল, দোতালায় দক্ষিণ খোলা ঘর বেশ পছন্দ হয়ে গেল। জুতো মোজা খুলে পায়ে চটি গলিয়ে আরামবোধ করলাম বেশ। একটু বাদেই ম্যানেজার হোটেলে রেজিস্টারখানা নিয়ে এলো নাম-টাম লেখবার জন্য। কলমটা খুলে নিজের নাম লিখতে গিয়েও হঠাৎ মত বদলে ফেললাম। মনে হলো, একটা খেলা শুরু করলে তো মন্দ হয় না! নামের ঘরে লিখলাম অসিত মজুমদার। অফিসের নাম লিখলাম· জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া।

খাতাটা বন্ধ করে ম্যানেজারের হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। শিস্ দিয়ে একটা গান শুরু করলাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ২ ॥

কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে মনে হয়, এই পৃথিবীটা আমার। আমিই এই সপ্ত সাগরমেখলা দ্বীপের অধীশ্বর। এই মনে হওয়ার মধ্যে ঠিক স্বার্থপরতা নেই। এবং সপ্ত সাগরমেখলা দ্বীপ বললুম বটে, কিন্তু পৃথিবী বলতে এই সমস্ত জল-স্থল-আকাশ কিংবা ভূগোল ক্লাসের গ্লোবটার কথাও সব সময় মনে পড়ে না। আমঝরিয়ার ডাক-বাংলোর সামনে সিমেন্টের গোল বেঞ্চে বসলে সামনে যে বিশাল নীচু উপত্যকা ও নির্জনতার মধ্যে ঝুঁকে পড়া আকাশ দেখা যায়—তখন মনে হয় এটাই পৃথিবী। রেললাইনের ধারে পানাপুকুর, বাবলার ঝাড় ও অড়হরের ক্ষেত দেখলেও পৃথিবী মনে হয়, মনে হয় এগুলো সব আমার। এখানকার হোটেলে ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম পাবো, এটা আশাই করিনি। বেশ খুশী খুশী বোধ করলুম। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতেই ঢুকলাম বাথরুমে, স্নান করলাম অনেকক্ষণ ধরে, নতুন সাবানের সুগন্ধে মন ভরে গেল। ভাঁজ ভাঙা পাজামা ও গেঞ্জি পরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে শরীর ও মনে সত্যি বেশ হাল্কা ফুরফুরে লাগতে লাগলো অনেকদিন এরকম মন ভালো থাকেনি—খানিকটা রহস্য-ময়ই লাগছে। অস্ফুট ভাবে বললাম, এই পৃথিবীটা আমার। হ্যাঁ, সত্যি আমার একার, নিজস্ব।

কি রকমভাবে আমার? আমি অবশ্য এই পৃথিবীর সম্রাট হতে চাই না, এর মালিকানা চাই না। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম: ছেলেবেলায় শিমূলতলা বেড়াতে গিয়ে একটা চমৎকার বাড়ি দেখেছিলাম, ঠিক দেখেছিলাম বলা যায় না—বাইরে থেকে বাড়িটার প্রায় কিছুই দেখা যায় না—এমন উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দু'মানুষ সমান উঁচু দেয়াল সেই বাড়িটার সম্পূর্ণ সীমানা ঘিরে রয়েছে, তার ওপর কাচ-ভাঙা বসানো। শুনেছিলাম বাড়ির মালিক দারুণ

BanglaBook.org

শৌখিন, অনেক রকম ফুল আর দুর্লভ সব ফলের গাছ আছে, তার মধ্যে ফোয়ারা ঝর্ণাও নাকি তৈরী করা—কিন্তু ঐ বাড়ির মধ্যে ঢোকা দুঃসাধ্য। বিশিষ্ট লোকেরা অনুমতি নিয়েই শুধু ঢুকতে পারেন। বিরাট লোহার গেটের সামনে দু'জন পাঠান শাস্ত্রী—সেই গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে এক ঝলক দেখে একটুও আশা মিটতো না।

কিন্তু সেই বাড়িটা শেষ পর্যন্ত অদেখা থাকেনি। লাট্টু পাহাড়ে পিকনিক করতে গিয়ে অরুণমামার দূরবীনটা পেয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে সেই দেওয়াল-ঘেরা বাড়িটা চোখে পড়েছিল। দূরবীনের মধ্যে তাকিয়ে সেই বাড়িটা কত কাছে এসে গেল। সারি সারি কমলালেবু গাছে পাতিলেবু সাইজের কমলা ফলে আছে, মাচায় লতানে আঙুর। শ্বেতপাথরে বাঁধানো একটা চৌকো, পুকুরের মাঝখানে একটা ফোয়ারা, খুব তোড়ে জল বেরুচ্ছে, পুকুরের চার পাশে চারটি ডানামেলা পাথরের পরী, এত জীবন্ত, মনে হয় যেন এক্ষুণি উড়ে যাবে। পুকুরের জলে লাল হলুদ রুপোলী মাছও আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম।

ছেলেবেলায় অবশ্য ঠিক বুঝিনি, পরে যখনই সেই বাড়িটার কথা মনে পড়তো, তখন অনুভব করতাম, ঐ দেয়াল-ঘেরা স্থাবর বাড়িটার মালিক অন্যলোক, কিন্তু ওর যে সৌন্দর্য, আমিও তার মালিক। আমি অনায়াসে বলতে পারি, ঐ বাড়িটা আমার, কেন না আমি ওর দৃশ্যের মাধুরী উপভোগ করেছি। এইরকম ভাবে পৃথিবীর সব কিছুরই অধীশ্বর হওয়া যায়, বড়জোর দরকার একটা দূরবীন। অবশ্য, এসব কথা সব সময় মনে পড়ে না।

হোটেলের জানালার পাশে বসে সিগারেট টানতে টানতে কিন্তু আমার মনে পড়লো শিমূলতলার সেই বাড়িটার কথা। আমঝরিয়া ডাকবাংলো থেকে দেখা উপত্যকা, বালুরঘাটে দেখা একটা নিথর পুকুর, এইরকম টুকরো টুকরো আরও দৃশ্য, অর্থাৎ যাকে বলে পৃথিবী। এবং আমার প্রিয় ধারণা অনুযায়ী বলতে ইচ্ছে, এই পৃথিবীটা আমার।

BanglaBook.org

মনে হতেই একটু হাসলাম। আমি কে? আরে বাবা, আমি কে? প্রায় তো একটা নন-এনটিটি। আমার চেহারায়, নামে, জীবনযাত্রায় কোনো বিশেষত্ব নেই, আরও হাজার হাজার মানুষের মতন। হুবহু আমার মতন চেহারাই নাকি আর একজন লোক আছে। আর জ্যোতি রায়চৌধুরী নামে তো কলকাতাতেই অন্তত ডজন দুয়েক লোক পাওয়া যাবে।

প্রথম যখন সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলাম, কনফারমেশনের আগে পুলিশ রিপোর্টে দেখা গেল, আমি নাকি দু'বছর জেল খেটেছি! অথচ সিনেমায় ছাড়া আমি কখনো সত্যি জেলখানা দেখিনি। পরে অবশ্য জানা গেল, একটু ঠিকানায় গোলমাল। বরানগরে আর একজন জ্যোতি রায়চৌধুরী আছে, সে দাগী আসামী! নিশ্চয়ই আর কোনো জ্যোতি রায়চৌধুরী আছে, ব্যর্থ প্রেমিক, ব্যবসায়ে ঝানু কোনো জ্যোতি রায়চৌধুরী থাকাও সম্ভব, এমন কি একজন টেনিস চ্যাম্পিয়নও থাকতে পারে।

তবে, নামে কি আসে যায়। কিচ্ছু না। নামে যে কিচ্ছু আসে যায় না, এ সম্পর্কে অনেক কবিতা এবং বাণী আছে। আর চেহারা? অসিত মজুমদারের যে আমার মতন চেহারা, সেটা কি হবে? চেহারায় কিছু আসে যায় না, এ সম্পর্কে কোনো মহাপুরুষের বাণী-টানি নেই? ঠিক মনে পড়ছে না, তবে আসিসির সন্ত ফ্রান্সিস শরীরটাকে গাধা বলেছিলেন। ব্রাদার অ্যাস। অসিত মজুমদারকে আমি অনায়াসে ব্রাদার অ্যাস বলতে পারি।

যাই হোক, বার বার তবু মনে হচ্ছে এ পৃথিবীটা আমার। ভাবতে ভাবতেই পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে যেতে লাগলো, একেবারে একটা বিন্দু—আমি মনে মনে শুধু একটা বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আছি, সেই বিন্দুটাও ঘুরছে। তারপর বিন্দু আবার একটু বড় হলো, ঠিক মানুষের চোখের মণির মতন। কার চোখ? আর কিছু নেই, শুধু একটা চোখের মণি, আমি তীব্রভাবে তার দিকে চেয়ে আছি। এবার

BanglaBook.org

চিনতে পারলাম, এতো আজ ট্রেনে দেখা সেই মেয়েটির চোখ। যে মেয়েটি ব্যগ্রভাবে আমাকে দেখছিল। আমাকে নয়, কসিত মজুমদারের মতন দেখতে একজন লোককে।

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কেন আজ আবার এতক্ষণ নিজেকে পৃথিবীর অধীশ্বর মনে হচ্ছিল আমি বুঝতে পেরেছি। যে-যুক্তিতে আমি শিমূলতলার সেই দেয়াল-ঘেরা বাড়িটাকে আমার বলতে পারি, সেই যুক্তিতে আজ ঐ ট্রেনে দেখা ঐ সুন্দরী মেয়েটিও আমার! আপাতত সেই মেয়েটিই পৃথিবীর প্রতীক। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে আমার। কে তুমি, কি তোমার নাম? তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার আবার দেখা হবে।

শঙ্করাচার্যের সেই আধখানা শ্লোক যেন কি? অহংকার করে সেই যে বলেছিলেন, কোটি কোটি বইতে যা লেখা হয়, তা আমি আধখানা শ্লোকে বলে দিতে পারি! 'শ্লোকার্ধের প্রবক্ষামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ' —কি সেই অর্ধেক শ্লোক? ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা—জগৎটা মিথ্যে? যদি তাই হয়, তাহলে মিথ্যে কাল্পনিক দৃশ্যের মালিক হতে কে আমায় বাধা দিচ্ছে! ট্রেনে দেখা সেই নারী, তুমিও অলীক? তুমি আমার। ব্রহ্ম যদি সত্য হয়, তবে যতদিন বেঁচে আছি, আমিও সত্য। তুমি আমার—এ কথাও সত্য।

আবার একটু হাসি পেল। কেউ শুনলে ভাববে, আমি যেন, জীবনে আর কোনো মেয়েকে দেখিনি, কারুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, আমি যেন এই চৌত্রিশ বছরে আজই আকাশ থেকে টুপ করে খসে পড়েছি বেগমপুর স্টেশনে, এবং ট্রেনের জানলায় প্রথম একটি পৃথিবীর নারী দেখেছি। এবং সেই মেয়েকে দেখা মাত্রই পাগল হয়ে উঠেছি! হুঁঃ, এ কি আদেখলাপনা আমার।

না, চৌত্রিশ বছর বয়েসে আমি আরও অন্যান্য মেয়েদের দেখেছি, মিশেছি, ভালোবেসেছি, দুঃখ পেয়েছি—এমন কি আজ ট্রেনে-দেখা মেয়েটির চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গেও আমার আলাপ আছে।

BanglaBook.org

কিন্তু ট্রেনে দেখা ঐ মেয়েটি আমার। হ্যাঁ, তুমি আমার। ট্রেনের জানলা দিয়ে তুমি ব্যগ্রভাবে তাকিয়েছিলে আমার দিকে। অসিত মজুমদারের দিকে নয়, আমারই দিকে—আমার এই রক্ত মাংসের শরীরের মধ্যে যে প্রাণীর অধিষ্ঠান, তারই দিকে। আমি তোমার সেই মুখ চিরস্থায়ী করে রেখেছি। তুমি এখন আমার। বেশীদিন লুকিয়ে থেকো না, তাড়াতাড়ি দেখা দিও, নইলে আমাকে খুঁজতে বেরুতে হবে।

—স্যার, আপনি রাত্রে কি খাবেন?

—অ্যাঁ?

হোটেলের ম্যানেজার কখন ঘরে ঢুকে এসেছে খেয়ালই করি নি। লোকটি খুব রোগা ও লম্বা, জলদস্যুদের মতন বিরাট গোঁফ—মুখখানা নিষ্ঠুরের মতন, যদিও খুবই বিনীত হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। হয়তো লোকটা সত্যিই নিষ্ঠুর নয়। মুখ দেখে মানুষের কিছুই বোঝা যায় না।

—ঘরে ঢোকবার দরজায় নক্ করে ঢুকবেন।

—কিঁ বললেন, স্যার?

—এরপর যখন আবার আসবেন, দরজায় নক্ করে তারপর আসবেন। আমি তাই পছন্দ করি। বেয়ারাদেরও সে কথা বলে দেবেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। আমার অন্যায় হয়ে গেছে। খুবই অন্যায়—তবে আপনার দরজা খোলাই ছিল।

—দরজা খোলা থাকলেও না ডেকে ঢোকা ঠিক নয়। যাক্ গে, আপনি কি বলতে এসেছেন?

—বলছিলুম, আপনি কি বাইরে খাবেন, না হোটেলে খাবেন? এখানে যদি খান, আগে থেকে অর্ডার না দিলে—

—হোটেলেই খাবো। খাবারে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবেন। আপনাদের রুম সার্ভিস আছে তো?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওপরে পাঠিয়ে দেব। কি খাবেন ?

—কি খাবো ? মানুষ যা খায় তাই খাবো।

জলদস্যুর মতন বিরাট গোঁফ সমেত মুখখানা দিয়ে লোকটি বিস্ফারিতভাবে আমার দিকে তাকালো। আহা, লোকটা কি অসহায়। হোটেলের ম্যানেজারি করার জন্য ওকে কত লোকের অভদ্র ব্যবহার হাসি-মুখে সইতে হয়। নাকি ও-ই হোটেলের মালিক ? তাহলে তো চাকরি ছাড়ারও উপায় নেই—সারাজীবনই লোকের সামনে এরকম বিগলিত মুখে হাসতে হবে। এর চেয়ে, ওরকম চেহারা নিয়ে ও যদি সত্যিই জলদস্যু হতো, তা হলে কিরকম মানাতো।

লোকটি বললো, না, জিজ্ঞেস করছিলাম কি, রাইস খাবেন না রুটি ? ভেজিটেরিয়ান না নন-ভেজিটেরিয়ান।

—কি কি পাওয়া যাবে ?

—মেনু নিয়ে আসবো ?

—না, মুখে বলুন।

—ফিস কারি হবে, রুই আর ভেটকি, মটন, চিকেন।

—বেগুন ভাজা পাওয়া যাবে ?

লোকটি এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। বললো, এমনিতে হয় না, যদি আপনি অর্ডার দেন, তৈরী করে দেওয়া যেতে পারে।

—ঠিক আছে, কি খাবো, আমি একটু ভেবে দেখছি। আপনি আধঘন্টা পরে আসবেন। আর শুনুন, আমাকে, মানে অসিত মজুমদারের কেউ যদি খোঁজ করে, বলবেন, আমি এখন ঘরে নেই, কাল সকালে দেখা হবে।

—আচ্ছা স্যার, আমি তা হলে আধঘন্টা পরে আসবো।

—যাবার সময় দয়া করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাবেন।

লোকটির সঙ্গে ইচ্ছে করে আমি অভদ্র ব্যবহার করছিলাম কেন ? অপ্রয়োজনীয় ভাবে রূঢ় ভঙ্গিতে কথা বলে আমি আনন্দ পাচ্ছিলাম। অথচ, আমার স্বভাব তো এরকম নয়। সাধারণত আমি কম কথা

BanglaBook.org

বলি, কিন্তু লোককে অপমান করতে চাই না। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে রূঢ় কথা কিংবা ধমকে কথা বলা দরকার, সেখানেও পারি না।

আমি যে এই হোটেলে উঠেছি, তা এখন পর্যন্ত আর কেউ জানে না—আমাকে এখানে কেউ খুঁজতে আসবে না। আর অসিত মজুমদারের নাম করে খুঁজতে আসা তো একটা অসম্ভব, অবাস্তব ব্যাপার। তবু ও কথা ম্যানেজারকে বললাম কেন? যাই হোক, বলে কিন্তু বেশ মজাই পাচ্ছি! আজ আমার মন ভালো আছে, আজ আমি যা-খুশী করতে পারি।

কি খাবো, সেটা বলার জন্য আধঘণ্টা সময় নিলাম কেন? একটা যা-হোক কিছু বলে দিলেই তো হতো। হোটেলের বিল অফিস থেকে দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করারও কিছু নেই। মুর্গীর মাংস বা পাঁঠার মাংস—কোনোটার প্রতিই আমার বেশী ভালোবাসা নেই। কোনো খাদ্যদ্রব্যের প্রতিই তেমন আকর্ষণ নেই—একটা কিছু খেলেই হয়। তবে আধঘণ্টা কিসের জন্য!

আসলে আমি আজ অসিত মজুমদারের মতন খাবার খেতে চাই। কি খেতে সে ভালোবাসে? রাত্তিরে সে ভাত খায়, না রুটি? পাঁউরুটির চেয়ে হাতে গড়া রুটি তার বেশী প্রিয়? নাকি লুচি-পরোটা না হলে সে মুখেই তুলতে পারে না? পরোটা জিনিসটা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, আজ পরোটাই খাবো ঠিক করলুম। পরোটা আর মুর্গীর রোস্ট। আমি ঝাল খাই না, আজ বেশী করে ঝাল দিতে বলবো, আর এক প্লেট টক দই। অসিত মজুমদার লোকটা বোধ হয় খুব রাগী, তার কথা ভেবেই আমি ম্যানেজারকে ওরকমভাবে ধমকাচ্ছিলুম।

কিংবা যদি সে রাগী না হয়? হয়তো একেবারেই মাটির মানুষ। মানুষের সঙ্গে সব সময় খুব সহৃদয় ব্যবহার করে। তা হলে কি আমার ভুল ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে? ঐরকম একটি মেয়ে যে-লোককে ভালোবাসে, সে কখনো নিষ্ঠুর হতে পারে? ট্রেনের জানলার মেয়েটি

BanglaBook.org

কি সত্যিই অসিত মজুমদারের প্রেমিকা ? যাক গে, ব্যস্ততার কিছু নেই। জানতে ঠিক পারবোই।

দরজায় খট খট শব্দ হলো। মাত্র সাত মিনিট হয়েছে, এর মধ্যেই ম্যানেজার আবার এসেছে ? এবার ওকে ধমকাতেই হবে। এবার ধমক ওর প্রাপ্য।

বেশ ঝাঁঝালো মেজাজ নিয়ে দরজা খুললুম। ম্যানেজার নয়, একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে, প্যাণ্ট ও গেঞ্জি পরা, খুবই মলিন চেহারা। কি চাই ? ছেলেটি বললো, আমার ঘরের কুঁজোতে সে জল ভরে দেবে।

আবার ফিরে এসে বারান্দার কাছে চেয়ারে বসলুম। ছেলেটা কুঁজো নিয়ে গেছে কিন্তু ফিরতে বেশ দেরী করছে। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, ছেলেটির জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছি। আশ্চর্য তো, ঐ ছেলেটার কথা আমার মনে জায়গা জুড়ে আছে কেন ? ও যখন হোক আসবে, জল রেখে চলে যাবে—এতে আমার চিন্তার কি আছে ? হয়তো অধীরতার কারণ এই, ছেলেটি কুঁজো রেখে গেলে আবার উঠে দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসবো, সেই জন্য অপেক্ষা করছি। ছেলেটি আসছে না। আবার উঠে দরজার কাছে গিয়ে ছেলেটির জন্য উঁকি মেরে দেখলাম।

এসব কোনোটাই আমার স্বভাব নয়। প্রায়ই অফিসের কাজে আমাকে নানা জায়গায় হোটেলে গিয়ে থাকতে হয়, হোটেলের ম্যানেজার কিংবা বেয়ারা-টেয়ারাদের লক্ষ্যই করি না। কিন্তু এবার একটা তফাত আছে। এবার আমি হোটেলের খাতায় অসিত মজুমদার হিসেবে নাম সই করেছি। যা হচ্ছে হোক, যা ইচ্ছে হয় তাই করেই দেখা যাক না। আমি এখন এই আসানসোলের হোটেলে আর জ্যোতি রায়চৌধুরী নই, আমি অসিত মজুমদার—এটা ভাবতে খুব ভালো লাগছে। যেন আমি নিজের কাছ থেকে ছুটি পেয়েছি।

আঃ, ছুটি ! লোকে আমার কাছ থেকে যে-রকম ব্যবহার আশা

BanglaBook.org

করে আমাকে অনবরত সেই রকম ব্যবহারই করতে হয়। কিন্তু আমি যদি ছুটি নিয়ে কিছুদিন অন্য মানুষ হয়ে যাই, তা হলে আমি কি রকম ব্যবহার করবো—তা তো কেউ আগে থেকে বুঝতে পারবে না!

—কি এত দেরী হলো যে?

ছেলেটি বেশ অবাক হয়েছে। জিজ্ঞেস করলো, আপনি জল খাবেন?

—না। জল চাই না। কিন্তু তোমার এত দেরী হলো কেন?

ছেলেটি আর উত্তর দিল না। যে-প্রশ্ন সে বুঝতে পারছে না, তার উত্তর দেবে কি! কুঁজোটা নামিয়ে রেখে সে ঘরটা ঝাড় দিতে লাগলো। আমি ওকে লক্ষ্য করছি। আমি আর অন্য কোন দিকে মনোযোগ ফেরাতে পারছি না। এটা আস্বাভাবিক। তবে, যা চলছে চলুক।

—তোমার নাম কি?

—আঁজ্ঞে?

—তোমার নাম কি?

—বেচু।

—বেচু কি?

—বেচু লস্কর।

—কতদিন চাকরি করছো এখানে?

—তিন চার বছর।

—কত মাইনে পাও?

—ষোলো টাকা।

—কত?

ছেলেটি চুপ। ঝাঁটা হাতে সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে সে অনিচ্ছুকভাবে। আমার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, আমি ছেলেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। হোটেলের ম্যানেজারটা খুব চশমখোর তো, মাত্র ষোলো টাকা মাইনে দেয়! একটা ইউনিফর্মও কিনে দিতে পারে নি? হোটেলের বেয়ারা

BanglaBook.org

হিসেবে এক প্রস্থ পোষাক ওর পাওনা নয় ? একটা ছেঁড়া গেঞ্জি পরে কাজ করছে, এত বড় হোটেল—

ছেলেটাকে একটা জামা কিনে দেবো আমি ? একটু আগে ম্যানেজারের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি, এখন এর সঙ্গে আশাতিরিক্ত সদয় ব্যবহার করে দেখলে হয়, কোনটা বেশী ভালো লাগে ! হোটেলের নীচেই এক গাদা কাপড়ের দোকান দেখেছি। একটা ছিটের জামার দাম কত আর হবে, দশ বারো টাকা। দেখাই যাক্ না, ওকে একটা জামা কিনে দিলে কি রকম লাগে। ওর না, আমার। ওর হাতে টাকা দিলে কি আর জামা কিনবে ? ওর নিশ্চয়ই একটা অক্ষম বুভুক্ষু বাবা আছে, সে কেড়ে নেবে। আমার নিজে সঙ্গে গিয়ে জামাটা কিনে দেওয়া উচিত। চটি পায়ে গলিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম পর্যন্ত।

কিন্তু এটা একটু বেশী বাড়াবাড়ি নয় ? হঠাৎ এরকম নাটকীয়ভাবে দয়ালু হয়ে ওঠা···আমার নিজেরই তো লজ্জা করবে। অসিত মজুমদার কি খুব ইমোশোনাল নাকি ? ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামবো, তারপর দোকানে জামা বাছাবাছি হবে, এতক্ষণ পর্যন্ত কি আমার এই ইমোশন টিঁকবে ? এ ধরনের কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব।

আবার চটি খুলে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমি ছেলেটাকে ঠকাচ্ছি ! একটু আগে আমি ওকে একটা নতুন জামা দিয়ে দিয়েছিলাম, এখন যেন সেটা আবার ফিরিয়ে নিয়েছি। আমার ইচ্ছে অনুযায়ী, একটু আগে তো ওকে আমি একটা নতুন জামা দিয়েই দিয়েছিলাম। এখন সেটা থেকে ওকে বঞ্চিত করা কি উচিত ? না, উচিত নয়। একদিন না হয় চরিত্র বিরোধী একটা নাটকীয় কাজ করলুম।

আবার উঠে আমি বললাম, বেচু, আমার সঙ্গে একটু নীচে চলো।

—কিছু আনতে হবে ?

—না, এমনিই আমার সঙ্গে চলো।

BanglaBook.org

ছেলেটি ভয় পেয়েছে, যেতে চায় না। দু' তিনবার এমনি বলার পর রাজী হলো না দেখে ওকে জামা কেনার কথাটা বললাম। তা-ও ও নেবে না। ও বললো, এখন গেঞ্জি পরে আছে বটে, কিন্তু ওর একটা জামাও আছে।

আমি দু'দিনের জন্য আসানসোলে এসেছি, আমার সুটকেসে পাঁচখানা জামা।

ভয় পাচ্ছে কেন ছেলেটা? ওঃ হো, ও বোধহয় আমাকে বালক-প্রেমিক ভেবেছে। হোটেলে বেয়ারার কাজ করছে, নিশ্চয়ই ওর সে অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু আমার চেহারা দেখে কি আমাকে বালক-প্রেমিক মনে হয়? অবশ্য চেহারা দেখে মানুষকে কিছুই বোঝা যায় না।

এক ধমক দিয়ে বললাম, চল্ আমার সঙ্গে। ময়লা গেঞ্জি পরা চেহারা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাবো না, এই দশটা টাকা নে, এক্ষুনি একটি জামা কিনে নিয়ে আয়। আমাকে দেখিয়ে যাবি। আর কারুকে বলবি না, কে টাকা দিয়েছে। যা, এক্ষুণি যা।

কুঁজোয় জল ভরে আনতে যতটা সময় লেগেছিল, তার অনেক কম সময়ে ছেলেটা একটা জামা কিনে আনলো। দোকান থেকেই গায় দিয়ে এসেছে। এখন আর ভয়ের ভাব নেই, মেয়েদের মতন হাসি তুলেছে ঠোঁটের পাশে।

কিন্তু এখন আমি ছেলেটির দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারছি না। আমার খুবই লজ্জা লাগছে নিজের কাণ্ডতে। হঠাৎ দরদ উথলে উঠলো, ফস করে একটা জামা কিনে দেওয়া—এর মধ্যে একটা কি রকম যেন হামবড়াই ভাব আছে। অন্য কারুকে এরকম কিছু করতে দেখলে আমি হাসতাম। আর আমি নিজেই—থাক্ গে, এটা অসিত মজুমদারের ব্যাপার বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। জ্যোতি রায়চৌধুরী কখনো এরকম করতো না।

ছেলেটা ঘর ঝাড় দিচ্ছে আবার, আমি ওর দিকে তাকাচ্ছি না। ও মাঝে মাঝে চোখ তুলে আমাকে কিছু বলতে চায়—কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছে না আমার কাছ থেকে। আমি একেবারে পিঠ ফিরিয়েই বসলাম। যা রুচি ছেলেটার, একটা ক্যাটকেটে হল্‌দে রঙের জামা কিনেছে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

আসানসোল শহরে আমাকে বিশেষ কেউ চেনে না। কালা-পাহাড়ীতে কয়লা খনির এজেন্ট মিঃ পি. এন. নাগের সঙ্গে দেখা করা-টাই আমার এখানে একমাত্র কাজ। পি. এন. নাগের পুরো নামটা কি তাও আমি জানি না, অফিসের সূত্রে পরিচয়, সুতরাং মিঃ নাগ বলেই সব সময় ডাকতে হয়। উনিও আমাকে মিঃ রায়চৌধুরী বলেন, আমার পুরো নাম ওঁর জানার কোনই প্রয়োজন হয়নি। উঁচু পোস্টে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নাম ধরে অমুকবাবু বলে ডাকার রেওয়াজ নেই। মিঃ নাগ আবার খুবই সাহেব, কোটের তলায় ওয়েস্ট কোট পরতে এরকম আজকাল খুব কম লোককেই দেখা যায়। এই গরমেও। অবশ্য, মিঃ নাগ একদিন ওঁর কোয়ার্টারে আমাকে সন্ধেবেলা চায়ে ডেকেছিলেন, সেদিন ওঁর ওখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড শুনেছি, সেটাও সাহেবী কায়দার অন্তর্গত।

মিঃ নাগের কাছে একদিন যেতে হবে নিজের পরিচয়ে।

মনীশকাকাদের বাড়িতেও একবার অন্তত না গেলে চলবে না। ডাঃ মনীশ সরকার এখানে বহুদিনকার ডাক্তার, আমার বাবার বন্ধু ছিলেন—ছিলেন বললাম এই জন্য যে, ডাঃ মনীশ সরকার এখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু আমার বাবা মারা গেছেন। হয়তো, আমার বলা উচিত ছিল, আমার বাবা ছিলেন ওঁর বন্ধু। সেইরকম, মনীশকাকার ছেলে হিমানীশ ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বন্ধুত্ব এখনো আছে, কিন্তু হিমানীশ বেঁচে নেই, আমি বেঁচে আছি।

হীমানীশের সঙ্গে স্কুল কলেজে বরাবর এক সঙ্গে পড়েছি, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়েছিলাম বলে হিমানীশ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ডাক্তারি না করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লো, পাশ করার মাত্র একটি

BanglaBook.org

বছর পরেই রাঁচীর হুড্রুতে চান করতে গিয়ে আচমকা পা পিছলে জলের ধাক্কায় ভেসে গেল হিমানীশ, খানিক দূরে গিয়ে যে পাথরটা আঁকড়ে ধরেছিল সেই পাথরটাই ওকে মারলো! হিমানীশ বেঁচে থাকলেও নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সার্থক হতে পারতো না, আত্মরক্ষা সম্পর্কে এত কম সচেতন ছিল। বরং ডাক্তার হলে অন্য অনেকের প্রাণ বাঁচাতে পারতো।

যাই হোক, মনীশকাকা, তাঁর স্ত্রী, আর মেয়েরা আমাকে ওদের বাড়ির লোকের মতই মনে করে। আসানসোল এসে আমাকে ওদের বাড়িতেই উঠতে হয়, এর আগের তিনবার তাই উঠেছি। এবার হোটেলে ওঠা সম্পর্কে একটা কিছু গুরুতর অজুহাত বানাতে হবে। তবে, একবার যেতেই হবে ওদের বাড়ি, নইলে রাস্তা ঘাটে হঠাৎ যদি ওরা কেউ দেখে ফেলে—তা হলে বড্ড মনে আঘাত পাবে।

এই দু' জায়গায় আমি জ্যোতি রায়চৌধুরী। আমার ব্যবহার, কথা বলার ধরন—এই দু' জায়গায় শুধু পরিচিত। এ ছাড়া, এই শহরে বাকি সময়টায় আমি অন্য একজন নতুন মানুষ হয়ে যেতে পারি অনায়াসে। অসিত মজুমদার হলেই বা ক্ষতি কি?

আচ্ছা, অসিত কথাটার মানে কি? এই নামটা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু কখনো মানে জানবার কথা খেয়াল হয়নি। বাংলা অভিধান এখানে কোথায় পাবো। হোটেলে তো আর চাওয়া যায় না! মিঃ পি, এন নাগের সঙ্গে জরুরী অফিস সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে হঠাৎ যদি জিজ্ঞেস করি, বাই দা ওয়ে, আপনার কাছে বাংলা টু বাংলা অভিধান আছে? ওঁর কাছে নিশ্চয়ই স্যাক্রিলিজ মনে হবে!

তিনদিন থাকবো আসানসোলে। ইচ্ছে হলে অফিসে ট্রাংককল করে জানিয়ে আরও বেশী দিন থাকতে পারি। বার্নপুর, ঝরিয়া, সিন্দ্রিতেও অনায়াসেই অফিসের কাজ বানিয়ে নেওয়া যায়। সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে হবে তো! ট্রেনের জানলায় দেখা সেই

BanglaBook.org

মেয়েটি। কোথায় নেমেছিল ওরা? আসানসোলে আমি ওদের কম্পার্টমেণ্ট ফাঁকা দেখেছি, এর আগে কোথাও নেমে যাওয়া সম্ভব? যাক, ব্যস্ততার কিছু নেই, দেখা হবেই।

কি নাম হতে পারে মেয়েটির? পরমা নাম হলে কেমন হয়! পরমাসুন্দরী থেকে পরমা। কিংবা সব ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী যেমন শ্রেষ্ঠ ছন্দ। সংযুক্তা কিংবা সঙ্ঘমিত্রা ধরনের একটু রেয়ার নাম হতে পারে?

না, মেয়েটির নাম রাখলুম আমি মায়া। একটু সাদামাটা, পুরোনো ধরনের নাম এখনকার যুবতী মেয়েদের এই নাম পছন্দ নয়, তবু আমি মায়াই রাখলুম। আহা, অসিত নামটাই বা কি এমন আধুনিক। সিনেমার অসিতবরণ কবে বুড়ো হয়ে গেছে! অসিত মজুমদারের প্রেমিকার নাম আবার মায়া ছাড়া কি হবে!

মায়া নামটাই আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রমং নু কস্তং তাবৎ ফলমেব পুণৈঃ! তুমি স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম; না আমার তাবৎ পুণ্য ফলে তুমি এসেছো? কতটা পুণ্য আমার নামে জমা হয়েছে? জানি না, পুণ্য কিসে জমা হয়, কিন্তু পাপ তো কিছু করিনি! মায়া, তুমি দেখো, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পরেও আমি কোনো পাপ করবো না।

—মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি ট্যাক্সিটা ছাড়বেন না!

—না, ছাড়িনি, আমি ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি।

—ভালোই হলো, আমার একজন লোক জরুরী দরকারে টাউনে যাবে। টেলিফোনে ট্যাক্সি পেতে এত দেরি! আমি একজনকে টেলিফোন করেছি, সে এলে আপনার জন্য ওয়েট করবে। আমার লোক এটায় চলে যাক্—আমার জিপটার ব্রেকে একটু ট্রাবল দিচ্ছে—

—না, তার দরকার নেই! এই ট্যাক্সিটাই আপনার লোককে শহরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে আবার। আপনি যাকে টেলিফোন করেছেন, তাকে বারণ করে দিন!

BanglaBook.org

—না না, এ আবার উল্টে ফিরে আসবে কেন ?

—আমি ওকে সারা দিনের জন্য ভাড়া করেছি।

—সারা দিনের জন্য ?

মিঃ নাগকে আর কোন উত্তর না দিয়ে আমি একটু হাসলাম। ছোট্ট শহর আসানসোল, এখানে সারা দিনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া নেওয়া একটা উদ্ভট ব্যাপার। কিন্তু আমার যে হঠাৎ ঐ রকম উদ্ভট খেয়াল হয়েছে, সেটা উনি বুঝবেন কি করে !

লোকটা ট্রেনে আসানসোল থেকে কালীপাহাড়ী আসতে পাঁচ-সাত মিনিট লাগে। তবে স্টেশন থেকে মিঃ নাগের অফিসে আসতে হলে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। তাছাড়া, অফিসের কাজে এলে এই পথটা ট্রেনে যাতায়াত করা কেতা-দুরস্ত ব্যাপার নয়। ঝট করে এসে ট্যাক্সি থামবে, তোমার ঠোঁটে কায়দা করে ঝুলিয়ে রাখবে সিগারেট, তোমার মানিব্যাগে থাকবে থরে থরে দশ টাকার নোট, তার থেকে গোটা দুয়েক বার করে দিয়ে খুচরো ফেরৎ নেবে না, তাহলে বোঝা যাবে তুমি ভালো কম্পানির ভালো মাইনের লোক।

আগে দু'বার আমিও তাই করেছি। এবারও যে আমাকে সেই রকমই করতে হবে, তার কি মানে আছে ? ভেবে চিন্তে কিছুই করিনি। আগের দু'বার দেখেছি যে আসার সময় কোনো অসুবিধে হয় না, কিন্তু ফেরার সময় ট্যাক্সির জন্য টেলিফোন করেও বসে থাকতে হয় বহুক্ষণ। এই খনি এলাকায় টেলিফোনেই সব কাজ সারতে হয়।

আমি এবার ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঘণ্টা দু'এক বাদে সে আমাকে আবার এসে নিয়ে যেতে পারবে কিনা। কেননা, শুধু ট্যাক্সি আসতে দেরী হচ্ছে বলেই মিঃ নাগের সঙ্গে কথা ফুরিয়ে যাবার পরও কথা বলতে হয়। ট্যাক্সিওয়ালা বললো, যদি তখন সওয়ারি না থাকে তাহলে আসবো। যদি বার্নপুরের প্যাসেঞ্জার পাই, তাহলে সেটা ছেড়ে তো আর এদিকে আসবো না।

BanglaBook.org

ঠিক কথাই বলেছিল সে। কিন্তু তার কথা বলার মধ্যে একটু অবজ্ঞার ভঙ্গি ছিল। কি একটা অজ্ঞাত কারণে সে কালীপাহাড়ীর চেয়ে বার্নপুরের সওয়ারিদের বেশী সম্মান দেয়। চট করে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। কণ্ঠস্বর শান্ত রেখেই আমি জিজ্ঞেস করলাম। তোমাকে যদি কেউ সারাদিনের জন্য বুক করে তাহলে কত লাগে?

সে আরও অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, হোল ডে মানে ক' ঘণ্টা।

—এই ধর, আট ঘণ্টা!

আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতন সে বললো, সত্তর টাকার কম নয়। কেন যে সে আশী টাকা বা একশো টাকা বললো না, তা সেই জানে। আমি তাকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে তিরিশটা টাকা আছে!

সে ঘাড় না ফিরিয়েই বললো, তিরিশ টাকা?

ততক্ষণে আমি এক শো টাকার লম্বা নোটটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি। তার মুখে ভ্যাবাচাকা ভাব ঢাকার অক্ষম চেষ্টা। আমি হাসিমুখে বললাম, এখন থেকে আট ঘণ্টার জন্য আমি এটা নিলাম। এখন ঠিক দুটো দশ, দশটা দশে তোমার ছুটি।

তখন ট্যাক্সিওয়ালার মুখের চেহারাটা দেখবার মতন। সে সমূলে ঘুরে গোল গোল চোখে তাকালো আমার দিকে। কিছু একটা বলতে চায়। আমি অবশ্য ওকে আর পাত্তা দিলাম না, ব্রিফ কেস খুলে জরুরি কাগজ পত্রে চোখ এঁটে ব্যস্ত মুখ করে বসে রইলাম।

আঃ, মনটা বেশ ভালো লাগছে।—আগে কখনো আমি এমন বেপরোয়া হইনি। টাকা পয়সার মূল্য আমি জানি, কম্পানির খরচে বাইরে এসে দু' চার টাকা বাঁচাবারও চেষ্টা করি প্রত্যেকবার। কিন্তু এবার আমি স্বাধীন। যখন যা ইচ্ছে হচ্ছে করে যাবো। অবশ্য এটাকে পাগলামি মনে হতে পারে। কিন্তু আমি তো পাগলামি করছি না, আমার মতন আর একজন লোক এই রকম ব্যবহার করলেও করতে পারতো—এই ভেবে। সঙ্গে টাকাকড়ি খুব বেশী নেই, তিন দিনের

BanglaBook.org

হিসেবে সাড়ে চার শো টাকা এনেছি অফিস থেকে, এইরকমভাবে চললে দেড়দিনেই ফতুর হয়ে যাবো। দেখাই যাক না!

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে না, নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে? বাইরে থেকে নিজেকে দেখতে। ইচ্ছে করে না, আমি একটা অন্য মানুষ হয়ে যাই? আমি আজ অন্য মানুষ, আমার প্রেমিকার নাম মায়া।

—মিঃ নাগ, আপনার সিগারের ফ্লেভার তো খুব সুন্দর!

—এটা ফিলিপিনসের—উড ইয়ু লাইক টু ট্রাই ওয়ান?

—আপনার কাছে এক্সট্রা আছে? দিন একটা!

যে কেউ শুনলে অবাক হয়ে যাবে। মিঃ নাগও নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন। প্রতিবার এখানে আসবার সময় পাঁচ শো পঞ্চান্ন নম্বর সিগারেটের বড় প্যাকেট নিয়ে আসি। আমি আসি আমাদের কম্পানির জিনিস মিঃ নাগকে বিক্রী করার জন্য। ওঁকে একটু খাতির করা আমার আচার ব্যবহারের অঙ্গ। মিঃ নাগ সাধারণত চুরুট খান, কিন্তু চুরুট আনা যায় না—কারণ আমি নিজে চুরুট খেতে পারি না। কারুকে কোনো কিছু অফার করে নিজে সেটা না-খাওয়া অভদ্রতা। মিঃ নাগ অবশ্য ভালো সিগারেট পেলে তখন চুরুট রেখে অনিচ্ছার তু'একটা খেয়ে দেখেন, আমি ধন্য হয়ে যাই। যদিও, নিজে না খেয়েও স্কচের বোতল উপহার হিসেবে দেওয়া যায়, কম্পানিই সেটা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

এবার সিগারেট আনিনি, বরং নিজেই মিঃ নাগের চুরুট চেয়ে নিলাম। নাঃ, বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কম্পানির কাজটা ঠিক মতন করতে হবে, চাকরিটা হারালে চলবে না। মিঃ নাগের অফিসের সিঁড়িতে পা দিয়ে আমি মনে মনে বললাম, অসিত মজুমদার, এবার যাও, এখন আমি পুরোপুরি জ্যোতি রায়চৌধুরী। অসিত মজুমদার কি রকম কাজকর্ম করে সে সম্পর্কে তো আমার কোনো ধারণা নেই, কিন্তু আমার নিজের কাজ জানি।

BanglaBook.org

অফিস ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ব্রিফ কেসটা রেখে, চেয়ারে বসে আমি সচেতন হয়ে গেলাম। এখন আর ছুটি নয়, এখন কাজ। এখন আর নিজের সত্তা থেকে বাইরে এসে অন্য মানুষ হিসেবে খেলা করা যাবে না। এখন আমি একটা কম্পানির ইঞ্জিনিয়ার মাত্র, কয়েকটা ইনস্ট্রুমেণ্ট বিক্রির ব্যাপারে নেগোসিয়েশান করতে এসেছি।

পুরো দেড় ঘণ্টা মিঃ নাগের সঙ্গে কাজে ডুবে রইলাম। মিঃ নাগ খুবই দক্ষ লোক, আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট করেন না, কাজ আদায় করে নিতে জানেন। কম্পানির কাছ থেকে সে সাড়ে তিন হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছেন, তা পুরো উসল করে দিচ্ছেন। ওঁর অধীনে পাঁচটা খনি, এর যাবতীয় খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে। মিঃ নাগ এমন-ভাবে কথা বলেন, যেন মনে হয়, খনিগুলোর মালিকও উনি। কথায় কথায় বলেন, মাই স্টাফ মাই মেন মাই কম্পানি—অবশ্য এরকমভাবেই সবাই বলে, বড় সাহেবদের এরকমভাবেই বলতে হয়। আসলে উনি শুধু বড় সাহেবই, খনিগুলোর পাঞ্জাবী মালিক কলকাতা ও দিল্লিতে বদলাবদলি করে সময় কাটান, তাঁর লাভের মোটা অঙ্ক মিঃ নাগ প্রতি মাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন।

কাজ শেষ হবার পর মিঃ নাগ বললেন, আপনার ট্যাক্সি ফিরে এসে আবার দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।

আমি সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে বললাম, ও থাক, আমি একটু খনি দেখবো। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

—ইয়ু মীন, আপনি অ্যাকচুয়ালি খাদে নামবেন ?

—হ্যাঁ।

অবাক হবারই কথা। এর আগে দু'বার এসেছি, কখনো খনির মধ্যে নামতে চাইনি। কাজের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ও তো হাল্কা ভ্রমণকারীরা এসে খনিতে নামার শখ প্রকাশ করে। কিংবা বাচ্চারা বা মেয়েরা, কাজের লোকের পক্ষে ওসব ছেলেমানুষী মানায় না। কিন্তু জ্যোতি রায়চৌধুরী তার কম্পানির কাজ সার্থকভাবে

BanglaBook.org

ভাবে শেষ করেছে, এখন একটু ছেলেমানুষী করে সময় কাটানো কি তার প্রাপ্য নয়? এখন তার ছুটি, এখন সে অন্য মানুষ হতে চাইলে, কার কী? আগের বার এসে সে যা করেনি, এবার ঠিক তাই করবে। এবার সে ছুটিতে বেড়াতে-আসা মানুষের মতন খনি দেখতে নামবে।

মিঃ নাগ কাজের লোক, তাঁর ম্যানেজারও ব্যস্ত, একজন ওভার-সীয়ারকে দেওয়া হলো, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে। মিঃ নাগ ভদ্রতা করে আমাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। আমার মাথায় আলো-জ্বলা লোহার টুপি, কোমরে মোটা বেল্টে বাঁধা ব্যাটারী।

আগে লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম, বেশ কয়েকজন কুলি কামিনের গায়ে নতুন খাঁকি পোষাক। একেবারে নতুন। শুকনো বিবর্ণ মানুষগুলোর গায়ে ঐ নতুন পোষাক রীতিমতন বিকট বেমানান লাগছে। দেখে চুপ করে থাকা যায় না। মিঃ নাগকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি লেবারদের পোষাক দিচ্ছেন নাকি এখন থেকে? উনি ভুল বুঝলেন আমাকে। ঈষৎ ব্যঙ্গের সঙ্গে বললেন, কেন, জামা বানাবার অর্ডারের টেণ্ডার দেবে, এমন কোনো বন্ধুটন্ধু আছে নাকি আপনার? থাকে তো বলুন!

আমি ম্লান হেসে বললুম, না, আমার কাছে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। বেশ বেমানান লাগছে।

—কেন বেমানান কেন? আপনি আমি পোষাক পরতে পারি, আর ওরা পারে না? নিউ ক্যাসল-এ দেখেছি—

মিঃ নাগের সঙ্গে তর্ক করা বিপজ্জনক। এটা রীতিও নয়। উনি বিমুখ হলে আমাদের কোম্পানির পৌনে তিন লাখ টাকার অর্ডারটা ক্যানসেল করে দিতে পারেন। অফিসের কাজ ছাড়াও অন্য প্রসঙ্গ উঠলে, ওঁকে প্রচ্ছন্ন স্তুতি করে যাওয়াই নিয়ম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওর কথায় সায় দেওয়া।

BanglaBook.org

কিন্তু এতক্ষণ অফিস ঘরে আমরা দু'জনে ছিলাম দুটি কম্পানির প্রতিনিধি, এখন এই আকাশের নীচে দু'জনে শুধু দু'টি মানুষ হতে পারি না? আমি কি বলতে পারি না, আগে ওদের নিজের মতনই মানুষ মনে করা দরকার, তারপর পোষাক-টোষাকের কথা। মাঝে মাঝে দু' চারটে টাকা মাইনে বাড়ানো কিংবা দু' এক প্রস্থ পোষাক দেওয়া কিংবা প্যাঁচে পড়ে কোয়ার্টার বানিয়ে দেওয়া—এগুলো আরও অসহ্য, আরও অপমানের। আপনার বাড়িতে চারজন চাকর হিসেবে খাটছে, তাদের কুলি হিসেবে খাতায় নাম লেখানো। আপনার শোবার ঘরের খাটের তলায় একটা ইঁদুর মরে দুর্গন্ধ হয়েছিল, একজন শ্রমিককে ডেকে সেটা সাফ করান নি?

কিছু বললাম না, চুপ করে রইলাম।

মিঃ নাগই বললেন, কোল কমিশন থেকে স্যাম্পেল সার্ভে করতে আসছে আমার এখানে। তাই একটু ফেস লিফটিং! সবই ফার্স, বুঝলেন না, এদেশের কিছু হবে না।

তাও কিছুই বললাম না। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলাম। আমার আর কি দরকার। এসব শ্রমিকদের কথা ভাববার জন্য রাজনৈতিক দল আছে। এক দল আর এক দলের চেয়ে বেশী ভালোবাসে শ্রমিকদের—এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। ভালোবাসার প্রতিযোগিতা। আমার মতন উটকো লোকের হঠাৎ সহানুভূতি উথলে ওঠার কোনো মানেই হয় না।

লিফটে শোঁ শোঁ করে অন্ধকারে নামতে লাগলাম। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে লিফটের মধ্যে। বেশ গাঢ় অন্ধকার, হতে অনেকটা সময় গেলো। বার বার মনে পড়তে লাগলো একটা লাইন, 'ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কাম হোম।' ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, কাম হোম। হে মায়াবী মানুষ, নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছো সারা পৃথিবীতে, প্রত্যেক মানুষের কাছে তোমার আলাদা আলাদা পরিচয়, সেই অনুযায়ী

BanglaBook.org

তোমাকে বেঁচে থাকতে হয়। একবার বাড়ি ফিরে এসে বলো তুমি কে ?

যে ওভারসীয়ার ভদ্রলোক আমার পাশে ছিলেন, তিনি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এর আগে কখনো খাদে নেমেছেন ?

—না।

—দেখবেন, আপনার ভালো লাগবে।

—আমার ভালো লাগবে, আপনি আগে থেকেই বুঝতে পারছেন ? আপনি তো জানেন না, আমার রুচি কিরকম, কোনটা আমার ভালো লাগে না-লাগে ? শুনেছি তো, অনেকের নাকি খনির মধ্যে নামলে একটা দম আটকে আসা ভাব হয়—

—তা হয়। অনেকের দম-আটকে আসে, অনেকে সর্বক্ষণ মনে করে এই বুঝি কোনো জায়গাটা ভেঙে পড়ে পথ আটকে গেল, বড় ধেমোর মতন একটা কিছু কাণ্ড হয়ে গেল। এইরকম ভয়ে অনেকে তাড়াতাড়ি ওপরে ফিরে যেতে চায়, অনেকে আবার এই ভয়টাই উপভোগ করে।

—আমিও কি উপভোগ করবো, না বেশী ভয় পাবো ?

—আপনাকে দেখে মনে হয়, আপনি উপভোগই করবেন। আপনি একটু কম কথা বলেন—যারা বেশী বকবক করে তারাই ভীতু হয়।

অন্ধকারে পরস্পরকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছি না। তবু ভদ্রলোককে আবার ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে হলো। অন্ধকারের মধ্যেও আমাকে দেখে কিরকম মনে হয়, এই প্রথম অন্য মানুষের মুখে সে-কথা শুনলাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ৪ ॥

—মায়া আমাকে চিনতে পারলে না? মায়া, আমাকে চিনতে পারলে না?

—কে আপনি?

—চিনতে পারলে না? ভালো করে তাকিয়ে দেখো। আমি সেই মানুষ, ভালো করে চেয়ে দ্যাখো। তোমার জন্যই বার বার মানুষ জন্ম নিয়েছি। বার বার অমানুষ হতে গিয়েও, শুধু তোমারই জন্য, আবার মানুষ হয়ে যাচ্ছি। ভালো করে চেয়ে দ্যাখো।

—না, আপনাকে চিনতে পারছি না।

—আরো ভালো করে তাকাও। শুধু মুখ বা শরীর দেখো না, একেবারে ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখো, যে-খানে মানুষের বাস।

—মাপ করুন, আমি এখন ব্যস্ত আছি!

বলাই বাহুল্য, এই কথাগুলি হচ্ছিল আমার মনে মনে। প্রকাশ্যে, জোরে জোরে কি আর কেউ এরকম কথা বলে? তা হলে ন্যাকা ন্যাকা শোনায়।

জানতাম, ট্রেনের জানলায় সেই মেয়েটি, যার নাম আমি রেখেছি মায়া, তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। কিন্তু এত শিগগিরই যে দেখা হবে, তা বুঝতে পারি নি। সেই দু'টি মেয়ে ও দু'টি ছেলে দল বেঁধে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ট্রেনের জানলায় অবশ্য ওদের পাঁচজন দেখেছিলাম, একটি মেয়ে এখন ওদের সঙ্গে নেই। তা না থাক, মায়া তো আছে। ওরা তাহলে আসানসোলেই নেমেছে। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। আসানসোলে ওরা না-নামলেও এমন কিছু ক্ষতি হতো না অবশ্য, আমাকে একটু বেশী খুঁজতে হতো, এই যা। দেখা ঠিক হতোই মায়ার সঙ্গে। পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায়।

ওরা কেউ আমাকে দেখতে পায় নি—কারণ ওরা যাচ্ছিল রাস্তা

BanglaBook.org

দিয়ে পায়ে হেঁটে, আপন মনে গল্প করতে করতে—আর আমি যাচ্ছিলাম ট্যাক্সিতে। ওরা আমার ট্যাক্সির দিকে তাকায় নি, আর আমি দেখেছি, চলন্ত ট্যাক্সি থেকে যে-টুকু সময় দেখা যায়। আমি মনে মনে চাইছিলাম অন্যরা নয়, শুধু মায়া আমার দিকে একবার তাকাক্। সেই জন্যেই মনে মনে ঐ সংলাপ।

সারাদিনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করেছি তো, তাই সেটা উসল করার জন্য ঘুরছি এখানে-সেখানে। বিনা কাজে। ট্যাক্সিওয়ালাকে অবশ্য বুঝতে দিচ্ছি না সেটা, দারুণ ব্যস্ত দেখাচ্ছি—এই তো একটু আগে, একটা জায়গায় ট্যাক্সি থামিয়ে একটা বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়েছিলাম। ড্রাইভারকে বলেছিলাম অপেক্ষা করতে। আসলে ড্রাইভারকে ঠকাবার জন্য আমি দোতলায় উঠে একটা রেকর্ডের দোকানে ঢুকেছিলাম—রেকর্ড কিনবো এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে পর পর চারখানা নতুন গানের রেকর্ড বাজিয়ে শুনলাম—তারপর পছন্দ হচ্ছে না বলে, একটাও না কিনে চলে এলাম। মিনিট পঁচিশ কাটলো তো। ড্রাইভারকে ঠকাচ্ছি, না নিজেকে ?

ওদের চারজনকে এখনো দেখতে পাচ্ছি ঘাড় ঘুরিয়ে। ওদের চারজনের পিঠ। যা আশা করেছিলাম, মায়ার পিঠের দিকটাও সুন্দর ইংরেজি ভি অক্ষরের আকারের পিঠ। আমি কি ট্যাক্সি থামিয়ে ওদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো ? ওরা আমাকে দেখে নিশ্চয়ই চমকে যাবে !

কিন্তু সেটা আমার পক্ষে খুব দৃষ্টিকটু হবে কি ? ছেলে দু'টির সঙ্গে তো আমার আলাপ হয়েছেই—অনায়াসেই বলা যায়, কি ব্যাপার, আপনারাও আসানসোলে এসেছেন বুঝি ?

মায়া তো ট্রেনের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে দেখার চেষ্টা করছিল, এখন সামনা-সামনি আমাকে দেখলে খুশী হবে না ? আমাকে নয় অবশ্য, অসিত মজুমদারের মতন চেহারার একজন লোককে।

গেলাম না। ট্যাক্সি অনেক দূর চলে গেল, ওরা এখন দৃষ্টির আড়ালে। ওরা হারিয়ে যাবে না তো ? দৈবাৎ একবার দেখা

BanglaBook.org

পেয়েছিলাম, আর যদি না পাই। না না, ব্যস্ততার কিছু নেই, দেখা ঠিক হবেই। নিশ্চয়ই দেখা হবে, মনের জোর থাকলে ব্যর্থ হবার কথা নয়। যাক্, আগে জ্যোতি রায়চৌধুরীর পালা চুকিয়ে ফেলা যাক্।

মনীশকাকার বাড়ি ভর্তি লোক। ভেতরের ঘরে মনীশকাকা সিংহের ডাক ডাকছেন। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে মনীশকাকা বলছেন, এই শোনো, একটা সিংহ এসেছে, এই রকম করে ডাকছে, গ-র-র-আঁও। গর্-র্-র-র আঁও!

সেই অবস্থায় মনীশকাকার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। মনীশকাকা বললেন, করে এলি রে। আগে খবর দিস নি তো! যা, ভেতরে যা, তোর কাকীমা ঠাকুর ঘরে আছেন!

তার পর মনীশকাকা আবার চোখ গোল গোল করে বললেন, এইবার একটা বাঘ আসবে, শুনবে বাঘের ডাক!

মনীশকাকার বড় মেয়ে সীমা এসেছে কানপুর থেকে। সীমার দু'টি ছেলে মেয়ে। ছোট ছেলেটির বয়েস তিন বছর, কি সুন্দর ফুটফুটে দেখতে, একেবারে দেবশিশুর মতন। কিন্তু এইসব দেবশিশুরা আজকাল খাওয়ার সময় এমন বায়নাক্কা করে! তারা একটু খাবার খেয়ে যেন বাড়ির লোককে ধন্য করে দেয়। সীমা খাবারের বাটি নিয়ে ছোটাছুটি করছে ছেলের সঙ্গে, আর মনীশকাকা নাতিকে ভোলাবার জন্য পর্যায়-ক্রমে সিংহ আর বাঘের ডাক ডাকছেন।

চুলগুলো সব পেকে গেছে মনীশকাকার, বিশাল চেহারাটা বয়সের ভারে কিন্তু নুয়ে পড়েনি, মাথা ঝাঁকিয়ে যখন সিংহের ডাক ডাকছিলেন তখন অনেকটা সিংহ সিংহই দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম, মনীশকাকা, আপনার ডাক শুনে আমিই ভয় পেয়ে যাচ্ছিলুম, আর আপনার নাতি কিন্তু একটুও ভয় পাচ্ছে না।

মনীশকাকা বললেন, আজকালকার ছেলে তো! আমাদের ছেলেবেলায় যদি আমরা এত আদর যত্ন পেতুম, ধন্য হয়ে যেতুম!

BanglaBook.org

বুবুল, খেয়ে নাও, লক্ষ্মী সোনা দাদু আমার, আর এক চামচ খাও !

সীমা বললো, জ্যোতিদা, অনেকদিন পর দেখলুম তোমাকে। বিশেষ বদলাও নি তো ?

—বদলাই নি ?

—একটুও না।

—তুই কিন্তু অনেক বদলেছিস, সীমা !

—বাঃ, বদলাবো না, তুই ছেলে-মেয়ের মা হয়েছি !

সীমা হিমানীশের চেয়ে তিন বছরের ছোট। আমারও তাই। ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ও আমারও নিজের বোনের মতন। মনীশকাকা যখন কলকাতায় বাড়ি নিয়েছিলেন, আমি দিনের পর দিন সে বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। বন্ধুর বোন হিসেবে সীমার সঙ্গে একটু প্রেম-ট্রেম করা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু এতই ছেলেবেলা থেকে চেনা যে সে কথা কখনো মনে আসে নি।

সীমা বললো, যাও, ভেতরে ঠাকুর ঘরে সবাই আছে। মা একটা ব্রত করেছে ! রেবাও এসেছে।

—তাই নাকি, রেবা এসেছে ? কবে ?

—এই তো, কাল বিকেলের ট্রেনে।

—বাঃ, বেশ ভালো সময়ে এসেছি। তোর সঙ্গে আর রেবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল !

রেবা হিমানীশের স্ত্রী। মৃত্যুর ঠিক ন' মাস আগে বিয়ে করেছিল হিমানীশ, বাবা মা-কে না জানিয়ে। রেবার সঙ্গে ওদের জাতের মিল নেই, হিমানীশ ভেবেছিল বাবা মা এই বিয়েকে মেনে নিতে পারবে না। ঠিক করেছিল, ভালো চাকরি পেলে তাকে অন্য জায়গায় থাকতে হবে। সেখানে সংসরে পেতে বাবা-মাকে জানাবে। সংসার পাতা আর হয় নি, রেবার প্রায় চোখের সামনেই ঘুর্ণি জলের টানে তলিয়ে গেল।

হিমানীশের মৃত্যুর পর আমিই ওর বিয়ের কথা বলেছিলাম মনীশকাকাকে। বলাটা দরকার ছিল। হিমানীশ মারা গেছে বটে,

BanglaBook.org

কিন্তু রেবার অবস্থা কি হবে? তার বিয়ের কথাটা যদি প্রকাশ না পায়, তাহলে তার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায়? তার বিধবা পরিচয়টা গোপন করে কুমারী হয়ে থাকা বিপজ্জনক, রেবা তা চায়ও নি। দারুণ ভালোবাসতো সে হিমানীশকে, তা ছাড়া তখন তার ধারণা, হিমানীশের সন্তান তার গর্ভে। সে ধারণা অবশ্য ভুল ছিল।

আমার মুখে শোনামাত্র মনীশকাকা রেবাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। হিমানীশ বেঁচে থাকলে বিয়েটা সত্যিই হয়তো তিনি মানতে পারতেন না চট করে, কিন্তু মৃত্যুর পর হিমানীশের যে-কোনো স্মৃতিই তাঁর কাছে প্রিয়। হিমানীশ তাঁর একমাত্র ছেলে, তাই হিমানীশের স্ত্রীকে তিনি পরম যত্নে রাখতে চেয়েছিলেন।

রেবা খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছিল এ বাড়ির সঙ্গে। যখন বিধবা হয়, তখন তার বয়েস বাইশ। রেবা বি. এসসি. পাশ ছিল, ছু'এক বছর বাদে প্রাইভেটে ইংরেজি বাংলায় বি এ. পরীক্ষা দিয়ে, এম. এ.-টাও পাশ করে নেয়। তারপর কলকাতায় গেল এম. এড. পড়তে। মনীশকাকা আপত্তি করেন নি, তিনিই দিয়েছেন রেবার পড়ার খরচ, রেবাকে একটুও কষ্ট করতে দেন নি।

এখন রেবা বহরমপুর না কোথায় যেন বি টি. কলেজের লেকচারার। বদলি চাকরি, প্রায়ই নানা জায়গায় বদলি হয়। মনীশকাকার সম্পূর্ণ মত আছে এতে। আমি জানি, রেবা যদি আবার একটা বিয়ে করে—মনীশকাকা তাতেও আপত্তি করবেন না। পুত্রবধু হিসেবে নয়, নিজের মেয়ের বিয়ের মতই ধূমধাম করবেন!

এ বাড়িতে বেশ একটা হৈ-চৈ এর আবহাওয়া। অনেকদিন বাদে সীমা এসেছে ছেলে মেয়ে নিয়ে, রেবা এসেছে, সবাই খুব আনন্দ করছে। মনীশকাকাও নাতিকে নিয়ে মেতে উঠেছেন। হিমানীশের কথা ঠিক এখন বোধহয় কারুর মনে পড়ছিল না, কিন্তু আমাকে দেখে পড়বে। এ বাড়িতে আমার পরিচয়, আমি হিমানীশের বন্ধু। বাড়ির ছেলের মতন হলেও ঠিক বাড়ির ছেলে নই। এ বাড়ির একটি মাত্র

BanglaBook.org

ছেলের স্মৃতি লেগে আছে আমার গায়ে—হিমানীশকে আমার আর তেমন মনে প'ড়ে না এখন, কিন্তু আমাকে দেখলে হিমানীশের কথা মনে পড়ে এ বাড়ির সবার।

মনীশকাকা বললেন, জ্যোতি, তোর মালপত্র কোথায়? আনিস নি কিছু?

মনীশকাকার কাছে আমার হোটেলে ওঠার কথা এক্ষুণি বলতে সাহস হলো না। যেন শুনতে পাইনি ওঁর কথা এই রকম একটা ভাব করে আমি তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেলাম।

ঠাকুর ঘরে বেশ একটা হাসি খুশীর ব্যাপার চলছে। পূজো-আচ্চা, ব্রত পার্বনের খুব বাতিক আছে কাকীমার। উনি পূর্ববঙ্গের মেয়ে। কিন্তু বাড়ির ছেলে মেয়েরা কেউ ওসবের ধার ধারে না। মনীশকাকাও নাস্তিক মানুষ। এমন কি, একমাত্র ছেলে মারা যাবার পরও ঈশ্বরের আশ্রয় ভিক্ষে করেন নি।

বাড়ির ছেলে মেয়েরা কাকীমার পূজো-টুজো নিয়ে খুব মজা করে। হিমানীশ বেঁচে থাকতে প্রায়ই বাসি কাপড়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে পূজোর সময় মাকে ছুঁয়ে দেবার ভয় দেখাতো। একমাত্র আমিই শুধু কাকীমাকে খুশী করার জন্য একটু একটু ভক্তির ভাব দেখাতুম। কাকীমা পূজোর প্রসাদ দিলে, হিমানীশের মতন আধখানা খেয়ে আধখানা ফেলে প্যান্টের পকেটে হাত মুছতুম না। প্রসাদটা হাতের মুঠোয় নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে চোখ বুঁজে প্রণাম করতাম পর্যন্ত। মাঝে মাঝে কারুকে খুশী করতে খুব ভালো লাগে আমার। আর কাকীমা এত সরল ভালো মানুষ যে, ওঁকে খুশী না-করার কোনো মানে হয় না।

সীমার বড় মেয়ে হৈমন্তী, বয়স ন' বছর, সীমার ছোট বোন ঝুমা—বয়েস ষোলো, আর রেবা বসে আছে, ঠাকুর ঘরের মেঝেতে। রেবা আমাকে দেখে বললো, আপনি কবে এসেছেন?

—কাল।

BanglaBook.org

—ট্রেনে ? কিসে এলেন, ট্রেনে ?

—হ্যাঁ। তুমি কোন্ ট্রেনে এসেছো ?

—তাই বলুন ! কাল আমি আপনাকে দেখেছি।

—কোথায় ?

—একটা স্টেশনে।

—কোন্ স্টেশনে ?

—সে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। পরে বলবো !

রেবা অনেক কিছু থেকেই মজা খুঁজে পায়। ভারী ছটফটে আমুদে ধরনের মেয়ে, বৈধব্যের সামান্য চিহ্নও নেই ওর চেহারায়। রেবা রঙীন শাড়ী পরে,কপালে টিপ আঁকে ; যখন হাঁটে—তখন চলার ভঙ্গিতে মন্থরতার বদলে একটা ছন্দ আসে।

ঝুমা বললো, এই তো জ্যোতিদা এসেছে। মা, জ্যোতিদা তো বামুন। তোমার সুবিধে হয়ে গেল !

আমি বললুম, কেন, বামুন হবার কি সুবিধে ? আমাকে পূজো করতে হবে নাকি ?

রেবা ঠোঁট টিপে হেসে বললো, হ্যাঁ, আমাদের পুরুতের অভাব ! আপনাকে আজ পূজো করতে হবে !

আমি নকল ভয় দেখিয়ে বললাম, ওরে বাবা, এখন আবার কি পুজো ? বামুন হলেও, আমার পৈতে নেই যে !

রেবা বললো, চেনা বামুনের পৈতে লাগে না !

ঝুমা বললো, না, না পুজো করতে হবে না। জ্যোতিদা, আপনাকে শুধু একটা সন্দেশ খেতে হবে !

—সে তো এমনিতেই খেতাম। বামুন না হলে বুঝি সন্দেশ খেতে পায় না, এ বাড়িতে !

—না, তা নয়। এই সন্দেশটা আপনাকে চোখ বুঁজে একেবারে গপ্ করে খেয়ে ফেলতে হবে !

কাকীমাও মিটিমিটি হাসছেন। গরদের কাপড় পরে বসে আছেন

BanglaBook.org

কুশাসনে। কাকীমা বললেন, জুতো খুলে ভেতরে আয়। আমি এই সন্দেশটা দিচ্ছি, আলগোছে নিবি—

—কাকীমা, এটা আবার কি ব্রত? এই ব্রতে শুধু সন্দেশ খাওয়াতে হয়?

ঝুমা গরদের শাড়ী পরে বসেছে। একটু লক্ষ্মী মেয়ে হয়েছে সে আজকাল, মায়ের কথা শুনে পুজোয় বসছে তা হলে! কিন্তু তার মুখে দুষ্টু হাসি। সে বললো, কাল চড়ক সংক্রান্তি গেল না? মা কাল থেকে আর ভালো ব্রাহ্মণ খুঁজে পাচ্ছে না! নিন্ সন্দেশটা চট্ করে খেয়ে ফেলুন!

—কাকীমা, এটা কি ব্রত আগে বলে দিন!

—আগে, সন্দেশটা নে, তারপর বলছি। দু'হাত পেতে নিবি।

—শুধু সন্দেশ, আর কিছু না?

ঝুমা বললো হ্যাঁ, আরও পাবেন, পৈতে, হরতুকী, আর খড়ম!

সবাই হাসিতে লুটোতে লাগলো একেবারে! ততক্ষণে সীমাও এসে দাঁড়িয়েছে। মনীশকাকাও আশে পাশে ঘোরা ফেরা করছেন, ব্যাপারটা উপভোগ করতে চান।

সন্দেশটা নিয়ে খেতে গিয়েও আমার কি রকম সন্দেহ হলো। সবাই আমার দিকে বড় বেশী ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে আছে, মুখে চাপা হাসি। কি ব্যাপার, গলায় আটকে ফাটকে যাবে না কি?

রেবা বললো, নিন্, নিন্ খেয়ে ফেলুন! বেশীক্ষণ হাতে রাখতে নেই!

মুখের কাছে নিয়ে এসেও আমি হাত সরিয়ে বললুম, উঁহু, এর ভেতরে নিশ্চয়ই একটা ব্যাপার আছে!

আবার সবাই হাসিতে গড়াগড়ি। রেবা বললো, বাবা, কি ভীতু আপনি! একটা সন্দেশ খেতেও এত ভয়? তা, তো আপনাকে খড়ম পরে হাঁটতে বলা হয়নি।

ঝুমা বললো, কিংবা জামা খুলে পৈতে পরতে বলা হয়নি!

BanglaBook.org

—না, আমি সন্দেশ খাবো না। আমি হরতুকি খাচ্ছি!

কাকীমা এবার এক গাল হেসে বললেন, নে, অনেক হয়েছে। জ্যোতি, তোকে সন্দেশটা একবারে খেতে হবে না। তুই দু' আধখানা করে খা!

সন্দেশটা ভাঙতেই ভেতর থেকে একটা সিকি বেরিয়ে পড়লো। আমি অবাক হয়ে বললাম, এ আবার কি? আমাকে পয়সা খাওয়াচ্ছেন কেন, আমি কি গভর্ণমেণ্ট অফিসার?

রেবার চাকরিটা সরকারি। সে ফোঁস করে উঠলো, এই, গভর্ণমেণ্ট অফিসার হলেই বুঝি পয়সা খায়?

আমি বললাম, তোমার চাকরিতে পয়সা খাওয়ার স্কোপ নেই, তুমি আর কি জানবে! যাক গে, কাকীমা, সন্দেশের মধ্যে পয়সা কেন?

ঝুমা বলল, জানেন না বুঝি, গুপ্তধন ব্রতে তো সন্দেশের মধ্যে পয়সা রাখতে হয়!

আমি বললাম, বাঃ বা! ব্রাহ্মণকে পয়সা খাইয়ে গুপ্তধন পাবার মতলব বুঝি? এটাও ঘুষ! তাহলে সিকির বদলে মোহর দেওয়া উচিত ছিল। আমাকে সিকি দিয়েছো, তোমরাও শুধু সিকি পাবে!

কাকীমা বললেন, যা জ্যোতি, এবার বাইরে যা। এবার ঝুমার ব্রত হবে।

—ঝুমা আবার কি ব্রত করবে?

ঝুমা বিচিত্র ভঙ্গি করে বললো, আমি হরির চরণ ব্রত করছি।

হরির চরণ? সে আবার কি—কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম শুনছি। আমরা তো জানতুম সেঁজুতির ব্রত কিংবা—

—সেঁজুতির ব্রত তো কার্তিক মাসে। মাকে প্রত্যেক মাসে এক একটা করতে হবে না?

ঝুমা কথা বলছে নকল সীরিয়াস ভঙ্গিতে। মাকে খুশী করার জন্য। ভাবখানা এমন দেখাচ্ছে যেন, এসব ব্রত-ট্রত সব ওর মুখস্ত। অথচ মিশনারি স্কুলে পড়েছে ঝুমা, বাংলা ভাষাটাই ভালো জানে না।

BanglaBook.org

কাকীমা তাড়া দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোরা এখন যা দিকিনি। ঝুমা ভালো করে বোস্। চন্দনটা ঘষে নে!

—না কাকীমা, আমরাও ব্রত দেখবো!

—চুপটি করে বসে থাকবি তা হলে। কথা বলবি না।

রেবা আমাকে ওর পাশে বসার ইঙ্গিত করে বললো, বেশ লাগে কিন্তু এখন এসব দেখতে। কম বয়েসে এসব নিয়ে ঠাট্টা করতুম, এখন কিন্তু—

—তোমার অ'ফশোস হচ্ছে বুঝি? তুমিও ঝুমার মতন একটা কিছু ব্রত করো না।

—ধ্যাৎ বোকা! বিধবাদের বুঝি ব্রত করতে হয়?

কথাটা রেবা ম্লান মুখে কিংবা দুঃখের সুরে বলেনি! হাসিমুখেই। তবু আমি চুপ করে গেলাম। রেবী রঙীন শাড়ী পরে, মাছ মাংস খায় —কিছুই বিধবার মতন নয়, তবু কুমারীর মতন ব্রত পালন করা বোধহয় তাকে মানায় না।

দেখতে বেশ লাগছিল। মনটা বেশ খোলামেলা হয়ে গেছে। এ রকম পারিবারিক অনাবিল হাসি আনন্দের মধ্যে এসে পড়লে মনটা সুস্থ হয়ে যায়। মনীশকাকা এখানকার অতি বিখ্যাত জাঁদরেল ডাক্তার এবং নাস্তিক, তাঁর বাড়ির মধ্যে বসে এরকম মেয়েলি ব্রতকথা শুনতে একটুও বেমানান হচ্ছে না। এমন কি মনীশকাকাও বারান্দায় পায়চারি করতে করতে আড়চোখে এদিকে দেখছেন। কয়েক ঘণ্টা আগে কয়লাখনির অন্ধকারে নেমে আমার খুব সাধ হচ্ছিল, আত্মপরিচয় টের পাওয়ার জন্য কয়েকদিন মাটির তলার অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকি। এখন ঠাকুর ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে আছি, তিনটে জানলা দিয়ে হুড় হুড় করে ঢুকছে দুনিয়া জোড়া আলো, মনের ভেতরটা খুব নরম হয়ে এলো।

সাদা চন্দন বাটা হয়েছে, একটা তামার থালায় সেই চন্দন দিয়ে ঝুমা দুটো ছোট ছোট মানুষের পা আঁকলো কাকীমার নির্দেশে।

BanglaBook.org

তারপর দু' আঙুলে ধরে রইলো মল্লিকা ফুল, দুর্বো, তুলসী পাতা। কাকীমা বললেন, নে, এবার মন্ত্র বল্—

কাকীমার মুখ থেকে শুনে শুনে ঝুমা বলতে লাগলো ঃ

হরির চরণ হরির পা
হরি বলে ওগো মা
আজ কেন গো শীতল পা
কোন যুবতী পূজে পা ?
সে যুবতী কি চায় ?
রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়······

সীমার মেয়ে হৈমন্তী হঠাৎ বলে উঠল, এ মা, দিদু, ছাখো, ছাখো, ছোট মাসী হাসছে !

হাসি সামলাতে গিয়ে ঝুমার চোখ মুখ একেবারে লাল হয়ে গেল। এবার একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠলো। মিশনারী স্কুলে পড়েছে ঝুমা, শিগগিরই কলেজে ভর্তি হবে, মুখে তার ইংরিজির খই ফোটে, ইংরিজি গানের সঙ্গে পা মিলিয়ে নাচতে পারে—সে স্বামী পাবার জন্য ব্রত করবে ? তার তো হাসি পাবেই ! আমি ধমকে দিয়ে বললাম, এই ঝুমা, কি হচ্ছে কি ? হাসছো কেন ?

হিমানীশ মারা যাবার পর থেকেই কাকীমার মাথায় সামান্য একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। বাড়ির মেয়েরা তাই কাকীমার এসব বাতিককে প্রশ্রয় দেয়। কাকীমাকে আঘাত দিতে চায় না। কাকীমা দুঃখিতভাবে বললেন, ওমা, তুই হাসছিস ? ব্রতের মধ্যে হাসলে যে অমঙ্গল হয়।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছে ঝুমা বললো, না মা, তুমি আবার বলো !

সে যুবতী কি চায় ?
রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়
দরবার জোড়া ব্যাটা চায়

BanglaBook.org

প্রেমানন্দ ভাই চায়

ঘরণী গৃহিণী বউ চায়···

হৈমন্তী আবার বলল, এ কি দিদু ? মেয়ে হয়ে আবার বউ·চাইবে কেন ?

ছেলেমানুষী প্রশ্ন। কিন্তু চকিতে রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, ঝুমা আর তো কোন ভাই পাবে না! সে কথা মন থেকে তাড়িয়ে আমি হৈমন্তীকে বললাম, বউ মানে, ছেলের বউ। ওর যখন ছেলে হবে, তার বউ যেন—

রেবা ফিসফিস করে বললো, বেশ শুনতে লাগছে না ? এসব পুরনো জিনিস আমরা ভুলেই গেছি।

ঝুমা আবার বলতে লাগলো ঃ

ঘরণী গৃহিণী বউ চায়,
রূপবতী কন্যা চায়,
আলনায় কাপড় দলমল করে
ঘরের বাসন ঝকঝক করে
গোয়ালে গরু মরায়ে ধান
বছর বছর পুত্র পান
না দেখেন স্বামী পুত্রের মরণ
না দেখেন বন্ধুবান্ধবের মরণ
হবে পুত্র মরবে না
চক্ষের জল পড়বে না
দিয়ে ছেলে স্বামীর কোলে
মরণ যেন হয় গঙ্গা জলে···।

কাকীমা বললেন, নে, এবার প্রণাম কর। ওকি, ওরকম শুধু হাত জোড় করলে হয় না, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে—

ঝুমা ছাড়াও অন্য সব মেয়েরা, এমনকি রেবা পর্যন্ত মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগলো। পুরুষ মানুষদের ওরকম করতে নেই,

BanglaBook.org

আমি মাথা উঁচু করে রইলাম। তাই দেখতে পেলাম, কাকীমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। শেষের অংশটা বলার সময়েই, যেখানে ছিল, হবে পুত্র মরবে না, চক্ষের জল পড়বে না—সেইখানে নিশ্চয়ই একমাত্র ছেলের কথা মনে পড়েছিল।

কাকীমাকে ভোলাবার জন্যেই আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা কাকীমা বিধবাদের কোন ব্রত হয় না?

এইবার কথা বলতে কাকীমার খুব উৎসাহ। তিনি তক্ষুণি চোখের জল মুছে বললেন, হবে না কেন, নিশ্চয়ই হয়।

—কি রকম, একটা বলুন তো!

দরজার কাছ থেকে সীমা বললো, জ্যোতিদা, তোমার হঠাৎ বিধবাদের ব্রতের কথা শোনার ইচ্ছে হলো কেন?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমার নিজের জন্য নয়। রেবার জন্য। ও বড্ড কান্নাকাটি করে—ওরও তো একটু শান্তি পাওয়া দরকার!

রেবা আমার গায়ে একটা চিমটি কেটে বললো, ই-স্! আমি কান্নাকাটি করি, আপনি বুঝি দেখেছেন?

কাকীমা তন্ময় হয়ে ছিলেন, এসব শুনতে পেলেন না। বললেন, একটা আছে, বারো মেসে অমাবস্যার ব্রত।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বারো মেসে অমাবস্যা আবার কি ব্যাপার। বারো মাস ধরে অমাবস্যা থাকবে?

কাকীমা বললেন, না, এ ব্রত করলে অমাবস্যা কেটে যায়। এটা করতে হয় প্রত্যেক অমাবস্যার দিন, উপোস করে। স্নান করার সময় সূর্যকে পুজো করে—

—কাকীমা, অনেক ব্রতের তো একটা করে গল্প থাকে। এর গল্প নেই?

—তা থাকবে না? গল্প কি, সত্যি কথা—

—বলুন না সেটা—

কাকীমা একটু চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর ঝুমাকে

BanglaBook.org

বললেন, ঝুমা, তোর তো হয়ে গেছে, তুই ওঠ। হৈমন্তীকে নিয়ে তুই এবার ওপরের ঘরে যা।

—না, আমিও গল্প শুনবো!

—এ গল্প তোদের শুনতে নেই। কুমারী মেয়েরা এ গল্প শোনে না।

—মা, দিস ইজ টু মাচ্! এতটা বাড়াবাড়ি কোরো না। গল্প শুনবো, তার আবার কুমারী অকুমারী কি!

—গল্প নয়, সত্যি ঘটনা।

—হলোই বা সত্যি ঘটনা। তা শুনলেও দোষ!

—বলছি, যা না হৈমন্তীকে নিয়ে। না হলে আমি বলবো না।

মুখ গোঁজ করে ঝুমা উঠে গেল। এমনিতে সে খুব জেদী মেয়ে, কিন্তু আজকাল ওরা কেউই মায়ের মুখের ওপর বেশী কথা বলে না। হৈমন্তী কিছুতেই যাবে না। কিন্তু সীমার এক ধমকেই কাজ হলো।

তখনও আমি জানি না, হঠাৎ শোনা একটা ব্রতের গল্পের সঙ্গে আমার নিজের জীবনের অনেক মিল ঘটে যাবে। বিস্ময়কর যোগাযোগ বলা যায় একে।

কাকীমা শুরু করলেন:

এক দেশে এক গরীব বামুনের একটিমাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি রূপে যেমন কার্ত্তিকের মতন, গুণেও সেরকম, সবাই ছেলেটিকে দেখে ধন্য ধন্য করতো। গরীব বামুন আর তার বউ সেই ছেলেকে পেয়ে সব দুঃখ কষ্ট ভুলেছিল। ছেলেটি যেখান দিয়ে হাঁটতো তার বিদ্যেবুদ্ধি একেবারে ঠিকরে পড়তো!—

রেবা বললো, মা, বিদ্যেবুদ্ধি আবার ঠিকরে পড়ে কি করে?

না হেসে উপায় নেই, আমরা মুখ ফিরিয়ে হাসলাম। কাকীমা বললেন, কথার মাঝখানে কথা বলো না। ব্রতকথা একমনে শুনতে হয়। পা ঢাকা দিয়ে বসো। আমি কি আর তোমাদের মতন লেখাপড়া জানি!

BanglaBook.org

—না, কাকীমা, আপনি বলুন।

—সেই ছেলের যখন ষোলো বছর বয়স হলো, বাপ মা তার বিয়ে দিলে। টুকটুকে সুন্দরী বউটি, সবাই বলতো ইন্দ্রের পাশে যেন লক্ষ্মী!

আমি শুধরে দিলাম, না কাকীমা, ওটা হবে বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী।

কাকীমা একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, ঐ হলো, ঠিক যেন লক্ষ্মী-জনার্দন! আলতা-পরা পায়ে রুপোর মত ঝুমঝুমিয়ে মেয়েটি ঘরকন্নার কাজ করে, বামুন-বামনির মন ভরে যায়, আর ছেলে ওদিকে উপায় রোজগার করে বাপ মা-কে খাওয়ায়।

কিন্তু এত সুখ ওদের কপালে সইলো না। ছেলে একদিন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে শিবমন্দিরে পুজো করতে, এমন সময় তাকে সাপে কাটলো। এত বড় এক গোক্ষুর সাপ—

—মা, আপনি হাত দিয়ে যতখানি দেখালেন সাপটা অতটা মোটা না লম্বা?

—এই রেবা, গল্পের মাঝখানে ডিসটার্ব করো না! গোখরো সাপ কত বড় হয় তোমার আইডিয়া আছে?

—কত বড় হয়? থামের মতন মোটা হয়? সে তো পাইথন। পাইথনের বিষ নেই!

—জ্যোতিদা, এখন সাপের কথা হবে, না গল্প শুনবে?

—হ্যাঁ, কাকীমা, আপনি বলুন!

—সেই সাপের কামড় খেয়ে, বামুনের ছেলে প'লো আর ম'লো! মরার সময় সে শুধু একবার জল জল করে চেঁচিয়েছিল, তার বাপ-মা মৃত্যুকালে তাকে এক ফোঁটা জলও দিতে পারলে না! খবর পেয়ে বামুন-বামনি আর ছেলের বউ যখন এলো, তখন বামুনের ছেলের দেহ একেবারে নীলবর্ন হয়ে গেছে।

সুখের সংসারটা ছারখার হয়ে গেল। দিনের পর দিন বামুন-বামনি আর তাদের বউ শুধু চোখের জল ফেলে, কাজকম্ম করে না,

BanglaBook.org

রান্নাবাড়ি করে না—পাড়া প্রতিবেশী এসে রোজ জোর করে খাইয়ে যায়। এমনি করে এক বছর বাদে বামুনও মনের দুঃখে মারা গেল। বামনি আর বউ অতিকষ্টে সংসার চালাতে লাগলো—

একদিন তাদের বাড়িতে এক অতিথি এলো। সেকালের দিনে যতই অভাবের সংসার হোক, অতিথি এলে কেউ ফেরাতো না। বামনি চোখের জল মুছে অতিথিকে পা ধোবার জল দিলে।

অতিথির বয়েস বেশী না, তবে মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় জটা, পরনে ছেঁড়া কাপড়। সে বললে, মা, আমাকে এক মুঠো ভাত দে!

বামনি তাড়াতাড়ি রান্নার জোগাড় করতে গেল। অতিথি বললে, আমি চান করবো, কিন্তু আমার তো আর বস্তর নেই। আমাকে একখানা কাপড় দাও।

বামনি কাঁদতে কাঁদতে বললো, বাবা, আমরা মায়ে-ঝিয়ে থাকি, আমাদের নিজেদেরই বস্তর জোটে না, পুরুষ মানুষের বস্তর কোথায় পাবো? তবে, আমার ছেলের একখানি কাপড় আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি, সেইটে পরো। অতিথি চান করে সেই কাপড় পরে খেতে এলো।

বামনি তাকে ধোওয়া কলাপাতায় আতপ চালের ভাত আর ঝিঙে সেদ্ধ বেড়ে দিল। অতিথি বললে, মা, আমি কলাপাতায় খাই না। তোমার ছেলের থালায় আমাকে ভাত বেড়ে দাও, ছেলের গেলাসে আমাকে জল দাও, নইলে আমি খাবো না!

বউ তা শুনে ভারী রাগ করে বললে, অতিথির আবার এত আবদার কেন? এতে দাও, ওতে দাও, না খাবে তো চলে যাক।

বামনি বললো, রাগ করো না, বউমা। ও থালা গেলাসে আর কে খাবে? অতিথিকে দাও, তাহলে সার্থক হবে! বউ তখন আর কি করবে, থালা গেলাস বার করে দিলে।

অতিথি তৃপ্তি করে ভাত খেয়ে বললো, বাঃ, অনেকদিন পরে বেশ ভালো খেলাম। এখন একটু শোবো!

BanglaBook.org

রেবা বললো খেতে পেলেই শুতে চায়! সেকালের অতিথিরা বেশ ছিল কিন্তু!

—রেবা, আবার! কাকীমাকে গল্পটা বলতে দাও!

কাকীমা এখন চোখ বুঁজে গল্প বলছেন। আমাদের মুখের ছোট-খাটো হাসির রেখা দেখতে পাচ্ছেন না। গল্প বলতে এতই ভালো-বাসেন যে বাধা পড়াতেও খুব বিরক্ত হচ্ছেন না।

আবার বলতে লাগলেন, অতিথি বললো, আমি কিন্তু পুরুষ মানুষের বিছানায় ছাড়া শুই না। তোমার ছেলে যে ঘরে শুতো, সেই ঘরে তোমার ছেলের বিছানা আমার জন্য পেতে দাও।

সেই বিছানায় শুয়ে অতিথি ফের বললে—

এবার সীমা গল্পে বাধা দিলে, বললো, বাঃ, সেকালে লোকে চুরি-ডাকাতি করতো কেন তাহলে? কারুর বাড়িতে গিয়ে অতিথি হলেই তো খাওয়া-পরার চিন্তা ঘুচে যেত।

—ইস্, কেন যে সেই সময় জন্মাইনি।

কাকীমা বললেন, তখনকার দিনে লোকে মিথ্যে কথা বলতো না। মিথ্যে মিথ্যে কারুর অতিথিও হতো না। মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতো!

—কাকীমা, গল্পটা বলুন!

—অতিথি ফের বললে, মা, তোমার বউকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও আমার পা টিপে দেবে! পা টিপে না দিলে আমার ঘুম হয় না!

—ইস্, নবাব পুত্তুর।

—রীতিমতন স্কাউণ্ড্রেল।

—কাকীমা, আপনি বলুন!

—বউও তোদের মতন রেগে গিয়ে বললো, না, আমি যাবো না। আমি পরপুরুষের গা ছোঁবো না! বামুনি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললে, যাও মা, অতিথি রাগ করলে বড় পাপ হয়। অতিথিকে বিমুখ করতে নেই। দরজা খোলা রেখে শুধু একটু পা টিপে দিয়ে আসবে—

BanglaBook.org

রাজা কর্ণ অতিথিকে খুশী করার জন্য নিজের ছেলেকে বলি দিয়েছিলেন—

রেবা হাই তুলে বললো, একটা স্ট্যাড ব্যাপার কি, এইসব গল্পের আরম্ভটা বেশ ইণ্টারেস্টিং হলেও শেষের দিকে খুব ডাল্ হয়। শেষে দেখা যাবে, কৃষ্ণ ছদ্মবেশে ওদের পরীক্ষা করতে এসেছিলেন ! পরীক্ষায় পাশ করলেই অনেক টাকা পয়সা পেয়ে যাবে, এমনকি মরা ছেলেও বেঁচে উঠতে পারে।

আমিও সেরকম সন্দেহ করেছিলাম। একটু হতাশ হয়ে বললাম, কাকীমা, শেষটা কি তাই নাকি ? তাহলে বলে দাও আর শুনবো না !

কাকীমা চোখ বুঁজে হাত জোড় করে বসে আছেন, মুখে একটা তন্ময় ভাব। বললেন, অত কথা বলিস নি, চুপটি করে শোন্—। বউ তখন আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলো, অমনি আপনা-আপনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল ঝপাং করে। শ্বাশুড়ি তখন আথালি-পাথালি করে ছুটে এসে বললো, বৌমা দরজা খোলো, দরজা খোলো। বউও ছুটে এসে অনেক ধাক্কাধাক্কি করল, কিন্তু দরজা খুললো না কিছুতেই। জলভরা চোখে বউ তাকিয়ে দেখে বিছানার ওপর বসে অতিথি মিটিমিটি হাসছে—

রেবা এবার কিছু বললো না, শুধু কুটুস করে আমার পিঠে একটা চিমটি কাটলো। আমি ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে বললুম, চুপ। সীমাও আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। কাকীমার মুখে এই গল্প শুনতে আমাদের একটু লজ্জা করছে, কিন্তু কাকীমার কোনো হুঁস নেই। উনি সেকেলে লোক, এ বাড়ির আধুনিক আবহাওয়াতেও উনি সেকেলে রয়ে গেছেন, এখনো ঝিয়ের ওপর বেশী রাগ হলে বলেন, ঝি মাগী।

কাকীমা বলতে লাগলেন, বউ তখন কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললো, আপনি কে আমি জানি না। আপনি কেন আমার সর্বনাশ করতে এসেছেন ? আমি স্বামী বৈ আর কারুকে জানি না,

BanglaBook.org

আমার স্বামী স্বর্গে গেছেন, আমি এখনও মনে মনে তাঁর চরণ দু'খানি পুজো করি, আপনি আমাকে বাঁচান !

অতিথি বললে, আমায় তুমি চিনতে পারছো না ?

—না।

—ভালো করে তাকিয়ে দেখো।

—আমি অন্য পুরুষের মুখের দিকে তাকাই না।

—একবার তাকিয়ে দেখো, আমি বলছি, তাতে কোনো দোষ হবে না।

—দেখেছি। না আপনি কে, আমি জানি না। দরজা খুলে দিন, আমাকে রক্ষা করুন !

অতিথি তখন জটাজুট সব খুলে ফেললে। গালে হাত বোলাতে দাড়িও খসে গেল। অবিকল তার স্বামী সেই ব্রাহ্মণ-কুমারের চেহারা। সে বলসো এই গ্যাখ আমি ফিরে এসেছি !

বউ তো সেদিকে তাকিয়ে থ। বিশ্বাস হবে কি, সে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। নিজের চোখে সে মরা-স্বামীর মুখ দেখেছে। গ্রামশুদ্ধ লোক তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়েছে। চিতার ধোঁয়া ওঠার পর হাতের শাঁখা ভেঙেছে, সিঁথের সিঁদুর মুছেচে। সে বিশ্বাস করলো না, অঝোর ধারে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনার চেহারা আমার স্বামীর মতন একরকম, তা সত্যি, কিন্তু তবু আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে বাঁচান।

রেবা ফিস ফিস করে বললো, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেস নাকি ?

আমি এবার গল্পটাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। আমি রেবাকে থামিয়ে দিলাম।

কাকীমা বলে চলেছেন, অতিথি তখন একটা শুকনো নিশ্বাস ফেলে বললো. তবে আমি চলে যাচ্ছি। তুমি যখন আমাকে চিনতে পারলে না—তবে আমি আর থাকবো না। তোমাদের খাওয়া পরার খুব কষ্ট, এই মুক্তো ক'টা নাও, তোমাদের খাওয়ার আর দুঃখ থাকবে না।

BanglaBook.org

অতিথি তখন এক কোঁচড় বড় বড় মুক্তো দিল বৌয়ের হাতে। দরজা আপনা-আপনি খুলে গেল, আবার অতিথি বেরিয়ে চলে গেল। শ্বাশুড়ি আথালি-পাথালি করে এসে বললে, কই মা, কি হলো? সে কোথায় গেল?

বউ সব কথা খুলে বলতে বামনির বিশ্বাস হলো যে,. সত্যি তার ছেলেই ফিরে এসেছিল স্বর্গ থেকে। সে তখন দৌড়ে গেল সদরের দিকে অতিথিকে ধরতে, কিন্তু তাকে আর খুঁজে পেল না। বামনি তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো।

দু'দিন তিনদিন বাদে বামনি আবার চোখ মুছে ঘর সংসার করতে লাগলো। বউ তখন সেই মুক্তোগুলো দেখিয়ে বললো, মা তিনি এগুলো দিয়ে গেছেন, এতেই আমাদের খাওয়া-পরার দুঃখ ঘুচে যাবে।

গরীব বামনি আর তার বউ কোনোদিন মুক্তো দেখেনি। তারা ভেবেছে, ওটাই খাবার জিনিস। একবার এই খাবার খেলে আর কোনোদিন খিদে পাবে না।

উনুনে আগুন দিয়ে তারা মুক্তোগুলো সেদ্ধ করতে লাগলো। খানিক পরে দেখলো মুক্তোগুলো সেদ্ধ হয়নি, তখন বউ বললে, একি কড়াই মা, কিছুতেই সেদ্ধ হয় না! শ্বাশুড়ি বললে, কড়াইগুলোকে নিয়ে খোলায় ভাজ, তাহলেই খাওয়া যাবে!

গণগণে আঁচে খোলায় ভেজেও সেগুলো খাওয়া গেল না, তখন হামানদিস্তেয় গুঁড়ো করতে গেল, তাও হলো না। বউ তখন রাগ করে সেগুলো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিলে। বৌয়ের বড় দুঃখ হলো, একে তো মরা মানুষ ফিরে আসে, এটা তার বিশ্বাস হয়নি, তারপর সে বলেছিল মুক্তোগুলোতে তাদের খাওয়ার কষ্ট ঘুচে যাবে—সেগুলোও খাওয়া গেল না! সে ভাবলো, তারা দুঃখিনী বলেই কোনো শঠ প্রতারক তাদের সঙ্গে মজা করতে এসেছিল।

এদিকে পাড়া প্রতিবেশী সব জেনে গেছে, তাদের মধ্যে টি টি পড়ে গেছে। শ্বাশুড়ি-বউকে দেখলেই পাড়ার মেয়ে-মানুষেরা গা

BanglaBook.org

টেপাটেপি করে। ওদের দিন চলা আরো ভার হলো। বামনি আর বউ দিনরাত দাওয়ায় বসে কাঁদে আর সেই ছেলের কথা ভাবে।

শেষে, সেই অতিথি আবার এলো। আবার আগের মতন বললো, খিদে পেয়েছে, আমায় চারটি ভাত দাও!

বামনি ধড়ফড় করে চোখের জল মুছে উঠলো। অতিথিকে কিছুই বললো না। ভিক্ষে করে খুদ কুঁড়ো এনে রান্না চাপালো! তাঁর নিজের ছেলের থালায় ভাত বেড়ে দিল, ছেলের গেলাসে জল দিল ছেলের খড়ম পরতে দিল। অতিথি যখন খাচ্ছে, তখন বামনি ছেলের ঘরে ছেলের বিছানা পাতলো পরিপাটি করে, ঘরের সব ক'টি জানলা বন্ধ করে এঁটে দিল, যেখানে যে-টুকু ফাঁকফোকর ছিল, তুলো গুঁজে দিল সেখানে। তারপর অতিথি শুতে আসার পর বৌকে পা টেপার জন্য জোর করে ঘরে ঠেলে দিয়ে নিজেই দরজা বন্ধ করে কুলুপ লাগিয়ে দিল।

অতিথি তখন ব্যস্ত হয়ে বললো, ওকি মা, তুমি কুলুপ লাগালে কেন? খুলে দাও!

বামনি বাইরে থেকে বললো, বাবা, আগে সত্যি করে বলো, তুমি কে?

অতিথি বললো, মা, আমি তোমার ছেলে!

বামনি বললো, মরা মানুষ কি ফিরে আসে? যদি আসে, তো কি করে আসে? গাঁয়ের যে-সব লোক আমার ছেলেকে পুড়িয়েছে, তাদের ডাকবো, তাদের সামনে বলো, তুমি কে?

—না না, মা, অমন করো না। দরজা খুলে দাও।

—আগে বলো তুমি কে?

ঘরের মধ্যে বউও জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তুমি কে? বাইরে থেকে শ্বাশুড়ি জিজ্ঞস করতে লাগলো, তুমি কে?

অতিথি বললো, সেকথা বলার উপায় নেই।

এই বলে অতিথি অধোবদন হয়ে বসে রইলো। আর সঙ্গে সঙ্গে

BanglaBook.org

জগৎ সংসার অন্ধকার হয়ে গেল, পশুপক্ষী মানুষজন ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, দিনের বেলাতেই মনে হলো ঠিক যেন রাত্তিরের মতন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অতিথি আবার বললো, মা, এখনো দরজা খুলে দাও, নইলে জগৎ ছারখার হয়ে যাবে।

বামনি বললো, যাক্ জগৎ সংসার, আগে বলো, তুমি কে ?

ঝন ঝন করে কলিংবেল বেজে উঠলো। গল্প থেমে গেল। ঝুমা এসে রেবাকে বললো, বৌদি, তোমাকে কারা ডাকতে এসেছেন !

রেবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে এখানে আবার কে ডাকতে আসবে ?

—চার পাঁচজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা—

—ওঃ হো, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম।

গল্পে ব্যাঘাত ঘটায় আমি খুশীই হয়েছিলাম। এ গল্পের বাকিটা আমি আর শুনতে চাই না। এ পর্যন্ত আমার ভালো লেগেছে, ও পরের ব্যাখ্যা আমার ভালো লাগবে না। জানি, এর পর এই ঘটনায় একটা সরল ব্যাখ্যা থাকবেই ! সেটা আমার শোনার দরকার নেই।

কিন্তু মেয়েদের গল্প শোনার কৌতূহল সাংঘাতিক, রেবা এতক্ষণ ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছিল, এখন সে শেষটুকু না শুনে ছাড়বে না। রেবা ঝুমাকে বললো, তুমি ওদের একটু বসতে বলো, আমি আসছি এক্ষুণি সীমা বললো, একি, তোমরা উঠছো কি, বাকিটা শুনে যাও ব্রতকথার অদ্ধেক শুনে উঠে যেতে নেই।

আমি বললাম, কাকীমা, বাকিটা এবার সংক্ষেপে বলে দাও। বুঝেই গেছি অবশ্য কি হবে।

গল্প সংক্ষেপ করার ব্যাপারটা কাকীমার মনঃপূতঃ হলো না। তাঁর মুখে তখনও তন্ময় ভাব। বললেন, তারপর তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এসে ব্রাহ্মণীর কাছে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো, অতিথিকে ছেড়ে দাও ! বামনি বললো, আগে আপনারা সত্যি সত্যি বলুন, ও আমার ছেলে কিনা।

Banglabook.org

ব্যাপারটা হলো কি, প্রত্যেক মানুষেরই কোনো না কোনো দেবতার অংশে জন্ম। মৃত্যুর পর সে আবার সেই দেবতার শরীরে মিলে যায়। মৃত্যুর পরও সত্যি সত্যি মন-প্রাণ দিয়ে যদি তার কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে কখনো কখনো সেই দেবতা মূর্তি ধরে আসে। ঐ বামুনের ছেলেটি জন্মেছিল সূর্যের অংশে, পৃথিবীতে তার দিন ফুরোবার পর ফিরে গিয়েছিল সূর্যের কাছে। কিন্তু বামনি আর তার বউ এমন একনিষ্ঠ-ভাবে তার কথা ভাবতো, যে স্বয়ং সূর্যদেব তাঁর পৃথিবীর রূপ ধরে আবার এসেছিলেন। না এসে পারেন নি। ডাকার মতন ডাকলেন—

ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে রেবা মুচকি হেসে বললো, বুঝতে পারলেন তো, গল্পটা আমার উদ্দেশ্যেই বলা। এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে।

—কেন, তোমার উদ্দেশ্যে কেন ?

—বুঝলেন না ? আমারও উচিত সারাক্ষণ আমার স্বামীর কথা ভাবা, তাহলে সে হয়তো ফিরে আসতে পারে। পরপুরুষের কথা আমার একদম চিন্তা করা উচিত নয়।

—তা তো ঠিকই ! তবে, আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। হিমানীশ আর আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম, একেবারে হরিহর-আত্মা বলা যায়। হয়তো, হিমানীশের আত্মা আমাকে ভর করেও ফিরে আসতে পারে কখনো। তখন যদি আমি যাই, তাহলে যেন আবার চিনতে ভুল করো না ?

রেবা ভ্রূভঙ্গি করে বললো, ইস্ ! খুব অসভ্য হয়েছেন আজকাল, না ? আগে তো কখনো এ ধরনের কথা শুনিনি !

—আগে আমি এরকম ছিলাম না। এখন আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি !

—কি করে হবেন ? চেহারাটা তো আর বদলাতে পারবেন না ? চেহারাতেই ধরা পড়বেন !

—চেহারা ?

রেবা হঠাৎ একটু ম্লান হয়ে গিয়ে বললো, আপনাকে একটা খবর

BanglaBook.org

আগে থেকে জানিয়ে রাখি। আমি একজনকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি! সে কথাই এবার এ বাড়িতে বলতে এসেছি!

—বিয়ে করছো? দারুণ! কাকে?

—চুপ! এখন কারুকে বলবেন না। আপনি চিনবেন না তাকে। আপনাকে পরে সব বলবো, ওদের সঙ্গে কথা বলে আসি।

রেবা বৈঠকখানা ঘরে গেল তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি দোতলায় উঠে এলাম ঝুমাদের সঙ্গে গল্প করার জন্য। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলাম, ঝুমা, তোমার কাছে বাংলা ডিকশানারি আছে?

—কেন, কি করবেন?

—সাহেবী ইস্কুলে পড়ো বলে কি বাংলা ডিকশানারিও রাখতে নেই?

ঝুমা তার ঝক্‌মকে সাদা দাঁতে হেসে বললো, ডিকশনারি রাখতে হবে কেন? সব মুখস্ত! আপনি কি কথার মানে জানতে চান, বলুন?

—না, সেকথাটা তোমাকে বলা যাবে না।

—কেন, কোনো অসভ্য কথা বুঝি?

—অসভ্য কথা নয়, গোপন কথা।

কি যে ঝোঁক চেপে গেল আমার, মনে হলো তক্ষুণি একটা ডিকশানারি না পেলে আমার চলবেই না। ঝুমার বইয়ের আলমারি ওলোট-পালোট করে ঘাঁটলাম। হিমানীশের কিছু বই এখনো রাখা আছে, তার মধ্যে একটা ছেঁড়া বাংলা অভিধান পাওয়া গেল।

অসিত কথাটার মানে দেখে আমি অস্ফুটভাবে বললাম, আশ্চর্য!

অসিত মানে কালো। ন সিত। অর্থাৎ আমার নামের ঠিক বিপরীত বলা যায়। এ কথাটার মানে আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। লেপি দিল দেহ আপনার করে সিত চন্দন পঙ্কে—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে।

ঝুমা জিজ্ঞেস করলো, জ্যোতিদা, এটা কার নাম? হঠাৎ অসিত-এর মানে জানার জন্য আপনি পাগল হয়ে উঠলেন কেন?

আমি একমুখ হেসে ঝুমাকে বললাম, আমার আগের জন্মে ঐ নাম ছিল!

BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

—মায়া, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না ?

—তুমি কে ?

—আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখো। এখনো চিনতে পারছো না ?

—না।

—সব মানুষেরই দেবতার অংশে জন্ম। আলো আর অন্ধকারের উৎস একই। আমি সেই দেবতার······চিনতে পারো কি ?

—তুমি কে ?

হ্যাঁ, এবারও এই কথাগুলো হচ্ছিল আমার মনে মনে। সিগারেট ধরাবার জন্য সামান্য সময় মুখ নীচু করে থাকতে থাকতেই আমি মনের মধ্যে এই কথাগুলো বলে নিলাম। কিন্তু এবার মায়া আমার থেকে মাত্র তিন হাত দূরে বসে আছে, তার মুখ নীচু করা, হাতে চায়ের কাপ। যদিও এর নাম মায়া নয়, মায়া নামটা আমি রেখেছিলাম ট্রেনের জানলায় দেখা সেই নারী।

ঝুমাদের ঘরে বসে গল্প করছিলাম, তখন রেবা এসে বললো, আসুন, আমার কয়েকজন বন্ধু এসেছে, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

অবাক হয়ে বলেছিলাম আমার সঙ্গে ? কেন আমার সঙ্গে কেন ?

—আসুন না !

কেন, আগে বলো, আমার সঙ্গে আলাপ করার কথা বলছো কেন ? আমি কোনো বিখ্যাত লোক নই, কিছু না !

—বলছি আসুন ! একটা মজার ব্যাপার হয়েছে !

বসবার ঘরে আমাকে নিয়ে ঢুকেই রেবা হাসতে হাসতে বললো, এই নাও, এবার সামনা-সামনি দেখে নাও !

BanglaBook.org

সেই চারজন। দু'জন পুরুষ, দু'জন নারী। বেগমপুর স্টেশনে এই দু'জন পুরুষের কাছ থেকে আমি জলের গেলাস নিয়েছিলাম, এই দু'জন নারীকে দেখেছিলাম ট্রেনের জানলায়। রেবাও ওদের সঙ্গে ছিল তখন? আশ্চর্য, রেবাকে আমি লক্ষ্যই করিনি, মাথার দিকে চোখ পড়ার পর অন্য দু'টি মেয়ের দিকে আমি তাকাই নি পর্যন্ত।

রেবা বললো, জানেন, ট্রেনে আসতে আসতে ওরা বলছিল, ওদের এক বন্ধু, অসিত মজুমদার, তার মতন হুবহু দেখতে একজন লোককে নাকি ওরা দেখেছে। সেই লোক যে আপনিই, তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি অবশ্য আপনাকে ভালো করে দেখতে পাইনি, পাশ ফেরা অবস্থায় দেখছিলুম, একটু চেনা-চেনা লেগেছিল—এখন ওদের কথা শুনে বুঝতে পারলুম—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি বুঝতে পারলে? আমাকে সত্যিই সেই ভদ্রলোকের মতন দেখতে?

রেবা বললো, আমি তা কি করে জানবো? আমি তো আর সেই ভদ্রলোককে দেখিনি!

বাকি চারজনও অবশ্য 'আরে, কি আশ্চর্য মিল', কিংবা 'সত্যিই দেখলে বিশ্বাস হয় না' এরকম কিছু বলে লাফিয়ে উঠলো না। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বসে রইলো। চেহারায় মিলের মতন একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নিয়ে বেশী উত্তেজনা প্রকাশ করা সামাজিক ভদ্রতা নয়। তা ছাড়া আমাকে অন্য একজনের মতন দেখতে, এ আলোচনা হয়তো আমার পক্ষে প্রীতিপদ নাও হতে পারে, ওরা ভেবেছে। এমনকি মায়াও আমার দিকে আর সে-রকম ব্যগ্র স্থির দৃষ্টিতে তাকালো না, দু' এক পলক চোখে চোখ রেখেই মুখ অন্যদিকে সামান্য সরিয়ে নিয়েছে।

দেখা হবেই জানতাম, কিন্তু এত সহজ ভাবে, একেবারে মনীশ্-কাকার বৈঠক-খানায়, এতটা আশা করি নি। এতটা সহজ কিংবা এমন নাটকীয় যোগাযোগ না হলেই ভালো হতো। আর একটু

BanglaBook.org

খুঁজতে হলে আমি খুশী হতাম। কিন্তু, এমন সহজে যোগাযোগ হয়েছে বলেই যে আমি উৎসাহ হারাবো, তার কোনো মানে নেই।

রেবা ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে লাগলো। পুরুষ দু'জনের সঙ্গে আমার আগেই আলাপ হয়েছিল, কিন্তু এবারও তাদের নাম এবং অন্য একটি মেয়ের নাম আমি সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলাম। আমি স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। যাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে আমার কোনো যোগাযোগ রাখার দরকার নেই, তাদের নাম আমি অযথা মনে রাখতে চাই না। এ পৃথিবীতে আমাকে কে কতটা মনে রেখেছে, আমি তো জানি না!

মায়ার নাম বলার আগে আমার চোখে মুখে একটা অধীর উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল। এর নাম কি সত্যিই মায়া হবে? আমি এই নাম রেখেছি। এতটা কি মিল থাকা সম্ভব? কিছুতেই সম্ভব নয়?

না মেয়েটির নাম সুস্মিতা। সুস্মিতা সান্যাল। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটু নিরাশ হলুম। সুস্মিতা নামটি মোটেই খারাপ নয়, আরও অনেক মেয়েকেই এ নামে মানাতো, কিন্তু এই মেয়েটির নাম মায়া হতে পারতো না? যাই হোক, আমি একে মায়া বলেই ডাকবো। অন্তত মনে মনে।

মায়া (সুস্মিতা) আমার সম্পর্কে কোনো রকম উৎসাহ প্রকাশ করলো না, একটা ভদ্রতার নমস্কার করে রেবাকে বললো, রেবা, তুই বেরুবি নাকি?

রেবা বললো, না ভাই, আজ আর বেরুবো না। অনেকদিন বাদে এলাম, শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সঙ্গে একটু কথা না বললে—না। কথা বলতে বলতে রেবা ওদের একজন পুরুষের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলুম, ঐ ছেলেটির সঙ্গেই রেবার প্রণয় ঘনীভূত হয়েছে, বিয়ে পর্যন্ত গড়াচ্ছে। তার সামনে পুরোনো শ্বশুর-শ্বাশুড়ির উল্লেখ করে রেবা একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে। ছেলেটি কিন্তু হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছে।

BanglaBook.org

বাকি পুরুষ ও মহিলাটি স্বামী-স্ত্রী। বসে থাকার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়। তাহলে মায়া (সুস্মিতা) কার? ওর মাথায় সিঁদুর নেই। মায়া আমার। যেমনভাবে শিমূলতলার বাগানবাড়িটা আমার ছিল।

রেবা আর মায়া (সুস্মিতা) এম এড. পড়ার সময় হস্টেলে এক ঘরে থাকতো, তাই ওদের তুই-তুই সম্পর্ক। তা হলে রেবার কাছ থেকেই মায়ার অনেক সম্পর্ক অনেক কথা জেনে নেওয়া যাবে। মায়া আমার চোখ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিছুতেই চোখে চোখ রাখছে না। ঠিক আছে, ব্যস্ততার কিছুই নেই। মায়া, তুমি আমার। আমাকে চিনতে পারছো না? ট্রেনের জানলা থেকে আমাকে ব্যাকুল ভাবে খুঁজেছিলে, তেমনভাবে কোনো নারী আমাকে আগে কখনো খোঁজে নি। এখন চোখের সামনে আমি রয়েছি, তুমি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? যাই হোক, ব্যস্ততার কিছু নেই।

একজন পুরুষকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি আসানসোলে বেড়াতে এসেছেন?

লোকটি উত্তরটা এড়িয়ে গেল। এলোমেলো ভাবে বললো, না, এই এমনি এসেছি······আসানসোলটা কি আর বেড়াবার মতন জায়গা···ভাবছি এখান থেকে বরাকরে যাবো—

—বরাকরে যাবেন? ওখানে বেশ সুন্দর একটা ডাক বাংলো আছে, আপনারা যদি যান, আমি এখান থেকে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি। বেশ সুন্দর, একেবারে নদীর ওপরেই—

—না, তার দরকার নেই। ধন্যবাদ। বরাকরে আমাদের এক বন্ধুর একটা বাড়ি আছে, তা ছাড়া এখনো কিছু ঠিক করিনি, বরাকরে না গিয়ে শেষ পর্যন্ত অন্য কোথাও যেতে পারি হয়তো! আপনি আসানসোলে এসেছেন—

আমার কোনো সাহায্য ওরা নিতে চায় না। বেগমপুর স্টেশনে এই দু'জন লোক যখন আমাকে অসিত মজুমদার বলে ভুল করেছিল,

©BanglaBook.org

তখন বেশ উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছিল আমার সঙ্গে, আমিই বরং ওদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলাম।এখন ওরা নিরুত্তাপ। ওদের অন্যান্য কথাবার্তা শুনে আমি আঁচ করলাম, রেবাই ওদের মূল আকর্ষণ। রেবা তার শ্বশুরবাড়িতে বিয়ের কথা বলবে, তার কি প্রতিক্রিয়া হয়— সেটাই ওরা সব বন্ধু-বান্ধব মিলে দেখতে এসেছে। এমন কি রেবার সঙ্গে ঐ ছেলেটির হয়তো ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রীও হয়ে গেছে। রেবা যাতে নিঃসঙ্গ বোধ না করে সেই জন্যই ওরা এসেছে মনের জোর জোগাতে এমনকি প্রেমিকটি পর্যন্ত। এখানে ব্যাপারটা ভালোয়-ভালোয় চুকে গেলে ওরা এক সঙ্গে কোথাও যাবে আনন্দ করতে।

আমাকে ওরা দলে নিতে পারে না? না, আমার সামনে ওরা আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। ওদের চোখে আমি রেবার শ্বশুরবাড়ির লোক, অর্থাৎ এখন পর্যন্ত শত্রু পক্ষের। আসানসোল থেকে ওরা ঠিক কোথায় যাবে, সে কথাও ওরা আমাকে জানাতে চায় না। অসিত মজুমদার হলে তাকে ওরা নিশ্চয়ই সঙ্গে নিত। এখানে আমিই তো এখন সে।

হঠাৎ সরাসরি মায়ার (সুস্মিতার) দিকে ফিরে আমি বললুম, আপনাকে আমি এর আগে অনেকবার দেখেছি। আপনি কলকাতায় কোথায় থাকেন?

—আনোয়ার শা রোডে।

—না, ওদিকে অবশ্য আমি বেশী যাই না। অন্য কোথাও দেখেছি।

—হতে পারে।

—আপনি কোন্ কলেজে পড়ান?

—আমি তো কোনো কলেজে পড়াই না!

—তা হলে কোথায়?

—আমি কিছুই করি না।

রেবার সঙ্গে এম. এড, পড়তো বলেই আমি আন্দাজে কলেজে পড়াবার ব্যাপারটা বলেছিলাম। মেয়েরা এম. এ টেস্ট-এ পাশ করে

BanglaBook.org

কলেজে কিংবা ইস্কুলেই তো চাকরি করে। এর তা হলে শখের পড়া! মায়া আমার কথার কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছে। ব্যস্ততার কিছু নেই।

আমি হেসে বললাম, এবার মনে পড়েছে আপনাকে কোথায় দেখেছি। গঙ্গার ধারে জেটির কাছটায় একদিন সন্ধেবেলা, এই তিন চার মাস আগে, আমি ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছিলাম, আপনি সোজা আমার দিকে এগিয়ে এলেন, একটু রাগের সঙ্গে বললেন, বাঃ, বেশ, তো! তুমি কখন এদিকে চলে এলে? আমি ওদিকে খুঁজছি……। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, আপনি আরও একটু কাছে এসে থতমত খেয়ে বললেন, ওঃ, আই অ্যাম সরি, এক্সট্রিমলি সরি, ভীষণ ভুল হয়ে গেছে, আমি অন্য একজন ভেবেছিলাম, সত্যি খুব ভুল করেছিলাম! —আপনি লজ্জা পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন জেটির দিকে। আমার পাশে একটি মেয়ে ছিল, তাকে আমি আর কিছুতেই বোঝাতে পারি না, যে সত্যিই আপনার সঙ্গে আমার চেনা নেই। সত্যি, আপনি আমাকে অন্য কেউ বলে ভুল করেছিলেন। আমার পাশে মেয়েটিকে দেখে আপনি অভিনয় করে চলে যান নি। সেদিন যা মুস্কিলে ফেলেছিলেন আমাকে—

মায়া (সুস্মিতা) আমার সব কথাটা আগে মন দিয়ে শুনলো। তারপর হাসলো। এক একজনের হাসি শুধু ঠোঁটে থাকে না, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি হাতের আঙুলে, কিংবা শাড়ীর আঁচলেও সেই হাসির চিহ্ন থাকে। অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে যখন আলো জ্বলে, মায়ার হাসিটা সেইরকম। এই হাসি দেখলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মায়া (সুস্মিতা) হাসতে হাসতে বললো, সেই মেয়েটি যেমন আপনাকে অন্য লোক বলে ভুল করেছিল, আপনিও আমাকে সেই রকম ভুল করছেন। সে-ও অন্য মেয়ে। তিন চার মাস কেন, গত দু' বছরের মধ্যে আমি গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাইনি!

আমি কৃত্রিম বিস্ময়ে বললাম, সত্যি আপনি নন! অথচ মুখটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। এমন কি শাড়ীর রং পর্যন্ত, আপনি একটা

BanglaBook.org

হাল্কা লেমন ইয়োলো রঙের সিল্কের শাড়ী পরেছিলেন, খুব সুন্দর মানিয়েছিল—

মায়ার মুখের হাসি এখনো মিলিয়ে যায়নি। বললো, হাল্কা লেমন ইয়োলো রঙের শাড়ী আমার নেই, কোনোদিনও ছিল না। তবে আপনি যখন বলছেন, আমার মত চেহারায় ঐ রংটা মানায়, তখন একটা কিনতে হবে !

রেবা বললো, জ্যোতিদা, আপনি দারুণ চালু হয়েছেন তো। সত্যি, আপনাকে দেখে বিশ্বাসই করা যায় না। এই তো ক'দিন আগে আপনি কি দারুণ লাজুক ছিলেন ! মেয়েদের সঙ্গে কথাই বলতে পারতেন না—

হিমানীশ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, বড় ভালোবাসতাম তাকে। তা বলে আমি এটা চাই না যে, তার স্ত্রী রেবা চিরকাল শুকনো বিধবা হয়ে থাকুক। রেবা বড় ছটফটে মেয়ে, বিষণ্ণতা তাকে মানায় না। রেবা কি জানে যে ওর বিয়ে করার ব্যাপারে আমি গভীর সমর্থন জানিয়ে রেখেছি মনে মনে। আমি ওদেরই দলে।

আমি বললাম, বাঃ, তুমি চালু হতে পারো, আর আমি পারি না ?

—আমি মোটেই আপনার মতন লাজুক ছিলাম না। জানিস সুস্মিতা, জ্যোতিদা আগে মেয়েদের দেখলেই মাথা নিচু করে থাকতেন। লক্ষ্মণের মতন শুধু মেয়েদের পা দেখতেন। আমার সঙ্গেই ভালো করে কথা বলতেন না।

—বাজে কথা বলো না

—মোটেই বাজে কথা না ! আপনি নিজেকে এরকম বদলালেন কি করে ?

মায়া এখনো হাসছে। যাক নিশ্চিন্ত।

ঘরের অন্যদের দিকে তাকিয়ে আমি এবার একটু বেশী উৎসাহের সঙ্গে বললাম, কাল আপনারা সবাই কি করছেন ? আসুন, কাল

BanglaBook.org

এক সঙ্গে একটা প্রোগ্রাম করা যাক্। আমার কাল কোনো কাজ নেই। রেবা, কি বলো?

একজন পুরুষ বিরসভাবে বললো, কাল বিকেলবেলা আমরা একটা ম্যাজিক শো দেখতে যাচ্ছি সবাই মিলে! পি সি. সরকারের একটা টিম এসেছে।

—ম্যাজিক দেখে কি করবেন? তার চেয়ে চলুন, কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসা যাক্। বার্নপুরে একটা পার্ক হয়েছে, নদীর ধারে ভারী সুন্দর—ওখানে যদি খাবার-দাবার নিয়ে যাই—

—কিন্তু আমাদের আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে আছে। গতকাল সন্ধেবেলাই বেড়াতে বেড়াতে ম্যাজিকের ব্যাপারটা দেখে—

আমি বললাম, পি সি. সরকারের ম্যাজিক কলকাতায় না দেখে এই আসানসোলে দেখবেন? ও আর দেখার কি আছে?

একজন পুরুষ বললো, বাইরে এসেই এরকম অনেক জিনিস দেখতে খুব খারাপ লাগে না। বাইরে এসে আমরা এমন অনেক সিনেমা দেখি, কলকাতায় যা দেখার কথা ভাবতেই পারি না। দার্জিলিং-এ দেখেছিলাম যাদু কি চিড়াগ—

আমি অত্যন্ত ক্যাড়ের মতন ওদের দলে জোর করে ভিড়ে যাবার চেষ্টা করছি। স্পষ্ট বোঝা যায়, ওরা আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তবু, দেখাই যাক না, কতদূর যাওয়া যায়। মায়া কি বুঝতে পারবে না, সবই ওর জন্য? আমি আমার বিগলিত মুখে পুরুষটিকে (প্রথমে মনে মনে বললাম, বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের শত্রু নই, আমি রেবার বিয়েতে যথাসাধ্য সাহায্য করবো) মুখে বললাম, তাহলে অ্যালাউ মি, রেবার অনারে আমিই ম্যাজিক শো-এর টিকিটগুলো কাটবো!

পুরুষটি বললো, ইস্, চান্সটা মিস করলাম। আমাদের যে পাঁচটা টিকিট কাটা হয়ে গেছে। আজই আসবার পথে কেটে আনলাম!

এবার হতাশায় আমার ভেঙে পড়ার কথা। ওদের সঙ্গে যাবার

BanglaBook.org

কোনো সুযোগই নেই আমার। আমি যদি এর পর নিজের জন্য আলাদা টিকিট কাটি, তাহলেও ওদের সঙ্গে বসতে পারবো না। আলাদা ভাবে দূরে বসে আমি ম্যাজিক দেখছি, এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। পাঁচজন সুস্থ নারী পুরুষ কলকাতার বাইরে এসে ম্যাজিক দেখার প্ল্যান করছে—এটাই আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।

আমি মায়ার দিকে ফিরে বললাম, আপনার ম্যাজিক দেখতে ভালো লাগে বুঝি ?

—খুব !

—আজকাল তো ম্যাজিক দেখলে সবই বোঝা যায়। সবই যন্ত্রপাতি।

—আমি একটাও বুঝতে পারি না। আমার দারুণ অবাক লাগে।

চকিতে একটা ব্যাপার আমার মনে পড়ে গেল। চার্লি চ্যাপলিনের আত্মজীবনীতে পড়েছিলাম। একটা পরীক্ষা। সেটা করে দেখলে কেমন হয় ! আর বেশী কিছু না ভেবেই আমি বলে ফেললাম, ম্যাজিক দেখানো তো খুব সোজা। আমিও অনেক ম্যাজিক জানি !

রেবা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো, জ্যোতিদা ! আপনি কি বলছেন কি ?

—বাঃ, আমি অনেক রকম ম্যাজিক জানি না !

—ম্যাজিক ! কবে শিখলেন ? অদ্ভুত সব কাণ্ড দেখছি আজ !

—আমি খুব ভালো হিপ্নোটিজম্ জানি। এক থেকে দশ গোনার মধ্যে তোমাদের যে-কোন একজনকে অজ্ঞান করে ফেলতে পারি।

—যান্ যান্ গুল ঝাড়বেন না !

—দেখতে চাও ? এক্ষুণি দেখাতে পারি। কত বাজি ফেলবে বলো ?

—দশ টাকা ! করুন তো আমাকে !

—দশ টাকা ? ঠিক দেবে তো ? সকলের সামনে দিতে হবে কিন্তু। পরে দেব বললে চলবে না ?

BanglaBook.org

—দেবো তো বলছি। এক্ষুণি দেবো। সত্যি সত্যি অজ্ঞান করতে হবে।

—নিশ্চয়ই! সবাই পরীক্ষা করে দেখবে। তারপর যদি আর জ্ঞান না ফেরে, তা হলে কিন্তু আমি জানি না!

—ইস্, খুব হয়েছে! করুন তো আগে!

এই সময় মায়া বললো, রেবাকে নয়, আমাকে করুন। দেখবো তা হলে।

—না, সুস্মিতাকে নয়, আমাকে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললুম, না, না, সুস্মিতা দেবী (মায়া)-কেই ভালো হবে।

মায়া যে নিজে থেকে রাজী হলো, এটাই কি একটা ম্যাজিক নয়? আমি তো মায়ার জন্যই হিপ্নোটিজমের কথা তুলেছিলাম। শেষ পর্যন্ত রেবার বদলে মায়াকেই আমি চেষ্টা করতাম। মায়া নিজে থেকে এগিয়ে এলো, এটাই আমার প্রথম জয়।

আমি বললুম, সুস্মিতা দেবী (মায়া), আপনি ওপাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান। আমি দশ গুণবো—

রেবা বললো, আবার দেবী-টেবী কি, আপনি শুধু সুস্মিতা বলুন!

আমি মনে মনে বললুম, শুধু মায়া বললে হয় না? সুস্মিতাই বা কেন? রেবাকে বললাম, রেবা, ঘরের আলোটা নিবিয়ে শুধু টেবল্ ল্যাম্পটা জ্বালো। তোমরা সবাই উঠে এপাশের দেওয়ালের কাছে চলে এসো। সুস্মিতার (মায়ার) দশ গজের মধ্যে কেউ থাকবে না।

—জ্যোতিদা, না পারলে দেখিয়ে দেবো মজা! শুধু শুধু ইয়ার্কি করলে কিন্তু—

—আঃ, কথা বলো না! সুস্মিতা, আপনি আমার দিকে সোজা-সুজি তাকান, ভয়ের কিছু নেই—আমার চোখে চোখ রাখুন, এখন অন্য আর কিছু ভাববেন না—

মায়া (সুস্মিতা) ওপাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। হেসে

BanglaBook.org

বললো, অন্য কিছু ভাববো না মানে ? কি ভাববো, তা হলে ?

—শুধু আমার কথা ভাবুন !

—বাঃ, হলের মধ্যে হিপ্নোটিজমের সময় সবাই বুঝি শুধু ম্যাজিসিয়ানের কথা ভাবে ? তা ছাড়া, আপনার কথা আমি কি ভাববো ?

—ঠিক আছে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকুন শুধু, চোখ ফেরাবেন না। না, না, মুখটা ওরকম নয়—

আমি মায়ার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। আমি কি পারবো ? চার্লি চ্যাপলিনের মতন বড় অভিনেতা পারেন। আমি জীবনে কখনো অভিনয় করিনি। অনেক বৈঠকখানার আড্ডায় এক একজন লোক থাকে, যারা সর্বক্ষণ বাজে রসিকতা করে অন্যদের হাসাবার চেষ্টা করে,পারে না, অন্যরা বিরক্ত হয়, আড়ালে হাই তোলে, আমিও কি সেই ভূমিকায় নেমেছি ? কিন্তু আমাকে পারতেই হবে।

আমি মায়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে এক আঙুলে আলতোভাবে তার থুতনিটা তুলে দিলাম। অন্যদের একেবারে আড়াল করে, একেবারে মায়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আমার নাকে আসছে ওর প্রসাধনের ঘ্রাণ, আমার আঙুলের ডগায় ওর শরীরের উত্তাপ। ওকে বললাম, ঠিক এই রকম সোজাভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন—আমি এক পা এক পা করে ঠিক দশ পা পেছিয়ে যাবো, তারপর দশ গুণবো—এর মধ্যে চোখ সরাবেন না—। সঙ্গে সঙ্গে আমি খুব নীচু গলায়, চোখে মিনতি এনে বললাম, ভাণ করবেন, প্লিজ ভাণ করবেন··· । এক পা এক পা করে পিছিয়ে আমি গুণতে লাগলাম ঃ

এক ! (মায়া, আমি আঙুল দিয়ে তোমার শরীর ছুঁয়েছি, তোমার কাছে সারা জীবনের মতন আমি কৃতজ্ঞ !)

দুই ! (মায়া, আমাকে দেখো, চিনতে পারছো না ?)

তিন ! (মায়া, তুমি আমার হৃৎপিণ্ডটা চাও ? এক্ষুণি উপড়ে এনে দিতে পারি !)

চার ! (মায়া, কথা রাখবে না ?)

BanglaBook.org

পাঁচ! (মায়া, কথা রাখবে না?)

ছয়! (মায়া, চোখ সরিও না)

সাত!

আট!

নয়!

দশ গোণার সঙ্গে সঙ্গে মায়ার চোখ বুজে গেল, ঘাড় হেলে পড়লো এক পাশে। ঘরের সবাই চুপ। রেবা এ পাশ থেকে ডাকলো সুস্মিতা? এই সুস্মিতা!

কোনো সাড়া নেই। আমি তখনও ম্যাজিসিয়ানের মতন দু' হাত খুলে দাঁড়িয়ে আছি। রেবার দিকে ফিরে বললাম, দেখলে, পারি কিনা? এবার তোমাকে করবো?

একজন পুরুষ জিজ্ঞাসা করলো, কি হলো? সুস্মিতা ওরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

আমি বললাম, ভয়ের কিছু নেই, এমনিই অজ্ঞান হয়ে গেছে!

লোকটি সরাসরি আমার সঙ্গে কথা না বলে ডাকলো, সুস্মিতা, কি হয়েছে তোমার?

সুস্মিতা কোনো জবাব দিল না। চোখ বুজে ঘাড় হেলিয়ে সেই রকম ক্লান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।

আমার মুখে একটা আত্মপ্রসাদের হাসি। আমি পেরেছি। একেই তো হিপনোটিজম্ বলে—আমি যা বলেছি, মায়া তাই শুনেছে। আমি ওকে ভাণ করতে বলেছিলাম, ও করেছে।

রেবা জিজ্ঞেস করলো, সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে নাকি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? যাঃ!

আমি বললাম, দাঁড়াও, আমি আবার এক্ষুণি ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনছি।

কিন্তু রেবা আমাকে সে সুযোগ দিল না। আমি দ্বিতীয়বার আর মায়ার চিবুক ছুঁতে পারলুম না।

BanglaBook.org

রেবা উৎকণ্ঠিতভাবে এগিয়ে গেল মায়ার দিকে। মাথায় হাত দিয়ে ডাকলো, এই সুস্মিতা, সুস্মিতা!

মায়া চোখ মেলে, ঘাড় সোজা করলো, ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি।

রেবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, তুই সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি।

—হয়েছিলুম নাকি?

—তবে? তবে ওরকম করলি কেন?

মায়া সেই হাসিটুকু বজায় রেখে বললো, কি জানি অজ্ঞান হয়েছিলুম কিনা? তবে এত দেরী লাগছিল, আমি বোধহয় অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম!

—দেরী তো হয়নি বেশী!

—চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হচ্ছিল এক যুগ কেটে গেছে!

আমি ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি, ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লাম। আনন্দও লাগছে খুব। এই পরীক্ষাতেও আমি দৈবাৎ সফল হয়েছি। মনে মনে বললাম, চোখের মধ্যে দিয়ে আমি যে বাণী পাঠিয়েছি, মায়া, তা তোমার মর্মে পৌঁছেচে তো?

ঘরের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চললো। পুরুষ দু'জন এবং অন্য মেয়েটিও আরও কিছু কথা বলেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেদিকে আমি আর মন দিইনি। সে-সব কথার কিছুই মনে রাখিনি। স্মৃতির মধ্যে একটা খোলামেলা ভাব রাখার জন্য আমি বেশী কিছু ঢোকাতে চাই না।

হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সারা দিনের জন্য ট্যাক্সিটা ভাড়া করার সুফল এখন পেলাম। ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। সুস্মিতারা বাড়ি ফেরার প্রস্তাব করতেই আমি বললাম, আমি ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি।

আমার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে দেখে, ওরা

BanglaBook.org

অবাক। ঘুমন্ত ড্রাইভারকে আমি ডেকে তুললাম। ওরা হয়তো ভাবলো, আমিই ট্যাক্সির মালিক। তা ভাবুক। এ ছাড়া, আর কোনো উপায়ে কি আমি মায়ার বাড়ি দেখে আসতে পারতাম? ওদের অনুসরণ করা তো সম্ভব ছিল না। ট্যাক্সি থেকে নেমে যাবার সময় মায়া শুধু হাত জোড় করে আমাকে বললো, আচ্ছা—। আর একটি কথাও না। বাকি তিনজনও নিশ্চয়ই কিছু বলেছিল, আমি মনে রাখিনি। বস্তুত, তারাই বেশী কথা বলেছিল, মায়া শুধু বলেছে, আচ্ছা—। সেই আচ্ছা কথাটার অনেক মানে আছে আমার কাছে।

রাত্রে হোটেলে ফিরে আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দশ টাকা বকশিস্ দিলাম। লোকটি কেন জানি না আমার ওপর খুশী নয়। টাকাটা নিল বটে, কিন্তু একটুও কৃতার্থ হবার ভাব দেখালো না। আমি ওকে আরও দশ টাকা দিলাম। এবারও টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরলো, একটিও অতিরিক্ত নমস্কার নয়। তখন আমি ঠাণ্ডা গলায় তাকে বললাম, কালকেও আমি সারাদিনের জন্য তোমার গাড়ি চাই। সকালবেলা এখানে আসবে।

—আবার কাল?

—হ্যাঁ, ঠিক সকাল ন'টার সময় এখানে এসে দাঁড়াবে। কাঁটায় কাঁটায়, এক মিনিটও দেরী আমার সহ্য হয় না।

—স্যার, আপনার হোটেলের সামনেই তো চার পাঁচখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে—যে-কোনো সময়ে ডাকলেই পেয়ে যাবেন।

—না, আমার সারা দিনের জন্য গাড়ি চাই। তোমাকে আমি অ্যাডভান্স করে দিচ্ছি!

লোকটার চোখে চোখ রেখে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি। কেন লোকটাকে দমন করার জেদ আমাকে পেয়ে বসেছে, আমি জানি না। যে-কোন কারণেই হোক, লোকটা আমার কাছে বাঁধা থাকতে

BanglaBook.org

চায় না। একটা ট্যাক্সিতে আট দশজন প্যাসেঞ্জার চাপিয়ে হৈ-হল্লা করে এখানে-সেখানে যাবে, এই সব কাজই ওর পছন্দ, আমার জন্য ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে ওর ভালো লাগছে না বোধহয়। কিন্তু ওকেই আমার চাই। আমি একটু আগে হিপ্নটিজমের খেলা দেখিয়ে এলুম, আর ওকে আমার ইচ্ছা-শক্তি দিয়ে বশ করতে পারবো না? পারতেই হবে।

আমার ইচ্ছা-শক্তির কাছে হার মানলো কিংবা অতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারলো না—লোকটি আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মিন মিনে গলায় বললো, আচ্ছা স্যার, কাল ঠিক ন'টার সময় আসবো। সন্ধ্যের দিকে আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন!

ওপরে উঠে দেখলাম, আমার ঘরের সামনে বেচু চুপটি করে বসে আছে। বোধহয় ঘুম এসে গিয়েছিল, আমাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কি রে, তুই এখানে কি করছিস্?

ঘুমচোখে বিগলিত হাস্যে বেচু বললো, আপনার যদি কিছু দরকার টরকার হয়—

আমার হঠাৎ খুব লজ্জা করলো। আমি ওকে একটা জামা কিনে দিয়েছি বলে প্রতিদান হিসেবে ও আমার কিছু সেবা করতে চায়! সামান্য একটা দশ টাকর জামা! সকাল থেকে খাটতে দেখেছি ছেলেটাকে, রাত দশটার সময়েও ছুটি নেই!

আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে আন্তরিকভাবে বললুম, আমার কিছু লাগবে না! যা, তোর এখন ছুটি। শুয়ে পড়্গে—

কাঁধে হাত রাখতে ছেলেটা যেন একটু কুঁকড়ে গেল। পিছলে সরে গেল দূরে। কি জানি ও আমাকে কি ভাবছে! আমি আজ নিজেই নিজের সম্পর্কে কি ভাবছি, তাই তো বুঝতে পারছি না। একদিনে এত উল্টো-পাল্টা রকমের কাজ জীবনে কখনো করিনি!

BanglaBook.org

ভবে. বেশ লাগছে কিন্তু। আজ যেন আমি সত্যিকারের স্বাধীন। যখন যা মনে আসছে, ঠিক সেই রকম ব্যবহার করে বেঁচে থাকা—এর একটা অন্য রকম আরাম আছে। মানুষ এরকম পারে না, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বের একটা ধরা-বাঁধা ছক আছে। কিন্তু যদি কেউ ব্যক্তিত্ব বদল করতে চায়?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

ব্যক্তিত্ব বদল করতে চাইলেও স্বভাব অবশ্য সহজে বদলানো যায় না। সকালবেলা দাড়ি কামাবার সময় গরম জল ব্যবহার করা আমার বহুদিনের অভ্যেস। বাড়িতে গরম জল পেতে এক একদিন অসুবিধে হয়, হোটেলে তো অসুবিধের কোনো প্রশ্নই নেই, পয়সা দিয়ে যে-কোনো কিছু হুকুম করা যায়। কিন্তু এই হোটেলে আর বেশী কিছু হুকুম করবো না স্থির করেছি। ফাই ফরমাস খাটার জন্য এই হোটেলে তো ঐ একটা ছেলে, বেচু। ওকে কিছু বললেই ও এখন এমন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে যে অস্বস্তি লাগছে আমার। ওকে একটা জামা কিনে দেবার বিনিময়ে যে আমি কিছুই চাই না, এটা ওকে বোঝাবো কি করে? জামাটা ওকে প্রথমেই না কিনে দিয়ে যাবার সময় দিয়ে গেলেই হতো। তবে, সেটা হতো ভেবে-চিন্তে হিসেব করা কাজ।

গরমকালেও দাড়ি কামাবার সময় আমার গরম জল লাগে। আমার গালের ঐ রকম অভ্যেস। কলের জল দিয়ে দাড়ি কামাতে গিয়ে কি রকম যেন নোংরা নোংরা লাগছে, মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্রথম থেকেই। তবু আমি উল্টো দিক থেকে একশো গুণে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলুম। পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ এই রকম জলে দাড়ি কামাচ্ছে রোজ, আমি কেন পারবো না? এ ধরনের শৌখিনতার সত্যিই কোনো মানে হয় না। জীবনটা পাল্টাতে চাই— তার মানে আমি আলাদা অদ্ভুত কিছু হতে চাই না— বরং আমার এখনকার ছোটখাটো ত্রুটি ও ব্যর্থতাগুলো শুধরে কোনো মহত্ত্বের সন্ধান পাওয়া দরকার! প্রত্যেক মানুষই তার জীবনটাকে একটু উঁচুতে ওঠাতে চায়। যেখানে আছে, তার থেকে উঁচুতে। পাহাড়ের ওপর সাতাশ হাজার ফিট ওঠার পর এমনিতেই নাকি মানুষের মন থেকে লোভ, ঈর্ষা, নীচতা দূর হয়ে যায়?

BanglaBook.org

মাখন-মাখানো ঠাণ্ডা টোস্ট দেখলেই আমার গা ঘিন ঘিন করে। আমি চাই গরম গরম টোস্ট দিয়ে যাবে, মাখন আলাদা থাকবে। আমি ইচ্ছে মতন মাখন লাগিয়ে নেবো, মচমচে টোস্ট হলে না-ও লাগাতে পারি। সকালবেলা ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেবার পরই ছেলেটা জিজ্ঞেস করেছিল, ঝাল না চিনি টোস্ট হবে? আমি বলেছিলাম, ঝাল বা চিনি কোনোটাই নয়। হাফ বয়েল ডিমের সঙ্গে টোস্ট আর মাখন। এনেছে সেই মাখন মাখিয়ে সেঁকা রুটি, তাও স্যাঁৎসেতে, ডিম দুটো বেশী সেদ্ধ—কড়াপাক সন্দেশের মতন কামড়ালে কুসুম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে।

আমি কি রাগ করে প্লেটটা ঠেলে ফেলে দিতে পারতাম না? কড়া গলায় চেঁচিয়ে বলতে পারতাম না, এসব কে চেয়েছে? এ তো কুকুরের খাবার! তা বলিনি! কুকুরের মতই সোনা সোনা মুখ করে ঐ অখাদ্য খাবার খাচ্ছিলাম। না, কারুকে বকবো না ঠিক করেছি।

ইস্, ছি ছি, নেপালের একটা হোটেলে একবার খাবারের ব্যাপার নিয়ে কি চেঁচামেচিই না করেছিলাম! হোটেলওয়ালারা সব সময় চেষ্টা করে বেশী পয়সা আদায় করতে, আমরাও চাই পুরো পয়সা উসল করে নিতে—মাঝখানে উহ্য থাকে মনুষ্যত্ব—দু'জন মানুষে মানুষে যে আদান প্রদান হচ্ছে, সেটা মনে থাকে না। অথচ দেঁতো হাসি আর মিষ্টি-মিষ্টি ইংরেজি-বাংলা বাক্যের বিনিময় হয় ঠিকই। এতকাল হোটেলে এসে বেয়ারাদের শুধু বেয়ারা জাতীয় জীব হিসেবেই দেখেছি, যাদের কাজ শুধু হুকুম তামিল করা, তারা যে মানুষও, এটা ভাবিনি।

রামভক্ত হনুমানের মতন বেচু দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে বাকি চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, এই, বোস্ এখানে! বেচু লজ্জায় সারা শরীরটা মোচড়ালো শুধু। আমি ওকে ফের ধমক দিয়ে বললাম, এই, বসতে বলছি, বোস্ না! দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

বেচু কোনো কথা বললো না। আমাকে বোধহয় ও একটা আধ-

BanglaBook.org

পাগলা লোক ভেবেছে। সুতরাং এ ধরনের অদ্ভুত কথার উত্তর দেবার দরকার নেই।

আঃ, এই অদ্ভুত নিয়ম আর কতদিন চলবে? আমি চেয়ারে বসে বসে হুকুম করবো, আর একটা চেয়ার খালি থাকলেও মজুর বা চাকর শ্রেণীর কেউ সেখানে বসবে না! মানুষ সব সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চায়, সাড়ে তিন হাত জমিতে তার কুলিয়ে যেত, তবু সে বিশাল বাড়ি বানায়। শরীরের চেয়েও তার মনের জন্য অনেকটা বেশী জায়গা দরকার। কিন্তু এই বেশীরও তো একটা সীমা আছে! আরাম তখনই উপভোগ করা যায় সবচেয়ে বেশী, যখন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় আর কেউ সে-জন্য কষ্ট পাচ্ছে না।

আমার ইচ্ছে করলো তড়াক্ করে উঠে বেচুকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিই। এবং ওকে শাসিয়ে বলি, খবর্দার, এর পর থেকে আর কখনো খালি জায়গা ছাড়বি না। যখন কাজ থাকবে না, তখন দাঁড়িয়ে থাকার বদলে যদি বসতে ইচ্ছে হয়, কাছাকাছি বসার জায়গা পেলে বসে পড়বি। কিন্তু জানি, এ ভাবে বলে কোনো লাভ নেই। ও আরও ভয় পেয়ে যাবে। ওদের কি ভাবে সচেতন করতে হয়, সে ভাষা আমার জানা নেই!

জানতে ইচ্ছে করে, যারা খুব বড় বড় জন-দরদী নেতা, তাদের বাড়িতেও ঠাকুর-চাকর আছে কিনা। থাকলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করা হয়। কিংবা, ঠাকুর-চাকররা বোধহয় জনগণ নয়, যারা দূরে থাকে, যাদের দেখা যায় না—তারাই শুধু জনগণ!

যদিও এটা খুবই সামান্য ব্যাপার, তবু এ নিয়ে আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি কেন জানি না। খালি মনে হচ্ছে, অনেক মানুষকেই আমি এতদিন মানুষ বলে গ্রাহ্য করিনি, আজ থেকে সেটা শুরু করা দরকার। বেচুর মতন মানুষের সঙ্গেও আমার আত্মীয়তা আছে। কিন্তু কি করে কাছাকাছি আসা যায়, আমি তা জানি না।

—এই, তোর বাড়িতে আর কে কে আছে?

—বাবা, মা, ভাই-বোন।

—বাবা কি করে?

—কিছু করে না। আগে রেলে কাজ করতো—

একটা কিছু দুর্ঘটনা কিংবা দুঃখের কথা বলবে। না, না, ওটা আমি শুনতে চাই না! এ তো জানা কথাই, প্রায় একটা ফর্মুলার মতন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, তুই লেখাপড়া জানিস্ একটুও? ইস্কুলে পড়েছিস্ কখনো?

নোখ খুঁটতে খুঁটতে বেচু বললো, না—

—তোরা ক' ভাই বোন?

—আমরা আট বোন, পাঁচ ভাই।

—অ্যাঁ?

আর একটু হলেই আমি হেসে ফেলতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু সেটা ব্যাড টেস্টের পরিচয় হতো। কিন্তু আচমকা এ রকম শুনে হাসি রোধ করা কঠিন। আজকাল এক দম্পতির এতগুলো সন্তানের কথা শোনাই যায় না, অর্থাৎ শহরে বসে আমরা শুনতে পাই না। হয়তো গ্রামের দিকে······বেচুর বাবার ওপর খুব রাগ হলো। একটা অপদার্থ লোক, চাকরি নেই, তাও এতগুলো······।

রবীন্দ্রনাথরাও একুশ না বাইশজন ভাই বোন ছিলেন না? দেবেন ঠাকুর ঠিক সময় ফ্যামিলি প্ল্যানিং করলে রবীন্দ্রনাথ তো দূরের কথা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও বাংলা দেশ চোখে দেখতো না। কিন্তু অতগুলো ছেলে-মেয়ে মানুষ করার সাধ্য ছিল দেবেন ঠাকুরের, ধর্ম করেছেন, আর জমিদারিও বাড়িয়েছেন—সেকালের পক্ষে ভালো লোক ছিলেন। আমাদের দেশে কোনো হদ্দ গরীবের বংশে বেশী ছেলেপুলে হলে তাদের মধ্যে একজনও তো ম্যাকসিম্ গোর্কি কিংবা আব্রাহাম লিংকন হয় না—সব চায়ের দোকানের বয় কিংবা বাজারের তরকারি-ওয়ালা কিংবা চোর ডাকাত—

—বাবু, আমি এবার যাবো? নীচে কাজ আছে।

BanglaBook.org

—আচ্ছা, যাও।

যাওয়াই ভালো। ওর সঙ্গে কথা বললে আরও কত কি অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার বেরিয়ে পড়বে কে জানে! মারল্‌বরো অ্যাণ্ড ম্যাকেঞ্জি কম্পানির রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আমি, কম্পানি আমাকে পাঠিয়েছে একটা জরুরি কাজে—আমার কি এখন বসে বসে গরীব লোকের ক'টা ছেলে মেয়ে হওয়া উচিত, এসব কথা ভাবা উচিত! এর আগে আর যতবার টুরে বেরিয়েছি, অবসর সময়টায় হোটেলে শুয়ে শুয়ে ইংরেজি গোয়েন্দা গল্পের বই পড়ে কাটিয়েছি। এবার সব অন্যরকম।

ন'টার সময় ট্যাক্সিটা ঠিক এসে হর্ন দিল। আমি জানলা থেকে তাকে হাত দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। ট্যাক্সিটা যখন আছেই তখন অফিসেরই একটা কম জরুরি কাজ সেরে ফেলা যাক। ধানবাদে মিঃ চোপরার সঙ্গেও একটা বিজনেস-ডিল হওয়ার কথা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। আগামী সপ্তাহে মিঃ চোপরার কলকাতায় যাওয়ার কথা, তখনই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে—কিন্তু আগে থেকে দেখা করলে দোষ কি?

কালীপাহাড়ীর মিঃ নাগের মতন মিঃ চোপরা অত বেশী ফর্মাল কিংবা সাহেবী নন্। বেশ খোলামেলা হাসি-খুশী মানুষ—ব্যবসার জ্ঞানটি যদিও টনটনে, কিন্তু ব্যবসা ছাড়া অন্য বিষয়েও কথা বলতে জানে। আগেরবার মিঃ চোপরার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে শিকার বিষয়ে কথা হয়েছিল, ওর খুব শিকারের সখ। আমি যদিও জন্মে কখনো শিকারে যাইনি, কিন্তু গল্প করতে দোষ কি! বাংলা কয়েকখানি শিকারের বই তো পড়াই আছে—তাছাড়া কেনেথ অ্যাণ্ডারসনের একটা শিকারের গল্প বেশ চালিয়ে দিলাম—জিম করবেটের গল্প বলিনি, তাহলে চোপরা হয়তো ধরে ফেলতো!

এবারের টুর প্রোগ্রামে চোপরার সঙ্গে অবশ্য দেখা করার কোনো কথাই ছিল না। কালীপাহাড়ীতেই আমার দু' তিন দিন লাগার কথা, সেটা কালই শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি কলকাতায় ফিরে যেতেও

BanglaBook.org

পারি! কিন্তু তা অসম্ভব। যাই হোক, কিছুটা সময় অন্তত অফিসের কাজ করা যাক্, অফিসের টাকাতেই এসেছি যখন। অন্য ব্যক্তিত্ব নিতে গিয়ে মাঝে মাঝে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মাঝে মাঝে এক একবার নিজের সত্তায় ফিরে আসা দরকার।

হোটেল থেকে বেরুতে যাচ্ছি, আবার সেই ঝাঁকড়া গুঁপো ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। জলদস্যু হলে যাকে মানাতো, সে মুখে অতি বিনীত হাসি ফুটিয়ে হোটেলের ম্যানেজারি করছে। অকারণেই জিজ্ঞেস করলো, স্যার, আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? যদি কিছু হয়—

লোকটাকে দেখেই কেন যেন আমার রাগ চড়ে যায়, যদিও ও কোনো দোষ করে নি। উত্তর না দিয়ে আমি ওর দিকে শুধু তাকালাম। নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টি খুব রুক্ষ হয়েছিল, লোকটি আরও বেশী কাচুমাচু হয়ে গেল। বললো, অসুবিধে হলে বলবেন। বেচুকে শুধু আপনার জন্যই রেখেছি, ওকে আপনি যখন যা বলবেন—ও আর অন্য কারুর কাজ করবে না—

ওঃ, এই ব্যাপার! বেচুকে যে আমি জামা কিনে দিয়েছি, সেটা নিশ্চয়ই রটে গেছে। আজই এই হোটেল ছাড়তে হবে দেখছি। হোটেলশুদ্ধু সবাই ভাবছে বোধহয় আমি যাবার সময় সবাইকেই প্রচুর বখশিস্ দিয়ে যাবো। এমনকি ম্যানেজারটিও কি ভাবছে, ওকেও কিছু কিনে দিতে পারি আমি? কিন্তু, ওকে সত্যিই যা দেওয়া উচিত, একটা জলদস্যুর পোষাক, তা আমি কোথায় পাবো। তুমি ছদ্মবেশী দস্যু হয়েই থাকো। বিড়বিড় করে বললাম, না, না, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি আজ আগে নিজে থেকেই আমাকে নমস্কার করলো, আমি পাকা অফিসারের মতন একটা হাত উঁচু করলাম শুধু অবহেলার সঙ্গে। সে আমাকে দরজা খুলে দিল, ভেতরে বসলাম, পায়ের উপর পা ক্রস করে। চোখে সান গ্লাস। হাতে ব্রিফ কেস।

BanglaBook.org

ধানবাদ যেতে হবে, সংক্ষেপে এই কথাটা বলে আমি ব্রিফ কেস খুলে কাগজপত্র দেখতে লাগলাম মনোযোগের সঙ্গে। এই ভঙ্গিটার নাম ব্যক্তিত্ব, সাব-অরডিনেট ক্লাস অই সময় কথা বলতে ভয় পায়। বিনা বাক্য-ব্যয়ে ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি চালিয়ে দিল। হু-হু করে ছুটছে ট্যাক্সি, এর মধ্যেই চড় চড় করছে রোদ্দুর, জুলপির কাছে ঘাম জমছে। আমি এখন ঠিক আমার মতন—অন্যান্যবার টুরে এসে যে-রকম ব্যবহার করি।

শহর ছাড়িয়ে কিছু দূরে এসেছে ট্যাক্সিটা, হঠাৎ আমার খেয়াল হলো কেন আমি ধানবাদ যাচ্ছি? অফিস থেকে আমাকে মিঃ চোপরার সঙ্গে দেখা করার কোনো নির্দেশ দেয়নি, তবু এতখানি গরজ আমি দেখাচ্ছি কেন? পার্সোনাল কানেকশান! অফিসে বাহবা পাওয়ার লোভ! জেনারেল ম্যানেজার ম্যাকেঞ্জি জুনিয়ার একবার সস্নেহে আমার দিকে তাকাবে, শুধু সেইটুকু! সবাই বুঝবে আমি কত উদ্যমী! এর ফলে কোনো প্রমোশান অবশ্য হবে না, এত সহজে প্রমোশন কিংবা রেইজ হয় না, শুধু অফিসে একটু ভালো ধারণা সৃষ্টি করা! শুধু এই জন্যই আমি যাচ্ছি মিঃ চোপরার কাছে—চাকরির কারণ ছাড়া ঐরকম কোনো লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হলে আমি মোটেই দ্বিতীয়বার দেখা করার জন্য উৎসাহিত হতাম না, ওর সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই! কেন ওর ড়-মেশানো ইংরিজি আমাকে শুনতে হবে?

আমি তো ছুটি নিয়েছিলাম। নিজের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে অন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে বেড়িয়ে আসা। কিন্তু সেই অন্য ব্যক্তিত্বটা ঠিক কি রকম হবে তা বোঝা খুব সহজ নয়। সেটা ঠিক করতে পারছি না বলেই এরকম ছটফটানি।

—রোক্ কে! রোক্ কে! গাড়ি থামাও!

আমি এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম যে ড্রাইভারটি ঝট্ করে ব্রেক কষে ফেললো। কর্কশ আওয়াজ করে থরথরিয়ে কেঁপে থামলো

BanglaBook.org

গাড়িটা। একসঙ্গে আট দশজন প্যাসেঞ্জার করে গাড়িটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। ড্রাইভার অত্যন্ত অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালো। আমি রুক্ষভাবে তাকে বলতে যাচ্ছিলাম, দেখছো কি, তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। বললাম না, নিজেকে সামলে নিলাম।

কাল থেকে এই ট্যাক্সি ড্রাইভারটির কাছে খুব একটা কঠোর ব্যক্তিত্ব দেখাবার চেষ্টা করছি। অনেক রুক্ষ কথা বলেছি। কিন্তু কি লাভ। মানুষের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করার কোনো মানে হয় না, ঐ রকম ব্যক্তিত্ব আমার মানায় না।

আমি চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ফেললাম। মুখে লজ্জিত হাসি ফুটিয়ে অন্যরকম করে ফেললাম মুখের চেহারা। বললাম, ভাই, আমি একটা জিনিস ফেলে এসেছি, আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে।

লোকটি চাপা দুঃখের সঙ্গে বললো, সে আপনি যা বলবেন!

—তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছি!

— গাড়ি চালাবো, তাতে আর কষ্ট কি?

সে কথা ঠিক, যাকে গাড়ি চালাতেই হবে, সে গাড়ি চালিয়ে ধানবাদ যাক্, কি আসানসোল যাক্, তাতে কিছুই যায় আসে না! তবু হঠাৎ হঠাৎ গতি পথ পাল্টালে গাড়ির চালকরা একটু অপমানিত বোধ করে। লোকটির মুখে সেই অপমানের বিষাদ।

হোটেলে ফিরে এসে ব্রিভ কেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম টেবিলের ওপর। গলার টাইটা এত তাড়াতাড়ি খুলতে গেলাম যে আর একটু হলে ফাঁস লেগে যাচ্ছিল। জুতো-মোজা প্যাণ্ট-সার্ট সব ছেড়ে আমি একটা পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে নিলাম। এই তো ছুটির পোষাক। চটি পায়ে গলিয়ে ধীরে সুস্থে নেমে এলাম আবার।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটিকে শান্তভাবে বললাম, তোমারও আজ ছুটি। আমার আর কোনো কাজ নেই।

BanglaBook.org

সে সন্দিগ্ধভাবে বললো, ছুটি ? আপনি আট ঘণ্টার জন্য ভাড়া নিয়েছেন—

—তা নিয়েছি ঠিকই। কিন্তু আমার আর দরকার নেই। আমি তোমাকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছি—তুমি আজকের দিনটা বিশ্রাম নিতে পারো—

—না, না, আমি ছুটি নেবো কেন ? আপনি আট ঘণ্টার জন্য ভাড়া নিয়েছেন, আমি আট ঘণ্টা থাকবো। আপনার লাগুক বা না লাগুক—এখন না হোক, পরে লাগতে পারে।

এ তো মহা মুস্কিল, একে ছুটি দিলেও নিতে চায় না! আর বেশী কথা বাড়ালাম না। লোকটা নিশ্চয়ই ডিউটির পর খুব খানিকটা দিশি মদ গিলে হৈ চৈ করে, তখন ওর ব্যক্তিত্ব বদলে যায়, তখন ও ছুটি নেয়।

ট্যাক্সি অপেক্ষা করলে তো আর হেঁটে বেড়ানো যায় না। উঠতেই হলো। কাল রাত্তিরে মায়া (সুস্মিতা) এবং তার সঙ্গীদের যে-বাড়িতে নামিয়ে দিয়েছিলাম, সেখানে চলে এলাম। কি কথা বলবো তা ঠিক করিনি, তবু আমি দ্বিধা না করে সে বাড়ির দরজার বেল টিপলাম।

ওরা কেউ বাড়ি নেই। যাক্, এক হিসেবে বেশ ভালোই হলো। দেখা হলে কি বলতাম ? আবার খুঁজতে না এলে মনে হতো, মায়া আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

সকালবেলা মনীশকাকা হাসপাতালে ডিউটি দিতে যান, এখনো ফেরেন নি। হাসপাতাল থেকে মনীশকাকা কোনো মাইনে নেন না—এমনিতে তাঁর যথেষ্ট রোজগার, সকাল বেলাটা দাতব্য চিকিৎসা করেন। হিমানীশ মারা যাবার পরই মনীশকাকা হাসপাতালের এই কাজটা নিয়েছেন। তীব্র শোক মানুষকে অনেক সময় উদার এবং মহৎ করে দেয়।

সীমা তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে—এখানে তার অনেক পুরোনো বন্ধু, তাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। ঝুমা বাইরের

BanglaBook.org

ঘরে তার বয়েসী দু'তিনটি মেয়ের সঙ্গে বসে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে গান শুনছে। এই বয়েসী কিশোরী মেয়েদের অনেক গোপন কথা থাকে—এখানে ওদের সঙ্গে আমি বসে থাকলে ওরা আড়ষ্ট বোধ করবে। ঝুমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে আমি ভেতরে ঢুকে গেলাম।

রেবাকে বাড়িতে পাবো না ধরেই নিয়েছিলাম। কিন্তু সে বাড়িতে আছে। সকালবেলায় সে আর তার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে বেরোয় নি। আসলে রেবা এখনো তার বিয়ের কথাটা শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে বলতে পারে নি। লজ্জা পাচ্ছে। উপযুক্ত পরিবেশ এবং সুযোগ খোঁজার জন্য সে খুব বাধ্য মেয়ের মতন সেবা করছে কাকীমার। আমাকে দেখে বললো, জ্যোতিদা, বসুন, আসছি আমি। রেবার হাত তখন ডাল-বাটায় মাখামাখি, কাকীমা বড়ি দিচ্ছেন, রেবা তাঁকে সাহায্য করছে। আজ দুপুরে আমার এখানে খাওয়ার নেমন্তন্ন।

খানিকটা বাদে রেবা হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলো। সুন্দর স্বাস্থ্য হয়েছে রেবার, মুখখানা সুস্বাস্থ্যের আভায় জ্বলজ্বলে। তাকে অনায়াসেই কুমারী মেয়ে বলে বিশ্বাস করা যায়, সে যে বিধবা—সে কথা কেউ না জানলে কোনো ক্ষতি ছিল না। তবে, তার বাঁ হাতের মধ্যমায় এখনো রয়েছে হিমানীশের দেওয়া আংটি। এ আংটি হিমানীশ আমার সঙ্গে গিয়ে কিনেছিল। এখনো আমার মনে আছে সেই দিনটা। কি উৎসাহ আর অস্থিরতা ছিল হিমানীশের। দারুণ ভালোবাসতো রেবাকে। কিন্তু মৃত মানুষের ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই।

রেবা এখনো সেই আংটিটা খোলে নি। অবশ্য, আমি ছাড়া আর ক'জনই বা জানে যে ঐ আংটি হিমানীশের দেওয়া!

রেবাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলেছো?

আরক্ত মুখে রেবা বললো, না, বলতে পারছি না! জ্যোতিদা, আপনি একটা বুদ্ধি দিন তো, ঠিক কি ভাবে বলা যায়!

—সোজাসুজি বলে ফেলো না। আমি বলছি, ওঁরা সবাই রাজী হবেন, খুশীই হবেন বরং। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

BanglaBook.org

—আমি শুধু সীমাকে বলেছি।

—ধ্যাৎ, ওরকম ভুল করো না। কারুর থ.্ দিয়ে বলাবার দরকার কি? বরং সবাই যখন এক জায়গায় থাকবে—

—না, জ্যোতিদা, আমার কি রকম অপরাধী-অপরাধী লাগছে। সীমা কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল। মুখে অবশ্য বললো. ভালোই তো, কিন্তু মনে হলো যেন আঘাত পেয়েছে—

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, খবরটা শুনে প্রথমে ওদের একটু মন খারাপ লাগবেই। সেটা ওদের আপত্তির জন্য নয়! একথা শুনলেই ওদের হিমানীশের কথা নতুন করে মনে পড়বে। পড়তে বাধ্য! তখন দুঃখ হবে না? একমাত্র ছেলে, অমন ব্রিলিয়াণ্ট—মনীশকাকা তবু শক্ত আছেন, কিন্তু কাকীমা—

—আমারও খুব মনে পড়ছে ওর কথা। আচ্ছা জ্যোতিদা, বিয়ে করে যদি আমি সুখী না-হতে পারি? যদি ওর কথাই—

—না, না, তা ঠিক নয়। মৃতদের বেশী মনে রাখতে নেই। তাদের স্মৃতি আঁকড়ে থেকে জীবিতদের বঞ্চিত হওয়াও কোনো মানে হয় না।

—আমার কি রকম ভয় করছে। আগে বুঝতে পারি নি। এখানে এসে কি রকম যেন দিশেহারা হয়ে গেছি।

—আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার হয়ে আমিই বলে দেবো। আমিই ম্যানেজ করে দেবো সব কিছু।

রেবার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমার হাতে হাত রেখে বললো, বলবেন? সত্যি?

—হ্যাঁ বলবো। হিমানীশ ওঁদের ছেলে ছিল, আমারও তো সে ছিল প্রাণের বন্ধু। আমার দাবিও কি কম? আমি যদি রাজী হতে পারি—

—জ্যোতিদা, আপনি সত্যি আমাকে সাহায্য করবেন?

—আরে, ও জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আজ দুপুরে খেতে বসার সময়

BanglaBook.org

সবাই যখন এক সঙ্গে থাকবে। সুপ্রতীপবাবুকে আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ ভালো লোক—। কি করে আলাপ হলো, বলো—

—সুস্মিতাদের বাড়িতে। বহরমপুর থেকে কলকাতায় এসে আমি সুস্মিতাদের বাড়িতে উঠেছিলাম, মাত্র দু'দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর বহরমপুরে ফিরে গিয়েই ওর যখন একটা চিঠি পেলাম—। জ্যোতিদা, আমি খুব নরম মেয়ে নই, হঠাৎ হঠাৎ প্রেমে পড়া আমার স্বভাব নয়—অনেক পুরুষের সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় আছে। কিন্তু সুপ্রতীপকে দেখার পরই কি রকম যেন একটা হয়ে গেল! সুপ্রতীপও আমাকে দেখে একেবারে পাগলের মতন—

আমি হাসতে হাসতে বললাম, যখন হয়, ঐ রকমই হয়! তবে তোমাদের সৌভাগ্য। তোমাদের দু'জনেরই এক সঙ্গে হয়েছে—

—জ্যোতিদা, আপনি খুশী হয়েছেন দেখে এত ভালো লাগছে! আপনিও যদি ভালো মনে ব্যাপারটা না নিতেন—

আমি ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললাম, আমি পুরোপুরি খুশী হয়েছি, কে বললো তোমাকে? আমি বেশ আঘাত পেয়েছি। সুপ্রতীপবাবুকে রীতিমতন ঈর্ষা করছি আমি। আমি আর হিমানীশ যাকে বলে হরিহর-আত্মা ছিলাম—ও এখন নেই, ভেবেছিলাম তুমি আমাকে একটু পাত্তা-টাত্তা দেবে—

গভীর প্রেমে ডুবে আছে রেবা, এখন তার ঠাট্টা বোঝার মতন মন নেই। ভারী গলায় বললো, ও কথা বলছেন কেন? আপনাকে আমি অন্য চোখে দেখি। আপনাদের দু'জনকে কতদিন এক সঙ্গে দেখেছি—আপনারা দু'জনে বন্ধু ছিলেন, কিন্তু আপনাদের দু'জনের চেহারায়, স্বভাবে, কথা বলার ধরনে কোনো মিল ছিল না, ও এত ছটফটে—

রেবাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, চেহারার মিল থাকলে চান্স ছিল? রেবা, তুমি অসিত মজুমদারকে দেখেছো?

রেবা আমার মুখের দিকে থমকে তাকালো। কথাটা বুঝতে একটু সময় নিল। তারপর হাসলো। বললো, জ্যোতিদা, সুস্মিতার ওপর

BanglaBook.org

বুঝি আপনার একটু দুর্বলতা হয়েছে ? ও কিন্তু বড় কঠিন মেয়ে ! এমন জেদী—

আমি বললাম, চুপ ! ওর চরিত্র তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি সব জানি।

—সব জানেন না ? আপনার সঙ্গে আগে ওর পরিচয় ছিল ? সুস্মিতা তো সে কথা বললো না ?

আমি রেবার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললাম, তুমি অসিতকে দেখেছো ?

—না, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি একবারও। তবে অনেক কিছু শুনেছি। এক সময় সুস্মিতার সঙ্গে ওর দারুণ—

আমি আবার রেবাকে থামিয়ে দিলাম। আমি যে খেলা খেলতে শুরু করেছি, এতে আগে থেকে কিছু জানা চলে না। অসিত কিংবা মায়া (সুস্মিতা) সম্পর্কে আমি রেবার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই না।

—তোমরা এখান থেকে কোথায় বেড়াতে যাবে ঠিক করলে ?

—আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন ?

—আমাকে নেবে কেন তোমরা ? তোমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে থাকলে অস্বস্তিবোধ করবে !

—আজ সকালে এরা ফোন করেছিল। কোথায় যাওয়া হবে এখনো ঠিক নেই, দু' একজন বলছে বরাকরের কথা, আবার দু' একজন বলছে চিত্তরঞ্জন, ওখানে একটা সুন্দর বাড়ি আছে। কিছু ঠিক হয়নি ! ঠিক হলে আপনি যাবেন ?

—তোমাদের সঙ্গে আমার যাওয়া চলে না।

—আমি আজ সকালে টেলিফোনে ওদের বলেছিলাম, বরাকরে আপনি যখন বাড়ি ঠিক করে দিতে পারেন—তখন আমরা এক সঙ্গেই সবাই মিলে—কিন্তু ওরা মন ঠিক করতে পারছে না ! সুস্মিতার বন্ধুর বাড়ি চিত্তরঞ্জনে—অবশ্য ওকে আমি যদি জোর করি, ও ঠিক আমার কথা শুনবে। সুস্মিতা আমার দারুণ বন্ধু—

BanglaBook.org

—না, জোর করে ওকে কিছু বোঝাতে যেও না! চিত্তরঞ্জনও খুব ভালো জায়গা। আমি খুব ছেলেবেলায় মিহিজামে বেড়াতে গিয়েছিলাম—

—জ্যোতিদা, সত্যি করে বলুন তো, সুস্মিতাকে আপনি আগে থেকে চিনতেন কি না? কাল আপনি যে-রকম হিপ্নটিজমের খেলা খেললেন, আগে থেকে চেনা না থাকলে—

—সুস্মিতাকে আমি বহুদিন থেকে চিনি।

—ও তো তা বললো না! আউটরাম ঘাটে লেমন ইয়োলো শাড়ী পরা ওকে আপনি দেখেছিলেন, সে কথাও তো ও অস্বীকার করলো। সুস্মিতা তো মিথ্যে কথা বলে না!

—আমিও মিথ্যে কথা বলি না! আমাকে কখনো মিথ্যে কথা বলতে শুনেছো?

—কি যেন একটা রহস্য করছেন আপনি! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—তুমি এখন নিজের ব্যাপার নিয়ে ডুবে আছো তো, তুমি এখন বুঝতে পারবে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

আসানসোল ছাড়ার সময় আমি কারুকে কিছু জানালাম না। রাত্তিরে হোটেলে ফিরে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেললাম। বেরিয়ে পড়লাম ভোর বেলাতেই। রাত্তিরেই ম্যানেজারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিয়েছিলাম, তখন খেয়াল হয়েছিল, আমার ছোট্ট খেলাটায় একটা ক্ষতি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। হোটেলের বিল দিয়েছে অসিত মজুমদারের নামে, এই বিল আমার অফিসে দেওয়া যাবে না। এ্যাকাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্ট ভাউচারের জন্য বেশ পেড়াপেড়ি করে।

সামান্য টাকা, তবু কিছুক্ষণের জন্য দমে গিয়েছিলাম। প্রবৃত্তির ছোট-খাটো দুর্বলতাগুলো মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। খেলতে নেমে খেলার নিয়ম ভুলে যাই।

ভোরবেলা স্টেশনে এসেছিলাম কলকাতার ট্রেন ধরবার জন্য। মনীশকাকার বাড়িতে কারুকে বলিনি যে আমি আজই আসানসোল ছেড়ে চলে যাচ্ছি। রেবার ধারণা আমি আরও দু' একদিন থাকবো রেবা আমার ওপর খুব খুশী। মনীশকাকা কিংবা কাকীমা একটাও আপত্তির কথা উচ্চারণ করেন নি, এমনকি মুখের বিষণ্ণতা যথা সম্ভব লুকিয়ে বেশ খানিকটা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। জানি, কাকীমা সারারাত ধরে কাঁদবেন, মনীশকাকা রুগী দেখতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাবেন—তবু রেবাকে বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করবেন না। নিজের পুত্রবধু আবার বিয়ে করতে চাইছে—তাতে সম্মতি দিতে হবে, এমন কঠিন মুহূর্ত মানুষের জীবনে খুব বেশী আসে না।

রেবার বন্ধুরা খুব খুশী হয়ে হৈ চৈ করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি টের পেয়েছি, মায়ার (সুস্মিতার) সঙ্গে আসানসোলে আমার আর দেখা হবে না। কি করে টের পেলাম? যে-ভাবে টের

BanglaBook.org

পেয়েছিলাম, ট্রেনের জানলায় ওকে দু' এক পলক দেখার পর—ওর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবেই।

টিকিট কাটতে গিয়ে মন বদলে ফেললাম। না, এখন কলকাতায় ফেরার কোনো মানে হয় না। কোথায় যাবো তা হলে? চিত্তরঞ্জনে না বরাকর? চিত্তরঞ্জনেরই সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু আমাকে বরাকরেই যেতে হবে। ঠিক ঠিক খেলতে গেলে এরকমই খেলতে হয়। আমি বরাকরের কথা বলেছিলাম, ওরা চিত্তরঞ্জনে যেতে চাইছে। যাক্ না। সম্মোহন শক্তি না থাকলে ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই।

বরাকরের এই ডাক বাংলোটাতে আমি আগেও দু' তিনবার থেকেছি। আমার বেশ লাগে। বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে বাংলোটার দিকে। বাংলোর ঠিক নীচেই নদী।

এবার দেখলাম বাংলোয় ঢোকার মুখে একটা নোটিশ টাঙানো রয়েছে। নোটিশটা বেশ মজার। বাংলোটার তলার দিকে ধ্বসে যাচ্ছে, রিপেয়ারের কাজ শিগগিরই শুরু হবে, তার আগে যাঁরা বাংলোটায় থাকতে চান, তাঁরা নিজের দায়িত্বে থাকবেন! চমৎকার, আমার পক্ষে খুব উপযোগী। যে বাড়ি হঠাৎ নদীর মধ্যে ধ্বসে পড়তে পারে, আবার না-ও পারে, সেইটেই তো আমার ঠিক যোগ্য জায়গা।

ভাগ্যিস ঐরকম নোটিশ ছিল, তাই বাংলোটা একেবারে ফাঁকা পাওয়া গেল। কোনো ঘরেই লোক নেই। চৌকিদার আছে অবশ্য। পুরো দু'টো দিন ঐ বাংলোতে আমি কাটিয়ে দিলাম।

অনেকদিন এমন ভালো সময় কাটে নি। সর্বক্ষণ এমন একা-বহুদিন থাকিনি। সারাদিন কিছুই করার নেই। বই আনিনি, ট্রানজিস্টার রেডিও আনিনি, শুয়ে থাকা আর কোনো কাজ মনে পড়ে না। আমি তেমন ভ্রমণবিলাসী নই, জায়াগাটা অবশ্য বেড়াবার পক্ষে তেমন ভালোও নয়। নদীর ওপরে সরু ব্রিজ, ওপারে কুমারডুবি—বিহার পড়ে যাচ্ছে। এখানে স্মাগলারদের খুব উৎপাত, সন্ধের দিকে একা ঘোরা-ফেরা খুব নিরাপদ নয়।

BanglaBook.org

এখন আমি একা, এখন আমি অসিত মজুমদারও হতে পারবো না, জ্যোতি রায়চৌধুরীও নই। একা মানুষের কোনো চরিত্র থাকে না। অন্য মানুষের সংস্পর্শে এলেই চরিত্র ফুটে ওঠে, প্রতিটি অন্য মানুষই দর্পণের মতন।

অবশ্য, অসিত মজুমদার যদি খুব উদ্যোগী পুরুষ হয়, তাহলে হয়তো সে এরকম চুপচাপ বসে থাকতো না। সমস্ত এলাকাটা ঘুরে দেখতো কোথায় কি দর্শনীয় স্থান আছে, লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতো, জিনিসপত্রের দর-দাম যাচাই করে নিত। সাধারণত উদ্যোগী লোকেরা এরকম করে। তবে, আমিও তো এরকম আর কখনো পুরো দু'দিন কোনো ডাক বাংলোতে একা চুপচাপ কাটাই নি।

অসিত মজুমদার কি রকম মানুষ আমি জানি না। আমার জানার দরকারও নেই। তাকে আমি আমার একটি পরিপূরক সত্তা বলে ধরে নিয়েছি। আমার চরিত্রে যা যা অপূর্ণতা, ব্যর্থতা, ও যেন তারই সার্থকতার প্রতিমূর্তি।

আমার ব্যর্থতা অনেক। সেগুলো অবশ্য সাধারণত অন্যদের চোখে পড়ে না। সাধারণের চোখে তা আমি বেশ ঈর্ষণীয়—চেহারা খুব খারাপ নয়, দু'একটি মেয়ে সুন্দরই বলেছে, পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালো ছিলাম, চাকরি অন্য অনেকের তুলনায় বেশ ভালো করছি। কিন্তু—। যাক্‌গে, একা থাকলেই এই ধরনের চিন্তা মাথায় আসে, মর্বিডিটির লক্ষণ। এত আত্ম-সমালোচনার কি দরকার ?

ডাক বাংলোর পাশের জমিটায় বসে বিকেলবেলা নদীর দৃশ্য দেখতে ভালো লাগে। বেশ জমকালো লাল রঙের আকাশে সূর্য অস্ত যায়। এখন গ্রীষ্মকালে নদীটি শীর্ণা, মাঝখান দিয়ে খানিকটা জলের তোড় দেখা গেলেও প্রচুর বালিয়াড়ি—তবু শেষ সূর্যের রশ্মিতে সব কিছুই খানিকটা অলৌকিক সুন্দর হয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

নদীর দৃশ্য অবশ্য সুস্থিরভাবে দেখার উপায় নেই। প্রথম দিন

খেয়াল করিনি, দ্বিতীয় দিন চোখে পড়লো, ঠিক বিকেলের দিকেই অনেক আদিবাসী নারী-পুরুষ নদীতে স্নান করতে আসে। বিকেলে স্নান করার স্বভাব কেন ওদের ? কারণটা বুঝতে অবশ্য দেরী হয় না। সারাদিন ওরা কোথাও কুলি-কামিনের কাজ করে, কাজ সেরে আসে স্নান করতে। স্বভাবতই ওরা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। স্নান করার সময় ওরা আব্রু রাখে না। এভাবে নদীর পারে বসে থাকা চলে না আমার, বুঝতে পারি। কেউ দেখলেই ভাববে, আমি নদী দেখছি না, স্নান লীলা দেখছি। কারুকে তো বোঝাতে পারবো না যে দূর থেকে এরকম লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা আমার স্বভাবে নেই !

নদীর দিকে পিঠ ফিরিয়েও বসা যায় না। সেটা নদীকে অপমান করা হয়। ঠাকুর-দেবতার সামনে যেমন পা মুড়ে বসতো লোকে, এও সেই রকম। চোখের সামনে একটা নদী দেখেও যারা অগ্রাহ্য করে, তারা বড় মূঢ়।

উঠে ব্রীজ পেরিয়ে কুমারডুবিতে চলে যাই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহারে চলে গেলুম কেমন অনায়াসে। কেউ বাধা দিল না। কবে এমন হবে, ভারত থেকে চীনে যেতে পারবো এই রকম অবলীলাক্রমে ? পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই যাওয়ার জন্য ইচ্ছে ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।

রেবা আর ওর বন্ধুরা কি এতক্ষণে চিত্তরঞ্জনে চলে গেছে, না আসানসোলেই আছে। আর আসানসোলে থাকার দরকার কি, রেবার কাজ তো হয়েই গেছে। মনীশকাকা বলেছেন, আগামী মাসে তিনি উৎসব করবেন, জ্ঞাতি গুষ্ঠি আত্মীয় স্বজন সবাইকে নেমন্তন্ন করবেন রীতিমত কার্ড ছাপিয়ে। কাকীমা আবার পঞ্জিকা দেখে একটা বিয়ের তারিখ পর্যন্ত বার করেছেন। ওঁরা দু'জনে অবশ্য জানেন না যে রেবা ইতিমধ্যেই রেজিস্ট্রি করে ফেলেছে ! এটা জানতে পারলে ওঁরা সত্যিই আঘাত পেতেন। রেবা যে ওঁদের অনুমতি পাবার আগেই বিয়ে করে

BanglaBook.org

ফেলেছে, অর্থাৎ ওঁরা অনুমতি না দিলেও আটকাতো না—এটা বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই খুব অপমানিত বোধ করতেন।

আসানসোল থাকার প্রয়োজন নেই, ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে চিত্ত-রঞ্জনে চলে গেছে। মায়ার ইচ্ছে চিত্তরঞ্জনে যাওয়ার। আগে ঠিক ছিল বরাকরে আসবে। দেখা যাক্। আমি যদি সম্মোহন শক্তিতে ওদের এখানে টেনে আনতে না পারি, তা হলে এখানেই খেলা শেষ। এরকম পাগলামী আমি আর করবো না। কলকাতায় কত জরুরী কাজ বাকি আছে। এখানে পড়ে আছি কি এমনি-এমনি? যে খেলায় আমি নেমেছি, সে খেলায় হয় সম্পূর্ণ জিৎ, অথবা সম্পূর্ণ হার, মাঝামাঝি কিছু নেই।

দু'দিন বরাকরে থাকার পর মনে হলো আমি হেরে গেছি। ভুল জায়গাতেই বাজি ফেলেছি আমি। তবু একা থাকার নেশাতেই আরও একদিন থেকে গেলাম। সেদিন সন্ধেবেলা আর নদীর পারে বসলুম না। ব্রিজ পেরিয়ে কুমারডুবিতে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম এলোমেলো ভাবে। ফেরার পথে আবার ব্রিজ দিয়ে আসছি, সাইকেল রিক্সা আর লরির জড়াজড়ি, কয়েকজন ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোককে জায়গা দেবার জন্য আমি ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ আমার দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হয়ে গেল।

—মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?

—না তো, কে আপনি?

—ভালো করে চেয়ে ছাখো।

—চেহারাটা চেনা-চেনা, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি না।

—শুধু চেহারা দেখো না, আমার ভেতরে ছাখো। সব মানুষেরই যদি দেবতার অংশে জন্ম হয়—তবে যে এক টুকরো মানুষকে তুমি দেখেছো, তারই আর এক টুকরো তুমি দেখতে পাচ্ছো না?

—না, চিনতে পারছি না!

—ভালো করে ছাখো।

BanglaBook.org

—আর কত ভালো করে দেখা যায় ? এই তো দেখছি !

—না, এখনো দৃষ্টি স্থির করো নি। আমার চোখের দিকে তাকাও আর কিছু ভাববে না এখন !

—কেন, ওরকম করবো কেন ? আপনি কে ?

হ্যাঁ, এগুলোও মনে মনে কথা বলা। তবে প্রলাপ নয়। মায়া, রেবার স্বামী, তার বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রী—এই চারজনই হেঁটে যাচ্ছে ব্রিজ দিয়ে। রেবা নেই, সে আসেনি। ওরা মগ্ন হয়ে গল্প করছিল; আমাকে দেখতে পায়নি।

কি সাহস আমার, ওদের দেখেও ডাকলুম না আমি। ওদের দেখে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠা উচিত ছিল আমার, জয়ের আনন্দে গদগদ হয়ে পড়াও অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ওরা আমাকে দেখতে পায়নি, আমিও ডাকলুম না। ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলুম। যদি এখানেই টেনে আনতে পারি, তা হলে আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে ! আমি চাই মায়া আমাকে দেখে এবার প্রথম কথা বলবে।

বাংলোয় ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিলাম, তারপর নদীর দিকে চাতালে এসে বসে রইলাম। এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, এখন আর স্নানের দৃশ্য দেখার সম্ভাবনা নেই। ওরা কি এখানে আসবে না ? এখানে যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে বেড়ায়, তারা একবার না-একবার বাংলোর দিকটায় সাধারণত আসে। নদীর ধারে বেড়াতে হলে এদিকে আসতেই হবে। যদি না হঠাৎ বাংলোটা ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনার নোটিশ দেখে ওরা ভয় পায়।

ইস্, ওদের সখ তো কম নয় ! একেবারে নদীর গর্ভে নেবেছিল। নদীর জলে পা ধুতে অনেকেরই ইচ্ছে হয়। অনেকে নদীর জলে কুলকুচো করে নদীতে থুতু ফেলে। এই অভ্যেসটা ভালো নয়, মায়া নিশ্চয়ই এটা চায় নি; এটা ওর বন্ধুদেরই ইচ্ছে।

একটা পায়ে চলা রাস্তা আছে নদী থেকে উঠে আসার, দিনের বেলা আমি দেখেছি। সন্ধের অন্ধকারে ওরা সেটা খুঁজে পায় নি

BanglaBook.org

কিংবা খোঁজেনি, ওরা ঢালু পার পেয়ে অ্যাডভেঞ্চার করে উঠে আসছে।

রেবার নতুন স্বামী ধরেছে মায়ার (সুস্মিতার) হাত, একেবারে ওপরে উঠে এসে ওরা হাত ছাড়াছাড়ি করলো। পুরুষটি বললো, উপস্, আর একটু হলেই পা পিছলে পড়ে যেতুম! এই সুস্মিতা, তোমার শাড়ী যে একদম ভিজে গেছে!

—ভিজুক! কি ঠাণ্ডা জল, এত ভালো লাগছিল! কাল এই নদীতে চান করতে আসবো!

—দিনের বেলা ভালো লাগবে না। হয়তো দেখবে নোংরা।

—নদীর জল কক্ষনো তেমন নোংরা হয় না। বেশ স্রোত আছে কিন্তু!

আমাকে ওরা দেখতে পায় নি। আমি অনুচ্চ স্বরে বললুম, মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?

আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলো কিনা জানি না, তবে আমার গলার আওয়াজ শুনে ওরা ফিরে তাকালো। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, ওরা হঠাৎ চুপ করে গেল, একটু সন্দিগ্ধ। আর দু'জনও এর মধ্যে ওপরে উঠে এসেছে। এদিকে কয়েক পা এগিয়ে সুস্মিতা বললো, আরেঃ, ইনি তো সেই রেবাদের বাড়িতে—

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, চিনতে পারছেন?

ওরা কেউই এখন আমার সঙ্গে আড়ষ্ট ব্যবহার করতে ঠিক চায় না, কারণ, আমি রেবার উপকার করেছি। কিন্তু ওরা আর বন্ধু বাড়াতেও ইচ্ছুক নয়। রেবার স্বামী বললো, আপনি এখানে? কবে এসেছেন?

—দু' তিনদিন আগে। আমার তো এখানে আসারই কথা ছিল।

—ঐ বাংলোতে উঠেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ, আসুন না, একটু চা খেয়ে যাবেন!

একজন পুরুষ আর একজন পুরুষকে জিজ্ঞেস করলো, কি, একটু

BanglaBook.org

চা হবে নাকি ? জ্যোতিবাবু বলছেন—

সেই পুরুষটি নিমরাজি গলায় বললো, তা মন্দ না। অবশ্য চা খেয়েছি একটু আগেই—

আমি বললুম, আরে, আসুন, আসুন। চা একটু আগে খেলেও অনায়াসেই আর একবার খাওয়া যায় !

চারজনকে নিয়ে আমি এগুতে লাগলাম বাংলোর দিকে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল সুস্মিতার পাশাপাশি হাঁটতে, শুধু ওরই সঙ্গে কথা বলতে। চুম্বকের মতন সুস্মিতা আমাকে টানছিল। কিন্তু ওরকম অভদ্রতা করা আমার পক্ষে এখনও সম্ভব হচ্ছে না। এই জায়গাটার প্রকৃতি ও দৃশ্য সম্পর্কে দু'একটা টুকিটাকি কথা হলো। তারপর আমি হাসতে হাসতে একজন পুরুষকে বললাম, এবার আমাকে দেখে আপনাদের বন্ধু অসিত মজুমদার বলে চমকে উঠলেন না তো ! এবার আমাকে ঠিক চিনতে পারলেন কি করে ?

এই কথাটা বলা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে খুব ভুল হয়েছিল। পুরুষ দু'জনের কেউ কোনো উত্তর দেবার আগেই সুস্মিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বাংলোর বাগানে। বললো, থাক্, এখন আর চা খেয়ে দরকার নেই ! চলো, এখন বাড়ি ফেরা যাক্ !

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বললুম, আসুন না, কতক্ষণ আর লাগবে !

সুস্মিতা বললো, না, আমার শাড়ীটা অনেকখানি ভিজে গেছে, বাড়ি গিয়ে এটা বদলাতে হবে। ভিজে শাড়ী পরে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

এরপর আর কিছু বলা যায় না। ওর ভিজে শাড়ী বদলাবার কোনো ব্যবস্থা তো আমি করতে পারবো না। এর পর বেশী অনুরোধ করা খারাপ দেখায়। বললাম, তা হলে থাক্। চলুন, আপনাদের আমি বাংলোর গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

পুরুষ দু'জন বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হলো। কিন্তু শোধরাবার জন্য

BanglaBook.org

কোনো কথা খুঁজে পেল না। অন্য মহিলাটি বললো, বাংলোটা কিন্তু আমার বেশ লাগছে। কাল সকালে এখানে চা খেতে এলে হয়! কাল আপনি থাকছেন তো?

আমি অনুতপ্ত ভঙ্গিতে বললাম, না, কাল ভোরেই আমি চলে যাচ্ছি। আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না—

কাল ভোরে চলে যাবার কথা আমি আগের মুহূর্তেও ভাবিনি। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে আমার দেরী হলো না। মায়া আমাকে প্রত্যাখান করেছে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকার কোনো মানে হয় না।

চা খাওয়ার নেমন্তন্ন রাখতে পারেনি বলে ঈষৎ লজ্জিত হয়েছে ওরা। তাই বাকি পথটা ওরা একটু বেশী হাসি মুখে গল্প করতে চাইলো আমার সঙ্গে। আমিও হাসিতে কার্পণ্য করলুম না। একমাত্র সুস্মিতাই চুপচাপ। অসিত মজুমদারের প্রসঙ্গে তোলা আমার ভুল হয়েছে, তবু সেই প্রসঙ্গই আমি বারবার তুলতে লাগলাম অন্যদের কাছে। কত জায়গায় কত লোক যে আমাকে অসিত বলে ভুল করেছে, বললাম সে কথা।

একেবারে গেটের মুখটায় এসে আমি সুস্মিতাকে হাসতে হাসতে বললাম, আমার কিন্তু এখনো মনে হচ্ছে, বেশ কিছুদিন আগে গঙ্গার ধারে আপনিই একদিন লেমন ইয়োলো শাড়ী পরে আমাকে এসে বলেছিলেন, কতক্ষণ ধরে খুঁজছি, তুমি কোথায় ছিলে?

শুকনো ভদ্রতার হাসি হেসে মায়া বললো, না, আপনার ভুল হয়েছে। আপনি অন্য কারুকে দেখেছেন। আমি অন্তত দু'বছরের মধ্যে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাইনি। কারুকে খুঁজিনি। ঐ রঙের শাড়ীও আমার নেই।

কি এমন হাসির কথা, তবু সবাই হেসে উঠলো। আমিও। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম, ওরা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

বাংলোয় ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে শুরু করলাম। কাল ভোরেই চলে যেতে হবে। এই ক'টা দিন আমি আমার

BanglaBook.org

ইচ্ছের নির্দেশেই চলছিলাম শুধু। আগে থেকে কিছু ঠিক করা নেই, যখন যা মনে হচ্ছে, সেই রকম। কিন্তু মায়ার কথাই শুধু মনে হচ্ছে কেন? আমি আমার জীবনটা বদলাতে চাই, অনেক অপূর্ণতা, ব্যর্থতা আছে, অনেক জায়গায় হেরে গছি—সেসব কাটিয়ে মানুষ হিসেবে একটু উঁচু হয়ে উঠতে চাই। তার জন্য একটি মেয়ের কৃপা পেতে এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছি কেন? জানিনা, তবে বারবার মনে হচ্ছে, আমার সেই নতুন জীবন শুরু করার আগে একজন কারুর কাছে স্বীকৃতি পাওয়া দরকার। সেই একজন কেউ কি একটি মেয়েই হতে হবে? মেয়ে হলেও শুধু মায়া কেন, আরও তো অনেক মেয়েকে আমি চিনি। তবু মায়ার কথাই মনে হচ্ছিল বারবার।

এবার কিছুদিন মায়াকে বাদ দেওয়া যাক্। দেখা যাক্, অফিসে, বাড়িতে, রাস্তায় মানুষ হিসেবে আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারি কি না। সেই পরিপূর্ণতা কি রকম তা আমি জানি না—খুঁজে নিতে হবে, নিতেই হবে, এই এক ঘেঁয়ে জীবনের কোনো মানে হয় না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ৮ ॥

—আপনি কেন ছায়ার মতন আমার সঙ্গে ঘুরছেন ?

—আমি জানি না।

—জানেন না ? এর মানে কি ?

—আমি কি আপনার কোনো অসম্মান করেছি ? আপনার দুঃখ পাবার মতন কিছু করেছি ?

—অসম্মান করেন নি হয়তো—কিন্তু একজন মানুষ বিনা কারণে সব সময় আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে, এতে একটা দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা হয় না ? আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, আমি আর পারছি না। আপনি কি চান ?

—বিশ্বাস করুন, আমি কি চাই তা ঠিক জানি না।

—তাহলে এরকম পাগলামি করছেন কেন ?

—সত্যিই কি এটা পাগলামি ! হতেও পারে। আচ্ছা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। বোঝাবার সুবিধের জন্য, আপনাকে কি আমি এখন থেকে তুমি বলতে পারি ?

—কেন ?

—ওরকম নিষ্ঠুরের মতন কেন জিজ্ঞেস করবেন না। এটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমি রাস্তার সাধারণ গুণ্ডা-বদমাইশদের মতন নই, আপনার কোনো ভয় নেই।

—অনেক ভদ্রবেশী ভয়ংকর লোককেও আমি দেখেছি।

—আমি সেরকম নই।

—কি করে বুঝবো ?

—বিশ্বাস করতেই হবে আপনাকে।

—কিন্তু আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনি যদি জোর করে আমার

BanglaBook.org

সঙ্গে দেখা করতে চান, সেটা কি অন্যায় নয়? আপনি আমার কলেজে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন?

—আপনি কেন বলেছিলেন, আপনি কলেজে পড়ান না?

—এমনিই ইচ্ছে হয়েছিল, বলেছিলাম। ইচ্ছে মতন দু'একটা মিথ্যে কথা বলার অধিকারও নেই নাকি আমার?

—না।

—তার মানে?

—মিথ্যে কথা বলা তোমাকে মানায় না।

—আমি কিন্তু এখনও আপনাকে তুমি বলার অধিকার দিই নি।

—এক্ষুণি দাও সে অধিকার! আমি তোমাকে প্রথম থেকেই মনে মনে তুমি বলছি। সেটাই সুবিধেজনক।

—আচ্ছা, কি বললেন, বলুন!

—আর একটা কথা। আমি তোমাকে মায়া নামে ডাকবো?

—মায়া? হঠাৎ মায়া কেন?

—আমি মনে মনে তোমাকে ঐ নামে ডাকি।

—আপনি আমাকে মনে মনে কিছু একটা নামে ডাকবেনই-বা কেন?

—মনের ওপর তো আইন প্রয়োগ করা যায় না!

—কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার সেরকম কিছু ঘনিষ্ঠতাও হয়নি যে আপনি—

—এটা ঘনিষ্ঠতার প্রশ্ন নয়।

অনেক চেষ্টা করেও সুস্মিতা হাসি চাপতে পারলো না। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অবিশ্বাসী মুখ, কিন্তু ঠোঁটে পাতলা হাসি। বললো, মায়া নামে কোনো মেয়েকে আপনি চিনতেন বুঝি? আমাকে তার জায়গায় বসাতে চাইছেন?

মেয়েরা গল্প শুনতে খুব ভালবাসে। সুস্মিতা আমার ওপরে রাগ করেও একটা গল্প শোনার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ও আমার

BanglaBook.org

কাছ থেকে একটা ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শুনতে চায়। মায়া আর জ্যোতি, এদের কেমন করে ভালোবাসা হলো, কেমন করে বিচ্ছেদ এলো— ।

আমি মৃদু গলায় বললাম, না, আমি মায়া নামের কোনো মেয়েকে চিনি না। 'সে রকম কোনো ব্যাপার নয়।

—তাহলে হঠাৎ এই নামটা—

—সেটা বোঝাতে অনেকটা সময় লাগবে।

—যাকগে, দরকার নেই। মনে মনে আপনি যা খুশী বলতে পারেন কিংবা ভাবতে পারেন, আমি তো আর তা আটকাতে পারি না। আপনি কি বলবেন বলেছিলেন, তাই বলুন! কেন আপনি এরকম—

—তার আগে তুমি একটা কথার জবাব দাও। বেগমপুর স্টেশনে তুমি আমাকে দেখার জন্য জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুলভাবে চোখ দিয়ে খুঁজছিলে। এখন আমাকে চোখের সামনে দেখেও তুমি অপছন্দ করছো কেন?

—ওঃ, সেই রেলে যাবার সময়? সে তো আপনাকে খুঁজিনি, সে তো—

—তাহলে কি চা ওয়ালাকে খুঁজছিলে? আমার পেছনে কোনো চা ওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল?

সুস্মিতা অল্প একটু হাসলো। মেয়েটির এই গুণটি আছে, ঠিক সময় হাসতে জানে। হাসতে হাসতে বললো, না, চা ওয়ালাকে খুঁজিনি ঠিকই। সুজয়দা বলছিলেন, অবিকল তাঁর বন্ধুর মতন চেহারার একজন লোক ওখানে দাঁড়িয়ে—সত্যিই তা সম্ভব কিনা, সেটা দেখার জন্যই—

—সত্যিই কি এক রকম?

—হুবহু এক রকম কি আর দু'জন মানুষ হয়? অনেকটা এক—

—সেইজন্যই কি তোমার আপত্তি? হুবহু এক হলে এত বিরক্ত হতে না?

BanglaBook.org

—এসব কি আজে-বাজে কথা বলছেন? কারুর সঙ্গে কারুর চেহারার একটু আধটু মিল থাকলেই বা কি আসে যায়? আপনি কি বলবেন, বলুন! আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না।

—অসিত মজুমদারের সঙ্গে বুঝি তোমার অনেকদিন দেখা হয় না।

আপনি শুধু বাজে-বাজে কথা বলে সময় কাটাচ্ছেন।

—ঠিক তাই। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেই আমার ভালো লাগছে। যতক্ষণ থাকা যায়—

—কিন্তু আমার আর সময় নেই! আমাকে এবার যেতে হবে। আপনি কথা দিন, আর কখনো আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না!

—কেন?

—দেখুন, রেবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনি রেবার আত্মীয়, সুতরাং আপনাকে অপমান করতে চাই না আমি। কিন্তু এসব আমি একদম পছন্দ করি না—আমার পেছনে পেছনে সব সময় একজন লোক ঘুরবে, দেখা হলে ন্যাকা ন্যাকা কথা বলবে, এসব আমার কাছে অসহ্য!

—এই যে তুমি বললে আমাকে অপমান করবে না, কিন্তু করছো তো!

করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি দয়া করে আমাকে নিষ্কৃতি দিন। আমি কি রকম মেয়ে সেটা রেবার কাছ থেকে জেনে নেবেন বরং—

—তোমার সম্পর্কে আমি সবই জানি, রেবার কাছ থেকে কিছু জানার দরকার নেই।

—কি জানেন আমার সম্পর্কে?

—কি জানি না?

—ঠিক আছে, এ নিয়ে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনি কথা দিন, আমার সঙ্গে আর কখনো দেখা করবেন না।

—সে রকম কথা আমি দিতে পারবো না!

—পারবেন না?

BanglaBook.org

—শোনো, শোনো, এ জন্য তোমার ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে লোকজন ডাকার দরকার নেই। পুলিশেও খবর দিতে হবে না। আমি বিপজ্জনক নই!

সুস্মিতা এবার অসহায় মুখ করে বললো, কি মুস্কিল। আমার যদি ইচ্ছে না করে, আমার যদি পছন্দ না হয়, তাও আপনি আমাকে—

—আসানসোলে সেই হিপ্নোটিজম্ খেলার সময় তোমাকে অজ্ঞান হবার ভাণ করতে অনুরোধ করেছিলাম—তুমি সেই অনুরোধ রেখেছিলে কেন?

—বাঃ, সেটা তো ভদ্রতা করে—তাছাড়া, ওটা খেলা হিসেবে বুঝতে পেরেছিলাম বলেই মজাটা নষ্ট না করার জন্য—

—মায়া, এটাও তো খেলা। এই খেলায় তুমি আমার—

মায়া অত্যন্ত কঠোরভাবে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, না, আমি আর কোনো খেলা খেলতে চাই না আপনার সঙ্গে।

আমি মায়ার চোখের দিকে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে রইলাম। চোখের দিকে চেয়ে থাকলে শুধু চোখই দেখা যায়, আর কিছু না।

আমি লজ্জিতভাবে হেসে বললাম, তাহলে খেলা শেষ। কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন আপনাকে বিরক্ত করবো না। চলুন সুস্মিতা-দেবী, আপনাকে বাসে তুলে দিচ্ছি!

সুস্মিতা রীতিমত অবাক হয়ে গেল। এত সহজে নিষ্কৃতি পাবে, কল্পনাও করে নি। এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমি ভূতগ্রস্তের মতন দিনের পর দিন আমার কল্পনার মায়াকে অনুসরণ করছিলাম। আসানসোলে পরের দিন সকালেই আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে। সন্ধেবেলা ম্যাজিক শো শেষ হবার পর গেটের মুখে আবার দেখা করেছি। ওরা বরাকরে গিয়েছিল, আমিও গেছি সেখানে। ওরা কিছুতেই আমাকে গ্রহণ করেনি ওদের দলে, কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে নি আমার সঙ্গে। রেবা

BanglaBook.org

অবাক হয়েছে, শেষের দিকে একটু বিরক্তও হয়েছে, আমি গ্রাহ্য করিনি। কলকাতায় এসে সুস্মিতার বাড়ি খুঁজে নিতে আমার খুব বেশী অসুবিধা হয় নি, ও যে-কলেজে পড়ায়, গেছি সেখানে। বেয়ারার হাতে শ্লিপ পাঠিয়ে আমি ডেকে পাঠিয়েছি ওকে। অত্যন্ত বিরক্ত হলেও কলেজে স্ক্যাণ্ডাল হবার ভয়ে আমার সঙ্গে দেখা না করে পারে নি।

সুস্মিতা (তখন মায়া ছিল) জিজ্ঞেস করেছিল, কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ? আপনি আমাকে ভালো করে চেনেন না, আমি আপনাকে ভালো করে চিনি না—। আমি বলেছিলাম, আমি আপনাকে খুব ভালই চিনি, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না ?

কেন করেছিলাম এরকম ? কোনো যুক্তি নেই। চিরকাল লাজুক ও ভদ্র হিসেবে পরিচিত, লেখাপড়া শিখেছি, মোটামুটি ভালো চাকরি করি। মেয়ে-পাগলা বলে আমার কোনোদিন বদনাম হয়নি ! সামাজিক পরিচিতির ফলে এমনিই দু' পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তারা কেউ মায়ার চেয়ে কুরূপা নয়, তা হলে ? আসানসোলে ট্রেন থেকে হঠাৎ আমার অন্য মানুষ হতে ইচ্ছে হয়েছিল, নিজের পরিচিত সত্তা থেকে মুক্তি নিয়ে অন্য একটা পরিচয়।

কিন্তু অন্য মানুষ হওয়া মানে কি একটা মেয়ের পেছনে ছুটে বেড়ানো ? আমি কি চাকরির খোলস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে মানুষের সেবায় নিযুক্ত হতে পারতাম না ? এতদিন কত অন্যায় চোখে দেখেও সহ্য করেছি, একবার তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারতাম না ? হয়তো পারতাম, কিন্তু তার আগে শুধু বারবার মনে হচ্ছিল, অন্য মানুষ হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি পাওয়া দরকার মায়ার কাছ থেকে।

বরাকর থেকে প্রথম কয়েকদিন আমি মায়ার কথা ভুলে অন্য ভাবে নিজেকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছিলাম, কিছুতেই মন লাগাতে পারিনি। চুম্বকের মতন মায়া আমাকে টানছিল।

BanglaBook.org

কিন্তু আসলে এটা একটা খেলারই মতন। মায়া যেই বললো, সে কোন রকম খেলা খেলতে চায় না, অমনি আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। এর পর আর ওকে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না।

রেলিং ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, চলুন, আপনাকে বাসে তুলে দিচ্ছি !

সুস্মিতা একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললো, না, না, ঠিক আছে, আপনাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই উঠে পড়বো।

আমি তক্ষুণি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, ঠিক আছে, আপনি যান তাহলে। আমি আর যাবো না।

—আপনি কোনদিকে যাবেন? আপনি যদি ওদিকেই যান, তা হলে অবশ্য এক বাসে উঠতে পারি।

—না, আমি ও দিকে যাবো না। আমি অন্য বাসে উঠবো।

সুস্মিতাও দাঁড়িয়ে পড়লো, খানিকটা কুণ্ঠিতভাবে বললো, আপনি খুব রাগ করলেন? কারুকে দুঃখ দিতে আমার ইচ্ছে করে না, কিন্তু—

—না, না, রাগ করবো কেন? রাগ করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

—তা হলে হঠাৎ তুমি থেকে আবার এর মধ্যেই আপনি হয়ে গেলাম কি করে?

এবার আমার হাসির পালা। হাসিটা রীতিমতন উপভোগ করে বললাম, খেলা শেষ হয়ে গেছে তো, তাই আর কোনো মেয়েকে প্রথম দেখার পর থেকেই মনে মনে তাকে তুমি বলবো না, আর তাকে মায়া বলে ডাকবো না। আবার সব আগের মতন।

—দেখুন, আমি বোধহয় খেলাটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এ খেলার নিয়ম কি?

BanglaBook.org

—আমি নিজেই জানি না। কোনো নিয়ম নেই, এ খেলা অন্য কারুকে শেখানোও যায় না।

সুস্মিতা বেশ নরম হয়ে পড়েছে। হয়তো, আমার ব্যাপারে ও বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। ভেবেছিল, আমার কাছ থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাবে না। হঠাৎ আমি অতিরিক্ত ভদ্র হওয়ায় ও যেন ঠিক বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে পারছে না। কিংবা, আমার মনে খুব একটা আঘাত দিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা ধারণায় ও খুব বিচলিত।

কিংবা, আমার মন থেকে ওর নাম একেবারে মুছে যাবে, এটাও বোধহয় ও খুব পছন্দ করছে না। মনে মনে হয়তো আশা করেছিল, আমি নাছোড়বান্দার মতন এর পরও ওর সঙ্গে লেগে থাকবো—আর ও আমার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করে আনন্দ পাবে। ঔদাসীন্য মেয়েরা সহ্য করতে পারে না।

হয়তো সেই জন্যই আবার বললো, দেখুন, এমনি কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, মাঝে মাঝে দেখা হয়, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়—

আমি বললাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার সঙ্গে আর কোনোদিন আমার দেখা হবে না।

—কিন্তু একটা কথা না শুনলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না। আপনি কেনই বা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন —আর কেনই বা হঠাৎ এখন—

—আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উঠে পড়ে লাগি নি। ব্যাপারটা এই রকম, বেগমপুর স্টেশনে আপনি আমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। আপনার সেই ব্যাকুল চোখটা আমার মনে গেঁথে যায়। তারপর থেকে, আমি কখনো কোন কিছু কাজের কথা ভাবলেই মনে মতো, আমার প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার সঙ্গে দেখা করা। আর আপনার সঙ্গে দেখা হলেই প্রশ্ন করা, 'মায়া, তুমি আমাকে চিনতে পারছো?'

BanglaBook.org

—আপনি যেমন আমার নাম মায়া রেখেছিলেন, তেমনি আপনার নিজেরও অন্য কোনো নাম রাখেন নি ?

—হ্যাঁ—আমার নাম ছিল অসিত মজুমদার।

সুস্মিতা মুখ নিচু করে দৃঢ় স্বরে বললো, অসিত মজুমদারকে আমি ঘৃণা করি।

—আমি জানতাম।

—আপনি জানতেন ? আপনাকে দেখে ওর কথা মনে পড়ে যেত বলেই আমি আপনাকে কখনো ঠিক সহ্য করতে পারি নি।

—সেই জন্যই তো আমার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হতো, 'মায়া, আমাকে চিনতে পারছো ?' আমার এই চেহারার আড়ালে আর একটি মানুষ আছে, সেই মানুষটিও আমার আগেকার আমি নই।

—আপনি কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—হ্যামলেটের সেই লাইনটা মনে আছে ? থ্রো অ্যাওয়ে দা ওয়ার্সার পার্ট অব ইট, অ্যাণ্ড লীভ পিওরার উইথ দা আদার হাফ্! আমি চেয়েছিলাম, আমার জীবনের ওয়ার্সার পার্টটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্য অংশটা দিয়ে পবিত্রতর জীবন যাপন করবো। এটা কেনো মহৎ প্রতিজ্ঞা নয়, একটা খেলা বলাই যায়। অসিত মজুমদারের সঙ্গে আমার চেহারার মিল থাকার জন্যই খেলাটার কথা মনে এসেছিল। আমার চেহারা দেখে আপনার একজন চেনা মানুষের কথা মনে পড়বে —কিন্তু ভেতরের মানুষটা অচেনা। সেই অচেনা লোকটার পরিচয় আপনাকে বার করতে হবে—যার পরিচয় আমি নিজেও জানি না। তার পরিচয় গড়ে তোলার জন্য, মনের মধ্যে যখন যা ইচ্ছে হতো— তার একটাকেও বাধা দিতে চাইনি। সবচেয়ে বেশী ইচ্ছে হতো, আপনার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করা, 'মায়া, আমাকে চিনতে পারছো ?'

—এরপর আর এরকম ইচ্ছে হবে না ?

—না। কারণ খেলা শেষ হয়ে গেছে! আমি তো সত্যি সত্যি

BanglaBook.org

পাগল নই! যান, আপনার বাস এসে গেছে, উঠে পড়ুন।

—খেলা শেষ হয়ে গেছে বলেই আপনি আমাকে বিদায় করার জন্য যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন!

—না, আপনিই বলছিলেন, আপনার আর সময় নেই।

—আর একটা কথার উত্তর দিন, তারপর আমি চলে যাবো। আমার সঙ্গে দেখা হবার পর আপনি প্রত্যেকবারই কি যেন একটা বলবো বলবো ভাব করতেন, কিন্তু বলেন নি। সেটা কি?

—ঐ যে, ঐ কথাটা, 'মায়, আমাকে চিনতে পারছো?'

—শুধু ঐ কথা? এর আগে ঐ কথাটা আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু' তিনবার বলেছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি! কিন্তু আর কিছু বলতে চান নি?

আমি হো-হো করে হেসে বললাম, আর যাই হোক, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, একথাটা একবারও আমার মাথায় আসে নি!

সুস্মিতা লজ্জা পেয়েও সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললো, আর যাই হোক, আপনাকে এতটা বোকা-বোকা অবশ্য কখনো মনে হয় নি। আমি শুধু আপনার ব্যবহারের কোনো মানে খুঁজে পাই নি!

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, গত তিন চারদিন ধরে আর একটা কথাও আমার মনে আসছিল। সেটা বলবো

—বলুন!

—আপনার চেহারা ও হাব-ভাবের মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্য আছে, যেটা মনের মধ্যে খুব ছাপ রাখে। আগে আমি ভেবেছিলাম, শুধু চোখে দেখতে পেলেই সৌন্দর্যের ওপর একটা অধিকার জন্মায়। কিন্তু কখনো কখনো সেই সৌন্দর্য ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, ফুল যেমন শুঁকে দেখতে ইচ্ছে হয়। সেই হিপ্নোটিজম খেলার সময় আঙুলের ডগায় আপনার থুতনি ছোঁয়ার পরে থেকেই এ কথাটা মনে হচ্ছিল। তাই আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর দ্বিতীয় কথাটা মনে হতো, মায়া, তোমার পায়ের পাতা একটু ছুঁয়ে দেখবো?

BanglaBook.org

—পায়ের পাতা ? যাঃ, আপনি কি !

লঘু হাস্যে বললাম, মেয়েদের শরীরের অন্য কোনো অংশ ছোঁয়ার কথা বলতে গেলে, তার আগে বলতে হয় না, আমি তোমাকে ভালবাসি ? আপনার হাত কিংবা ঠোঁট কিংবা চুল ছোঁবার অধিকার চাইবার আগে ভালোবাসার কথা বলতে হয় না ? নইলে ব্যাপারটা অসভ্যতা হয়। কিন্তু আমি তো তা বলতে চাই নি। এটা ভালোবাসার ব্যাপারই নয়। আমি আপনার কাছে অসৎ হতে চাই নি বলেই ভালোবাসার কথা বলি নি ! মেয়েদের শরীরে একমাত্র পায়ের পাতাই বিনা দ্বিধায় ছোঁয়া যায়, ওতে অসভ্যতা হয় না ! পায়ের পাতা ছোঁয়ার কথা বললে মেয়েরা রেগে যায় না, লজ্জা পায় ! তাই ও কথা—

সুস্মিতাও আমার মতন হাল্কা ভাব দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললো ধ্যাৎ ! হয় আপনি পাগল কিংবা দারুণ রকমের রোমান্টিক ! আপনি ইঞ্জিনিয়ায়ার, ইঞ্জিনিয়ারদের এত রোমান্টিক হওয়া মানায় না !

—আমাকে আগে যা যা মানাতো, আমি সেইগুলোই বদলাতে চেয়েছিলাম !

সুমিতা চোখে দুষ্টুমী ফুটিয়ে বললো, ঠিক আছে, আপনার মনের এই ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখিস কেন ? দিন, হাত দিন পায়ে।

—এখানে ? রাস্তার মধ্যে ?

—আপনি যদি পারেন, আমার আপত্তি নেই !

আমি সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে সুস্মিতার পা ছুঁতে যাচ্ছিলাম, সুস্মিতা ভয় পেয়ে দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, এই, এই, কি হচ্ছে কি ? আপনি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন নাকি ? লোকে কি ভাবতো বলুন তো !

—লোকে কি ভাবে, তা আমি জানতে চাইনি। আমি জানতে চেয়েছিলাম, মায়া আমার সম্পর্কে কি ভাবে !

—চলুন, যা ভিড়, আমি বাসে উঠবো না, আমাকে একটু হেঁটে

BanglaBook.org

কয়েক পা এগিয়ে দেবেন। অন্তত দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত!

কয়েক পা এক সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আমি সুস্মিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনো মেয়েলি ব্রত-ট্রত করেছেন?

—ব্রত?

—হ্যাঁ। আজকাল শহরের মেয়েরা কেউ ওসব করে না অবশ্য। তবে বেশ ছিল ব্যাপারটা।

—না, আমি কখনো করিনি। আমাকে কে শেখাবে বলুন, আমার মা খুব ছোটবেলায় মারা গেছেন!

এরপর অনেকক্ষণ আমি আর একটাও কথা বললুম না। শেষ বিকেলের আলোয় হেঁটে যেতে লাগলুম ওর পাশে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ৯ ॥

বাড়িটা একটা গলির ভেতরে, নম্বরটা খুঁজে পেতে খানিকটা সময় লাগলো। তেত্রিশের এফ্। তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা গলির মুখেই, সেই অনুযায়ী পাঁচ খানা বাড়ি পরেই হওয়া উচিত। কিন্তু যেখানে যা থাকা উচিত, তা থাকে না।

গলিটা বেশ ফাঁকা, জিজ্ঞেস করার মতন কোনো লোক পেলাম না। এদিক ওদিক ঘুরছি, এই সময় একটা বাড়ির দরজা খুলে একজন লোক বেরিয়ে এলো, বেশ বলিষ্ঠকান্তি একজন পুরুষ, দেখলে বক্সার বলে মনে হয়। লোকটি বাড়ি থেকে বেরিয়েই খুব দ্রুত হাঁটতে লাগলো, আমি তাকে ঠিকানার কথা জিজ্ঞেস করবো ভেবেও পারলুম না—লোকটি ততক্ষণে গলির মোড়ে পৌঁছে গেছে।

আর একটু খুঁজতেই দেখলুম, সেই লোকটি যে-বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সেটাই তেত্রিশের এফ্। দেখলে ভাড়া বাড়ি মনে হয় না। বেল টিপলাম।

তিনবার বেল বাজাবার পর একজন ঝি দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, অসিতবাবু আছেন?

ঝি শুধু মাথা নেড়ে জানালো, নেই।

—কখন ফিরবেন? কখন ওঁকে পাওয়া যাবে?

ঝি বিশেষ কোনো উত্তর দিতে পারে না। দরজা খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয় নি। বললাম, বাড়িতে আর কেউ নেই? একটু ডেকে দাও!

আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঝি একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েকে ডেকে আনলো। সাদা ফ্রক পরা ফর্সা একটি মেয়ে, চেহারায় সব মিলিয়ে একটা হাঁসের মতন ভাব আছে। মেয়েটি একটু অবাক

BanglaBook.org

হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো—আমি তার বিস্ময়ের কারণ বুঝে একটু একটু হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, কাকে চান ?

—অসিতবাবুকে। অসিতবাবু এ বাড়িতেই থাকেন তো ?

—হ্যাঁ।

ওঁকে কখন বাড়িতে পাওয়া যাবে ?

—বাড়িতেই আছেন তো। আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি!

মেয়েটি বাড়ির ভেতরে চলে গিয়ে সেজদা, সেজদা বলে ডাকতে লাগলো। সেই ডাক সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে। আমি চুপ করে বসে অসিত মজুমদারের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বসবার ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। একটি দেয়ালে একটি সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার ছাড়া বাকি দেয়ালগুলো ধপধপে সাদা। সোফা-গুলোতে মাথার তেল নেই। সেণ্টার টেবিলে একটা ফুলদানি, আপাতত সেটাতে কোনো ফুল নেই।

মেয়েটি ফিরে এসে বললো, উনি তো বাড়িতে নেই, এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।

—কখন ফিরবেন ?

একটু বাদেই হয়তো ফিরবেন—আমাদের টেলিফোন লাইনটা খারাপ হয়ে গেছে, উনি অন্য কোনো জায়গা থেকে ফোন করতে গেছেন। অবশ্য সেখান থেকে বাড়ি না ফিরে যদি অন্য কোথাও যান—

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। নীরস ভাবে কথা না বলে আমার সম্পর্কে সে বেশ উৎসাহী মনে হলো, ঘন ঘন আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তা তো তাকাবেই।

—আমি কি একটু অপেক্ষা করতে পারি ?

—হ্যাঁ, বসুন না! আপনার কি আসবার কথা ছিল ?

—না, ঠিক কথা ছিল না—তবে একটা দরকার আছে ওঁর সঙ্গে।

BanglaBook.org

মেয়েটি এবার ঠোঁট ফাঁক করে হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, আপনি ওকে চেনেন? আমিও হেসে বললাম, হ্যাঁ, চিনি।

মেয়েটি আমার সঙ্গে আর কথা না বলে লেটার বক্স নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে লাগলো। ইলেকট্রিকের বিল ছাড়া আর কিছুই আসে নি, সে তবু শূন্য ডাক বাক্সে হাতড়িয়ে আরও কোনো চিঠি খুঁজতে লাগলো। সব মেয়েই যে-রকম খোঁজে।

বক্সারের মতন চেহারার যে-লোকটিকে একটু আগে এ বাড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম, সেই লোকটি আবার ফিরে এলো। আমার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, মেয়েটি তাড়াতাড়ি বললো, সেজদা, ইনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এই অসিত মজুমদার? এই শক্ত দৃঢ় লোকটি? এর সঙ্গে সবাই আমার হুবহু মিল খুঁজে পায়, আর আমি একে গলির মধ্যে দেখে চিনতেই পারিনি। এখনো তো আমি কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছি না! তা হলে কি পুরো ব্যাপারটাই ফ্যানটাসি? একদল লোক ষড়যন্ত্র করে এই কাল্পনিক ব্যাপারটা খাড়া করেছে, আমাকে জব্দ করার জন্য! অসিত মজুমদারও তো আমাকে চিনতে পারে নি, সেও তো আমাকে দেখে চমকে ওঠে নি!

কিংবা এটাও হতে পারে, আর সবাই মিল খুঁজে পায়, শুধু আমরাই দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ নিজের চেহারাটাই সব চেয়ে কম চেনে। আয়নায় শুধু আমাদের মুখের সামনের দিককার টু ডাইমেনশানাল ছবি দেখতে অভ্যস্ত। তাও ডান দিক চলে যায় বাঁ দিকে। হয়তো আমাদের আদৌ সেরকম দেখতে নয়। কোনো মানুষই যেমন নিজের গলার আওয়াজটা ঠিক কি রকম তা জানে না।

বস্তুত প্রায় সব মানুষই নিজের সম্পর্কে খুব কম জানে— অন্যের স্বার্থপরতা তার ঠিক চোখে পড়ে, কিন্তু নিজের স্বার্থপরতাকে মনে করে মহত্ত্ব। অন্যের ফোঁড়া দেখলে ঘেন্না করে, কিন্তু নিজের

BanglaBook.org

ফোঁড়ায় হাত বুলোয় আদর করে। মশা মারার পর তার পেটে নিজের রক্ত দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বেগমপুর স্টেশনে অসিত মজুমদারের দুই বন্ধু বলেছিল, "সাইড থেকে ঠিক ওর মতন দেখতে!" আমি ঘাড় পরিয়ে ওকে পাশ থেকে দেখার চেষ্টা করলাম! তাও চিনতে পারলাম না একটুও। নিজেকে তো কখনো ঘাড় ঘুরিয়ে পাস থেকে দেখিনি! সেলুনে চুল কাটার পর মাথার পেছনে নাপিত যখন একটা আয়না ধরে, তখন কতবার একটা অচেনা ঘাড় দেখে বলেছি, বাঃ, বেশ হয়েছে!

অসিত মজুমদার কিশোরী মেয়েটিকে বললো, তুতু, দাদাকে গিয়ে বল্, বৌদি ভালো আছে। ফোন করেছিলাম—

তারপর আমার মুখোমুখি বসে কৌতূহলীভাবে চেয়ে বললো, আপনি আমার কাছে এসেছেন?

—হ্যাঁ! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

—না, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে, আপনাকে দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে! কোথায় আলাপ হয়েছিল বলুন তো!

তা হলে অসিত মজুমদারের অবস্থাও আমারই মতন। সেও কখনো সাইড থেকে নিজেকে দেখেনি, সেলুনে অপরিচিত ঘাড় দেখে সেও বলেছে, বাঃ, বেশ ভালো!

আমি বললাম, আলাপ কখনো হয়নি অবশ্য। তাই আলাপ করতে এলাম। আমার নাম জ্যোতি রায়চৌধুরী।

মানুষ মাঝে মাঝে সামনে চেয়ে থেকেও উল্টো দিকে তাকায়। নিজের ভেতরটা দেখে। সেই রকম ভাবে চেয়ে থেকে অসিত মজুমদার কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর ভদ্রতার ছদ্ম বিনয় দেখিয়ে বললো, মাই মেমরি ইজ টেরিব্‌লি পুয়োর! আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।

এবার আমি আন্তরিকভাবে হেসে বললাম, খুবই স্বাভাবিক, আপনি আমার নাম কখনো শোনেন নি। আমি কোনো বিখ্যাত

BanglaBook.org

লোক নই। কিন্তু অনেকে বলে, আপনার সঙ্গে আমার কোথাও মিল আছে। মানে, অনেক সময় আপনার-আমার আইডেনটিটি বদলা-বদলি হয়ে যায়।

অসিত মজুমদার এবার সবিস্ময়ে বললো, ওঃ হো, আপনিই সেই? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কথা অনেকবার শুনেছি! আমাকেও অনেকে অন্য লোক বলে ভুল করেছে মাঝে মাঝে। সেই জন্যই আপনার নামটা একটু চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল।

—আপনি কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছেন?

—না। আমি তো সে রকম কিছু দেখছি না।

—আমিও না।

—তা হলে দেখুন তো ব্যাপারটা। দু'জন মানুষ কখনো একরকম হয়? মায়ের পেটে যমজ ভাই হলে হতেও পারে—সে রকম দু'জনকে দেখেছিলাম একবার—ঘাটশীলায় বেড়াতে গিয়ে—তাও আমি একদিন ভালো করে স্টাডি করার পর দু'জনকে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারতাম। আর আপনার সঙ্গে আমার যদি কোনো মিল থাকেও—তা খুবই সামান্য নিশ্চয়ই—লোকে যে কেন ভুল করে! লাইফ ইজ ফুল অব মিস্ট্রিজ! কি বলেন?

আমাকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো, জমজদের আলাদা করে চেনার ক্ষমতা আমার নেই। আমিও এরকম যমজ দেখেছি। অসিত মজুমদার একটু জোরে কথা বলতে ভালবাসে। বেশ একটু আত্মতৃপ্ত ভাব। মানুষ জন্মটা পেয়ে সে যতদূর সম্ভব ভোগ করে নিতে চায়। মাঝে মাঝে ইংরেজি বলাও ওর স্বভাব। এগুলো আমার থেকে আলাদা—ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখাই আমার থেকে আলাদা—ওর হাসির দৈর্ঘ্য এবং কণ্ঠস্বর নিক্ষেপের ধরনও। এগুলো বোঝা যায়।

আমাকে দেখে অসিত মজুমদার বেশ আমোদ পেয়ে গেছে। বললো, খুব ভালো করেছেন এসে। একটা মিস্ট্রি সলভ্‌ড হলো

BanglaBook.org

এতদিনে। আপনার তাড়া নেই তো? চা খাবেন নিশ্চয়ই! ওই দেখুন, দেখুন—

ভেতরের দরজার কাছে সেই কিশোরী মেয়েটি আর একটি মেয়েকে ডেকে এনে উৎসুকভাবে দেখছে আমাদের। নিশ্চয়ই ওরা দু'টি এক চেহারার মানুষের মুখোমুখি বসে থাকার দৃশ্য উপভোগ করছে। অথচ আমরা পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা।

মেয়েরা একটু বেশী মিল খুঁজে পায়। যে-কোনো অচেনা লোক দেখেই তারা কোনো চেনা লোকের সঙ্গে তার মিল খোঁজার চেষ্টা করে। ফেরিওয়ালার সঙ্গে সিনেমা স্টার অনিল চ্যাটার্জির কিংবা বিশ্বজিতের সঙ্গে সেজমাসীর ড্যাওরের মিল খুঁজে পেতে শুনেছি আমি মেয়েদের মুখে। সুস্মিতাও আমার মধ্যে অসিত মজুমদারের মিল বেশী দেখেছিল, তাই চেহারার ব্যাপার সে ভুলতে পারে নি।

চায়ের হুকুম দিয়ে অসিত মজুমদার বললো, ভাগ্যিস্ আপনি মশাই আমাদের অফিসে চাকরি নেন নি—তা হলেই এক কীর্তি হতো! একে তো নামের ঠেলাতেই অন্ধকার—

—কেন, কি হয়েছে?

—তিনজন অসিত অমাদের অফিসে। তার মধ্যে একজন আবার মজুমদার! বুঝুন ঠেলা! কেউ অসিতবাবু বলে ডাকলে তিনজন সাড়া দিই। টেলিফোনে অহরহ গণ্ডগোল হয়! তাও তো যে মজুমদার তাকে ধরে একদিন জেরা করতে বেরুলো, সে আসলে গুহ মজুমদার, গুহ-টা বাদ দিয়েছিল। এখন আমি তাকে পুরো গুহ মজুমদার লিখতে ইনসিস্ট করি! আমার তো কখনো ছেলে-টেলে হলে নাম রাখবো ধৃষ্টদ্যুম্ন কিংবা বভ্রুবাহন—যাতে অন্য কারুর সঙ্গে না মেলে!

—মিল থাকলেই বা ক্ষতি কি?

—এই, বুঝলেন না, অন্য একজনকে ডাকছে, আমি সাড়া দিচ্ছি—এটা একটা আনক্যানি ব্যাপার নয়? কতদিন তো ক্যানটিন থেকে

BanglaBook.org

বেয়ারারা অন্য অসিত মজুমদারের খাবার আমাকে দিয়ে গেছে, আমি খেয়েও নিয়েছি! একদিন এক বেয়ারা এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এলো—তিনি এসেছেন অসিত মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে, অথচ আমি তাঁকে চিনতে পারছি না, বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর বোঝা গেল—একটা ভুল হয়ে গেছে। টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি, ভদ্রমহিলাকে দেখতে দারুণ ছিল—অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট, আই ওয়াজ অলমোস্ট টেম্‌টেড্‌ টু প্লে দা রোল অফ—

—দেখুন, এখানেও একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে না তো?

—কি?

—হয়তো আমার সঙ্গে আপনাদের অফিসের ঐ অন্য অসিত মজুমদারেরই চেহারার মিল—

—না, না, তার কোনো চান্স নেই। সেই অসিত গুহ মজুমদার বেঁটে আর কালো। আপনার সঙ্গে তো আমার তবু হাইটে মিল আছে, বয়েসটাও কাছাকাছি,—দাঁড়ান, প্রমাণ করে দিচ্ছি। এই তুতু,এদিকে আয় তো!

সেই দাদা ফ্রক পরা কিশোরী মেয়েটি তখনও দরজার কাছাকাছি ছিল। সে এসে ঘরে ঢুকলো। অসিত তাকে জিজ্ঞেস করলো, ভালো করে তাকিয়ে ছাখ তো! এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে?

মেয়েটি মিটি মিটি হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ, দারুণ মিল! হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না—

অসিত ঘর ফাটিয়ে হাসলো। ব্যাপারটা সে খুব উপভোগ্য করছে।

আমার কিন্তু হঠাৎ একটু ক্লান্ত লাগলো। কেন জানি না, অসিত মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে আমার আর ভালো লাগছে না। এই লোকটি বড় বেশী প্রাণবন্ত, পৃথিবীতে নিজের জায়গাটা এই লোকটি বড় বেশী অধিকার করে আছে। আমার চরিত্রে যা-যা নেই, এর মধ্যে ঠিক সেগুলিই ভরপুর। কিন্তু ঐ সমস্ত গুণগুলো আমার কাম্য নয়।

অসিত মজুমদার জীবনে যা পায়নি, যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, শুধু সেটাই আমার পেতে ইচ্ছে করছে।

অসিত বললো, দেখলেন তো? দেখলেন! এখন তো আমারই মনে হচ্ছে, সত্যিই আমিও আপনার চেহারায় আমার মিল খুঁজে পাচ্ছি। ঠিক আছে তুতু, তুই ভেতরে যা—

আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে, নিজে একটা ধরিয়ে অসিত হালকাভাবে বললো, আসুন না, দু'জনে জীবনটা একটু বদলা-বদলি করা যাক্ কিছুদিনের জন্য! আপনি আমাদের বাড়িতে এসে থাকবেন, আমি থাকবো আপনাদের বাড়িতে, অফিসটাও এক্সচেঞ্জ করে নিয়ে··· আপনার কোন্ অফিস? আপনি বিয়ে করেন নি নিশ্চয়ই?

প্রশ্নটা করে অসিত মজুমদার গোপনভাবে হাসলো। উত্তর না দিয়ে আমিও হাসলুম। অর্থাৎ অন্যের মা-কে মা বলে ডাকা যায়, অন্যের বিছানায় নিজের মতন করে শোয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রেই মুস্কিল!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, জীবন বদলাতে চাইছেন কেন? এ জীবনটা কি অসহ্য হয়ে গেছে নাকি?

—না, তা নয়। তবু, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে না, জীবনটা বদলাতে! একটু অন্য রকম! বুঝলেন, আমাদের অফিসের ইউ-নিয়নে একটা ট্রাবল চলছে, আমি আবার ইউনিয়ানের জেনারেল সেক্রেটারি—খুব ফাইট দিচ্ছি—কিন্তু এক এক সময় ইচ্ছে করে একটু বিশ্রাম নিই। কিন্তু মরে না গেলে, কিংবা চাকরি না ছাড়লে আর বিশ্রাম নেই!

—নিশ্চয়ই, জয় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়া চলে না।

—জয়ের কি শেষ আছে? আমি ইউনিয়ানের যতগুলো কেস নিয়ে ফাইট দিয়েছি, তার একটাতেও হারিনি। বুঝলেন, আমার রেকর্ড আছে। সেইজন্যই আমাকে প্রত্যেকবার সেক্রেটারি করে।

BanglaBook.org

তবে কি জানেন, লড়াইয়ের শেষ নেই, একটার পর একটা···জয় কাকে বলে বলুন ?

অসিত আমাকে একটা শক্ত প্রশ্ন করে অসুবিধেয় ফেলেছে। আমি জীবনে অনেক জায়গায় হেরেছি। আর ও আমাকে বলছে জয়ের কথা। ওকেও একটু অসুবিধেয় ফেলা দরকার। সেই জন্য, আমি চট্ করে প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি মায়াকে চেনেন ?

—মায়া ? কে মায়া ? মায়া কি ?

—না, না, আমার ভুল হয়েছে। আপনি সুস্মিতাকে চেনেন ?

—সুস্মিতা ?

অসিত আমার দিকে সন্ধিগ্ধভাবে তাকিয়ে উৎকটভাবে গম্ভীর হয়ে গেল। আত্মস্থভাবে সিগারেটে জোরে জোরে টান দিয়ে বললো, হ্যাঁ চিনি ! কেন, বলুন তো ?

—এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।

—আপনি সুস্মিতাকে চেনেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—সুস্মিতা এক সময় এ বাড়িতে খুব আসতো। এখন আর আসে না।

এরপর আর কোনো প্রশ্ন করা আমার পক্ষে ভদ্রতাসম্মত নয় বলেই আমি চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা, আমি তা হলে চলি এবার—

—না, না, আর একটু বসুন।

—আর বসার উপায় নেই। আমাকে যেতে হবে।

—আর একটু বসুন না !

—না।

—চলুন, আপনাকে আমি মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি।

গলিপথটা আর কোনো কথা বললাম না আমরা। মোড়ের

BanglaBook.org

মাথায় এসে অসিত জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি জন্য আমার কাছে এসেছিলেন, সে কথা বললেন না তো ?

—কোনো কারণ নেই, এমনিই।

—কোনো কারণ নেই ?

—না, সত্যিই। এমনিই অনেকদিন থেকে আপনাকে দেখার ইচ্ছে ছিল।

—কি দেখলেন ?

হালকাভাবে হাসলুম। আসল কথাটা অসিতকে বলা যায় না। সুস্মিতা বলেছিল, সে অসিতকে ঘৃণা করে। আমি দেখতে এসেছিলুম সেটা সত্যি কিনা। অথবা, সত্যিই অসিতকে ঘৃণা করা সম্ভব কি না।

না, অসিতকে ঘৃণা করার কিছুই নেই। সে ভারী চমৎকার মানুষ। প্রাণবন্ত, আমার চেয়ে ওর স্বাস্থ্য ভালো, মনটা সরল, কথা বলে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু অসিতও আংশিক মানুষ। আমারই মতন। আমরা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তার কিছু লোক আমাদের ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। আসলে অসিত আর আমি একজনই মানুষ, তাসের তলা আর ওপরের মতন। অসিত আর আমি পরস্পরের পরিপূরক।—পৃথিবীতে পূর্ণ মানুষ একজনও আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু অসিত আর আমার চেহারার খানিকটা মিল আছে বলেই আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের চরিত্র মিলিয়ে নিতে পারছি। না, খেলাটা আবার শুরু করতে হবে। আসানসোলে যে-খেলাটা আরম্ভ করেছিলাম।

সহজে ট্যাক্সি পাওয়া যাচ্ছে না, অসিত মজুমদার আমার জন্য ট্যাক্সি ধরে দেবার চেষ্টা করছে। তার ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতা আছে। আরোও দু' একটা ছোটখাটো কথা বললো আমার সঙ্গে, তারপর এক সময় জিজ্ঞেস করলো, আপনি সুস্মিতাকে কতদিন ধরে চেনেন ?

BanglaBook.org

—বেশীদিন নয়, এমনিই চেনা আর কি!

—হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?

—না, মানে, সুস্মিতার মুখে দু' একবার আপনার নাম শুনেছিলাম।

—আমি তো ওর কাছে কোনোদিন আপনার নাম শুনিনি?

—নাম করার মতন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কিছু নয়।

—সুস্মিতার সঙ্গে এক সময় আমার দারুণ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু আমার জীবনের এই একটা মিস্ট্রি, ও যে হঠাৎ কেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল···একমাত্র ওর কাছেই আমি হেরে গেছি!

মুখে কিছু বললাম না, চোখ দিয়ে বললাম, সে কথা আমি জানতাম! হয়তো, বেগমপুর স্টেশনে ট্রেনের জানলায় প্রথম যখন ওকে দেখি, তখনই আমার অবচেতন মন এটা টের পেয়েছিল। তাই এই খেলাটায়—

আমি মনে মনে বললাম, অসিত, আমি জীবনে অনেক কিছুই পারবো না, অনেক কিছুতেই ব্যর্থ হবো। তোমার ওপর ভার দিলুম, তুমি সেগুলোতে সার্থক হয়ো। আমার অনুরোধ রইলো। আমিও কথা দিচ্ছি, তোমার স্বভাবের অপূর্ণ অংশগুলো আমি পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করবো। আমি কথা দিচ্ছি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ১০ ॥

—মায়া, আমাকে চিনতে পারছো ?

ও প্রথমটায় শুনতে পায় নি! আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মায়া, আমাকে চিনতে পারছো ?

আবার খেলা শুরু হলো। সুস্মিতা আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে ঝলমলে ভাবে হাসলো, বললো, বাঃ, চিনতে পারবো না কেন ? বরং আপনিই আমাকে চিনতে পারছেন তো ?

—আমি তোমাকে প্রথম দিন থেকেই চিনি।

—গত সপ্তাহে আমি আপনাকে ট্রামের জানলা দিয়ে ডাকলাম। আপনি সেদিন আমাকে দেখেও দেখতে পেলেন না।

—সেদিন আমাকেই দেখেছিলে তো ?

—হ্যাঁ।

—মায়া, তোমার ভুল হয় নি ?

—না।

অসিত মজুমদার আমার পাশেই বসে আছে। হাতে মাংসের টুকরো, মুখটা আক্ষরিক অর্থে হাঁ। সে স্তম্ভিতভাবে আমাদের কথা শুনছে। সুস্মিতা কথা বলছে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

অসিত মজুমদারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অত কষ্ট করে ঠিকানা জোগাড় করে তার বাড়িতে যাওয়ার দরকার ছিল না। যে-নাটকে আমরা অবতীর্ণ হয়েছি, সেই নাটকের একটি দৃশ্যে অসিতের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া নির্দিষ্ট হয়েই ছিল। রেবার বিয়ের পর একটা পার্টি দিয়েছে, রেবার নতুন স্বামীর বন্ধু অসিত সেখানে নেমন্তন্ন পাবেই, এবং রেবার ভূতপূর্ব স্বামীর বন্ধু হিসেবে আমিও।

আমি আর অসিত পাশাপাশি খেতে বসেছিলাম। অন্যদের আনন্দ দেবার জন্য। আজ আমরা দু'জনেই ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেছি,

BanglaBook.org

আজ অন্যদের চোখে আমাদের মিল আরও প্রকট। অন্যরা আমাদের নিয়ে বেশ আলোচনা করার সুযোগ পাচ্ছিল।

কিন্তু আমরা পাশাপাশি বসেছি বলেই, আমাদের মিল সত্ত্বেও, কেউ আজ আমাদের অন্যজন হিসেবে ভুল করেনি। একজনও আজ আমাকে অসিত বলে ডাকে নি, আর জ্যোতি বলে ডাকার মতন লোক এই নেমন্তন্নের আসরে খুব কমই এসেছে। পাশাপাশি বসেছি বলেই আজ আমাদের স্বভাবের ছোটখাট অমিলগুলো অন্যদের চোখে পড়েছে, চেহারার মিলটা আজ গৌণ। আজ আমরা আলাদা মানুষ!

অসিত গোড়া থেকেই বেশ খুশী মেজাজে ছিল। প্রায় শ'খানেক নিমন্ত্রিতের মধ্যে, অনেকেই তার চেনা। তাদের সবার সঙ্গেই সে হাসিঠাট্টা করছে, আমার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অনেকের। পরিচয় করানোর সময় আমাকে দেখিয়ে বলেছে এই যে, ইনি আমার প্রটোটাইপ!

আমি তন্নতন্নভাবে লক্ষ্য করছিলাম, অসিতের চোখ বিশেষ কারুকে খুঁজছে কিনা। অসিত নিজের মনের ভাব বেশ লুকোতে জানে, কারণ, বিশেষ কারুকে খুঁজলেও তার চোখ দেখে তা বোঝা যায় না। আমি অবশ্য গোড়া থেকেই এসে সুস্মিতাকে খুঁজছিলাম।

অসিত বেশ জনপ্রিয়, অনেকেই তাকে ভালোবাসে—অন্যরা যেভাবে তার সঙ্গে কথা বলছিল, তা থেকেই বোঝা যায়। দু'তিনটি সুন্দরী যুবতী অসিতের সঙ্গে কথা বলার সময় গলার আওয়াজে রীতিমতন আর্দ্রতা এনে ফেলেছিল। অসিতকে রীতিমতন ঈর্ষা করা যায়, কিন্তু আমি তো চাই, অসিতই আমাকে ঈর্ষা করবে। এ খেলাটাই এরকম। কিন্তু সুস্মিতা আসেনি।

এক সময় অসিত বললো, চলুন, খেয়ে নেওয়া যাক্!

—আরেকটু পরে। এখনো বেশী রাত হয়নি?

—কম কি, পৌনে ন'টা। এর পর আর খিদে থাকে না। আসুন

BanglaBook.org

না, খাওয়াটা সেরে ফেলি, তারপর না হয় গল্প করা যাবে!

রেবাই এখানে আমার একমাত্র চেনা। কিন্তু আজকের দিনে সে আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ গল্প করবে—তা আশা করা যায় না। রেবাকে শুধু আমার জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, হিমানীশের যে সোনার হাত-ঘড়িটা এতদিন রেবার কাছে যত্ন করে রাখা ছিল, সেটা সে তার নতুন স্বামীকে পরতে দিয়েছে কিনা। জিজ্ঞেস করার সময় পাইনি। যাই হোক, অসিতই আমার বন্ধুর ভূমিকা নিয়েছিল। আর, একা একা খাওয়ার চেয়ে কারুর সঙ্গে খাওয়াই ভালো।

যদিও সুস্মিতাকে না দেখে আমি মুষড়ে পড়েছিলাম—আমার মনোবল নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, আর মন খারাপ থাকলে কি আর ক্ষিধে থাকে? অসিত কিন্তু বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল। পৃথিবীতে সে সব কিছু ভোগ করার জন্য, সব কিছু জয় করার জন্য এসেছে। সে এত জয়লোভী বলেই তাকে একবার হারতে হবে। আমি জীবনে বারবার হেরেছি, আমাকে তো একবার অন্তত জিততে হবেই, না হলে চলবে কেন? না হলে আমাদের জীবন পরিপূরক হবে কেন?

খাওয়ার মাঝপথে যখন মাংস এসেছে, সেই সময় সুস্মিতাকে দেখলাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিয়ের পার্টিতে তার এত দেরী করে আসা উচিত হয়নি। খুব সেজেছে আজ সুস্মিতা, লেমন ইয়োলো রঙের সিল্কের শাড়ী পরেছে, নিশ্চয়ই শাড়ীটা নতুন! আমরা যেখানে বসেছি, সুস্মিতা তার থেকে অনেক দূরে দূরে ঘুরছে। যাই হোক, ব্যস্ততার কিছু নেই। দেখা হবেই। এদিকে সে একবারও তাকায় নি, কিন্তু আমি ধ্রুব নিশ্চিত, সে আমাদের দু'জনকেই দেখেছে।

আমি যে-সারিতে বসেছি, তার উল্টো সারি থেকে একটি মেয়ে সুস্মিতার নাম ধরে ডাকলো। সুস্মিতা সেখানে এসে আমাদের দিকে পেছন ফিরে কথা বলতে লাগলো মেয়েটির সঙ্গে।

এবার আর মনে মনে নয়, এবার আমি বেশ জোরে বললাম; মায়া, আমাকে চিনতে পারছো?

BanglaBook.org

সুস্মিতা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝলমলে ভাবে হাসলো। দু'এক পলক চোখাচোখি হলো, সেই দু'এক পলকের মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেল। আমি সেই হিপ্নোটিজম্ খেলার মতনই, সুস্মিতার দিকে চোখ রেখে মনে মনে বললাম, ভালো করে চেয়ে ছাখো। এখন আমরা পাশাপাশি আছি, এখন আর শুধু চেহারা দেখো না। মানুষকে ঘৃণা করতে নেই, মানুষকে ভালোবাসতে হয়। তুমি মানুষের একটা অংশকে ঘৃণা করেছো, এবার তার অন্য অংশকে ভালোবাসো। জয়ীকে পরাজিত করেছো তুমি, এবার পরাজিতকে জয়ী করো।

এবার আর কানে কানে ফিসফিস করে বলতে হলো না, ভাণ করুন, প্লিজ, ভাণ করুন। এখন আমাদের সেই জীবন-বদলের খেলা শুরু হয়ে গেছে। এ খেলার কোনো নিয়ম নেই। এবার সুস্মিতা নিজের থেকে বললো, বাঃ, চিনতে পারবো না কেন? বরং আপনিই আমাকে চিনতে পারছেন তো?

বিস্মিত অসিত তার হাতের মাংসের টুকরোটা প্লেটে নামিয়ে রাখলো। সুস্মিতা ওর দিকে একবারও চোখ রাখে নি। অসিত নীরস গম্ভীরভাবে বললো, সুস্মিতা, তোমার নাম আবার মায়া কবে থেকে হলো?

আমার ভয় হলো, সুস্মিতা হয়তো উত্তর দেবে না। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। আমি বন্ধুর মতন হেসে অসিতকে বললাম, আপনি জানেন না? মায়া তো ওর ডাক নাম!

সুস্মিতা অন্যদিকে চোখ রেখেই উদাসীনভাবে বললো, হ্যাঁ, মায়া আমার ডাক নাম। অনেকদিন আমাকে এই নামে কেউ ডাকে নি।

সুস্মিতার এই কথা বলার সুরে এমন একটা অদ্ভুত দুঃখের সুর ছিল যে আমি আর অসিত দু'জনেই একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

সুস্মিতা আমাকে বললো, আপনি খেয়ে নিন। আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

—তুমি কোথায় থাকবে? তোমাকে কোথায় খুঁজে পাবো?

BanglaBook.org

—আমি আপনাকে খুঁজে নেবো।

সুস্মিতা চলে যাবার পর আমরা দু'জনেই আবার খাবার মনঃসংযোগ করলুম। আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না একটুও, শুধু অসিতকে সঙ্গ দেবার জন্য নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। অসিত ধীরে-সুস্থে সব ক'টা মাংস শেষ করলো। তারপর সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। তার মুখখানা বিবর্ণ, রক্তশূন্য। হঠাৎ নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো আমার।

অসিত খুব ম্লান গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি সুস্মিতাকে বুঝি অনেক দিন থেকে চিনতেন? সেদিন আমাকে এ কথা বলেন নি তো! আপনি ওর ডাক-নাম পর্যন্ত জানেন! মায়া যে ওর ডাক-নাম তা আমি জানতাম না, কোনোদিন বলেনি।

আমি খুব তাড়াতাড়ি বললাম, হ্যাঁ, ওকে প্রায় ছেলেবেলা থেকেই চিনি বলা যায়। মাঝখানে অনেকদিন দেখা হয়নি!

সুস্মিতা আমাকে এ কথা কখনো বলেনি তো! আমার এখন কি মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে, সুস্মিতা আপনার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছিল! আমাকে ভেবেছিল জ্যোতি—

—না, না, তা নয়।

—হ্যাঁ, তাই।

আমি অসিতের চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকালাম। অসিত একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, জয় কাকে বলে? অসিতই ঐ প্রশ্নের উত্তর জানে, আমি জানি না।

আমি ওকে অত্যন্ত মিনতি-ভরা গলায় বললাম, আপনি যা জানেন, তা সত্যি নয়। ওর চোখে আপনি আলাদা, আমি আলাদা। আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন?

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে অসিত একটা বিচারের বাণী উচ্চারণ করার মতন বললো, না।

লম্বা টানা বারান্দা, একটু আগে এখানে অতিথিরা বসেছিল, এখন

BanglaBook.org

সবাই খেতে গেছে। শুধু সুস্মিতা আর আমি। পিছনে উৎসবের কলরব, আমরা দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু বাদে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই হালকা লেমন ইয়োলো রঙের শাড়ীটা নতুন কিনেছো?

সুস্মিতা লাজুকভাবে হেসে বললো, হ্যাঁ, সেই যে আপনি বলেছিলেন। কি, আমাকে সেরকম মানিয়েছে?

—এখন বলবো না সে কথা।

—কেন? তা হলে কোথায় বলবেন?

—একদিন কিংবা এক্ষুণি গঙ্গার পাড়ে, স্ট্রাণ্ডের কাছে যেতে হবে। সেখানে আমি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবো। তুমি খুঁজবে আমাকে, খুঁজতে খুঁজতে যখন পাবে, তখন বলবে, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আপনাকে আমি কতক্ষণ থেকে খুঁজছি—! আমি তখন বলবো—

—এটাও কি সেই খেলা?

—হ্যাঁ।

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সুস্মিতা। আলোয় জ্বলজ্বল করছে তার মুখ, চোখের পাতায় যেন অভ্র ছড়ানো, রেলিং-এর ওপর ফর্সা নরম হাতখানি রাখা। সুস্মিতা বললো, আচ্ছা যাবো—।

———

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সরাইখানা

পথে নানারকম বিপদের আশঙ্কা আছে বলে সুরপতি একটি বড় বণিকদলের সঙ্গ নিয়েছিল। সুরপতির সঙ্গে তার তরুণী পত্নী সুভদ্রা আর চার বৎসরের শিশুপুত্র ধ্রুবকুমার।

অনেক দস্যুও বণিকের ছদ্মবেশে পথে পথে ঘোরে, সেই জন্য ভয় ছিল সুরপতির। কিন্তু এই দলটি সম্পর্কে সে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দলে রয়েছে প্রায় আটাশ-তিরিশজন লোক এবং অনেকগুলি ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠ-বোঝাই মালপত্র। দলটির সামনে ও পিছনে রয়েছে অস্ত্রধারী প্রহরী। অনেক অনুরোধ করে সুরপতি এই দলের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। অবশ্য প্রহরীদের খরচ বাবদ তাকে দিতে হয়েছে দশটি সিক্কা টাকা।

সুরপতির সঙ্গে ধন-সম্পদ বিশেষ কিছুই নেই। সে বিষণ্ণ মনে দেশ ত্যাগ করছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ভীষণ কালাজ্বরে তার পরিবারের আর সকলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার বৃদ্ধ মা, বড় ভাই, তার স্ত্রী-পুত্রাদি, সুরপতির চেয়েও বয়েসে ছোট এক কাকা পর পর ঐ অসুখে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল এক মাসের মধ্যে। সুরপতি শোক করারও সময় পায়নি।

বিপদ শুধু এক দিক দিয়ে আসে না। এই সময়েই আবার বাজারে আগুন লাগে। দু'পুরুষ ধরে সুরপতিদের অন্নের সংস্থান হতো যে বস্ত্রের দোকানটি থেকে, সেটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে সুরপতি বাড়িতে তিনটি মুমূর্ষ আত্মীয়কে রেখেও ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু তখন বন্দরের সারি সারি দোকান দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিয়তিতে টানা পতঙ্গের মতন সুরপতি ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, প্রতিবেশীরা তাকে জোর করে ধরে রাখে। তখন মাথা চাপড়ে হায় হায় করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। সকলেই বলাবলি করছিল, সপ্তগ্রাম বন্দরে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি লেগেছে!

ভগ্নহৃদয়ে সুরপতি তারপর বিষয়-সম্পত্তি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সব বিক্রি করে দেশত্যাগ করেছে। বিষয়-সম্পত্তির দামও বিশেষ কিছু

BanglaBook.org

পায়নি, কারণ দেশজোড়া মন্দা চলছে, খরিদ্দার কেউ নেই। ভাগ্যান্বেষণে সুরপতি চলেছে দেশান্তরে।

কিন্তু সুরপতির বড় সম্পদ তার স্ত্রী। এমন রূপসী রমণী সচরাচর চোখে পড়ে না। সুভদ্রা বেশ দীর্ঘাঙ্গী, তার মাথার চুল পিঠ ছাপিয়ে নেমে আসে; বড় বড় অক্ষিপল্লব, অতি কোমল পেলব মুখ। সমস্ত শরীরখানাই যেন লাবণ্যমাখা। রাজেন্দ্রাণী হলেই তাকে মানাতো, কিন্তু সে বাঁধা পড়েছে সুরপতির মতন এক ভাগ্যহীনের সঙ্গে।

সুভদ্রা শুধু রূপসীই নয়, তার মনটিও অতি কোমল। পৃথিবীতে যে কত পাপ, কত অন্যায় আছে, সে যেন তার খবরই রাখে না। সে সব কিছুই সুন্দর দেখে। সুভদ্রার জন্ম অতি গরিব বাড়িতে, অথচ সে অর্থসম্পদের কোনো মূল্যই বোঝেনি এ পর্যন্ত। সুরপতির যখন অবস্থা সচ্ছল ছিল, তখন সুভদ্রা দু'হাতে বিলিয়েছে। কোনো দীন-দুঃখী ফেরেনি তাদের বাড়ি থেকে। আবার এখন যে সুরপতি এমন দরিদ্র হয়ে গেছে, তাতেও তার কোনোরকম মালিন্য নেই। সব কিছুই সে হাসিমুখে সহ্য করতে পারে। ছেলেটিও হয়েছে ঠিক মায়ের মতন।

সুরপতির ভয় তার স্ত্রীকে নিয়ে। সুন্দরী রমণীকে নিয়ে পথ চলার বিপদ অনেক। তাছাড়া সুরপতির আর একটা দুর্বলতা আছে। স্ত্রীকে সে এতই ভালবাসে যে অপর কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর দিকে একটু তাকালেই সে সহ্য করতে পারে না। ক্রোধে তার শরীর জ্বলে যায়। যদিও সুভদ্রা সব সময় অবগুণ্ঠনে তার মুখ ঢেকে রাখে, তবু তার ও অনিন্দ্যকান্তির দিকে মানুষের চোখ যাবেই।

বণিকদলের মধ্যে একটি তরুণ সুভদ্রার পুত্রকে আদর করার ছলে প্রায়ই সুভদ্রার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে। দু'দিন ধরেই সুরপতি লক্ষ্য করছে। যুবকটিকে তার পছন্দ হয় না। যুবকটির নাম ধনরাজ। সে খুব সুপুরুষ না হলেও স্বভাবটি অতি উচ্ছল। সে বেশী কথা বলে, বেশী হাসে। তার চোখের তারা দুটি চঞ্চল, কারুর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারে না। এই প্রকারের মানুষ সাধারণতঃ বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

BanglaBook.org

তবে একটি আশ্বাসের কথা এই যে বণিকদলের দলপতি পূর্ণানন্দর ওপর ভরসা করা যায়। বিশাল তার চেহারা, মেজাজটিও খুব কড়া, কিন্তু মানুষটি ধার্মিক প্রকৃতির, দলের মধ্যে তিনি কঠোর শাসনের প্রবর্তন করে রেখেছেন। সুরপতির বিশ্বাস আছে যে ধনরাজ যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে তাহলে পূর্ণানন্দের কাছে নালিশ করলে সুবিচার পাওয়া যাবে।

সারাদিন ধরে পথ চলা, তারপর সন্ধ্যার পর বিশ্রাম।

এখন গ্রীষ্মকাল, তাই রাত্রে বাইরেই শুয়ে থাকা যায়। প্রান্তরের মধ্যে সকলেই কাছাকাছি শুয়ে থাকে, রক্ষীরা পালা করে প্রহরা দেয়। চারদিকে আগুন জ্বালা থাকে।

বণিকরা যাবে অনেক দূর। এক মাস দেড় মাসের পথ পায়ে হেঁটে তারা চলে যায় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে। আবার কয়েক মাস পর ফেরে। সুরপতিরা কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। এর মধ্যেই তারা পার হয়ে এসেছে কয়েকটি নগর, কিন্তু সব জায়গাতেই দেখেছে কালাজ্বরের উপদ্রব। মানুষের মধ্যে হাহাকার। বঙ্গদেশে এখন সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছে। নবাবী শাসন অতি শিথিল, মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা, যাদের অর্থসম্পদ এসেছে ডাকাতি থেকে। এর মধ্যে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরপার থেকে আসা শ্বেতাঙ্গ টুপীওয়ালারা, যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। তার ওপর দুঃস্বপ্নের মতন যখন-তখন আসে বর্গীর হাঙ্গামা, হ্রস্বকায় ঘোড়ায় চেপে দুর্ধর্ষ মারাঠারা প্রবল ঝড়ের মতন এসে এক-একটা জনপদ লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়ে যায়। বঙ্গের কোথাও এখন আর শান্তি নেই, অনেকেই এ রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছে।

সুরপতি এমন কোনো নগরে বসতি নিতে চায়, যেখানে আছে সুখ। আছে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। যেখানে বিদেশী নতুন মানুষও পেতে পারে কোনোরকম জীবিকা অর্জনের সুযোগ। জানে না, সেরকম নগর কোনো দেশে আছে কিনা!

BanglaBook.org

এমন দিনের পর দিন পায়ে হাঁটার অভ্যেস নেই সুরপতির। তবু সে পুরুষমানুষ। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার তো কখনোই হাঁটেনি। ধ্রুবকুমারকে পালা করে কোলে নিতে হয়। অবশ্য একটা সুবিধে এই, এই সার্থবাহের সকলেই ধ্রুবকুমারকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। সকলেই তাকে নিয়ে কৌতূক করে, স্বেচ্ছায় তাকে কোলে নিয়ে যায়। সুভদ্রার কোমল পা দুখানি নিশ্চয়ই এতখানি পথ চলায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, কিন্তু একটিবারও সে টুঁ শব্দটি করে না। বরং রাত্রিবেলা সে সুরপতির পায়ে তেল মালিশ করে দেয়।

একবারই মাত্র, কাল দুপুরে সুভদ্রা উঃ শব্দ করে বসে পড়েছিল পথের মাঝখানে। তার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছে। কি হয়েছে, কি হয়েছে বলে ধনরাজই আগে ছুটে গিয়েছিল। সুরপতি রুক্ষভাবে বলেছিল, আপনি সরুন! আমি দেখছি!

সুভদ্রা কিছুতেই পা দেখাবে না। স্বামীকে তার পা ছুঁতেও দেবে না। নিশ্চয়ই সে অতিরিক্ত ব্যথা পেয়েছে, কারণ চোখে টলটল করছে জল। সুরপতি জেদ করতে লাগলো কাঁটাটা দেখবার জন্য। সুভদ্রা পা ঢেকে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত ধনরাজই বাতি জ্বেলে তাতে একটা বড় আকারের চাবি নিয়ে গরম করে সুরপতিকে বললো, আপনি এটা ঠেসে ধরতে বলুন ক্ষতস্থানে।

সেই ভাবেই কাঁটাটা উঠলো বটে কিন্তু সুরপতি খুব একটা খুশী হলো না তাতে। ধনরাজের সাহায্য নিতে চায়নি সে। এই সুযোগে পাষণ্ডটা সুভদ্রার অনেক কাছাকাছি এসেছিল এবং তার মুখ দেখার চেষ্টা করেছিল।

এই এক জ্বালা! মুখে কিছু বলা যায় না, সুরপতি ধনরাজকে কিছুতেই বলতে পারবে না, তুমি আমার পত্নীর দিকে তাকাচ্ছো কেন হে? সেটা হাস্যকর শোনাবে। অথচ ভেতরে ধিকি ধিকি করে জ্বলে রাগ। ছোকরাটিও অতি নির্লজ্জ, সুরপতি আকারে-ইঙ্গিতে তার অসূয়ার কথা জানায়, তবু ধনরাজ দূরে সরে যায় না। বরং বার বার গায়ে পড়ে

BanglaBook.org

উপকার করতে আসে।

আজ সকাল থেকে চলার গতি বৃদ্ধি করতে হয়েছে পূর্ণানন্দের আদেশে। আকাশে মেঘ জমেছে। দু'এক-দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামতে পারে। বৃষ্টির সময় পথ চলা দায় হবে। রাত্রিবেলা আশ্রয় নিতে হবে কোনো চটিতে। তার খরচ আছে। তা ছাড়া এক চটিতে এতগুলি মানুষের সংস্থান হবে কিনা তাও একটা কথা।

দ্রুত পথ চলার আরও একটি কারণ আছে। এখানেই কুখ্যাত ডাকাত সর্দার বুধনাথের দলের খুব উপদ্রব ছিল একসময়। হিংস্র পশুর চেয়েও নৃশংস এই বুধনাথ। যদিও শোনা গেছে যে টুপিওয়ালা সাদা চামড়ার সাহেবদের সঙ্গে নাকি বুধনাথের দলের খুব এক চোট লড়াই হয়ে গেছে কিছুদিন আগে, তাতে বুধনাথের দল পর্যুদস্ত হয়ে গেছে— তবু তার চ্যালা-চামুণ্ডারা কেউ থাকতে পারে। দিনের বেলাতেই জায়গাটা পার হয়ে যাওয়া ভালো।

এর মধ্যেই মাঝে মাঝে দু'একটি যাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তার মধ্যে একটি দল যে দস্যুদের, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ধরন-ধারণ, তাদের চোখের চাহনি, সবই বক্র। দলের মধ্যে সকলেই সমর্থ জোয়ান, একটিও শিশু বা বৃদ্ধ নেই, সেটাও স্বাভাবিক মনে হয় না। মাঝে মাঝে দু'একটি লোক হঠাৎ পথের ধার থেকে উঠে এসে এই যাত্রীদলের সঙ্গে যোগ দিতে চায়। এগুলিও সন্দেহজনক। এরা সাধারণত দস্যুদের গুপ্তচর হয়। পূর্ণানন্দ কারুকেই স্থান দেননি। তিনি মানুষ চেনেন। অন্য যে দলটিকে ডাকাত বলে সন্দেহ করা হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে তিনিই সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সেই দলটির মতলব নিশ্চিত ভালো ছিল না। কিন্তু এদের এত বড় দল ও সশস্ত্র রক্ষী দেখে তারা নিরীহ সেজে পাশ কাটিয়ে গেছে।

দুপুরের মধ্যেই ওরা বল্লারপুরের সেই কুখ্যাত মোড়টি পার হয়ে গেল। জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে, এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে কিছু শুকনো হাড়। ওগুলি ঘোড়ার হাড় বলেই মনে হয়। তাহলে এখানে

BanglaBook.org

নিশ্চিত কোনো যুদ্ধ হয়েছিল। টুপিওয়ালা সাদা চামড়ারা কোনো লড়াইতেই চট্ করে হারে না। ওরাও দল বেঁধে ব্যবসা করতে আসে, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গেই আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। টুপিওয়ালাদের দেখে সাধারণ মানুষরা ভয় পায় না, যেমন ভয় পায় নবাবের সৈন্যদের দেখে।

বল্লারপুর ছোট্ট একটি জনপদ। একটি চটি ও কিছু দোকান আছে। এখানকার মানুষজনকে দেখলে মনে হয়, তাদের মধ্যে সেরকম কোনো আতঙ্ক নেই। পথশ্রমে ক্লান্ত সুরপতির একবার মনে হলো, আর বেশীদূর এগিয়ে কাজ নেই। এখানেই বসতি নিলে হয়। কাছেই একটি বেশ বড় আকারের নদী আছে। নদীপ্রান্তবর্তী জনপদের সমৃদ্ধি ক্রমেই বাড়ে।

পরামর্শের জন্য সুরপতি প্রস্তাবটা উত্থাপন করলো পূর্ণানন্দের কাছে। পূর্ণানন্দ এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। তিনি বহুদর্শী লোক, জীবনে বহু নগর জনপদ দেখেছেন।

তিনি বললেন, সুরপতি এখানে গৃহনির্মাণ করে থাকতে পারে বটে, কিন্তু এখানে জীবিকার্জনের কোনো আশা নাই। এত ছোট জায়গায় বাইরের কোনো নতুন লোক এসে সুবিধে করতে পারে না! প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়লে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা খড়্গ-হস্ত হবে। তারা নবাগতকে ছলে বলে কৌশলে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। আবার হয়তো সুরপতির বিপণিতে আগুন লাগবে। নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে হয় কোনো বড় জায়গায়। ছোট জায়গায় সঙ্কীর্ণতা বেশী। তা ছাড়া এতটুকু জায়গায় তিনটি কালীমন্দির, অর্থাৎ এখানকার লোকেরা ঘোর শাক্ত, সুরপতির মতন বৈষ্ণব এখানে সহজে মানিয়ে নিতে পারবে না।

সুরপতি পূর্ণানন্দের কথাগুলো চিন্তা করে দেখলো। এই পরামর্শ তার যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হলো। ভালো করে ভেবেচিন্তেই স্থান নির্বাচন করতে হবে। বড় জায়গাতেই নতুন লোকের পক্ষে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সুবিধে। আর কিছুদূর গেলেই অন্য রাজ্য, সেখানে বৃহৎ কোনো নগর থাকতে পারে।

BanglaBook.org

বল্লারপুরে আহারাদি সেরে এবং কিছু রসদ সংগ্রহ করে দলটি আবার বেরিয়ে পড়েছিল। আবার পথ চলা।

এখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এবার কোথাও রাত্রির মতন থাকতে হবে। কাছাকাছি কোনো সুবিধাজনক স্থান পাওয়া যাচ্ছে না। আগাগোড়া রুক্ষ মাঠ। একটা কোনো জলাশয় থাকা দরকার। এত লোকের হাত-মুখ প্রক্ষালনের জন্য কম জল লাগে না।

ধনরাজ এসে সুরপতির পাশাপাশি হাঁটছে। অদূরে ছেলেকে কোলে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে সুভদ্রা। সুভদ্রা হাঁটছে সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কিন্তু সেদিকে সুরপতির নজর পড়লেই সে আবার সামলে নিচ্ছে নিজেকে। সে কিছুতেই স্বীকার করবে না যে তার পায়ে কাঁটা ফোটার ব্যথা আছে। একটু আগে সুরপতি ছেলেকে নিজের কাছে নিতে চেয়েছিল, সুভদ্রা রাজী হয়নি। সুভদ্রা একবারও ক্লান্তির কোনো চিহ্ন দেখায় না।

ধনরাজ সুরপতিকে বললো, আপনি নতুন জায়গায় বসতি নিতে চাইছেন, আপনাকে আমি একটি উপযুক্ত জায়গার সন্ধান দিতে পারি।

সুরপতি বললো, কোথায় ?

ধনরাজ অতি উৎসাহের সঙ্গে বললো, আপনি দারুকেশ্বর চলুন। সেখানকার জল অতি মিষ্টি—দূর দূর থেকে লোকে দারুকেশ্বরের জল পান করতে আসে। সেখানে জমি অতি উর্বরা, ফসলে কখনো কীট লাগে না। মানুষজন অতি শিষ্ট। দারুকেশ্বরে বিখ্যাত পণ্ডিতের টোল আছে, আপনার পুত্রটি সেখানে বিদ্যাশিক্ষা করতে পারবে।

—দারুকেশ্বরে বাণিজ্যের হাল কি রকম ?

—দারুকেশ্বরে মস্ত বড় হাট বসে। গঞ্জের হাট, নৌকোয় করে সব বণিকরা আসে অন্য রাজ্য থেকে। দারুকেশ্বরের রেশমী কাপড়ের খুব সুনাম আছে। ইংরাজ বণিকরাও ঐ কাপড় বেশী দাম দিয়ে কেনে।

BanglaBook.org

কাপড়ের কথা শুনে সুরপতি একটু বেশী আগ্রহী হলো। কয়েক

পুরুষ ধরে তাদের কাপড়েরই ব্যবসা। সে নিজেও এটাই ভালো বোঝে।

সে জিজ্ঞেস করলো, ওখানকার তাঁতীরা কি দাদন নিয়ে খাটে? নাকি নিজেদেরই মূলধন?

অনেক তাঁতী আছে, কে কী রকম ভাবে খাটে, তা আমি ঠিক বলতে পারি না।

—কত দূরে দারুকেশ্বর?

—আর দু'দিনের মাত্র পথ। আমার নিজের বাড়ি সেখানে। আপনি যদি গৃহনির্মাণ করতে চান, আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেব।

সুরপতি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। দারুকেশ্বর জায়গাটার কথা শুনে তার বেশ পছন্দই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে এই যুবকের বাড়ি! সুরপতির আগ্রহ কমে গেল। সাহায্য করার ছুতোয় ধনরাজ সেখানে সুরপতির বাড়িতে প্রায়ই আনাগোনা করবে—আর সুভদ্রার দিকে লোভীর চোখে তাকাবে! তাঁতীদের দাদন দেবার জন্য সুরপতিকে মাঝে মাঝে যেতে হবে গ্রামান্তরে. তখন সুভদ্রা বাড়িতে একা থাকবে। সেই সুযোগ নিয়ে আসবে এই রূপচোর।

সুরপতি উদারভাবে বলল, দেখি!

ধনরাজ আরও সবিস্তারে দারুকেশ্বরের গুণপনা বর্ণনা করতে লাগলো। এমন জায়গা যেন দুনিয়ায় নেই। সুরপতিকে সে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাবেই। সুরপতি অবশ্য ইতিমধ্যেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে যে আর যেখানেই যাক দারুকেশ্বরে সে কখনই যাবে না!

ধ্রুবকুমার তার মায়ের কোল থেকে নেমে পড়েছে। এবার ধনরাজ দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। তারপর খেলাচ্ছলে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল আবার। ধ্রুবকুমার খলখল্ করে হেসে উঠলো। এর মধ্যেই ধ্রুবকুমারের সঙ্গে ধনরাজের বেশ ভাব জমে গেছে। সে ধনরাজের কটিবন্ধে ঝোলানো তলোয়ারটা নিজের হাতে নিতে চায়।

সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে এসেছে। কাছেই একটি অরণ্য। সাধারণতঃ

BanglaBook.org

অরণ্যের মধ্যে এঁরা রাত্রিবাস করতে চায় না। কিন্তু এই অরণ্যটি তেমন ঘন নয়। দূরে দূরে গাছ, মাঝখানে পরিষ্কার তকতকে ভূমি। এইসব জঙ্গলে সাধারণতঃ হিংস্র প্রাণী থাকে না। তার চেয়েও বড় কথা, এই জঙ্গলের মধ্যে একটি স্বচ্ছ জলের ঝর্না আছে! এই জল পান করা যায় নিশ্চিতে। সব দেখে শুনে পূর্ণানন্দ এখানেই রাত্রিবাসের নির্দেশ দিলেন।

সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে নিয়ে সুরপতি একটা বড় পিপুলগাছের নীচে আশ্রয় নিল। কাঁধের বোঝা নামিয়ে রাখলো এক পাশে। ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠে বণিকদের যে মালপত্র রয়েছে তার মধ্যেও সুরপতি নিজেদের দুটি পুঁটলি চাপিয়ে দিয়েছে। এখন সেগুলি নিয়ে এলো।

দিনের বেলা গুরুভোজন হয়েছে, রাত্রে বিশেষ কিছু না খেলেও চলে। সঙ্গে কিছু ক্ষীরের লাড্ডু আছে। তা ছাড়া এক্ষুনি এক জায়গায় বেশ বড় করে আগুন জ্বালানো হবে, সেখান থেকে যে-যার ইচ্ছে মতন অন্নব্যঞ্জন তৈরী করে নিতে পারে। দলের মধ্যে আর কোনো নারীও নেই, শিশুও নেই। বণিকরা এই সময় রোজই ধ্রুবকুমারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব আদর-যত্ন করে। বোধ হয় তাদেরও বাড়িতে-ছেড়ে-আসা শিশুপুত্রের কথা মনে পড়ে।

সুভদ্রা ঘোমটাটা এই সময় একটু তুললো। পরিশ্রমে তার ফরসা মুখখানি এখন রক্তাভ। তবু সে সুরপতির দিকে চেয়ে হাসলো।

সুরপতি বললো, আজ সপ্তম দিন পার হলো। আর তো হাঁটা যায় না! এবার সামনে যে নগরী পাবো, সেখানেই থেকে যাবো।

সুভদ্রা বললো, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে!

সুরপতি ক্লান্তভাবে হেসে বললো, না আমার কষ্টের জন্য নয়, আমি ভাবচি তোমাদের কথা। তোমার পায়ের সেই ক্ষত স্থানটা দেখি, যেখানে সেই কাঁটা ফুটেছিল?

সুভদ্রা তাড়াতাড়ি পা ঢেকে বললো, সেখানে আর ব্যথা-বিষ নেই।

—তবু আমি দেখবো।

BanglaBook.org

—দেখার কিছু নেই। আপনার মুখ ধোওয়ার জন্য জল এনে দেবো ?

—সে-সব পরে হবে। আগে তোমার পা দেখাও আমাকে। এখানে কাছাকাছি কেউ নেই, এখানেও কি তোমার লজ্জা ?

সুভদ্রা কিছুতেই দেখাতে চায় না, কিন্তু সুরপতি দারুণ জোরাজুরি করতে লাগলো।

শেষ পর্যন্ত সুভদ্রা তার পায়ের পাতা স্বামীকে দেখাতে বাধ্য হলো। তাও দূর থেকে।

সে জায়গাটা দেখে শিউরে উঠলো সুরপতি। পা-টা একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। খানিকটা মাংস খুবলে গেছে। এইরকম পা নিয়ে হেঁটে আসছে সুভদ্রা, অথচ একবারও মুখ ফুটে কিছু বলবে না!

সুরপতি বললো, তুমি কি সুভদ্রা ? তুমি কি মানুষ ?

সুভদ্রা মৃদু গলায় বললো, আপনি বেশী চিন্তিত হচ্ছেন। আমার তেমন ব্যথা বোধ হয় না।

সুরপতি চিন্তিত হয়ে পড়লো। বণিক দলের মধ্যে চিকিৎসক বৈদ্য কেউ নেই। এরকম অবস্থা নিয়ে সুভদ্রার এক পা-ও চলা উচিৎ নয়। অথচ এই জঙ্গলে তারা একা একা থাকবেই বা কি করে ? থেকেও লাভ নেই, কোনো জনপদে নিয়ে গিয়ে সুভদ্রার চিকিৎসা করানো দরকার।

কাল যে করেই হোক সুভদ্রাকে একটা অশ্বপৃষ্ঠে চাপাতে হবে। তাতে যত অর্থব্যয় হয় হোক। সুভদ্রা অশ্বপৃষ্ঠে উঠতে চাইবে না, দারুণ আপত্তি করবে—সুরপতি জানে। কিন্তু দরকার হলে তাকে জোর করেও তুলে দিতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরপতি বললে, সুভদ্রা, আমারই ভাগ্যদোষে তুমি আর ধ্রুবকুমার এত কষ্ট পাচ্ছো! হায় নিয়তি, তুমি আমাদের আর কোথায় নিয়ে যাবে ?

সুভদ্রা ব্যাকুল হয়ে বললো, ওকথা বলবেন না, ওকথা বলবেন না! আমাদের তো কোনো কষ্ট নেই। বরং কি সুন্দর এই পদযাত্রা

BanglaBook.org

কত নতুন নতুন দেশ দেখছি ! সারা জীবন এক জায়গায় থাকা তো কুপের ব্যাঙের মতন—তার চেয়ে কত সুন্দর এই জীবন !

সুরপতি বললো, তুমি জানো না সুভদ্রা, তোমার গায়ে যদি একটি আঁচড় লাগে, তবে তা আমারও বুকে বাজে। তোমার পায়ের ঐ অবস্থা, অথচ আমি তা জানতেই পারিনি ! আবার আমার চিন্তা হচ্ছে ধ্রুবকুমারের জন্য। ঐটুকু শিশু, তার কি দিনের পর দিন এই ধকল সহ্য হয়। এই রকম উন্মুক্ত আকাশের নীচে ঘুমোনো ! যদি তার কোনো রকম গুরুতর পীড়া হয় ! সে যে আমার চোখের মণি !

সুভদ্রা স্বামীর পায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, দেখবেন আর দু-একদিনের মধ্যেই নিশ্চয়ই আমরা কোনো পছন্দমতন স্থানে পৌঁছে যাবো !

—তাই যেন হয়।

সুরপতির মনে পড়লো, আসার পথে একটু আগেই সে কয়েকটা জবাফুলের গাছ দেখেছিল। জবাগাছের পাতার রসে ক্ষতস্থানের ব্যথা কমে।

সে লাফিয়ে উঠে বললো, রও, আমি আসছি !

পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে। অরণ্যটিকে এখন মায়াময় মনে হয়। মানুষের কলগুঞ্জন আর ভারবাহী পশুগুলির জোরালো নিঃশ্বাসের শব্দ মিলে একটা ঐকতান তৈরি হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো হিংস্র জন্তুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়নি। ভয়ের কিছু নেই।

চাঁদের আলোয় জবাগাছগুলি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হলো না। বেশ কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে হাতের তালুতে পিষে রস করতে করতে সুরপতি আবার ফিরে আসতে লাগলো।

পিপুলগাছটির কাছাকাছি এসে দেখলো ধনরাজ এগিয়ে যাচ্ছে সুভদ্রার দিকে। সুভদ্রাকে একা পেয়েছে বলেই ঐ তস্করটা ঐদিকে ঝুঁকেছে। ক্রোধে সুরপতির আপাদমস্তক জ্বলে গেল। কাল প্রথমেই যে নগর পাবে, সেখানেই সে এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। ধনরাজকে

BanglaBook.org

সে আরসহ্য করতে পারছে না।

ধনরাজের কোলে শিশু ধ্রুবকুমার। সুরপতিকে দেখে সে বললো, ঘুমিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। আমাদের কাছেও পেট ভরে খেয়ে নিয়েছে, সেজন্য চিন্তা করবেন না।

ধনরাজ ধ্রুবকুমারকে সুরপতির কাছে না দিয়ে নামিয়ে দিল সুভদ্রার কোলে। সুভদ্রা ইতিমধ্যে ঘোমটা দিতে ভুলে গেছে। চাঁদের আলোয় তার মুখখানি এখন প্রস্ফুটিত কমলের মতন দেখায়। সেই মুখের দিকে ধনরাজ সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। তারপর আর কোনো কথা না বলে চলে গেল।

ধ্রুবকুমারকে কোলে নামিয়ে দেওয়ার ছলে পাপিষ্ঠটা নিশ্চয়ই সুভদ্রাকে ছুঁয়েছে। রাগে সুরপতি ফুঁসতে লাগলো। সে এমনিতে শান্ত নিরীহ ধরনের মানুষ, লোকের সঙ্গে কলহ করতে তার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এখন ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে ধনরাজের টুঁটি চেপে ধরে।

সুরপতি অতিকষ্টে রাগ দমন করলো। তারপর মাটিতে বসে সুভদ্রার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে, প্রায় বলপ্রয়োগ করেই, তার পায়ে থেঁতো করে লাগিয়ে দিল সেই জবা-পাতা। তারপর একটা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড নিয়ে বেঁধে দিল সেই পায়ে।

সুভদ্রার চোখে টলটল করছে জল। তার নির্মল মুখখানিতে ব্যথার চিহ্নমাত্র নেই। বরং চিকচিক করছে সুখ। ঐ অশ্রুও সুখের।

ধ্রুবকুমারকে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে খুব সংক্ষেপে আহার করে নিল। চিঁড়ে, ক্ষীর এবং কলা তাদের সঙ্গেই থাকে। তা দিয়ে বেশ ভালো ভাবেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা মুখোমুখি বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর নিজেরাও শুয়ে পড়লো পুত্রকে মাঝখানে রেখে। অদূরে যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে তার আভা এসে পড়েছে ওদের মুখে। গাছের ঘন ডালপালার ফাঁকে একটু একটু আকাশ দেখা যায় মাথার ওপরে। মেঘ সরে গিয়ে জ্যোৎস্না উঠেছে বলে সবাই নিশ্চিন্ত।

BanglaBook.org

খানিকক্ষণ দু'জনে মৃদু গলায় কথা বলে তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। স্বামী ও স্ত্রী—দু'জনেরই একটা হাত মধ্যবর্তী সন্তানের গায়ে। দু' দিক থেকে তারা ধ্রুবকুমারকে আগলে রেখেছে। মেঘ-ভাঙা চন্দ্রালোক এসে পড়েছে তাদের মুখে।

সুরপতির ঘুম ভেঙে গেল কিছু একটা বিশ্রী শব্দে। ভারবাহী পশুগুলি হঠাৎ চ্যাঁচাতে শুরু করেছে। সে কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখলো, কারা যেন ঘোড়া আর খচ্চরগুলোর দড়ি খুলে দিয়ে দম্‌দম করে তাদের লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। সেগুলো দৌড়ে পালাচ্ছে এদিক ওদিক। তারপরই বণিকদের মধ্যে আর্তনাদ পড়ে গেল।

সত্যি যে ডাকাত এসেছে তা বুঝতে একটুখানি সময় লাগলো সুরপতির। কিন্তু অস্ত্রের ঝনঝন আর মৃত্যুকাতর চিৎকার শুনে ঘোর ভাঙতে দেরি হলো না। সে জায়গা বেছে নিয়েছিল মূল বণিকদলের থেকে একটু দূরে। সে দেখলো, প্রায় তিরিশ জন দস্যু সব দিক থেকে তাদের ঘিরে ধরেছে। প্রহরীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে তাদের—কিন্তু প্রহরীরা এক এক করে প্রাণ দিতে লাগলো— বণিকরা চিৎকার করতে করতে পালাচ্ছে।

সুভদ্রাও জেগে উঠেছে। সুরপতি লাফিয়ে উঠে তার হাত ধরে টেনে বললো, পালাও। আমাদের এখনো দেখতে পায়নি।

মুদ্রাভরা পেটিকাটা সব সময় তার কোমরে বাঁধা থাকে, তাই সে অন্য কোনো জিনিসপত্র নেবার চেষ্টা করলো না। ঘুমন্ত ধ্রুবকুমারকে বুকে জড়িয়ে সে ছুটলো।

বেশী দূর যেতে পারলো না। সুভদ্রা বেশী জোরে ছুটতে পারে নি। পারবেই বা কি করে। ইতিমধ্যে তিন-চারজন দস্যু সুভদ্রাকে ঘিরে ফেলেছে। সুরপতি পেছনে তাকিয়ে শিউরে উঠে দেখলো, একটি অতিকায় ভীম চেহারার দস্যু সুভদ্রার বুকের আঁচল ধরে টান দিয়েছে! ধ্রুবকুমারকে সেইখানেই মাটিতে নামিয়ে রেখে সুরপতি আবার ফিরে এলো। পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগলো, ছেড়ে দাও,

BanglaBook.org

ওর গায়ে হাত দেবে না!

নানান চিৎকার-চ্যাঁচামেচির মধ্যে কেউ সুরপতির কথা শুনতে পেল না ঠিক মতন।

সর্দার বুধনাথ সিং-এর চেহারা প্রায় দৈত্যের মতন। যেমন সে লম্বা, তেমনি বিরাট তার মুখ। মুখভরতি দাড়িগোঁফ, সেই জঙ্গলের মধ্যে জ্বলজ্বল করে তার দুটি চোখ। অতিরিক্ত ভোগবিলাসের জন্য তার সারা গায়ে এখন চর্বি থলথল করছে। সে নিজে ধরে আছে সুভদ্রার হাত, অন্য দু'জন দস্যু সুভদ্রার বসন ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। সুভদ্রা চিৎকার করছে না, শুধু ছট্‌ফট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। সে ক্ষমতা তার নেই।

'শয়তান' সুরপতি ছুটে গিয়ে বুধনাথের দাড়ি চেপে ধরলো এক হাতে, অন্য হাতে ওর মুখে মারলো একটা ঘুঁষি।

—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওকে!

বুধনাথ এক ঝটকা দিয়ে সুরপতিকে ঠেলে দিতে গেল। কিন্তু সুরপতি শক্ত করে তার দাড়ি চেপে ধরে আছে। তখন একজন দস্যু লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সুরপতির সেই হাতের ওপর মারলো। সুরপতির হাত অবশ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ বুধনাথ সুরপতির কোমর ধরে শূন্যে তুলে খেলনার মতন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

সুরপতি গিয়ে পড়লো একটা পাথরের ওপর। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তার মাথা ফেটে গেছে। রক্ত বেরুচ্ছে গলগল করে। কিন্তু সে এখন কিছুতেই জ্ঞান হারাতে চায় না।

বুধনাথ চেঁচিয়ে উঠলো, এই আওরৎকে আমার চাই।

একজন বললো, সর্দার, একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো?

বুধনাধ বললো, না না, আমি এক আওরাৎকে দু'বার চাই না। তোরা সরে যা, সরে যা!

আর একজন বললো, সর্দার, তোমার হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে দিও!

BanglaBook.org

বুধনাথ হা-হা করে হেসে উঠলো। সেই হাসির শব্দ সুরপতির কানে বাজলো কামান গর্জনের মতন। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো।

বুধনাথ ততক্ষণে সুভদ্রার অর্ধেক শরীর নগ্ন করে ফেলেছে। সুরপতির বিস্ফারিত চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি ফেললো সুভদ্রা। তারপর এই প্রথম সে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, বিষ দাও! আমাকে বিষ দাও! এখনি!

সুভদ্রার গলায় একটা দারুণ আর্তি ছিল। সে স্বামীর কাছে অনুরোধ করছে, কোনোক্রমে তাকে বাঁচাতে। অন্ততঃ বিষ দিয়ে বাঁচাতে!

সুরপতি দুর্বল বা কাপুরুষ নয়। কিন্তু সে নিরস্ত্র। এমন কি বিষও সঙ্গে নেই! একবার সে ভাবলো ওদের বলবে, আমার যা টাকা পয়সা আছে, সব নিয়ে তোমরা আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলো, এ প্রস্তাব দিয়ে কোন লাভ নেই। তাহলে তারা টাকাপয়সা তো নেবেই, তবু সুভদ্রাকে ছাড়বে না এবং তাকেও হত্যা করবে।

এই সময় কোথা থেকে তীরের মতন ছুটে এলো একজন। তার হাতে খোলা তলোয়ার। সুরপতি দেখলো, সেই লোকটি ধনরাজ।

—ছেড়ে দে, ওকে ছেড়ে দে, কুক্কুর।

এই কথা বলতে বলতে সে বুধনাথের দিকে তলোয়ারের কোপ চালালো। ঠিকমতন লাগলে সেই কোপেই বুধনাথের মুণ্ডু খসে পড়তো ধড় থেকে। কিন্তু কোপটা লাগলো বুধনাথের বাম বাহুতে। বাহুতে কবজ আঁটা আছে বলে তার তেমন লাগলো না। বুধনাথ একটা পশুর মতন গর্জন করে নিজের তলোয়ার নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ধনরাজের দিকে। শুরু হলো দু'জনের যুদ্ধ। সুরপতির আশা হলো ধনরাজ ঠিক জিতবে। সে-ই রক্ষা করবে সুভদ্রার সম্মান।

কিন্তু দস্যুদলের কোনো নীতিবোধ নেই। ওদের দু'জনের যুদ্ধ চলার মধ্যেই আর একজন দস্যু পেছন থেকে আক্রমণ করলো ধনরাজকে। তার তলোয়ারের এক আঘাতে ধনরাজের মুণ্ডু শরীর থেকে

ঝুলে পড়লো অনেকখানি। এক ঝলক রক্ত এসে লাগলো সুরপতির গায়ে। তার বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠলো। একটাও শব্দ উচ্চারণ না করে প্রাণ দিল ধনরাজ। তার শরীরটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে কিছুক্ষণ ছটফট করে থেমে গেল।

সুরপতি ধনরাজের তলোয়ারটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে দেখলো, সেখানে অন্ততঃ সাত-আট জন দস্যু। সবাই সশস্ত্র। তারা সুরপতিকে লক্ষ্য করছে না, কিন্তু সুরপতি একবার রুখে দাঁড়ালেই তারা চারদিক থেকে ঘিরে তাকে কুচিকুচি করে কাটবে। সুরপতি এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো। মানুষের বেঁচে থাকার টান বড় প্রবল।

বুধনাথ ততক্ষণে আবার সুভদ্রাকে জাপটে ধরে শুইয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

—বাবা! বাবা!

সুরপতি আবার চমকে উঠলো। ধ্রুবকুমারের গলা। ধ্রুবকুমারকে সে একটু দূরে শুইয়ে রেখে এসেছিল। সে জেগে উঠেছে, গোলমাল শুনে এই দিকেই ছুটে আসছে!

সুরপতি সেই আহত অবস্থাতেও লাফিয়ে উঠলো। সুভদ্রার দিকে আর না তাকিয়ে সে ছুটলো উলটো। তার ছেলেকে বাঁচাতেই হবে। শুধু দস্যুদের হাত থেকেই নয়। ধ্রুবকুমার যেন কোনোক্রমেই তার মায়ের এই অপমানের দৃশ্য না দেখে। মাঝপথে ছেলেকে ছোঁ মেরে তুলে বুকে জড়িয়ে সুরপতি অন্ধের মতন ছুটলো। মিলিয়ে গেল দূর বনের মধ্যে।

॥ ২ ॥

ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কতক্ষণ ছুটেছিল জানে না। তার মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে, শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে আসছে, এক সময় সে ঝুপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর কী হয়েছে, তার মনে নেই।

BanglaBook.org

যখন তার জ্ঞান ফিরলো, তখন ভোর হয়ে গেছে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল, তবু সে কোনোক্রমে উঠে বসলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজলো ছেলেকে। প্রথমে দেখতে পেল না। তারপর চোখে পড়লো খানিকটা দূরে একটা শুকনো পাতার স্তূপের মধ্য থেকে দুটি কচি পা বেরিয়ে আছে। সুরপতি অজ্ঞান হয়ে পড়ার পরে কিছুক্ষণ ধ্রুবকুমার জ্যোৎস্নার আলোয় গাছের ডাল-পাতা নিয়ে খেলা করেছে। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে এক সময়।

সুরপতি একটু একটু করে গতরাতের সব কথা মনে করার চেষ্টা করলো। যেন পুরোটাই একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। শেষ ছবিটা মনে পড়তেই তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো, মনে হলো, আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে। ধনরাজ সুভদ্রাকে বাঁচাবার জন্য শুধু শুধু ছুটে এসে প্রাণ দিল। তার মুণ্ডুটা ঝুলে পড়েছিল, রক্ত এখনো লেগে আছে সুরপতির গায়ে! সুভদ্রা কোথায়?

ছেলেকে তক্ষুনি না জাগিয়ে সুরপতি উবু হয়ে বসে আঁ আঁ শব্দ করে কিছুক্ষণ কাঁদলো। খানিকটা কেঁদে না নিলে তার শরীর হালকা হবে না, সে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

একজোড়া কাঠবেড়ালী সামনের গাছটায় বারকয়েক ওঠা-নামা করছিল, তারা সুরপতির কান্না শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এক ঝাঁক ছাতারে পাখি গাছের ডালে বসে খুব গোলমাল করছিল, তারাও চুপ করে গেল ঐ কান্নায়।

খানিকটা বাদে সুরপতি চুপ করলো। বুকের মধ্যে দমবন্ধ ভাবটা একটু কেটেছে। হাত দিয়ে সে মাথার ক্ষতস্থানটা অনুভব করলো। অনেকখানি খোদল মতন হয়ে আছে। জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

পরনের কাপড় থেকে খানিকটা ছিঁড়ে সুরপতি মাথার ক্ষতস্থানে একটা ফেট্টি বাঁধলো। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। পা দুটো খুবই দুর্বল, তবু হাঁটতে পারবে কোনক্রমে।

শুকনো পাতা সরিয়ে সে ছেলেকে জাগালো।

BanglaBook.org

চোখ মেলেই ধ্রুবকুমার জিজ্ঞাস করলো, মা কোথায় ?

সুরপতির চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলালো। ধরা গলায় বললো, চলো বাবা, তোমার মাকে খুঁজতে যাই।

—মা কোথায় গেছে ?

—মাকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেছে।

—কেন ?

—ডাকাতরা যে খুব পাজী হয় !

—বাবা, তুমি ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করোনি ?

—করেছিলাম তো। কিন্তু তারা যে সংখ্যায় অনেক। আমি পারিনি।

—আমি ডাকাতদের মারবো !

ছেলের হাত ধরে সুরপতি টলতে টলতে হাঁটতে লাগলো। পথ খুঁজে পাবার কোনো অসুবিধে নেই। তার কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে মাটিতে, তাই দেখে বেশ চেনা যায়।

এক সময় তারা কাল রাত্রির ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোলো। যেন ছোটখাটো একটা যুদ্ধের দৃশ্য। বণিকরা অনেকেই পালিয়েছে, মরেছেও প্রায় সাত-আটজন। তাদের মধ্যে পূর্ণানন্দকে চেনা যায়। পূর্ণানন্দ মারা গেছেন বসে-থাকা অবস্থায়। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে তাঁর মৃতদেহটা সেই ভাবেই রয়েছে। পাশেই একটা ঘোড়ার মৃতদেহ বীভৎস ভাবে পা উলটিয়ে পড়ে আছে।

নিজের জায়গায় এসে সুরপতি দেখলো ধনরাজের দেহটা। মুণ্ডটা একপাশে ঝুলছে, বেরিয়ে আছে গলার নালি। এর মধ্যেই তার মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে।

ধনরাজকে দেখে সুরপতির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। এই ধনরাজের ওপর সে কত রাগ করেছিল ! ধনরাজ তো অনায়াসেই পালিয়ে বাঁচতে পারতো। কিন্তু এই যুবা বয়েসে সে প্রাণ দিল এক-

BanglaBook.org

জন প্রায় অচেনা নারীর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায়। এই মহৎ প্রাণের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম জানালেন।

এই সব ভয়ংকর দৃশ দেখে ধ্রুবকুমার একেবারে থ হয়ে গেছে। তার মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না।

কাল রাতে শেষ যেখানে সুভদ্রাকে দেখে গিয়েছিল সুরপতি, সুভদ্রা এখন সেখানে নেই। ডাকাতরা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তাহলে তক্ষুনি তক্ষুনি তার ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করছিল কেন?

বুধনাথ যে বলেছিল, এক আওরৎকে সে দু'বার চায় না! কিন্তু তার দলের লোকরা চাইতে পারে। কোথায় গেল সুভদ্রা? সুভদ্রাকে খুঁজে পেতেই হবে। সুভদ্রাকে ছাড়া সুরপতি বাঁচবে না। শিশু ধ্রুবকুমারকেই বা সে বাঁচাবে কি করে?

একটু খুঁজতেই সুভদ্রাকে পাওয়া গেল একটা ঝোপের পাশে। এক নজর দেখেই মনে হয় প্রাণ নেই। তার শরীরে এক টুকরো বস্ত্র নেই, বিভিন্ন জায়গায় ছোপ ছোপ রক্ত, গাল ও বুকে নখ দিয়ে চেরার দাগ। যেন অনেকগুলো নরপশু তাকে আঁচড়ে খুবলে খেয়েছে। সুভদ্রাকে দেখে সুরপতির কান্না এলো না, তার গলা শুকিয়ে গেল।

'মা!' বলে চিৎকার করে ধ্রুবকুমার ছুটে গেল সুভদ্রার দিকে। জননীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে বালকের বিকার হয় না, তবু সুরপতি অল্প দূরে পড়ে থাকা সুভদ্রার শাড়িটা কুড়িয়ে এনে তার শরীরটা ঢেকে দিল।

সুভদ্রাকে একটু স্পর্শ করতেই সুরপতির মনে হলো, তার দেহে এখনো একটু একটু উত্তাপ আছে। তাড়াতাড়ি সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সুভদ্রার নাকের কাছে হাত রাখলো। খুব ক্ষীণ নিশ্বাস টের পাওয়া যায়।

সুরপতি ব্যাকুলভাবে ডেকে উঠলো, সুভদ্রা, সুভদ্রা!

ধ্রুবকুমার ডাকলো, মা! মা!

সুভদ্রা সাড়া দিতে পারে না।

BanglaBook.org

সুরপতি তখন দৌড়ে গেল ঝর্নার কাছে। নিজের গায়ের জামাটা খুলে জবজবে করে ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। সেই জামা চিপড়ে জল ছড়ালো সুভদ্রার চোখে-মুখে।

সুভদ্রার তবু জ্ঞান এলো না।

দস্যুরা পিতল-কাঁসার ভাণ্ডগুলো নেয়নি। সেরকম কয়েকটা ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিকে। তার মধ্যে থেকে একটা বড় ভাণ্ড বেছে নিয়ে সুরপতি অনেকখানি জল নিয়ে এলো আবার। সুভদ্রার ক্ষতস্থান মুছে দিতে লাগলো। তার ঠোঁট ফাঁক করে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতে লাগলো মুখে। তবু সুভদ্রা চোখ মেলে না।

সুভদ্রার প্রাণ এখনো যে আছে তা নিশ্চিত, কিন্তু কোনো এক কঠিন আঘাতের ফলে তার জ্ঞান কিছুতেই ফিরে আসছে না। চিকিৎসার জন্য তাকে এখনি কোনো বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু কি করে নিয়ে যাবে? সুরপতি অসহায়। তার নিজের শরীর দুর্বল। সামনে আর কতটা পথ পার হলে একটা নগর মিলবে তার ঠিক নেই। এখন উপায় কি?

দারুণ নৈরাশ্যের জন্যই সুরপতির মনে আরও কয়েকটা বিশ্রী কথা জাগলো। সুভদ্রা তার কাছে বিষ চেয়েছিল, কোনোক্রমে তাকে বিষ দিতে পারলেই বোধহয় অনেক ভালো ছিল। তাহলে এ গ্লানি তাকে সইতে হতো না। এখন সুভদ্রাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বোধহয় কোনো লাভ হবে না—পৌঁছোবার আগেই মারা যাবে। তাছাড়া সুভদ্রাকে বাঁচিয়ে তুলেই বা লাভ কী? দেখে মনে হয়, অন্ততঃ চার-পাঁচটি পশু তার ওপর অত্যাচার করেছে। এরপর আর কোনো বর্ণহিন্দু নারীর সমাজে স্থান হয় না। সমাজ তাকে চাপ দেবে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করার জন্য।

তার বদলে আর এক কাজ করলে হয় না? সেটাই সব চেয়ে সহজ। জীবনের এতগুলি বিড়ম্বনা সুরপতি আর সহ্য করতে পারছে না। তার পক্ষেও এখন আত্মঘাতী হওয়া ভালো। সে নিজের এখানে সুভদ্রার

BanglaBook.org

পাশাপাশি শুয়ে থেকে প্রাণ বিসর্জন দিক। একটা অস্ত্রের খোঁজে সুরপতি এদিক ওদিক তাকালো।

ধনরাজের তলোয়ারটা তার পাশেই পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে এলো সুরপতি। এই অস্ত্রের এক কোপে সে সুভদ্রার প্রাণ এখনই শেষ করে দিক, তারপর নিজের গলাটাও কেটে ফেলবে।

সুভদ্রা চোখ বন্ধ করে আছে, কিন্তু ক্ষীণ নিঃশ্বাসে তার বুক সামান্য দুলছে, তাতেই প্রাণের লক্ষণ বোঝা যায়। এমন সোনার প্রতিমা, তার আর বেঁচে থাকার অধিকার রইলো না। সুরপতি তলোয়ারটা উঁচু করে ধরলো, তার হাত কাঁপছে তার শরীর খুবই দুর্বল, তবু এক কোপে শেষ করে দিতে হবে। যেন আর জ্ঞান না ফেরে সুভদ্রার। তারপর নিজের গলাটাও এক কোপে···

হঠাৎ ধ্রুবকুমারের দিকে তার চোখ পড়লো। তাহলে ধ্রুবকুমারের কি হবে? এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে একা একা ঐ শিশুটা কোথায় যাবে?

পরক্ষণেই সুরপতির মন দারুণ অনুতাপে ভরে গেল। ছি ছি, এসব কী কথা ভাবছিল সে? তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় এই সুভদ্রা, তাকে সে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না? যতক্ষণ তার দেহে একবিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ সে সুভদ্রাকে মরতে দিতে পারে? একটা কুকুর যদি সুভদ্রাকে হঠাৎ কামড়াতো, তাহলে কি সে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে পারতো? তাহলে ক'টা মানুষ-পশু তাকে কামড়েছে বলেই বা কেন সে সুভদ্রাকে পরিত্যাগ করবে? আর সমাজ? সমাজ তাকে কী দিয়েছে? সে যখন বিপদে পড়েছিল, বিষয়-সম্পত্তি সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তখন কি এই সমাজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তার দিকে? সমাজ কিছুই দেয় না, শুধু শাসন করার জন্য মুখিয়ে থাকে। সে আর কোনোদিন তার পুরনো সমাজে ফিরে যাবে না। সে বসতি নেবে নতুন এক দেশে, যেখানে কেউ তাকে চিনবে না, কেউ তাদের পূর্ব পরিচয় জানবে না। সেখানে নতুন ভাবে জীবন শুরু হবে।

BanglaBook.org

সুরপতি সুভদ্রাকে তুলে নিল নিজের কাঁধে। তারপর বললো, বাছা ধ্রুব, তুই নিজে হেঁটে যেতে পারবি তো?

বিপদের সময় শিশুরাও অনেক কর্মক্ষম হয়ে যায়। গতকাল পর্যন্ত খানিক দূর হাঁটবার পরই ধ্রুবকুমার কারুর না কারুর কোলে চড়তো, আজ সে একবারও সে কথা বললো না। দিব্যি হেঁটে যেতে লাগলো সামনে সামনে!

সুরপতিই পারছে না। ঘুমন্ত বা অজ্ঞান মানুষের দেহ যেন বেশী ভারী হয়ে যায়। সুরপতির নিজের শরীরও খুব দুর্বল! চাপ লাগতেই তার মাথা দিয়ে আবার রক্ত বেরুচ্ছে। কয়েক পা গিয়েই সে হাঁপিয়ে পড়ছে খুব। সুভদ্রাকে নামিয়ে দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছে। আর ব্যগ্রভাবে পরীক্ষা করে দেখছে, সুভদ্রার তখনো শ্বাস আছে কিনা!

এইরকম ভাবেই কয়েক দণ্ড চলার পর দূরে একটা গ্রামের আভাস দেখা গেল; এতক্ষণে সুরপতি প্রায় ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, গ্রামটা দেখতে পেয়ে আবার তার শরীরে রক্তসঞ্চার হলো। গ্রাম মানেই বিশ্রাম, খাদ্য, সুভদ্রার জন্য চিকিৎসা।

গ্রামটি খুবই ছোট। কয়েক ঘর মাত্র কৈবর্তের বাস। কোনো চিকিৎসক এখানে নেই। তবে এক বৃদ্ধা জড়িবুটির টোটকা দেয় গ্রাম-বাসীদের। তাকে খুঁজে বার করা হলো।

গ্রামের অনেক পুরুষ ডাকাতির খবর শুনে হই-হই করে ছুটে গেল বনের দিকে। এরা সবাই বুধনাথ সিংকে চেনে। তাকে চটাবার সাহস এদের নেই। এরা ছুটে গেল, মৃতদের যা কিছু জিনিষপত্র এখনো ছড়ানো ছেটানো রয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করতে। ডাকাতরা তো সব নেয় না।

এক কৈবর্তের বাড়ি থেকে দুধ, মুড়ি আর কলা সংগ্রহ করে সুরপতি ছেলেকে আগে খাওয়ালো, নিজেও কিছু খেতে গেল, কিন্তু পারলো না। কিছু মুখে দিলেই বমি হয়ে যাচ্ছে। মাথায় অসহ্য ব্যথা, মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

সুরপতি যে-কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু অসম্ভব মনের জোরে তাকে চোখ মেলে থাকতে হচ্ছে। এই সময় তার অসুস্থ হয়ে পড়লে চলবে না। বালক ধ্রুবকুমার তাহলে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে। সুরপতি ধ্রুবকুমারকে নিজের কোলের কাছে বসিয়ে রাখলো। সুভদ্রার ওপর ততক্ষণ বৃদ্ধার চিকিৎসা চলছে।

বৃদ্ধা একটা কি যেন গাছের শিকড়ে তখন আগুন জ্বালিয়েছে। তার থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ধোঁয়া বেরুচ্ছে! সেই জ্বলন্ত শিকড়টা সুভদ্রার নাকের কাছে ধরে বুড়ী বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলো। অনেকক্ষণ সেইরকম চললো! তারপর ভার-ভার জল এনে ঢালা হতে লাগলো তার গায়ে! আবার সেই দুর্গন্ধ শিকড়ের ধোঁয়া। এই রকম চললো।

এক সময় সুভদ্রার শরীরে স্পন্দন দেখা দিল। তারপর আস্তে আস্তে সে চোখ মেললো।

আনন্দে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো সুরপতির। তাহলে আর চিন্তা নেই। সুভদ্রা বেঁচে উঠেছে। তার প্রাণের পুত্তলি সুভদ্রা না বাঁচলে সে নিজেই বা বেঁচে থাকতো কি করে? গত রাত্রির দুঃস্বপ্ন এক সময় মিথ্যে হয়ে যাবে। আবার তারা সুখের সংসার পাতবে!

কিন্তু সুভদ্রা কোনো কথা বললো না।

সুরপতি বার বার ডাকতে লাগলো, সুভদ্রা! সুভদ্রা!

ধ্রুবকুমার ডাকলো, মা, মা!

সুভদ্রা কোনো সাড়া দিল না। সে শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

ধ্রুবকুমারকে বসিয়ে দেওয়া হলো সুভদ্রার কোলে। তখন তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো। কিন্তু কথা বলতে পারলো না। যেন তার বাক্য-হরণ হয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ চিকিৎসা চললো, তাকে কথা বলাবার জন্য! কিছুতেই কিছু হলো না। তাকে গরম দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করা হলো।

BanglaBook.org

সুভদ্রা খেতে চায় না। জোর করে তার মুখে দুধ ঢেলে দিলেও মুখের কশ বেয়ে দুধ নেমে আসে। শুধু অবিরল ঝরছে তার চোখের জল।

বুড়ী দেয়াসিনী বললো, এর বেশী চিকিৎসা করার সাধ্য তার নেই। তবে আর কিছু পথ গেলেই অন্য রাজ্য। সেই রাজ্যে দারুকেশ্বর নামে একটি বড় নগর আছে। সেই নগরের রাজবৈদ্য বাসবদত্ত একেবারে ধন্বন্তরি। তাঁর কাছে গেলে আর কোনো চিন্তা থাকবে না!

দারুকেশ্বর নামটা শুনে সুরপতির বুকের মধ্যে আবার শিরশির করে উঠলো। ধনরাজ চেয়েছিল তাদের ঐ নগরে নিয়ে যেতে। তখন সুরপতি মনে মনে রাজী হয়নি। এখন তাকে ঐ জায়গাতেই যেতে হবে, কিন্তু ধনরাজ থাকবে না। আহা!

দারুকেশ্বর পায়ে হেঁটে গেলে এখনো দেড়দিনের পথ। তবে গোরুর গাড়িতে গেলে আরও একটু তাড়াতাড়ি হতে পারে।

সুরপতির কোমরে বাঁধা টাকার বটুয়াটা ঠিকই আছে। দস্যুরা সুভদ্রার মতন রত্নকে পেয়ে আর সুরপতির অন্য ধনরত্নের কথা চিন্তা করেনি। এই শেষ সম্বল চলে গেলে সুরপতির আর কিছুই করার থাকতো না।

এক কৈবর্তের কাছ থেকে সুরপতি একটি গো-শকট ভাড়া করলো। তাতে খড় বেছানো হলো খুব পুরু করে। তারপর কিছু চিঁড়ে আর কলা রসদ হিসেবে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়, তারপর সন্ধ্যা আসে। সুভদ্রা ঠায় বসে থাকে বাইরের দিকে চেয়ে। একটি শব্দ উচ্চারণ করে না। সুরপতি কিংবা ধ্রুবকুমার তাকে বার বার কিছু প্রশ্ন করতে গেলেই সে অমনি চোখের জল ফেলে। তখন সুরপতি বলে, থাক্, থাক্!

সুভদ্রার অপরূপ কণ্ঠস্বর সুরপতির কানে সুধা বর্ষণ করতো। সুভদ্রার সামনে বসে থেকেও সুরপতি তা শুনতে পাচ্ছে না বলে তার কষ্ট হচ্ছে খুবই। তবু সে মনকে বোঝাচ্ছে যে সুভদ্রা কথা বলতে পারুক

BanglaBook.org

বা না-পারুক, তাতে কিছু যায় আসে না। সে যে বেঁচে আছে, এই তো যথেষ্ট!

মায়ের কাছ থেকে কথার উত্তর না পেয়ে পেয়ে অবুঝ ধ্রুবকুমার এক সময় খুব ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। এখন সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঐটুকু ছেলের ওপর দিয়ে এই ক'দিনেই কত রকম চাপ যাচ্ছে। তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বড্ড মায়া হয় সুরপতির। পৃথিবীতে কোনো শিশুর কষ্ট পাওয়ার মত করুণ দৃশ্য আর নেই। সুরপতি ধ্রুবকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করে। তারপর ফিসফিস করে বলে, সুভদ্রা, তোমার কথা বলার দরকার নেই। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো তো? আমরা দারুকেশ্বরেই থাকবো, আর কোথাও যাবো না। আমাদের নতুন বাড়ি হবে, আমাদের আবার সাজানো সংসার হবে—

সুভদ্রা মুখটাও ফেরায় না। বাইরের দিকে ও তাকিয়ে থাকে।

সুরপতি একবার সুভদ্রাকে ধরে দারুণ জোরে ঝাঁকুনি দিল। যদি তাতে সুভদ্রার ঘোর ভাঙে! কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো! সুভদ্রার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেল, ঠোঁটে দিয়ে ফেনা গড়াতে লাগলো, তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ধপ করে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো সুরপতির। এ আবার কি নতুন রকম সঙ্কট! তাড়াতাড়ি গো-শকট থামিয়ে সে পথের পাশের এক ইঁদারা থেকে জল এনে ঢালতে লাগলো সুভদ্রার মাথায়। তবু সুভদ্রার জ্ঞান ফেরে না। তাহলে কি সুভদ্রা মরেই গেল? এ কথা ভাবলেই সুরপতির মাথা ঝিম ঝিম করে। সেই বৃদ্ধা দেয়াসিনীর দেওয়া কয়েক টুকরো শিকড় ছিল সুরপতির কাছে। সেগুলি পুড়িয়ে তার কটু গন্ধময় ধোঁয়া সুভদ্রার নাকে দিতে লাগলো সুরপতি। অনেকক্ষণ বাদে সুভদ্রার চোখের একটা পাতা পড়লো।

বেঁচে আছে, সুভদ্রা বেঁচে আছে! সুরপতি আনন্দে কেঁপে উঠলো আবার। সুভদ্রার পিঠে হাত রেখে সুরপতি বললো, তুমি ঘুমোও। তোমাকে আর কথা বলাবার চেষ্টা করবো না। তুমি শুধু বেঁচে থাকো সেই আমার যথেষ্ট।

BanglaBook.org

একটু পরে, সুভদ্রা ঘুমিয়ে পড়েছে, সুরপতি ঠায় বসে আছে। নিজের মাথার যন্ত্রণায় তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। এই যন্ত্রণার কথা সে কারুর কাছে বলতে পারবে না। সুভদ্রা এখনো জানে না যে সুরপতি কতখানি আহত! একা একা এতখানি কষ্ট সহ্য করা যেন আরও শক্ত।

ধ্রুবকুমারের পাশে সুরপতিও ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়। হঠাৎ এক সময় তার ঘুম ভেঙে গেল। তার পায়ের ওপর যেন কার হাতের স্পর্শ। চোখ মেলে দেখলো, ঠিক অন্যান্য রাতের মতন, সুভদ্রা তার পা টিপে দিচ্ছে। সুভদ্রার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে তার পায়ে।

তাহলে তো সুভদ্রার বোধ আছে! তার স্মৃতিও আছে! সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসে আবেগের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, সুভদ্রা, সুভদ্রা! তুমি যে আমার কতখানি, তা জানো না।

সুভদ্রাকে সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।

দারুকেশ্বরে তারা পৌঁছালো মধ্যরাত্রির কাছাকাছি। নগরে ঠিক ঢোকার মুখেই একটা বেশ বড় সরাইখানা। তখনো সেখানে বাতি জ্বলছে।

সুরপতি ঠিক করলো, রাতের মতন সেখানেই আশ্রয় নেওয়া বিধেয় হবে। এত রাত্রে তো আর রাজবৈদ্যকে তোলা যাবে না। তাছাড়া সুভদ্রা তো এখন অনেকটা ভালোই আছে। তার কথা বলার চিকিৎসা কাল করালেও হবে।

গোরুর গাড়ির চালককে সে সেখানেই থামতে বললো। তারপর নেমে হাঁক-ডাক করতেই একটি মাঝবয়েসী লম্বামতন লোক বেরিয়ে এসে বললো, কী চাই? আমার এখানে জায়গা নেই। পথ দেখো।

সুরপতি চিন্তায় পড়লো। তাহলে কোথায় যাওয়া যায়?

সে জিজ্ঞেস করলো, মহাশয়, কাছাকাছি কি আর কোথাও কোনো চটি বা সরাইখানা আছে?

BanglaBook.org

লোকটি বললো, দারুকেশ্বরের দু'প্রান্তে দুটি সরাইখানা। অন্যটা এখান থেকে তিন ক্রোশ হবে। নগরের মধ্যে ধর্মশালা আছে দু'তিনটি। তবে, এখন রাসের মেলা চলছে, ধর্মশালায় স্থান সঙ্কুলান হবে কি না সন্দেহ। লোকে তো বিনাপয়সার জায়গাতেই আগে যায়।

সুরপতি বললো, আমার সঙ্গে অসুস্থ স্ত্রী ও শিশুপুত্র রয়েছে। আপনার এখানে কি কোনক্রমেই আশ্রয় পাওয়া যাবে না?

সরাইখানার মালিকের দশাসই চেহারা! দুই কানে দুটি কুণ্ডল। চোখ দুটি রক্তবর্ণ। বোঝাই যায়, লোকটি সন্ধ্যাকাল থেকেই সুরাপান করছে। লোকটির মুখখানিতে কিন্তু ক্রূরতার চিহ্ন নেই, বরং খানিকটা যেন শিশুসুলভ ভাব।

এত রাত্রেও সরাইখানার বিভিন্ন কক্ষ থেকে হাসি এবং গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশে আছে স্ত্রীলোকের কণ্ঠ। জায়গাটা বোধহয় ভালো না। অন্য জায়গায় চলে গেলে হতো। কিন্তু এত রাত্রে আর কোথায়ই বা যাবে! নগরের অন্য প্রান্তে আর একটি সরাইখানা আছে, যদি সেখানে গিয়েও স্থান না পাওয়া যায়? সুরপতি নিজেই যে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না!

সে বিনীত ভাবে বললো, মহাশয়, যদি কিছু বেশী অর্থ দিলেও একটা কক্ষ পাওয়া যায়, অন্ততঃ আজকের রাতটার মতন…

বলভদ্র হুংকার দিয়ে বললো, কি? আমার নাম বলভদ্র, আমাকে কেউ অর্থের প্রলোভন দেখায় না! সৈনিক পুরুষরা আমার সব কটা ঘর জুড়ে আছে, আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।

সুরপতি বললো,আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ…

লোকটি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সুভদ্রার মুখের দিকে তাকালো। তার মুখে এখন অবগুণ্ঠন নেই। একদৃষ্টে সুভদ্রাকে কিছুক্ষণ দেখে সে অস্ফুট ভাবে বললো, যেন সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা!

তারপর সুরপতির দিকে ফিরে সে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। হাসতেই থাকলো। সুরপতি এ হাসির মর্ম বুঝলো না।

BanglaBook.org

লোকটি হাসি শেষ করে বললো, আরে বংশীলাল! তুমি আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না, যতই ছদ্মবেশ ধরো আর যাই করো!

বংশীলাল কে? সুরপতি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

সরাইখানার মালিক সুরপতির কানের কাছে মুখ এনে বললো, তুমি পালাও! এ দেশ ছেড়ে শীগগির পালাও! তোমার কুকীর্তির কথা সবাই জেনে ফেলেছে!

সুরপতি বললো, আপনি এসব কি বলছেন? আমি কোন্ কুকীর্তি করেছি? আমি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত।

—শ্রেষ্ঠী বিনয় পালের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার গুপ্ত আশনাই-এর কথা জানাজানি হয়ে গেলে প্রহরীরা তোমাকে ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। আবার এ কার সুন্দরী স্ত্রী হরণ করে এনেছো? বংশীলাল, ভালো কথা বলছি, শীগগির পালাও!

—আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি বংশীলাল নই। শ্রেষ্ঠী বিনয় পাল কে আমি চিনি না। আপনি আমার সম্পর্কে এরকম অসমীচীন কথা বলছেন কেন? আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্র।

—তুমি বংশীলাল নও! আমি নিজের চোখে অবিশ্বাস করবো? তুমি ভেবেছো,তুমি মাথায় একটা ফেট্টি বেঁধেছো বলেই লোকে তোমাকে চিনতে পারবে না? এই রমণী তোমার স্ত্রী? বংশীলাল সাতজন্মে বিয়ে করেনি···বেশ তো, এই রমণী নিজের মুখে বলুক, তুমি এর স্বামী!

সুরপতি প্রমাদ গুনলো। সুভদ্রা যে কথা বলতে পারছে না, সে কথা কি সরাইখানার মালিক বিশ্বাস করবে? সুভদ্রা তো সব শুনতে পাচ্ছে, সে এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবে না?

সে ব্যাকুলভাবে বললো, সুভদ্রা, একটা কথা বলো! এই লোকটিকে বলে দাও, আমি বংশীলাল নই! আমি তোমার স্বামী!

সুভদ্রা নির্বাক।

সরাইখানার মালিক হা-হা করে হাসতে লাগলো। তারপর বললো, এসব চালাকি আবার কবে থেকে শুরু করেছো? সন্তান সমেত এই

BanglaBook.org

রমণীকে বার করে এনে কার ঘরের সর্বনাশ করেছো? তুমি তো আগে গোপনেই কাজ সারতে, এখন একেবারে প্রকাশ্যে? ওহে বংশীলাল, তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, এই নগর থেকে ভাগো···

—বংশীলাল কে?

—তুমি বংশীলাল, তুমি নিজেই জানো তুমি কে!

সুরপতি এগিয়ে গিয়ে সুভদ্রার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগলো, বলো—বলো—সুভদ্রা, একবার অন্ততঃ বলো—

সেই গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল বালক ধ্রুবকুমারের। সুরপতির ওরকম ব্যাকুল চিৎকার শুনে সে ভয় পেয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে সে সুরপতিকে জড়িয়ে ধরে ডাকলো, বাবা, বাবা! মা'র কি হয়েছে? মা কথা বলছে না কেন?

বলভদ্র বললো, বাবাঃ! এই শিশুটিকেও বাবা ডাকতে শিখিয়েছো! তোমার আবার সন্তান হলো কবে? তুমি তো বাপু ওসব ঝামেলায় কখনো যাও না! তুমি তো ভ্রমরের মতন ফুলে শুধু মধু খাও! বিবাহিতা নারীদের প্রতিই তোমার বেশী লোভ!

সুরপতি এবার কঠোর ভাবে বললো, সাবধান। আপনি সংযত হয়ে কথা বলুন! ঠিক আছে, আপনি আশ্রয় দেবেন না, আমরা চলে-যাচ্ছি!

হাসি থামিয়ে সরাইখানার মালিক বক্রচোখে পর্যায়ক্রমে তাকাতে লাগলো সুরপতি আর সুভদ্রার দিকে। তারপর সুরপতি কাঁধে চাপড় মেরে বললো, তুমি সত্যিই বংশীলাল নও! তাহলে আপনি কে?

—আমার নাম সুরপতি, নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছিলাম, পথে দুর্বৃত্তের আক্রমণে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

লোকটি বললো, আমার নাম বলভদ্র। বিপদগ্রস্ত মানুষকে আমি কখনো ফেরাই না।

সরাইখানার পিছনে একটি ছোট্ট ঘর, তৈজসপত্রে ঠাসা। সেগুলি

BanglaBook.org

বার করে নিয়ে সেখানেই স্থান দেওয়া হলো সুরপতিদের। খড়ের ওপর কম্বল পেতে বানানো হলো শয্যা আপাততঃ তাই যথেষ্ট।

সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারকে সেই ঘরে বসিয়ে রেখে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো সুরপতি।

সরাইখানার মালিক বলভদ্র তখন বাইরের অলিন্দে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান শুরু করেছে। হাতে একটি সুরাপাত্র।

সুরপতি তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। তারপর শেষ হতেই বিনীত ভাবে বললো, আপনি আমাকে একটু সাহায্য বরবেন? রাজবৈদ্য বাসবদত্তের গৃহে কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে, একটু দেখিয়ে দেবেন?

বলভদ্র বললো, কেন, সেখানে গিয়ে কি হবে?

—আমার স্ত্রী অসুস্থ। ডাকাতের অত্যাচারে ভয় পেয়ে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। শুনেছি বাসবদত্ত একজন ধন্বন্তরি—

—এত রাত্রে বাসবদত্তকে ডাকতে যাওয়া! হা-হা হো-হো হি-হি—

—কেন, তিনি আসবেন না? যদি যথেষ্ট দক্ষিণা দিই?

—আপনি কিছুই জানেন না দেখছি! বাসবদত্ত একজন বিখ্যাত সুরাপায়ী। সন্ধ্যার পর তাঁকে আর কেউ ডাকতে সাহস করে না। দেখুন গিয়ে তিনি হয়তো এখন উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করছেন কিংবা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে গর্দভ-রাগিণীতে গলা সাধছেন।

—কী সর্বনাশ! স্বয়ং রাজার যদি রাত্তিরবেলা কোনো ব্যাধি হয়, তাহলে কী হবে?

—তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন, আর কী হবে!

—তাহলে এরকম সুরাপায়ীকে রাজবৈদ্য রাখা হয়েছে কেন?

—তার কারণ দিনের বেলা স্বয়ং যমরাজও ওঁর কাছে আসতে সাহস পাবেন না। আমাদের এই দারুকেশ্বরে দিনের বেলা একটাও লোক মরেনি কোনো দিন।

BanglaBook.org

—এমন কথা শুনিনি কক্ষনো।

—দারুকেশ্বরে অনেক কিছুই নতুন দেখবেন। এক পাত্র সুরা পান করবেন নাকি ?

—না।

একটু চিন্তা করে সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করলো, অন্য কোনো চিকিৎসক ডাকা যায় না ?

—সন্ধ্যার পর দারুকেশ্বরে কেউ চিকিৎসক ডাকে না। সবাই দারু পান করে। আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। আপনাদের সপ্তগ্রামে কি নিয়ম ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরপতি বললো, সপ্তগ্রামে দিনের বেলাতেও মানুষ মরে।

—কাল সকালে বাসবদত্তকে পাবেন। চিন্তা করছেন কেন, বাসবদত্তকে দেখলেই সব রোগ ভয় পেয়ে মানুষের শরীর ছেড়ে পালায়!

হাতমুখ ধুয়ে, সামান্য কিছু খাবার খেয়ে সুরপতি সুভদ্রার পাশে শুয়ে পড়লো। সুভদ্রাকে কথা বলাবার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু সুভদ্রা যেন পাথর। তার শরীর তখনো জ্বরতপ্ত, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কোনো ব্যাধি হয়েছে সুভদ্রার। ওষ্ঠ ও অধরও খুব ফুলে আছে, সেটাই কি কথা না বলার কারণ ? পশু, পশু, দস্যু বুধনাথ একটা পশু! কোনোদিন যদি হাতের কাছে পায়, সুরপতি তাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবে।

বাকী রাত সুরপতির চোখে ঘুম এলো না। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের ঘুমন্ত নিশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। সে নিজেও খুবই ক্লান্ত, সুভদ্রাকে অনেকখানি রাস্তা বহন করে আনতে হয়েছে বলে তার সারা শরীরে ব্যথা, কিন্তু মস্তিষ্কভরা দুশ্চিন্তার জন্য তার ঘুম আসছে না। অবিলম্বে অর্থ-উপার্জনের একটা পথ খুঁজে বার করতে হবে। সঙ্গে যা অর্থ আছে, শুধু বসে তা ব্যয় করলে বেশীদিন তো

BanglaBook.org

চলবে না। রাজবৈদ্য বাসবদত্ত চিকিৎসার জন্য কত অর্থ দাবি করবেন কে জানে?

সুভদ্রা সব কাজে সাহায্য করতো সুরপতিকে। সে তার মধুর ব্যবহারে সুরপতিকে কখনো বেশী চিন্তিত হতে দিত না। সে সুভদ্রা এখন অনড়। সে এখন কত কষ্ট পাচ্ছে, সেটা ভেবেই সুরপতির বেশী কষ্ট।

যাক, বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। তবু যে সুভদ্রা এত বড় বিপদের পরেও বেঁচে আছে, এটাই যথেষ্ট।

সুভদ্রা শেষ কথা বলেছিল, আমাকে বিষ দাও, বিষ। তারপর থেকে আর সুভদ্রার কোনো কথা শোনেনি সুরপতি।

ভোর হবার পর, সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের তখনও ঘুম ভাঙেনি সুরপতি উঠে পড়লো। ওদের আর জাগালো না। নিজে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিল তাড়াতাড়ি। পোশাক বদলাবার কোনো উপায় নেই, কারণ আর কিছু নেই সঙ্গে। তাই গতকালের অপরিচ্ছন্ন পোশাকটাই পরে নিল। আজই কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ কিনতে হবে। নিজের মাথার ক্ষতস্থানটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল সুরপতি। মনে হচ্ছে যেন ব্যথা-বেদনা সব দূর হয়ে গেছে। কি করে এমন হলো? ক্ষতস্থানটায় চাপ বেঁধে আছে রক্ত, কিন্তু বেদনা নেই কেন? আপনা-আপনি সেরে গেল? যাই হোক, পরে ও নিয়ে চিন্তা করা যাবে। সুরপতি মাথার রক্তাক্ত ফেট্টিটা খুলে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর টাকার পুঁটলিটা সাবধানে কোমরে বেঁধে নিল, তারপর বেরিয়ে পড়লো।

॥ ৩ ॥

রাজবৈদ্য বাসবদত্তের গৃহটি প্রকাণ্ড। দ্বিতলের যে-ঘরটিতে তিনি

নিদ্রা যান, সে ঘরে আটটি গবাক্ষ। শীতে গ্রীষ্মে সব সময় সব কটি গবাক্ষ খোলা থাকে। ঘরের মাঝখানে একটি পালঙ্কে তিনি একাকী শয়ন করেন, সকালবেলা তাঁর চোখে মুখে এসে রোদ পড়ে, তখন ঘুম ভাঙে!

বাসবদত্তের শরীরটিও বিরাট। যমরাজেরও ভয় পাবারই কথা। জ্বলন্ত ভাটার মতন দুটি চোখ, সেই চোখে বাসবদত্ত যে-কোনো মানুষের দিকে তাকিয়ে তার অন্তস্থলটা পর্যন্ত যেন দেখতে পান।

বাসবদত্তের সেবার জন্য রাজার তরফ থেকেই পাঁচটি সর্বগুণসম্পন্না সুন্দরী নিযুক্ত আছে। তারা বাসবদত্তকে স্নান করানো থেকে শুরু করে রাত্রে তাঁর সুরাপানের সময় উৎকট সব খেয়াল চরিতার্থ করা পর্যন্ত সব কিছুই নিপুণভাবে পালনের জন্য প্রস্তুত।

সেদিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাসবদত্তের চোখে রোদ্র এসে পড়েনি বলে তাঁর ঘুমও ভাঙলো না। সেবিকারা দ্বারের পাশে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁকে ডাকার সাহস কারুর নেই।

এদিকে নীচের তলায় অপেক্ষা-কক্ষটি রোগীতে ভরে গেছে। কিন্তু কেউ একটিও শব্দ করছে না। এমন কি শিশুরা পর্যন্ত নীরব। সামান্য কোলাহল শুনলেই বাসবদত্ত সেদিনের মতন চিকিৎসা বন্ধ করে দেন।

বাসবদত্তের আপনাআপনি ঘুম ভাঙলো ঢের বেলায়।

চোখ মেলেই তিনি হাঁক দিলেন, জল! জল!

একজন সেবিকা রূপোর করঙ্কে ভরতি সুগন্ধ জল নিয়ে ঘরে ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে। বাসবদত্ত হাত বাড়ালেন না, মুখটা হাঁ করে রইলেন। মেয়েটি তাঁর শিয়রের পাশে বসে খুব সাবধানে জল ঢেলে দিল মুখের মধ্যে, যেন বাইরে এক ফোঁটাও না পড়ে। বাসবদত্ত ঢকঢক করে সমস্ত জলটাই পান করলেন। এবার তিনি একটা হাত উঁচু করলেন। মেয়েটি বাসবদত্তের হাত ধরে টেনে তুললো প্রাণপণে। বাসবদত্ত তখনো চোখ খোলেননি। মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কে এসেছে আমায় তুলতে? স্পর্শ থেকে মনে

BanglaBook.org

হচ্ছে মেঘমালা। তাই না? তারপর উঠে বসে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মেঘমালা, তোমার মুখখানি ম্লান কেন? আকাশে মেঘ করেছে বলে?

মেয়েটি হাসির চেষ্টা করে বললো, কই, না তো!

—হ্যাঁ, চোখমুখ ঠিক স্বাভাবিক নয়। কাছে এসো তো!

বাসবদত্ত মেয়েটির চোখের পাতা দুটো একটু টেনে দেখেই বললেন, তুমি যে বিছানায় শোও, দেখো গিয়ে সেই বিছানার চাদরে একটু একটু হলুদ দাগ হয়েছে কিনা। হবেই। তোমার যকৃতের পীড়া আসন্ন।

এইভাবে শুরু হলো বাসবদত্তের প্রথম চিকিৎসা।

উঠে তিনি চোখমুখ প্রক্ষালন করে প্রাতঃকৃত্য সারলেন। তারপর ধ্যানে বসলেন। লোকে বলে, ঐ ধ্যানের শক্তিতেই তিনি ধন্বন্তরি।

ওদিকে নীচে শত শত রোগী অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে বসে আছে সুরপতি। বেলা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে ধ্রুবকুমার বাবাকে না দেখতে পেয়ে হয়তো কান্নাকাটি করবে, সুভদ্রা কোনো কথা বলবে না, সব মিলিয়ে একটা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে, সেদিকে তার খেয়াল নেই।

এক সময় বাসবদত্ত নীচে নামলেন। সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো তাঁকে দেখে। বাসবদত্তের অঙ্গে ঝকঝকে লাল মখমলের পোশাক। মাথায় উষ্ণীষ। যেন তিনি চিকিৎসক নন, একজন রাজা-মহারাজা। তাঁর কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্র। এখানে রোগীদের মধ্যে কোনো অগ্রাধিকার নেই। বাসবদত্তের যাকে খুশি তাকেই আগে ডাকবেন।

সুরপতি একটু নিরাশ হয়ে গেল। এখানে রোগীরা সবাই নিজেরাই এসেছে। বাসবদত্ত রাজবৈদ্য, তিনি সম্ভবত রাজার বাড়ি ছাড়া আর কোনো রোগীর বাড়িতে যান না। সুভদ্রাকে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

সুরপতি বিদেশী মানুষ, বাসবদত্তকে অনুনয়-বিনয় করে বুঝিয়ে বললে কি তাঁর দয়া হবে না? বাসবদত্তকে দেখলে বেশ দয়ালু বলে মনে

BanglaBook.org

হয়। কিন্তু সবেমাত্র তিনি একজনের রোগ নির্ণয় করেছেন, এমন সময় ঘর্ঘর শব্দে রাজার রথ এসে থামলো গৃহের সামনে। তার থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে রাতদূত দৌড়ে এসে ভেতরে ঢুকলো, সসম্ভ্রমে বাসবদত্তকে অভিবাদন করে বললো, রাজা আপনাকে এখুনি একবার স্মরণ করেছেন।

বাসবদত্ত হেসে বললেন, রাজার পিঠের ডান দিকে একটা ব্যথা উঠেছে তো?

—আগে হ্যাঁ।

—জানতাম।

বাসবদত্ত উঠে দাঁড়িয়েঅপেক্ষমাণ রোগীদের মুখগুলো একবার দেখে নিলেন। একেবারে মুমূর্ষু কেউ আছে কিনা সেটা দেখাই উদ্দেশ্য। তারপর সকলের উদ্দেশে বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা করো। আমি রাজাকে দেখে আসছি, আমার বেশী সময় লাগবে না। তোমরা কেউ যেও না।

এরকম নিয়ম আছে যে সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাসবদত্ত কোনো রোগীকেই ফেরান না।

বাসবদত্তকে দেখে সুরপতির বেশ শ্রদ্ধা ও ভরসা হলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, ইনি সুভদ্রাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারবেন। সুতরাং সে অপেক্ষা করাই মনস্থ করলো। এখান থেকে সরাইখানাটি বেশ দূরে, সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসতে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে বরং যে-কোন প্রকারেই হোক একেবারে বাসবদত্তকে সঙ্গে করে নিয়ে ফেরাই ভালো।

কক্ষের মধ্যে বসে না থেকে সুরপতি বাইরের পথে পায়চারি করতে লাগলো। বাসবদত্তের গৃহের চারপাশে ঘেরা একটি বিশাল উদ্যান। তাতে অদ্ভুত অচেনা সব নানা রকমের লতাবিতান ও গাছপালা। উদ্যানের সব কটি দ্বারেই 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা। হয়তো এই সব গাছপালা থেকেই বাসবদত্ত ঔষধ সংগ্রহ করেন।

BanglaBook.org

গৃহের বিপরীত দিকে একটি প্রশস্ত প্রান্তর সবুজ তৃণে ঢাকা। তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুরপতি অল্প দূরেই একটি নদী দেখতে পেল। নদীটির দু'তীরে বড় বড় গাছের সারি, শান্ত, নির্জন, বড় মনোরম জায়গাটি। সেদিকে তাকিয়ে সুরপতির চোখ জুড়িয়ে গেল। ধনরাজ ঠিক কথাই বলেছিল, দারুকেশ্বর স্থানটি খুব সুন্দরই বটে। তবে সন্ধ্যার পর এখানকার সবাই প্রায় সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে থাকে—এ বড় আশ্চর্য কথা।

একটা পাথরখণ্ডের ওপর বসে সুরপতি একটা গাছে হেলান দিল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘুমিয়ে পড়লো। গতকালের রাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা এবং মানসিক যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীরের শিরা-উপশিরাগুলি পর্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল—এই সময় ঘুমের মতন আরামদায়ক আর কিছু নেই। সুরপতি ডুবে গেল গভীর ঘুমে।

সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না, ঘুম ভাঙলো একটা যন্ত্রণা বোধে। কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে।

সুরপতি চোখ মেলে দেখলো চার-পাঁচজন ষণ্ডামার্কা লোক ঘিরে ধরেছে তাকে। তাদের অঙ্গে প্রহরীর বেশ। একজন তার চুলের মুঠি ধরে টানছে আর চেঁচিয়ে বলছে, এবার পেয়েছি পাপিষ্ঠটাকে। কম ঘুরিয়েছে আমাদের!

সুরপতি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো, এ কি! এ কি! একজন লোক, দুম্ করে তার একটা চোখের ওপর ঘুঁষি মারলো।

—আমাকে মারছো কেন? আমি বিদেশী।

—বিদেশী! হারামজাদা বংশীলাল, তুই আমাদের চোখে কম ধুলো দিয়েছিস?

—কে বংশীলাল? শোনো, শোনো, তোমরা আমাকে মেরো না। ওরা সবাই মিলে সুরপতিকে ঘুঁষি আর চড়চাপড় মারতে লাগলো। সুরপতি প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কাতরভাবে বলতে লাগলো, মেরো নামেরো না, আমার একটাকথা শোনো—আমি বংশী-

BanglaBook.org

লাল নই, আমার বউ-ছেলে আছে, আমাকে ছেড়ে দাও—

ওরা কোনো কথায় কান দিল না। মেরেই চললো। সেই অবস্থাতেও সুরপতির মনে হলো, এরা যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কী হবে ?

সুরপতি কোনোক্রমে ওদের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বেশী দূর যেতে পারলো না, ওরা ক্ষিপ্রবেগে ছুটে এসে ধরে ফেললো এবং এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে চেপে বসলো তার বুকের ওপর। সুরপতি বুঝলো, তার আর নিস্তার নেই।

সে বললো, আমার যা অর্থ আছে সব তোমরা নাও, আমাকে শুধু ছেড়ে দাও—আমার ছোট ছেলে আছে, স্ত্রী আছে, আমি ছাড়া তারা—

একজন তার লগুড় দিয়ে সুরপতির মাথায় এমন প্রচণ্ড আঘাত করলো যে সুরপতি জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়লো মাটিতে। একদিন আগেই তার মাথায় বড় চোট লেগেছিল, এখন সেখান থেকেও রক্ত বেরুতে লাগলো গলগল করে।

লোকগুলো সুরপতির কোমর থেকে অর্থের পুঁটুলিটা বার করে তৎক্ষণাৎ সব ক'টি সিক্কা টাকা ভাগ করে নিল নিজেদের মধ্যে। তারপর সুরপতির পা দুটো ধরে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে চললো।

গাছের ওপরে একটা কাঠবিড়ালী আর পাশের ঝোপে দুটো গিরগিটি দেখছিল এই দৃশ্য। কাঠবিড়ালীটা ভয় পেয়ে গাছের ডগায় উঠে গেল। আর গিরগিটি দুটো বেরিয়ে এসে পাথরের ওপর পড়ে থাকা সুরপতির টাটকা রক্ত চাটতে লাগলো লকলকে জিভে।

প্রহরীরা সুরপতির দেহটা টানতে টানতে ঘাসভরা প্রান্তরটা পার হয়ে এসে পথের ওপর দাঁড় করানো একটি শকটের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। কয়েকজন পথচারী দেখলো সেই দৃশ্য। কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। এ রাজ্যে এরকম প্রায়ই হয়। তস্কর দস্যুরা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেশী দিন পলাতক থাকতে পারবে না, ধরা পড়বেই।

BanglaBook.org

প্রহরীদের ওপর কেউ কথা বলতে পারবে না। এ রাজ্যের প্রহরীরা প্রকাশ্য রাজপথেই যখন-তখন যার-তার মুণ্ড কেটে ফেলে।

প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে সুরপতির প্রাণ হয়তো তখুনি বেরিয়ে যেত। কিন্তু দৈবাৎ সেই সময়েই বাসবদত্ত ফিরলেন রাজপ্রাসাদ থেকে। এবং সুরপতির দিকে তাঁর চোখ পড়লো। অসাধারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি। তিনি সুরপতিকে দেখেই চিনতে পারলেন। এবং প্রহরীদের তিনি ভয় পান না। প্রহরীরাও রাজপ্রাসাদের বাইরে একমাত্র বাসবদত্তকেই সম্ভ্রম করে।

তিনি প্রহরীদের জিজ্ঞেস করলেন, একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? এ তো আমার রোগী. একটু আগে আমি একে দেখে গিয়েছি!

প্রহরীরা বললো, প্রভু, এই বংশীলাল একজন বিখ্যাত তঞ্চক। নদীর ধারে লুকিয়েছিল। এ আমাদের বাধা দিতে এসেছিল বলেই আমরা একে প্রহার করেছি। এর নামে পরোয়ানা আছে, একে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছি।

—কিন্তু কারাগার পর্যন্ত তো এ পৌঁছাবে না। তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।

—প্রভু, আমরা তো সেকথা জানি না। আমরা দায়িত্ব পালন করছি মাত্র।

—তোমাদের অপরাধীকে তোমরা নিয়ে যাবে, তা ঠিক কথা। কিন্তু আমার বাড়ি থেকে তো কোনো রোগীকে বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দিই না। এই লোকটি আমার বাড়িতে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। সুতরাং একটু অপেক্ষা করো। আমি এর চিকিৎসা সেরে নিই।

রাজবৈদ্য বাসবদত্তের মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারুর নেই। বাসবদত্ত তাঁর দু'জন সহকারীকে ডেকে সুরপতির মাথার রক্ত মুছিয়ে দিলেন। খানিকটা মলম লাগিয়ে বেঁধে দিলেন ক্ষতস্থান। তারপর অজ্ঞান সুরপতির ঠোঁট জোর করে ফাঁক করিয়ে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন চারটি বিভিন্ন বটিকা।

BanglaBook.org

বাসবদত্ত বললেন, এবার যাও। এরপর লোকটি বাঁচবে কিনা সেটা ওর নিয়তি।

প্রহরীরা শকট চালিয়ে দিল। এবং অবিলম্বেই কারাগারে পৌঁছে সুরপতির অচৈতন্য শরীর একটি নির্জন কক্ষে নিক্ষেপ করলো।

সুরপতির জ্ঞান ফিরল পরদিন সকালে। বাসবদত্তের চিকিৎসার গুণে তার শরীরের ব্যথা-বিষ অনেক কমে গেছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল। কিন্তু পারলো না, শরীর অসম্ভব দুর্বল্।

প্রায় অন্ধকার কারাগার, দেয়ালের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে। সুরপতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতেই পারলো না সে কোথায় আছে এবং এখানে কি করেই বা এলো! তারপর ভাবলো, সব জিনিসটাই বুঝি দুঃস্বপ্ন। সে নিশ্চয়ই এখনো বল্লারপুরের কাছে সেই জঙ্গলে একটা গাছের নীচে শুয়ে আছে। পাশে রয়েছে তার স্ত্রী ও পুত্র। অদূরেই বণিকের দল। একটা নরম হাতের স্পর্শ লাগলো তার মাথায়। সুরপতি চমকে উঠে বললো, কে?

একটি সুমিষ্ট নারীকণ্ঠ বললো, আপনি উঠবেন না, আপনি ঘুমোন। সুরপতি আরও চমকে উঠলো। এ কার কণ্ঠস্বর? এ কি সুভদ্রা?

সে চীৎকার করতে গেল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর বেরুলো না। সে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, তুমি···তুমি সুভদ্রা? তুমি কোথায়?

—এই তো আমি।

—সুভদ্রা, তুমি কথা বলতে পারছো? তোমার অসুখ সেরেগেছে?

—আমার তো কিছু হয়নি?

—ধ্রুবকুমার কোথায়?

—এই তো কাছেই রয়েছে।

সুরপতি একটা বিরাট নিশ্বাস ফেললো। আঃ, কি শান্তি! সুভদ্রা তার সেবা করছে, ধ্রুবকুমার তার কাছেই আছে। এর চেয়ে আর বেশী কী চাই? সুরপতি নিশ্চিন্তে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

একটু বাদে সুরপতির ফের ঘুম ভাঙলো। সে ডাকলো, সুভদ্রা?

BanglaBook.org

সুভদ্রা, তুমি কোথায় ?

সুভদ্রা বললো, এই তো আমি ?

সুরপতি হাত বাড়িয়ে সুভদ্রার নরম হাতটা স্পর্শ করলো। তাই তো সুভদ্রা তো সত্যিই এখানে রয়েছে। তা কি করে হয় ? তার একটু একটু মনে পড়ছে, সে গিয়েছিল রাজবৈদ্য বাসবদত্তর কাছে, তারপর কয়েকজন লোক তাকে খুব মারলো, মেরে মেরে একেবারে অজ্ঞান করে ফেললো। তারপর—তারপর সে সুভদ্রার কাছে চলে এলো কি করে ? এ জায়গাটা কোথায় ?

সে জিজ্ঞেস করলো, সুভদ্রা, আমরা কোথায় এসেছি ?

সুভদ্রা বললো, আপনি কথা বলবেন না, আপনি ঘুমোন।

সুরপতি আর ভাবতে পারছে না। বেশী চিন্তা করলেই তার মাথা ঝিমঝিম করছে। এখনো বুঝি রক্ত পড়ছে মাথা দিয়ে। সে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, সুভদ্রা, ওরা আমাকে খুব মেরেছে, সাঙ্ঘাতিক মেরেছে, ওরা নিষ্ঠুর, আমি কোনো দোষ করিনি।

কাঁদতে কাঁদতেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

আবার এক সময় সে জেগে উঠলো। এখন তার পাশে কেউ নেই। সে উঠে বসলো অতিকষ্টে।

সে চিৎকার করে ডাকলো, সুভদ্রা, সুভদ্রা !

কেউ সাড়া দিল না।

সে অন্ধকারের মধ্যে চতুর্দিকে হাতড়িয়ে দেখলো। কেউ নেই। কঠিন পাথরের ভূমি। সুরপতি নিজের গায়ে জোরে চিমটি কাটলো, তাতে যদি ঘুমের ঘোর ভাঙে।

একটু আগে যে সে সুভদ্রার সঙ্গে কথা বলছিল। সুভদ্রার হাতের স্পর্শ লেগেছিল তার মাথায়। সে তো স্বপ্ন নয় !

তাহলে এখনই সে স্বপ্ন দেখছে। সে চেষ্টা করেও জেগে উঠতে পারছে না। না না, তাকে জেগে উঠতেই হবে। সে সুভদ্রার স্বামী, ধ্রুবকুমারের পিতা, তার কি এত বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে চলে ?

BanglaBook.org

সে আরও জোরে চিমটি কাটলো নিজের মুখে। খুব ব্যথা লাগলো। এবার সে জেগে উঠেছে। এই তো সে বসে আছে। হাত বাড়ালে পাথর ছোঁওয়া যায়।

সে আবার ডাকলো, সুভদ্রা, সুভদ্রা!

কেউ সাড়া দিল না।

সুভদ্রা গেল কোথায়? তাকে এখানে একা ফেলে?

সে ডাকলো, ধ্রুব! বাছা ধ্রুবকুমার!

তাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই।

সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার দু'জনেই তাকে ফেলে অন্য কোথাও চলে গেছে? তাকে এই রকম অসুস্থ অবস্থায় রেখে?

সুরপতি মাথায় হাত দিয়ে দেখলো, চুলের মধ্যে চাপ বেঁধে আছে রক্ত।

না, ওদের খুঁজে বার করতেই হবে। এরকম ভাবে বসে থাকলে তো চলবে না।

সুরপতি উঠে দাঁড়িয়ে দুর্বল পায়ে একটু চলার চেষ্টা করতেই একটা কঠিন জিনিসে আঘাত লাগলো। একটা দেয়াল। সুরপতি আবার অন্যদিকে ঘুরে চলার চেষ্টা করলো, সেদিকেও দেয়াল। নিরেট পাথরের। এটা কোন্ জায়গা? সুরপতি বেশী ভাবতে পারে না, তার মাথা অবশ হয়ে আসে। সে বসে পড়লো। একটু দূরে কিসের যেন শব্দ। একটু দূরে কারা যেন একটা শিকল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এখনো কি সে সপ্নের মধ্যে আছে?

এক সময় সে বুঝতে পারলো, এটা স্বপ্ন নয়। অতি রূঢ় বাস্তব। সে একা একটি ঘরে বন্দী।

সে দরজায় দুমদুম করে আঘাত করতে করতে বললো, কে আছো? বাইরে কে আছো? দরজা খুলে দাও!

এক সময় ওপাশ থেকে একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, এই চুপ!

দরজা খুলে দাও! আমার স্ত্রী, আমার ছেলে কোথায়? আমাকে

BanglaBook.org

না পেয়ে এতক্ষণ তারা কী করছে কে জানে!

—চুপ করে থাকো।

সুরপতি তবু পাগলের মতন চিৎকার করতে লাগলো, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

বহুক্ষণ চিৎকারে সুরপতির কণ্ঠস্বর ভগ্ন হয়ে গেল। দ্বারের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইলো সে। এখনো সে সব কিছু বিশ্বাস করতে পারছে না। কোনো মানুষের দুর্ভাগ্য কি এমন দলবদ্ধ হয়ে আসে? সপ্তগ্রামে তাদের বাড়ির মানুষজন এক এক করে মরে গেল। তাদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। বণিকদলের সঙ্গে দেশান্তরে যাচ্ছিল, সেখানেও পথের মধ্যে পড়লো দস্যুদলের হাতে! সুভদ্রার বাক্‌শক্তি নষ্ট হয়ে গেল, তারপর আবার তাকে বংশীলাল ভেবে অত্যাচার করলো কয়েকটি লোক। এখন সে কারাগারে আবদ্ধ। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার কি করছে এখন কে জানে। মাঝখানে স্বপ্নের মধ্যে সুভদ্রা ফিরে এসেছিল। স্নেহকোমল হাতে সেবা করেছিল তার। সেই স্বপ্নের কথা ভেবে সুরপতির কষ্ট আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল।

সুরপতি আর চিন্তা করতে পারলো না, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো আবার।

তিন দিন পর সুরপতিকে নিয়ে আসা হলো বিচারালয়ে। সুরপতির তখন অর্ধ-উন্মাদের মতন দশা। সে দ্বারপথ থেকেই চিৎকার করতে লাগলো, আমি বংশীলাল নই, আমি বংশীলাল নই, ঈশ্বর জানেন, আমি বংশীলালকে সাতজন্মেও দেখিনি!

বিচারক বললেন, এক!

সুরপতি ছুটতে ছুটতে বিচারকের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে বললো, ধর্মাবতার, আমি এক ভাগ্যহীন বিদেশী। এরা ভুল করে আমাকে ধরে এনেছে।

বিচারক বললেন, দুই!

সুরপতি বিলাপ করে বললো, আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।

BanglaBook.org

আমার স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে আছে।

বিচারক বললেন, তিন!

সুরপতি আবার কিছু বলতে যেতেই বিচারক হাত তুলে ইঙ্গিত করলেন। অমনি দুটি ভীমকায় রক্ষী দু'দিক থেকে এসে সুরপতিকে চেপে ধরলো। সুরপতির হাত-পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে তার মুখটাও বেঁধে দেওয়া হলো কালো কাপড়ে।

বিচারক বললেন, অযাচিত ভাবে এখানে কোনো কথা বলা যায় না। তুমি এ সভার নিয়ম তিনবার ভঙ্গ করেছো। তোমাকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে না।

সুরপতি মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগলো।

পর পর ছ'জন লোক সাক্ষ্য দিল যে সুরপতিই বংশীলাল। এ সম্পর্কে কারুর মনে কোনো সন্দেহ নেই। সেই চোখ, সেই নাক, সেই কপাল।

বংশীলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ চুরি, তঞ্চকতা ও নারীর সতীত্বনাশের। এ পর্যন্ত সাতাশজন বিবাহিতা রমণীর ধর্মনাশ সে করেছে, তা জানা যায়। আরও কত এরকম ঘটনা অজানা রয়ে গেছে, তা কে জানে! শ্রেষ্ঠী বিনয় পালের স্ত্রীর সতীত্বনাশ করার জন্য সেই রমণী মাত্র সাতদিন আগে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়ে বিচারক ফাঁসির আদেশ দিলেন। সেদিন আরও অনেকগুলি আসামীর বিচার করতে হবে, তাই তিনি আর বেশী সময় নষ্ট করলেন না।

রক্ষীরা সুরপতিকে ঠেলতে ঠেলতে আবার নিয়ে গেল কারাগারে। সুরপতি আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করলো না। সে বুঝতে পেরেছে ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। এখন মৃত্যুই তার নিয়তি। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে সে আর ইহজীবনে কখনো চোখে দেখবে না।

দারুকেশ্বর কারাগারে তখন একত্রিশজন ফাঁসির আসামী জমে আছে। প্রতিদিন তিনজনের বেশী ফাঁসি হয় না এই রকমই প্রথা।

BanglaBook.org

তাই সুরপতিকে আরও দশ দিন জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাতে হলো। এই ক'দিন তার মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো খবর পেয়ে সুভদ্রা ছুটে আসবে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। সুভদ্রাই সকলের ভুল ভেঙে দেবে যে সে বংশীলাল নয়, সে সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠী সুরপতি। তারপরই মনে পড়েছিল, সুভদ্রা তো কথা বলতে পারে না! খবর পেলেও এসব কথা সে লোককে জানাবে কি করে? ধ্রুবকুমার তো আছে! বালক ধ্রুবকুমার যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সে-ই লোকসমক্ষে পিতৃ-পরিচয় দিতে পারে!

কিন্তু কেউ এলো না সুরপতির খোঁজ করতে।

এই কারাগারের ব্যবস্থা এমন নিশ্ছিদ্র যে বাইরে কোনো খবর পাঠাবার কোনো উপায় নেই। ভয়াল চেহারার প্রহরীরা ডাণ্ডা হাতে নিয়ে ঘোরে। সুরপতি চিৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেই তারা ডাণ্ডা তুলে মাথায় মারতে আসে।

দ্বিপ্রহরে শুধু একজন শীর্ণকায় লোক আসে সুরপতিকে আহার্য দিয়ে যেতে। এক টুকরো পোড়া মাংস ও তিনখানা যবের রুটি। সেগুলি দলা পাকিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। একদিন সুরপতি সেই লোকটির হাত চেপে ধরে বললো, ভাই ঈশ্বরের দোহাই তুমি বলভদ্রের সরাইখানায় গিয়ে একটিবার খবর দাও। সেখানে আমার স্ত্রী ও পুত্র আছে। আমি বংশীলাল নই, আমি সুরপতি। আমি মরি তাতে ক্ষতি নেই, তবু ওরা যেন একবার খবর পায়। আর যদি আমি এখান থেকে কোনোক্রমে ছাড়া পাই, তাহলে আগামী দশ বৎসর আমি যা উপার্জন করবো, সবই তোমাকে দেবো। ভাই দয়া করো, ঈশ্বরের দোহাই, এই সামান্য দয়া করো আমাকে—

লোকটি স্থিরভাবে চেয়েছিল সুরপতির দিকে। সুরপতির কথা শেষ হলে সে হাঁ করলো। তার মুখের মধ্যে জিভ নেই। জিভটা সম্পূর্ণ কাটা। কথা বলার কোনো ক্ষমতাই নেই লোকটির। ভয় পেয়ে সুরপতি তার হাত ছেড়ে দিল।

BanglaBook.org

এগারো দিনের দিন সুরপতিকে নিয়ে যাওয়া হলো বধ্যভূমিতে। জল্লাদ ফাঁসির দড়িটি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখছে। সুরপতির হাত বাঁধা কিন্তু চোখ-মুখ খোলা।

একজন কারারক্ষী এসে তাকে প্রশ্ন করলো, বন্দী, তোমার কোনো শেষ ইচ্ছা আছে?

সুরপতি মাথা নেড়ে বললো, না।

—তোমার মৃতদেহ কি দাহ করা হবে, না নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে?

সুরপতি একটুক্ষণ চিন্তা করে বললো, বলভদ্রের যে সরাইখানা আছে, তার সামনে আমার মৃতদেহটা ফেলে রেখে এসো।

এমন সময় দূর থেকে একজন অশ্বারোহী তীরবেগে ছুটে এলো। সুরপতিকে তখন বধ্যমঞ্চে তোলা হয়েছে, অশ্বারোহী চিৎকার করে বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও!

অশ্বারোহী এসে বললো, আজ সকালেই রাজার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, সেই উপলক্ষে রাজা একজন ফাঁসির আসামীর শাস্তি মকুব করতে চান। এ রাজ্যে সেটাই প্রথা।

সেদিন সুরপতি ছাড়া আর কোনো ফাঁসির আসামী ছিল না। সুরপতির বুকের মধ্যে একটা আনন্দের গোল্লা লাফিয়ে উঠলো। সে জল্লাদের হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আনন্দে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো, আ—আ—হা—হা—আ—আ—

সুরপতি ভাবলো নিয়তি তার ওপর তাহলে একেবারে বিরূপ নয়! ভাগ্যবলেই সে শেষ মুহূর্তে মুক্তি পেয়ে গেল। এখুনি সে ছুটে গিয়ে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারকে দেখতে পাবে।

সেই বধ্যভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সুরপতি উন্মাদের মতন নাচতে লাগলো। তার দু'চোখ দিয়ে মুক্তির আনন্দের অশ্রু গড়াচ্ছে।

কিন্তু নিয়তি আসলে সুরপতিকে নিয়ে একটা খেলা খেলছে। সেই খেলা এখনো শেষ হয়নি।

BanglaBook.org

অশ্বারোহী রাজার সনদ তুলেদিল কারারক্ষীর হাতে। সে সেটা পাঠ করে সুরপতির দিকে তাকিয়ে বললো, যাক, খুব জোর বেঁচে গেলে বংশীলাল, তোমার মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দশ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

একথা শুনে সুরপতির যতখানি নিরাশ হওয়ার কথা ছিল, ততখানি সে হলো না। শুধু বেঁচে থাকারই যে একটা আনন্দ আছে, তা সে উপেক্ষা করতে পারলো না।

এবার সুরপতিকে আনা হলো অন্য একটি কারাগারে। কারাগারটি একটি পাহাড়ের পাদদেশে। এতে আছে সু-উচ্চ প্রাচীর-ঘেরা একটি বিরাট চত্বর, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যাকালে বন্দীরা যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারে। দ্বিপ্রহরে তাদের সকলকে সারিবদ্ধ হয়ে বসে পাথর ভাঙতে হয়। বড় বড় পাথরের চাঙড়কে তারা লৌহ হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে। দারুণ পরিশ্রমসাধ্য কাজ, মাথার ওপরে চড়া রোদ্দুরে শরীর থেকে গলগল করে স্বেদ বেরোয়, তবু এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, অমনি পিঠের ওপর এসে পড়বে কারারক্ষীর চাবুক।

রাত্রে তাদের শয়ন করতে হয় প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ছোট কুঠুরিতে। সেখানে আলো-বাতাসের সম্পূর্ণ প্রবেশ নিষেধ। সেই ঘরে আছে বিরাট বিরাট আকারের মূষিক। কোন ছিদ্রপথ দিয়ে তারা ঢোকে তা বোঝা যায় না। মূষিকের অত্যাচারে রাত্রে ঘুমোয় কার সাধ্য প্রায়ই কয়েদীদের গা থেকে ঐ সব মূষিক মাংস খুলে নিয়েছে —এমন দেখা যায়। একজনের ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটাই মূষিকে কেটে নিয়েছিল।

সুরপতি সারারাত ধরে তাঁর হাতুড়িটা এদিক ওদিক চালিয়ে মূষিক নিধনের চেষ্টা করে। পাথরভাঙা হাতুড়িটা প্রত্যেক কয়েদীর সঙ্গেই থাকে। কেউ কেউ রাগে দুঃখে যন্ত্রণায় সেই হাতুড়ি দিয়ে নিজের মাথাতেই এক ঘা মেরে বসে এক-একদিন। তাতে কারারক্ষীরা একটুও বিচলিত হয় না। কয়েদীর সংখ্যা কমলে তাদের কোনো দুঃখ নেই।

BanglaBook.org

কেউ তাদের কাছে কোনো কৈফিয়ৎ চায় না।

কিন্তু এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুরপতি তার মাথায় এক দিনও সেই হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেনি। সে বাঁচতে চায়।

॥ ৪ ॥

সুরপতির বৈচিত্র্যহীন কারাবাসের পঞ্চম বৎসরে একটা ঘটনা ঘটলো।

কোনোক্রমে চার বৎসর কাটিয়ে দেবার পর সে অনুভব করেছিল, দশটা বছর সে কাটিয়ে দিতে পারবে ঠিকই। আবার সে মুক্তি পাবে। তারপর সুভদ্রা এবং ধ্রুবকুমার যদি বেঁচে থাকে, তাহলে পৃথিবীর যে প্রান্তেই তারা থাকুক, সুরপতি ঠিক খুঁজে বার করবে তাদের।

দুর্গতির চরম সীমায় গিয়েও সুরপতি হেরে যায় নি। বেঁচে থাকার একটা অদ্ভুত জেদ আছে মানুষের। তার মাথার ক্ষতস্থানটা সারতে দীর্ঘদিন লেগেছিল। হঠাৎ হঠাৎ যন্ত্রণা জেগে উঠতো, তখন মনে হতো, সে বুঝি পাগলই হয়ে যাবে। সেই সময় মাঝে মাঝে নিজের পরিচয়ই ভুলে যেত সে। নির্জন কারাকক্ষে শুয়ে ব্যথায় ছট্‌ফট করতে করতে সে চিৎকার করে উঠতো, আমি কে? আমি কোথায়? উত্তর দেবার কেউ নেই।

খানিকটা পরে, যন্ত্রণা একটু কমে গেলে সে নিজেই ফিসফিস করে নিজেকে শোনাতো, আমি সুরপতি, আমাকে বাঁচতে হবে!

এই কারাগারের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনো যোগাযোগ নেই। বাইরের কোনো সংবাদই এখানে কেউ পায় না। সুরপতি জানে না সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের ভাগ্যে কি ঘটেছে, তবু সে আশা করে, এক-দিন না একদিন দেখা হবেই।

এই ক'বৎসরে সুরপতির শরীর অনেক সবল হয়েছে। কঠিন পরিশ্রমের ফলে তার প্রতিটি মাংসপেশী এখন সুদৃঢ়। তাছাড়া অসহ্য এই কারাজীবনকে কিছুটা সহনীয় করার জন্য সে কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করেছে।

BanglaBook.org

যেমন পাথর ভাঙতে ভাঙতে সে একদিন একটি চকমকি পাথর আবিষ্কার করে। কারুকে সে কথা না জানিয়ে সেই চকমকির দুটি টুকরো সে নিজের কুঠুরিতে নিয়ে এসেছে। সেগুলি ঠুকলে বেশ বড় বড় ফুলকি বেরোয়, সেই আলোয় সম্পূর্ণ ঘরটা দেখা যায়। এর ফলে তার মূষিক'মারার অনেক সুবিধে হয়েছে। প্রতি রাত্রেই দুটি তিনটি করে মূষিক সে মারতে পারে। ইদানীং মূষিকরাও তাকে ভয় পেতে শুরু করেছে—তার কুঠুরিতে আর তারা সহজে আসে না।

চকমকির আলোয় সে কুঠুরির দেয়ালে একটা খড়িপাথর দিয়ে দিনের হিসেব রাখতে শুরু করেছে। কতদিন, কত মাস, কত বৎসর পার হলো তার হিসাব রাখতে পারবে এখন।

নানা রকম পাথরের টুকরো দিয়ে সে অস্ত্র বানাতেও শুরু করেছে। পাথরগুলি ভাঙবার সময় বিভিন্ন আকৃতির হয়। রক্ষীদের চোখের আড়ালে সে বিভিন্ন টুকরো নিয়ে ঘর্ষণ করে করে পাথরের ছুরি বানায়। একটি ছুরি রীতিমতন ধারালো ও মজবুত! সেটা ঠিক কোন ব্যবহারে লাগবে, তা সুরপতি এখনো জানে না—তবু নিজের কাছে সযত্নে লুকায়িত রেখেছে।

পাথরের টুকরো দিয়ে সে কখনো-সখনো নানারকম পুতুলও বানায়। এ ব্যাপারেও তার সহজাত দক্ষতা আছে। একটিতে সে বানিয়েছে সুভদ্রার মুখ, আর একটিতে ধ্রুবকুমারের। মূর্তি দুটি তার ঘরের কোণে বসানো আছে। রক্ষীরা কোনোদিন কয়েদীদের দুর্গন্ধ-কুঠরির মধ্যে ঢোকে না—তাই ঐমূর্তি দুটির কথা কেউ জানে না। প্রতি রাত্রে সুরপতি ঐ মূর্তি দুটির সঙ্গে মনে মনে কথা বলে। এখন আর সে ততটা একা নয়।

এক-একদিন রাত্রে বড় বিভ্রম ঘটে যায়। সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের পাথরের মূর্তি দুটি শিয়রের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকে সুরপতি। মাঝ-রাত্রে হঠাৎ কোনো শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় তার। ধ্রুবকুমার যেন আকুল ভাবে ডাকছে, বাবা! বাবা! একেবারে সতিকারের কণ্ঠস্বর।

BanglaBook.org

সুরপতি আমূল চমকে ওঠে। সূরপতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ধ্রুব, ধ্রুব বাছা, তুই কোথায় ? অমনি সে একটি কচি বালকের হাতের স্পর্শ পায়। ধ্রুবকুমার বলে ওঠে, এই তো !

এ তো স্বপ্ন নয় ! এ যে বাস্তব। অন্ধকারের মধ্যে সুরপতি কিছু দেখতে না পেলেও শিশু ধ্রুবকুমারের স্পর্শ তো সে ঠিকই অনুভব করছে। তাহলে সুভদ্রা কোথায় ? সে কথা জিজ্ঞেস করতেই ধ্রুবকুমার বলে, মা তো আপনার পায়ের কাছেই বসে আছেন !

তাই তো ! সুরপতি টের পায়, সুভদ্রা তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সুরপতির পা টিপে দিচ্ছে। তার সেই নরম, উত্তপ্ত হাতের স্পর্শ চিনতে ভুল হয় না।

আনন্দে, বিস্ময়ে সুরপতির আবার মাথার যন্ত্রণা হতে শুরু করে। সে চেঁচিয়ে বলে, আমি কে ? আমি কোথায় ? সুভদ্রা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?

সুভদ্রা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয়, আপনার কষ্ট হচ্ছে, আপনি আর একটু ঘুমিয়ে নিন।

সুরপতি ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলে, আমার চেয়ে বেশী কষ্ট বুঝি এ পৃথিবীতে আর কেউ পায়নি। কেন আমার এই শাস্তি !

সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে শ্রান্তিতে। কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারে না। এক প্রহর বাদে যখন আবার চোখ মেলে, তখন হাত বাড়িয়ে আর ধ্রুবকুমার বা সুভদ্রাকে খুঁজে পায় না। শুধু দুটি পাথরের মূর্তি। সেই কঠিন কারাগার !

এই কারাগার থেকে ক্বচিৎ দু-একটি কয়েদী মুক্তি পায়। আবার মাঝে মাঝে নতুন কয়েদীরাও আসে। কেউ মুক্তি পাবার দিন অন্য কয়েদীরা চোখের জলে তাকে বিদায় দেয়—যেন ঘনিষ্ঠ কোনো বান্ধব চলে যাচ্ছে। নতুন কয়েদীদের প্রথম প্রথম অন্যরা পছন্দ করে না। যেন তারা অন্য জাতের লোক, তাদের গায়ে অন্যরকম গন্ধ।

সুরপতির কারাজীবনের পঞ্চম বৎসরে এক দিন একসঙ্গে সাতজন

BanglaBook.org

নতুন কয়েদী এলো। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে সুরপতি তীব্রভাবে চমকে উঠলো। উত্তেজনায় তার শরীর রীতিমতন কম্পন শুরু হয়ে গেল.। যদিও লোকটির একটি হাত দুর্বল হয়ে শুকনো গাছের ডালের মতন ঝুলছে ও একটি চক্ষু নষ্ট, তবু তার বিশাল চেহারা ও বিরাট মুখ-খানা দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না!

এ সেই দস্যুসর্দার বুধনাথ।

সুরপতির মনে হলো, এই লোকটিই তার জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল। এ তার চোখের সামনে সুভদ্রার ওপর অত্যাচার করেছে, নির্দোষ ধনরাজকে হত্যা করিয়েছে। এর জন্যই সুভদ্রা মূক। সুভদ্রা যদি মূক না হতো, তাহলে সুরপতি দারুকেশ্বরে থাকতো না, বংশীলাল বলে ভুল করে ধরাও পড়তো না।

সুরপতির সর্বাঙ্গে প্রতিশোধ প্রতিশোধ প্রতিশোধ এই শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো।

বুধনাথের সঙ্গে যে আর দু'জন এসেছে, তারা ওরই দলের লোক। গৌড়বঙ্গে টুপিওয়ালা ইংরেজদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে বুধনাথ তার দলবল নিয়ে পালিয়ে এসেছিল দারুকেশ্বরে। প্রথমে একটি সরাই-খানায় আত্মগোপন করেছিল। সেখানেও একদিন এ রাজের সৈন্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষেই বুধনাথের একটি হাত ও চোখ নষ্ট হয়েছে।

এই সব কথা টুকরো টুকরো ভাবে সুরপতির কানে আসে। সরাই-খানার কথা শুনেই তার বুক কেঁপে ওঠে। এ কি সেই বলভদ্রের সরাই-খানা? তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কোনো ক্ষতি হয়নি তো? যদিও, একটিও কানাকড়ি সম্বল না করে এই চার-পাঁচ বৎসর সুভদ্রা তার ছেলেকে নিয়ে সেই সরাইখানাতে যে থাকবে কি করে সে কথাও তার মাথায় আসে না।

আরও খবর সংগ্রহের জন্য সুরপতি বুধনাথের কাছাকাছি ঘোরা-ঘুরি করে। এক এক সময় প্রচণ্ড রাগে তার ইচ্ছে হয়, তার হাতুড়ির এক

BanglaBook.org

ঘায়ে বুধনাথের খুলি ফাটিয়ে একেবারে ঘিলু বার করে দেয়। কিন্তু তাহলে বুধনাথের দলের লোকরা তাকে ছাড়বে না, তারাও তাকে হত্যা করবে সঙ্গে সঙ্গে। কয়েদখানার মধ্যে এরকম সংঘর্ষ হয় মাঝে মাঝে। অকস্মাৎ বিবাদে মত্ত হয়ে সংঘর্ষে মেতে ওঠে কয়েদীরা। তিন-চার জন খুনোখুনি করে মরে। রক্ষীরা বাধা দেবার চেষ্টাও করে না। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। বন্দীদের প্রাণ সম্পর্কে যেন তাদের দায়িত্বই নেই। এরা যতই কমে ততই মঙ্গল। সুরপতি এভাবে মরতে চায় না।

বুধনাথ সুরপতিকে চিনতে পারেনি। চিনতে পারার কথাও নয়। সে কত জায়গায় দস্যুতা করেছে, কত মানুষের সর্বনাশ করেছে, সকলের মুখ সে মনে রাখবে কি করে ? অত্যাচারিতরাই অত্যাচারীকে মনে রাখে।

কয়েক মাস কেটে যাবার পর সুরপতি বুঝতে পারলো, বাকী জীবনটা কয়েদী হিসেবে কাটিয়ে দেবার মতন মানুষ বুধনাথ নয়। ইতিমধ্যেই সে পলায়নের ফন্দী আঁটছে। তখন সুরপতি সুকৌশলে বুধনাথের দলে ভিড়ে গেল। তার পাথরের তৈরী ছুরি দেখে খুশী হলো বুধনাথ। এগুলি কাজে লাগবে। তাছাড়া বুধনাথের দলের প্রায় সকলকেই এখন অল্প-বিস্তর অঙ্গহীন, শেষ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এখন সুরপতির মতন একজন সবল স্বাস্থ্যবান লোকের সাহায্যের বিশেষ দরকার। বুধনাথ যখন শুনলো যে সুরপতির কাছে আগুন জ্বালাবার সরঞ্জাম আছে, তখন সে সব চেয়ে খুশী হয়ে উঠলো। বন্ধুর মতো সে সুরপতির কাঁধে হাত রেখে বললো, তোমার ওপরেই আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে।

সুরপতির মনে হলো, যেন কোনো নোংরা প্রাণী তার কাঁধের ওপর পিচ্ছিল হাত রেখেছে। তার ইচ্ছে হলো, ঘৃণায় সে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। এই হাত সুভদ্রাকে স্পর্শ করেছে, এই হাত সুভদ্রার শাড়ি খুলে নিয়েছে।

কিন্তু সুরপতি তখন বুধনাথের ওপর কোনো ক্রোধের ভাবই দেখালো না। সে বুঝে নিয়েছে, তাদের এখন পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে হবে।

BanglaBook.org

সে বিগলিত ভাবে হেসে বললো, আপনাকে যদি কোনো রকম সাহায্য করতে পারি, সে তো হবে আমার পরম সৌভাগ্য। তমলুক থেকে দারুকেশ্বর পর্যন্ত—আপনার নাম জানে না কে ?

বুধনাথ বললো, আবার আমার দিন আসবে। আবার আমি দল গড়বো। টুপিওয়ালা গোরদের সঙ্গে সামনাসামনি লড়াই করে পারা যাবে না, ওদের কৌশলে শেষ করতে হবে।

একটু থেমে, হঠাৎ সুরপতির দাড়ি চেপে ধরে বললো, তোমার নাম বংশীলাল নয় ?

সুরপতি বললো, না তো !

বুধনাথ হা-হা করে হেসে বললো, আমার কাছে লুকোতে পারবে না। যতই বড় বড় দাড়িগোঁফ রাখো, আমি ঠিক চিনেছি। বল্লারপুরে তুমি একবার আমার মুখোমুখি পড়েছিলে, মনে আছে ? তুমি একটি গৃহস্থবাড়ির মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছিলে, হঠাৎ আমি দলবল নিয়ে এসে পড়ি, মনে নেই ?

সুরপতি বুঝলো, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তাই চুপ করে রইলো।

বুধনাথ বললো, সেবার তুমি অতি কৌশলে আমার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিলে। ছদ্মবেশ ধারণে তোমার জুড়ি নেই। তুমি প্রায় চোখের নিমেষে রূপ পাল্টে ফেলে এক সন্ন্যাসী সাজলে। আমারও চোখে ধন্ধ লেগে গেল ! স্ত্রীলোকটিকে তুমি অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিলে এক গাছতলায়। অবশ্য যাবার আগে তুমি তার গয়নাগাঁটি সব খুলে নিয়েছিলে। ধূর্তচূড়ামণি, এবার তোমাকে হাতের কাছে পেয়েছি ! তোমার এই দাড়িও কি নকল নাকি ?

বুধনাথ সুরপতির দাড়ি ধরে টান দিল জোরে। প্রচণ্ড ব্যথা লাগলেও মুখ অবিকৃত রাখলো সুরপতি। গম্ভীর স্বরে বললো, বুধনাথ, এখন তুমি আর আমি একই জায়গায় এসে ঠেকেছি। এখন আর শত্রুতা করে লাভ কি ? হাত সরাও !

বুধনাথ বললো, তুমি একা একা কাজ সারতে, কখনো দল গড়োনি

BanglaBook.org

একা কারবার চালাবার অবশ্য কিছু সুবিধে আছে, বিশেষতঃ যদি মেয়েদের কারবার হয়। ধরা পড়লে কী করে?

এবার কোনো কথা না বলে সুরপতি নিজের কপালটা ছুঁয়ে দেখালো।

বুধনাথ বললো, ঠিক! নিয়তিকে এড়াবার কোনো উপায় নেই যাই হোক, পুরোনো কথা মনে রেখে আর লাভ নেই। আজ থেকে আমরা দোস্ত্! হাতে হাত দাও।

সুরপতি সহাস্যে বুধনাথের ডান হাতটা চেপে ধরলো। মনে মনে বললো, প্রথম সুযোগেই আমি তোমাকে খুন করবো, বুধনাথ। তোমাকে আমি ছাড়বো না।

সেইদিন থেকে বুধনাথ সব সময় সুরপতির কাছাকাছি থাকে, আর জেল ভেঙে পালাবার বুদ্ধি আঁটে। এক-একটা মতলবের ঠিক হয়, আবার নানা দিক চিন্তা করে সেটা বাতিল হয়ে যায়। বুধনাথের দলের লোকেরা অন্ধের মতন এখনো তার হুকুম মেনে চলে। অন্য কয়েদীদের মধ্য থেকে খুব বেছে বেছে আরও তিনজনকে দলে আনা হলো। তবে এর মধ্যে সুরপতিই সব চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য—কারণ এখন সে যেমন সকলের চেয়ে বেশী বলশালী, তেমনি তার বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। সে ঠাণ্ডা মাথায় সব দিক ভেবে দেখতে পারে। সে আর আগের সেই নিরীহ বিনীত সুরপতি নেই।

বুধনাথ জীবনে কখনো কারুর হুকুম মেনে চলেনি, তাই কারাগারের জীবন মানিয়ে চলা তার পক্ষে খুবই শক্ত হচ্ছিল। সে নানা রকম বিকৃত ভোগবিলাসে অভ্যস্ত, এরকম প্রতিদিনের পাথর-ভাঙা শ্রম তার সহ্য হয় না। সবচেয়ে অসহ্য হয় রক্ষীদের হুকুম মেনে চলা। কথায় কথায় সে দপ করে জ্বলে ওঠে।

একদিন এক রক্ষী প্রায় খেলাচ্ছলেই বুধনাথের পিঠে কশাঘাত করতেই বুধনাথ ক্ষেপে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর রক্ষীর হাত থেকে কশা কেড়ে নিয়ে সপাটে মারলো তার মুখে। আরও কয়েকজন রক্ষী তার দিকে ছুটে আসতেই সে এলোমেলো ভাবে কশা চালাতে চালাতে

BanglaBook.org

ছুটলো প্রধান দ্বারের দিকে।

দূর থেকে তা দেখেই সুরপতি বুঝলো, বুধনাথের মস্তিষ্ক-বিভ্রম ঘটেছে। প্রধাম দ্বারের কাছে বর্শাধারী প্রহরীরা, তারা নিমেষে বুধনাথের দেহ ফুঁড়ে ফেলবে। সুরপতি একটা বড় পাথরের খণ্ড গড়িয়ে দিল বুধনাথের পায়ের দিকে। তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল বুধনাথ আর অমনি একজন কশাধারী সৈনিক গিয়ে তার চুলের মুঠো ধরলো। তারপর মারতে মারতে তাকে নিয়ে গেল কারাকক্ষের দিকে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো সুরপতি। প্রধান দ্বার পর্যন্ত পৌঁছোলে বুধনাথ কিছুতেই প্রাণে বাঁচতো না।

তারপর সুরপতি নিজেই বিস্মিত হলো। সে কেন বুধনাথকে প্রাণে বাঁচাতে গেল? বুধনাথ তার চরমতম শত্রু! জেল থেকে পলায়নের সঙ্গী হিসেবে সে বুধনাথকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়? তাও নয়, কারণ পলায়নের সব ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে, তাতে বুধনাথের সাহায্যের খুব বেশী প্রয়োজন নেই। তবে? সুরপতি বুধনাথকে সামান্য একজন রক্ষীর হাতে নিহত হতে দিতে চায় না। তার সঙ্গে সুরপতির নিজস্ব বোঝাপড়া আছে।

তারপর একদিন সন্ধ্যের পর, কারাগারের মধ্যে মাঠের এক পাশে জেলরক্ষীদের ছাউনিতে আগুন লাগলো। ছাউনির মধ্যে জেলরক্ষীদের স্ত্রী-পুত্রকন্যা থাকে, আগুন দেখে তারা দিশেহারা হয়ে গেল।

বন্দীদের তখন খাবার সময়, তাদের সারিবদ্ধভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল খাবার ঘরে, হঠাৎ সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বন্দীরাও চেঁচিয়ে উঠলো, আগুন, আগুন! জল? জল!

যেন বন্দীরাও কারারক্ষীদের ছাউনিতে আগুন নেভাতে সাহায্য করতে চায়—এইভাবে তারা ছুটে গেল সেদিকে। কিছু কিছু চেষ্টাও করলো আগুন নেভাবার। এবং সুরপতি ও বুধনাথ এরই মধ্যে আরও বেশী করে আগুন ছড়িয়েও দিতে লাগলো। একজন কারারক্ষী বুধনাথকে সেই অবস্থায় দেখে ফেলেছিল, বুধনাথ সবলে তাকে উঁচুতে তুলে ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। তারপর নিজেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, বাঁচাও

BanglaBook.org

বাঁচাও!   মানুষ পুড়ছে!

বুধনাথ এবার অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে উল্‌টো দিকে দৌড়োলো। তার দলের লোকেরাও চলে এলো তার পিছু পিছু।

দড়ির মই আগে থেকেই তৈরি করে লুকিয়ে রাখা ছিল—ঝপঝাপ সেই মই বেয়ে সকলেই উঠে গেল প্রাচীরের ওপরে, তারপর উল্‌টো দিকে লাফ দিল। প্রাচীরের এপারে কী আছে কেউ জানে না—অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ায় কারুর হাত ভাঙালো, কারুর পা ভাঙলো—কিন্তু মুক্তির আনন্দে সবাই উল্লসিত।

সুরপতির মাথা ঠাণ্ডা, সে অমন ভাবে লাফালো না। সে প্রাচীরের ওপর উঠে সাবধানে চারপাশ চেয়ে দেখলো। এখানে প্রাচীরের নীচে গড়ানে পাহাড়। সে দড়ির মইটা গুটিয়ে নিয়ে প্রাচীরের ওপর দিয়ে সাবধানে হাঁটতে লাগলো।

বুধনাথ তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো?

সুরপতি গম্ভীর ভাবে বললো, এসো আমার সঙ্গে।

তারপর একটা সুবিধা মতন জায়গা দেখে মই লাগিয়ে সুরপতি শেষবার কারাগারের ভেতরটা দেখে নিল। আগুনের শিখা এখন লক্ লক্ করছে সারা ছাউনি জুড়ে। এদিকে এখন কেউ আসবে না। বুধনাথ ও সুরপতি নেমে পড়লো উল্‌টো দিকে।

সুরপতি বললো, এবার চলো, সঙ্গীদের খোঁজে যাই।

বুধনাথ তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললো, দূর নির্বোধ! ওদের খোঁজে গিয়ে কী হবে? ঐ সব কানা খোঁড়াদের নিয়ে আমার কোনো কাজ হবে না। আমি দল গড়বো নতুন লোক নিয়ে। ওরা মরুক বাঁচুক, তাতে আমাদের কী? এসো আমরা পালাই।

সুরপতি বললো, ওরা তোমার এতদিনের সঙ্গী, তুমি ওদের খবর নেবে না? বুধনাথ বললো, গোল্লায় যাক।

দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে ছুটলো।

কারাগারটি তৈরী করা হয়েছিল বেছে বেছে একটা দুর্গম জায়গাতেই। এক দিকটা শুধু উঁচুনীচু পাথর আর জঙ্গল, পাশ দিয়ে

BanglaBook.org

বয়ে চলেছে একটা খরস্রোতা নদী। এই রাস্তায় দৌড়োনো খুব সহজ কাজ নয়। যে-কোনো মুহূর্তে রক্ষীরা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। একমাত্র উপায় নদীটা পার হওয়া।

সুরপতি নদীর জলে একটুখানি পা দিয়ে দেখলো, অসম্ভব তেজী স্রোত, জলও তেমনি ঠাণ্ডা—এ নদী সাঁতরে পার হওয়া যাবে না। তখন তার অনুতাপ হলো, কেন দড়ির মইটা ফেলে এসেছে! সেটা থাকলে গাছের ডালে বেঁধে একটা কিছু উপায় করা যেত। কিন্তু এখন আর ফিরে গিয়ে নিয়ে আসার সময় নেই।

নদীর ধার ঘেঁষেই হাঁটতে লাগলো ওরা। কিন্তু এভাবে বেশী দূর যাওয়া যাবে না। সামনেই খাড়া পাহাড়, এ পাহাড়ে উঠতে বহু সময় লেগে যাবে। তা রক্ষীরা যদি ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, তাহলে ধরে ফেলবে অনায়াসেই। সুরপতির মধ্যে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছটফট করছে, সে আর কিছুতেই ধরা দেবে না! এক জায়গায় দেখলো, নদীর ওপর একটা তালগাছ অনেকখানি হেলে আছে। সেটা প্রায় নদীর তিন-চতুর্থাংশ পেরিয়ে এসেছে—কিন্তু বাকীটা পেরুবার উপায় কী?

সুরপতি তবু বললো, বুধনাথ, তুমি দাঁড়াও, দেখি আমি কোনো উপায় করতে পারি কিনা।

সুরপতি তালগাছটার ওপরে উঠে গেল! একেবারে ডগার কাছে এসে দেখলো, এখনো বেশ খানিকটা দূরে তীর। এখান থেকে লাফাবার কথা ভাবলেই গা ছমছম করে।

বুধনাথ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি, পার হওয়া যাবে?

সুরপতি বললো, না।

তবু সে তালগাছের ডালটা ধরে ঝুলে পড়লো। নীচে জলের স্রোত, ওর মধ্যে পড়লে আর বাঁচার আশা নেই। তাও সে অনেক কষ্টে নিজের শরীরটাকে দুলিয়ে তারপর হাত ছেড়ে দিল।

সুরপতি জলের মধ্যেই পড়লো, তবে তীরের অনেকটা কাছে। স্রোতে ভেসে যাবার আগেই সে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে একটা গাছের

BanglaBook.org

শক্ত শিকড় ধরে ফেললো। তারপর ওপরে উঠে আসতে আর বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

ওপরে উঠে সে হাঁপাতে লাগলো। সে নিশ্চিত মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসেছে। নদীটা যেন জীবন্ত, প্রবল শক্তিতে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল। একবার এই স্রোতের টানে পড়লে আর নিস্তার নেই।

বুধনাথ ওপার থেকে সুরপতিকে লক্ষ্য করছিল। সুরপতি নির্বিঘ্নে পারে উঠে যাবার পর সে দুঃখিত ভাবে বললো, বংশীলাল তুমি আমায় ফেলে চলে গেলে?

সুরপতি বললো, তুমিও এসো।

বুধনাথ বললো, আমি ওভাবে পারবো না। তুমি বেঁচে গেছ দৈবাৎ। দৈব তো আমার ওপর সদয় নাও হতে পারে!

সুরপতি বললো, তাহলে আর আমি কি করতে পারি বলো আত্মরক্ষা মাপুষের ধর্ম, আমিও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি মাত্র।

এই সময় দূরে কিছু কোলাহল শোনা গেল। তবে কি রক্ষীদল এই দিকেই আসছে? সুরপতি দেখালো আর অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে প্রস্থান উদ্যোগ করে বুধনাথের উদ্দেশ্যে বললো, বিদায়!

বুধনাথ কাতর ভাবে বললো, যেও না! যেও না! আমি আসছি, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো—

বুধনাথ তালগাছের ওপর উঠে এলো। তার একম হাতে জোর নেই, তাই তাকে অতি সাবধানে আসতে হয়। ডগার কাছে এসে সে খুব ভয় পেয়ে গেল। এখান থেকে লাফিয়ে পড়া খুবই বিপজ্জনক।

কিন্তু দূরের কোলাহলটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে। আর দেরি করার উপায় নেই।

সেও সুরপতির রতন ঝুলে পড়লো। কিন্তু এক হাতে সে শরীর দোলাতে পারছে না। তার বিশাল শরীরের ভার ঐ এক হাত ধরে রাখাও যাচ্ছে না। সে চিৎকার করে বললো, বংশীলাল আমাকে ধরো,

BanglaBook.org

আমি পারছি না!

সুরপতি জলের মধ্যে খানিকটা নেমে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়েও হাতটা গুটিয়ে নিল।

তারপর সে দৃঢ়স্বরে বললো, না। বুধনাথ, তুমি কোনোদিন কারুর সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছো? তবে আজ কেন নিজে সাহায্য চাইছো? এইমাত্র তুমি তোমার পুরোনো সঙ্গীদের ফেলে এলে—

বুধনাথ আর্তনাদ করে বললো, বাঁচাও। আমি আর পারছি না! তুমি যা চাও, তাই দেবো। আমার এখনো অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে—তোমাকে সব দেবো, বাঁচাও বংশীলাল—

সুরপতি বললো, আমার নাম বংশীলাল নয়। আমি সুরপতি! বল্লারপুরের কাছে জঙ্গলের মধ্যে তুমি আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছিলে—আমারই চোখের সামনে।

বুধনাথ বললো তুমি আমাকে একশো ঘা চাবুক মেরো, আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকবো, বাঁচাও, হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সুরপতি বললো, কুকুর, তুই যার জীবন নষ্ট করে দিয়েছিস, তার কাছেই আজ আবার নিজের প্রাণভিক্ষা করছিস?

বুধনাথ বললো, তুমি আমার নাকটা কেটে দিও, কান দুটো কেটে দিও, তবু আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে শুধু প্রাণে বাঁচিয়ে রাখো।

—আমার স্ত্রী বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিল, তুই তবু তাকে—

—তুমি আমার চোখ দুটো অন্ধ করে দিও। আমার পুরুষত্ব নষ্ট করে দিও, তবুও তুমি আমার প্রাণটা শুধু ভিক্ষে দাও, আমি আর পারছি না। আমার হাত ছিঁড়ে যাচ্ছে, পারছি না, বাঁচাও—

—নীচের দিকে চেয়ে ছাখ, কুকুর! এই নদীর জল তোকে কামড়ে খেয়ে ফেলবার জন্য হাঁ করে আছে।

—আমাকে বাঁচাও, আমার যা ধনরত্ন আছে, তাতে তোমার সাত পুরুষ সুখে থাকবে, সব তোমায় দেবো, আমি পাথর ভিখিরি হয়ে থাকবো।

—ভিখারিরও হৃদয় আছে, তোর তাও নেই, তুই বেঁচে থাকার

BanglaBook.org

যোগ্য নোস্‌।

অসম্ভব মনের জোর বুধনাথের, সে এখনো এক হাতে ধরে আছে গাছটা। যদি একবার শরীরটা দোলাতে পারে তাহলেই এ পারের দিকে এসে লাফিয়ে পড়বে। সেইটুকু সে পারছে না। তার ভারী শরীর, তার একটা হাত অকেজো।

বুধনাথকে মারার জন্য সুরপতি নদীর কিনার থেকে একটা বড় প্রস্তরখণ্ড তুললো, কিন্তু সেটা ছুঁড়ে মারার আগেই বুধনাথের হাত ছেড়ে গেল, সে ঝুপ করে গিয়ে পড়লো জলের মধ্যে।

বুধনাথ পায়ের তলায় মাটি পেল না। বিকট আঁ-আঁ শব্দ করে সে স্রোতে ভেসে যেতে লাগলো। নদীর মধ্যে মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে আছে বড় বড় পাথর। তারই কোনো একটাতে মাথায় ধাক্কা লাগায় একটু বাদেই বুধনাথের কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

সুরপতি জল থেকে উঠে মাটির ওপর বসে পড়লো। উত্তেজনায় তার নাক দিয়ে বিরাট বিরাট দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। চোখ দুটি যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার শরীরে অসম্ভব ক্রোধ এসে গিয়েছিল। বুধনাথকে সে নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে বুধনাথের রক্তে তার হাত রঞ্জিত হলো না—সেটা এক হিসেবে ভালোই। তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বীভৎস কিছু করতে হয়নি। সে বুধনাথকে বাঁচার সুযোগ দেয়নি মাত্র, কিন্তু হত্যা তো করেনি।

সুরপতি খুবই ক্লান্ত বোধ করছিল। কিন্তু আর দেরি করার উপায় নেই। ওপারে খানিকটা দূরে এখনো মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। আবার সে উঠে দৌড়াতে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

॥ ৫ ॥

ক্রমে পার হয়ে গেল তিথির পর তিথি, মাসের পর মাস। সুরপতির কাছে কালের হিসেব নেই। তবু সে মনে মনে গণনা করে খানিকটা

BanglaBook.org

অনুমান করলো যে কারাগারের দিনগুলি সমেত প্রায় সাড়ে পাঁচ বৎসর কেটে গেছে।

এর মধ্যে সে সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারের কোনো সংবাদই পায়নি। তারাও জানে না সুরপতির খবর। তারা বেঁচে আছে কি না কে জানে। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কী ভাবেই বেঁচে থাকবে।

তবু সুরপতি কারাগার থেকে বেরিয়ে প্রথমেই দারুকেশ্বর গেল না। কারাজীবনের বিভীষিকার কথা সে ভুলতে পারে না। আবার সে কোনক্রমেই ধরা পড়তে চায় না। সে তো সুরপতি হিসেবে ধরা পড়েনি, সে ধরা পড়েছে বংশীলাল হিসেবে। বোঝা যায় বংশীলালের ওপর অনেকেরই অনেক কারণে রাগ আছে! সুতরাং জেলপলাতক বংশীলালের জন্য আবার খুব খোঁজাখুঁজি চলবেই।

সুরপতির মুখে এখন দাড়িগোঁফের জঙ্গল। সেগুলো সে ইচ্ছে করেই নির্মূল করলো না কারণ তার দাড়ি কামানো মুখের সঙ্গেই বংশীলালের মিল।

আন্দাজে দিকনির্ণয় করে সে চলতে লাগলো দারুকেশ্বরের বিপরীত দিকে। প্রথম কিছুদিন রইলো সে এক অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে। অতি কষ্টে ফলমূল সংগ্রহ করে ক্ষুধা মেটায়। ক্বচিৎ-দৈবাৎ কোনো মানুষজন দেখলেই সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। যেন সে অরণ্যের এক ভীত অসহায় পশু। যে কোনো মানুষকেই তার ভয়।

এইভাবেই কাটলো কয়েক মাস। তারপর সুরপতি একদিন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। অরণ্যের জীবনে সে যেন বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, কোনোরকমে ক্ষুধানিবৃত্তি করতে পারলেই আর কোনো চিন্তা নেই, তারপর নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেওয়া যায়। আর কোনো দায়িত্ব নেই, আর কোনো ভয় নেই। এইভাবেই তার কাটবে নাকি সারাজীবন? সে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কোনো সন্ধান করবে না? সে এত স্বার্থপর?

এই উপলব্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়লো অরণ্য থেকে। এখন আর তাকে দেখে কেউ সভ্য সমাজের মানুষ বলেই মনে করবে না কে চিনতে পারবে তাকে? তবু সে সতর্ক হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

অরণ্য থেকে বেরিয়ে সে এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হলো যেখানকার মানুষজনের পোশাক-পরিচ্ছদ অন্য রকম, ভাষাও আলাদা। যাক, তাহলে এ-রাজ্যে নিশ্চয়ই কেউ বংশীলালকে চেনে না!

সে অজানা গ্রামগঞ্জে ঘুরতে লাগলো। তার পোশাক শতছিন্ন, শরীরে পুরু ময়লা, দাড়িগোঁফের মধ্যে কোটরগত চোখ, তাকে দেখায় ঠিক পথের পাগলের মতন। খিদের জ্বালায় সে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে। যেদিন ভিক্ষে ঠিক মতন পায় না, সেদিন রাগে তার শরীর জ্বলে। তার এখন শক্তসমর্থ দেহ, প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন, অনাহারের কষ্ট সে সহ্য করতে পারে না। এক-একদিন সন্ধ্যের দিকে তার ইচ্ছে হয়, পথের ধারে লুকিয়ে থেকে কোনো পথিকের মাথায় ডাণ্ডা মেরে তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়।

কিন্তু অতি কষ্টে সে নিজেকে দমন করে। সে পাপের পথে কিছুতেই যাবে না। একবার ওপথে গেলে আর ফেরার উপায় নেই। তাহলে সে আর কোনো-দিনই সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমারের কাছে যেতে পারবে না। ওদের দু'জনের কথা মনে পড়লেই তার চোখে জল আসে। সে তো জ্ঞানতঃ কোনো অপরাধ করেনি, তবু এই দুর্ভাগ্যের মালা কে তার গলায় পরিয়ে দিল! নিয়তি? তাকে নিয়ে নিয়তির এই নিষ্ঠুর খেলা কেন?

সারাদিন ভিক্ষার পর যেটুকু খাদ্য সে পায়, তা নিয়ে সে কোনো নির্জন প্রান্তরের বৃক্ষতলায় বসে। যতটুকু খাদ্যই তার কাছে থাক, সে তার তিন ভাগ করে। নিজে এক ভাগ খেয়ে, বাকি দু'ভাগ রাখে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের নামে। ক্ষুধায় তার পেট জ্বলে, তবু সে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ভাগ না দিয়ে খাবে না। এইভাবে সে সুভদ্রা ও ধ্রুব-কুমারের কথা মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখে।

রাত্রিবেলা সে শুয়ে থাকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। গ্রহনক্ষত্র-মণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল আসে। কেউ তাকে দয়া করলো না। স্ত্রী-পুত্রের কথা অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে তার মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। চোখে ঘোর আসে। সব কিছু অন্ধকার হয়ে যায়।

BanglaBook.org

আবার মনে হয়, তার শিয়রের কাছেই বসে আছে সুভদ্রা ও ধ্রুবকুমার, তাদের জীবন্ত স্পর্শ পাচ্ছে সে। তখন খুব চেষ্টা করেও কিছুতেই জেগে উঠতে পারে না সুরপতি। সে গভীর দুঃখে চেঁচিয়ে ওঠে, আমি কে? আমি কে? সুভদ্রা, বলো বলো, আমি কি সেই সুরপতি? তাহলে তোমরা লুকিয়ে আছো কেন?

সে এক অঞ্চলে বেশী দিন থাকতে পারে না। গ্রাম্য শিশুরা তাকে পাগল মনে করে বড় জ্বালাতন করে। তাকে কাঠি দিয়ে খোঁচায়, তাকে ঢিল মারে।

সুরপতি শিশুদের উদ্দেশে হাতজোড় করে বলে, বাবাসকল, আমাকে মেরো না, আমি বড় দুঃখী লোক।

শিশুরা সেই কথা শুনে খলখল করে হাসে। শিশুদের মতন নিষ্ঠুর আর কেউ নেই। তারা সুরপতির অনুনয়-বিনয়কে নতুন ধরনের পাগলামি মনে করে তাকে ভেঙায়। সুরপতি যখন রাস্তা দিয়ে যায়, তখন একপাল শিশু তাকে ভেঙাতে ভেঙাতে পিছু পিছু যায়।

সুরপতি লোকের বাড়িতে গিয়ে কাজ চেয়েও দেখেছে। কেউ দেয় না। সকলেই তার চেহারা ও পোশাক দেখে ভয় পায়। কিন্তু নতুন পোশাক কেনার সামর্থ্য যে তার নেই কেউ বোঝে না। সকলেই তার কথা শোনার আগেই তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

একটি গ্রামের দুষ্ট শিশুরা তাকে জ্বালাতন করতে করতে এক সময় তার পরিধানের কাপড়টা সম্পূর্ণই ছিঁড়ে দিল। তার কাপড় এমনিতেই ঝুলিঝুলি হয়ে গিয়েছিল. এখন আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না।

রাস্তার ওপরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে সুরপতি হঠাৎ সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেল। বালকরা তার গায়ে ঢিল মারছে, কাঠির খোঁচা দিয়ে তার শরীর রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে মনে মনে ভাবছে, দ্যাখো সুরপতি, আজ তোমার কী অবস্থা! তুমি সপ্তগ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের আদরের দুলাল ছিলে। আজ তুমি ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, অপমানিত, এর চেয়ে চরম অবস্থা আর কী হতে পারে? এর পর কি আরও কিছু আছে? যদি থাকে তো শেষ দেখে নাও!

BanglaBook.org

কাছাকাছি বাড়ি থেকে একটি লোক মোটা বাঁশ নিয়ে ছুটে এলো। সুরপতির পিঠে সেই বাঁশের এক ঘা বসিয়ে দিয়ে লোকটি বললো, হতভাগা, আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নচ্ছারপনা হচ্ছে? দূর হয়ে যা—!

লোকে যে-রকম ষাঁড় বা পথের কুকুরকে মেরে তাড়ায় .এর ভঙ্গি ঠিক সেই রকম। সুরপতির একবার মনে হলো, লোকটির হাত থেকে বাঁশটা কেড়ে নিয়ে ওর মাথায় এক ঘা মেরে দেয়। নিরপরাধকে শাস্তি দেবার ফল কী হয়, ও একটু টের পাক।

তারপর সুরপতি ভাবলো, নিরপরাধরাই তো শাস্তি পায়। তার অর্থবল নেই, তার প্রতিপত্তিসম্পন্ন বান্ধব নেই—সে কারুর কাছে প্রমাণ করতে পারবে না যে সে নিরপরাধ। সবাই তাকেই আবার শাস্তি দেবে। আবার সেই কারাগার।

সে লোকটির সামনে মাথা নীচু করে বললো, মারুন! আমাকে মেরে শেষ করে দিন!

আবার সে মাথা সরিয়ে নিল। না, এভাবে মরা চলবে না। তা হলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওদের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করতেই হবে। যদি সুভদ্রা আজও বেঁচে থাকে, তাকে সুরপতি জানাবে যে সে ইচ্ছে করে ওদের পরিত্যাগ করে চলে যায়নি। বুধনাথের কাছে ধর্ষিতা হবার পর লজ্জায় ঘৃণায় সুভদ্রার বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুরপতি তো লজ্জায় ঘৃণায় পত্নী-পুত্রকে পরিত্যাগ করতে চায় নি!

সে বংশধারী লোকটিকে বললো, আমি চলে যাচ্ছি।

লোকটি তবু পিছন থেকে এক ঘা মারলো সুরপতির পিঠে। কেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। মানুষ মানুষকে এমনিই মেরে আনন্দ পায়।

অন্য একটি বাড়ি থেকে আর একটি লোক বেরিয়ে এসে বললো, এখানে কি ব্যাপার হচ্ছে?

আগের লোকটি বললো, এই বেল্লিকটা আমার বাড়ির সামনে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে কু-দৃষ্টি দিচ্ছিল। একে শায়েস্তা করা দরকার। আমার মুখের ওপর বলে কি না মারুন!

দ্বিতীয় লোকটি বললো, মোটেই না, একে দেখে তো অসৎ লোক বলে মনে হয় না। ইনি নিশ্চয়ই কোনো মুক্ত সাধুপুরুষ। আসুন সাধুবাবা, আমার বাড়িতে আসুন।

দ্বিতীয় লোকটি সুরপতিকে ডেকে নিয়ে গেল নিজের গৃহের দিকে। তারপর ফিসফিস করে বললো, বাপু হে, তুমি তো সাধুপুরুষ নও, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নেই, হাতে কমণ্ডলু নেই, দেখেই বুঝতে পারছি তুমি কোনো খুনী আসামী। তা হোক, তোমাকে আমি পরিধানের বস্ত্র দেবো, পেট-চুক্তি আহার দেবো, আরও দশটি সিক্কা টাকা দেবো। তার বদলে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। ঐ যে লোকটা তোমার পিঠে বাঁশের ঘা মারলো, ওর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। পারবে?

দুই পড়শীর বিবাদ, তার মধ্যে একজন অপরজনের বিরুদ্ধে সুরপতিকে কাজে লাগাতে চায়। সুরপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো এর নাম সংসারধর্ম। এর চেয়ে তার অরণ্যের জীবন অনেক ভালো ছিল।

সুরপতি লোকটির কথার কোনো উত্তর দিল না। শুধু একটু হেসে পিঠ ফেরালো।

সুরপতি সোজা হাঁটতে আরম্ভ করলো। এক সময় সে এসে পৌঁছালো গ্রামের শ্মশানে। এক শান্ত নদীর তীরে।

যাক, শ্মশানে কোনো ভয় নেই। শ্মশানে কেউ অত্যাচার করে না। এখানে সে উলঙ্গ থাকলেও কারুর সম্ভ্রম নষ্ট হবে না। শ্মশানের পাশেই তিন-চারটি প্রাচীন বটগাছ। কিছু পোড়া কাঠ, কয়েকটা ভাঙা হাঁড়ি পড়ে আছে, মানুষজন নেই!

সুরপতি একটা গাছতলায় উপুড় হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে তার কান্নায় কেউ ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। কেঁদে কেঁদে বুক হালকা করে এক সময় সে

BanglaBook.org

ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর অন্ধকার হলো, প্রবল বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টির মধ্যে একবার জেগে উঠেও সুরপতি স্থানত্যাগ করলো না। গাছের তলার চেয়ে আর কোন্ ভালো জায়গা সে পাবে? ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে তার উঠতেও ইচ্ছে করলো না। আবার ঘুমালো।

তার পরিপূর্ণ ঘুম ভাঙলো শেষরাত্রে। কয়েকটি নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দে। চোখ মেলে দেখলো, তার কাছাকাছি শেয়াল ঘোরা-ফেরা করছে। এরা কি তাকে মৃত ভেবে খেতে এসেছিল? সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসলো।

সে দেখলো অদূরে সাদা পোশাক পরা আর একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার পাশে চার-পাঁচটা শেয়াল।

সুরপতি ভাবলো, তার মতন এমন দুর্ভাগা আর কে আছে যে এই শ্মশানে ঘুমোতে এসেছে?

সে দু'একটা পোড়া কাঠ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে শেয়াগুলোকে তাড়ালো। তারপর সেই লোকটির কাছে চলে এলো।

লোকটির পাশে নিঃশব্দে বসলো সুরপতি। লোকটির অঙ্গে বেশ শৌখিন পরিচ্ছদ। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় সুরপতির মতন। লোকটির মুখ অবশ্য দেখা যাচ্ছে না, লোকটি শুয়ে আছে মাটিতে মুখ গুঁজে। লোকটি তো সুরপতির মতন উলঙ্গ আর নিঃস্ব নয়। তবু কি তার এমন দুঃখ যে শ্মশানে এসে শুয়ে আছে!

সুরপতি ভাবতে লাগলো, লোকটিকে জাগানো ঠিক হবে কিনা। যদি লোকটি বিরক্ত হয়? কিন্তু যে-ভাবে শেয়ালের দল ঘোরাফেরা করছে, তাতে এখানে এভাবে শুয়ে থাকাও বিপজ্জনক। সে মৃদুস্বরে ডাকলো, ভদ্রে, উঠুন!

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সে আবার ডাকলো, ভদ্রে, উঠুন! এভাবে শুয়ে থাকবেন না!

এবারেও সাড়া না পেয়ে সুরপতি লোকটির অঙ্গ স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো সে। স্পর্শমাত্রই বোঝা গেল যে লোকটি মৃত।

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই লোকটিকে দাহ করতে আনা হয়েছিল, বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে শ্মশানবন্ধুরা ওকে এই অবস্থায় ফেলে পালিয়েছিল।

সুরপতি মৃতদেহটি উল্‌টে দিয়ে আবার বিস্ময়ের শব্দ করে উঠলো। মৃতের বুকে একটি আমূল ছুরি বেঁধা। এবং লোকটিকে দেখতেও যেন ঠিক সুরপতির মতন। যেন সুরপতিই এখানে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় নিহত হয়ে পড়ে আছে। সুরপতির এখনকার চেহারা নয়, সপ্তগ্রামে ধনীর দুলাল হিসেবে তার এই রকমই রূপ ছিল। তাহলে এই কি বংশীলাল? এই তার জীবনের কুগ্রহ? বংশীলালের শেষ পর্যন্ত এই নিয়তি হলো? কিন্তু আর একটু খুঁটিয়ে দেখার পর সুরপতি বুঝতে পারলো, লোকটির সঙ্গে তার চেহারার বেশ কিছু অমিলও আছে। এর নাক একটু বেশী তীক্ষ্ণ, মাথায় চুল সামান্য কুঞ্চিত। বোধহয় এ বংশীলাল নয়, অন্য কেউ।

মৃতদেহটির পাশে একটি মাটির মালসায় কিছু চাল আর ফুল বেলপাতা। ক্ষুধার জ্বালায় সে সেই কাঁচা চালই চিবিয়ে চিবিয়ে খেল খানিকটা। আর খানিকটা চাল সেই মৃত লোকটির মুখেও গুঁজে দিল যাতে কোনো অবিচার না হয়।

মৃত লোকটির দিকে তাকিয়ে সুরপতির মাথায় একটি পরিকল্পনা এলো। এবার তার জীবন পালটাতে হবে। আর দেরি করা চলে না।

সে প্রথমে নদীতে নেমে খুব ভালো করে স্নান সেরে নিল। বালি মাটি দিয়ে সারা শরীর মেজে পরিষ্কার করলো। তারপর উঠে এসে মৃত লোকটির সমস্ত পোশাক খুলে সে নিজে পরে নিল। লোকটি প্রায় তারই বয়েসী হবে। লোকটির দুই হাতে দুটি সোনার আংটি ছিল, সে দুটিও খুলে নিতে সে দ্বিধা করলো না। একটি আংটি লাল পাথরের অন্যটি সবুজ। চুনি আর পান্না।

মৃতের কাছ থেকে এই উপকার পাওয়ার বিনিময়ে সে সেই মৃতদেহটি শিয়ালের খাদ্য হতে দিল না। কি ভেবে সে শেষ মহূর্তে মৃতের বক্ষে বেঁধানো ছুরিকাটাও খুলে নিয়ে লুকিয়ে রাখলো নিজের

BanglaBook.org

পোশাকের মধ্যে। দেহটি কোলে করে এনে সে নদীতে ভাসিয়ে দিল। তারপর সে পা চালালো জোরে জোরে।

রাত্রি শেষ হবার আগেই তাকে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবার আর কোথাও না। দারুকেশ্বর।

মৃতের পোশাক পরে প্রায় নতুন মানুষ হয়ে সুরপতি শ্মশান ছেড়ে এসে উপস্থিত হলো জনপদে। তার প্রথম কাজই হলো কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। দুটি আংটির মধ্যে একটি বিক্রয় করলেই কিছু অর্থ পাওয়া যাবে, অপরের দ্রব্য বিক্রয় করার ব্যাপারে সুরপতির বিবেকে একটু খোঁচা লাগতে লাগলো। সুরপতি এর আগে কোনো দিন পরের দ্রব্য ভোগ করেনি। কিন্তু সে এই বলে তার মনকে বোঝালে যে মৃতের সম্পত্তি কারুর নয়। মৃতদেহটি সব সমেত নদীতে ভাসিয়ে দিলে এই আংটি দুটি নদীগর্ভে লীন হয়ে যেত। তার বদলে কোনো মানুষের ভোগে লাগা অন্যায় নয়।

কিছু মানুষজনের কাছে খোঁজখবর নিয়ে সুরপতি জানলো যে দারুকেশ্বর সেখান থেকে বহুদূর। অন্তত সাত দিনের পথ। এই সাত দিনের একটা রাহাখরচ আছে। দারুকেশ্বরের সেই সরাইখানায় সুভদ্রা এবং ধ্রুবকুমার এখনো আছে কিনা তার ঠিক নেই তবু সেখান থেকেই অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। নিঃস্ব অবস্থায় সুরপতি অনুসন্ধান চালাবেই বা কি করে?

গঞ্জের হাটে এক মণিকারের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো সুরপতি। দুটি আংটিই একসঙ্গে বিক্রয় করা উচিত নয়, একটা থাক ভবিষ্যতের জন্য। একটা থাক আঙুলে, একটা যাক মণিকারের কাছে।

এবারেও একটা সমস্যা দেখা দিল। কোনটা বিক্রয় করবে, লাল না সবুজটা? চুনি না পান্না? দুটি আংটিই সমান সুন্দর, ওজনও দুটিরই সমান। সুরপতি কিছুতেই মনস্থির করতে পারে না, একবার বাঁ হাত একবার ডান হাতের দিকে তাকায়। লাল না সবুজ? চুনি না পান্না?

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত সুরপতি পান্না-বসানো আংটিটিই নিজের কাছে রাখবে ঠিক করলো। সবুজ পাথরটি যেন সাপের চোখের মতন দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রাখলো। সুরপতি লাল পাথর বসানো আংটিটা নিয়ে মণিকারের দোকানে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে নিয়তি তার সঙ্গে আর একটা নিষ্ঠুর খেলা খেললো।

পৃথিবীর সব দেশের মণিকাররাই অতিশয় ধূর্ত হয়! এই মণিকারটিও সুরপতির কথাবার্তা শুনেই বিদেশী বলে বুঝে নিয়েছিল, তাই সেই মূল্যবান আংটিটা নিয়ে বহু দরাদরি করে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়েই.বেরিয়ে এলো।

প্রথমেই তার প্রয়োজন জঠরাগ্নি নিবারণের। সেখানে গঞ্জের ব্যাপারীদের জন্য কয়েকটি ছোট ছোট পান্থশালা আছে, সেগুলি থেকে ভাত রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে। একটি পান্থশালায় ঢুকে সুরপতি প্রায় তিনজন মানুষের খাদ্য একসঙ্গে খেয়ে ফেললো। বহুদিন পর, সেই সপ্তগ্রাম ছেড়ে আসার পর এই প্রথম সে সুস্থির ভাবে বসে ইচ্ছানুরূপ আহার্য ভোগ করতে পারছে।

একটি স্বর্ণমুদ্রা ভাঙিয়ে সে দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তারপর যাত্রা শুরু করলো দারুকেশ্বরের পথে। বেশীদূর যেতে পারলো না অবশ্য, এক প্রহর বাদেই সে একটি গাছতলায় বসে বমি করলো। এতদিন বাদে এত প্রভূত পরিমাণে আমিষসহ খাদ্য তার সহ্য হবে কেন? অবশ্য বমির ফলে তার শরীর অনেকটা হালকা হয়ে গেল, সে তেমন অসুস্থ বোধ করলো না। তবু তক্ষুনি পথ চলার বদলে সে ঘুমিয়ে রইলো সেখানে।

ঘুম ভাঙার পর সে দেখলো তার শিয়রের কাছে এক ব্যক্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুরপতি দ্রুত উঠে পড়লো। তার মনে হলো, লোকটি নিশ্চয়ই কোনো তস্কর বা দস্যু। সুরপতির কাছে স্বর্ণমুদ্রা আছে, একটি মূল্যবান আংটি আছে, দস্যু তস্কররা তো আকৃষ্ট হবেই। অবশ্য এক-আধজন দস্যু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুরপতি

BanglaBook.org

এখন আত্মরক্ষা'য় সক্ষম।

সুরপতি প্রশ্ন করলো, আপনি কে?

লোকটি বললো, আমি একজন পথিক। আপনার নিদ্রা-ভাঙার জন্য অপেক্ষা করছিলাম!

সুরপতি বললো, আপনার সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয় আছে, এমন তো স্মরণ হয় না। আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন?

লোকটি বললো, আমার মনে হলো, আপনিও একজন পথিক। আমার ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে একসঙ্গে পথ চলি। অপরাহ্ণ হয়ে আসছে, পথে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে, তাই উভয়ে একসঙ্গে যাওয়াই ভালো।

সুরপতি তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলো, আপনি কি ভাবে ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমাকে দেখে অনুমান করলেন যে আমি একজন পথিক?

লোকটি এবার হেসে উত্তর দিল, পথিক ছাড়া অন্য কেউ কি পথের ধারে বৃক্ষতলায় ঘুমোয়? বিরক্ত হবেন না, আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি! আমি একজন বণিক, আমার সঙ্গে বেশ কিছু অর্থ আছে, তাই আপনার সহায়তা চাই।

সুরপতির সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। তস্কর বা প্রতারকরাই এরকম দুর্বল সেজে আসে। অন্য কেউ স্বেচ্ছায় নিজের কাছে অর্থ থাকার কথা প্রকাশ করে না।

সুরপতি জিজ্ঞেস করলো, মহাশয় কোন্ পথে যেতে ইচ্ছে করেন?

লোকটি দারুকেশ্বরের দিকের পথই দেখালো।

সুরপতি বললো, আমি একজন ভরঘুরে, কোন্ পথে যাবো তা এখনো স্থির করিনি, আপাতত আরও কিছুক্ষণ এই বৃক্ষতলে বায়ুসেবন করতে চাই। আপনি অন্য সঙ্গীর খোঁজ করুন।

লোকটি খুবই দুঃখের ভঙ্গি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল। সুরপতি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সেখানে। তারপর যাত্রা শুরু করলো।

BanglaBook.org

অপরাহ্ণ গাঢ় হয়ে এসেছে, দীর্ঘ ছায়া নেমে আসছে ধীরে ধীরে। ধূ ধূ করা প্রান্তরের মধ্যে পথ। সাবধানতার জন্য সুরপতি রাত্রে পদযাত্রা করতে চায় না। রাত্রে কোনো সরাইখানায় বিশ্রাম নেবে। দু'-তিন ক্রোশের মধ্যেই আর একটি নগর আছে। সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছোতে হবে। আকাশের অবস্থা ভালো নয়, রাশি রাশি কালো মেঘ উড়ে আসছে কোথা থেকে!

কিছুদূরেই দেখা গেল একটা বৃক্ষের আড়ালে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একজন সঙ্গী। স্থানটিতে ছায়া-ছায়া অন্ধকার। সুরপতি বুঝে নিল যে লোক দুটির মতলব ভালো নয়। কিন্তু ভয়ের চিহ্ন দেখালে আরও বেশী বিপদ। তাই সে লোক দুটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে গেল।

পিছন থেকে সেই লোকটি জিজ্ঞেস করলো, ভবঘুরে মহাশয়, শেষ পর্যন্ত এই পথেই যাওয়া ঠিক করলেন নাকি?

সুরপতি বললো, হ্যাঁ।

—দাঁড়ান, আমরাও সঙ্গে যাবো।

—আমার আগ্রহ নেই।

সুরপতি ঠিক সময়েই পিছনে ঘুরে তাকিয়েছিল, তখন একজন তাকে মারবার জন্য একটি লাঠি তুলেছে। লাঠির আঘাত তার মাথায় না লেগে লাগলো ঘাড়ে। সুরপতি ব্যাঘ্রের মতন লোক দুটির ওপর লাফিয়ে পড়লো।

কারাগারে নিয়মিত কঠোর পরিশ্রম করার ফলে তার শরীর এখন লোহার মতন শক্ত। সুরপতি অতি অল্প সময়েই সেই দস্যু দুটিকে জব্দ করে ফেললো, ছুরিকাঘাতে তাদের শেষ করে দিতে পারতো, কিন্তু তার বদলে মুষ্টির আঘাতেই ওদের অজ্ঞান করে ফেললো। তারপর ওদেরই বস্ত্র নিয়ে ওদের হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেলে রাখলো সেখানে।

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় সুরপতির মনের জোর বেড়ে গেল অনেক। দু'জন

BanglaBook.org

দস্যুকে সে এত সহজে ভূপাতিত করেছে যে এর পর একটি বড় দল আক্রমণ করলেও সে তেমন ভয় পাবে না।

লোক দুটি মুক্তির জন্য কাকুতি মিনতি করছে। কিন্তু সুরপতি আর ভ্রূক্ষেপ করলো না। লোক দুটিকে সারারাত এখানে পড়ে থাকতে হবে, সকালবেলা কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ওদের মুক্তি দেবে। এইটুকু শাস্তি ওদের প্রাপ্য। ওরা যদি লাঠির ঘা সুরপতি মাথায় ঠিক মতন কষাতে পারতো, তা হলে সুরপতির মৃতদেহ পড়ে থাকতো এখানে! অবশ্য রাত্রের মধ্যে হিংস্র পশু আক্রমণ করতেও পারে ঐ দু'জনকে। কিন্তু যারা নিজেরাই হিংস্র, তাদের এই রকম নিয়তির ওপর নির্ভর করাই উচিত। আজ থেকে ছয় বৎসর আগেও সুরপতি দু'জন মানুষকে এ রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে পারতো না, কিন্তু এখন সে অনেক বদলে গেছে।

বনের মধ্য দিয়ে সুরপতি সতর্ক হয়ে হাঁটতে লাগলো। সায়াহ্ন ঘনিয়ে এসেছে। রাত্রিকালে সুরপতি বিশ্রাম নিতে চায়, তাকে বহুদূর যেতে হবে। বেশী ব্যস্ততা দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই, এতগুলি বৎসর পার হয়ে গেছে যখন, তখন আর দু-চার দিন কাটলেই বা কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে। সব চেয়ে বড় কথা, তাকে বেঁচে থাকতে হবে এখন।

ভালোয় ভালোয় সে বনপথটা পার হয়ে এলো। এবার পথের ধারে দু-একটি গৃহ দেখা যাচ্ছে। তা হলে অদূরেই কোনো জনপদ থাকার কথা। সুরপতির জঠরে কোনো খাদ্য নেই, সব বমির সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। শরীর দুর্বল লাগছে। এবেলা সে অল্প কিছু আহার করে কোনো সরাইখানায় বিশ্রাম নেবে।

কিন্তু এই সময় আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টির সঙ্গী হয়ে এলো ঝড়। বাতাস ও জল তোলপাড় করে দিল সমস্ত প্রকৃতিকে।

এত বৃষ্টি ও ঝড়ের মধ্যে গুলে গেছে অন্ধকার। সামনের পথ আর কিছুই দেখা যায় না। তবু সুরপতি ছুটলো, তাকে যে-কোনো উপায়ে একটা সরাইখানায় পৌঁছতে হবে।

কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ছুটে

BanglaBook.org

যাওয়া প্রায় উন্মাদের প্রয়াস। বেশ কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সুরপতি। বাধ্য হয়ে সুরপতিকে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াতে হলো। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় নেই, অবিশ্রান্ত জল ঝরছে। এবং একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো। বিদ্যুতের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সুরপতির, বাজের শব্দে কানে তালা লাগলো এবং তার চেয়েও বড় একটা বিপদের চিন্তা ধাক্কা মারলো তার বুকে। এ রকম দুর্যোগের মধ্যে কোনো বড় বৃক্ষের নীচে দাঁড়ানো মোটেই নিরাপদ নয়। বড় বড় বৃক্ষগুলিই বজ্রপাতকে আকর্ষণ করে। বাজে পোড়া বৃক্ষ সুরপতি অনেক দেখেছে।

পর পর আরও দু'বার বজ্রপাত হলো। খুব কাছেই। তাকে এ স্থান ছেড়ে যেতেই হবে। সামনের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের চকিত আলোকে সুরপতি দেখলো খানিকটা দূরে একটি দ্বিতল গৃহ। সাদা রঙের। কাছাকাছি আর কোনো গৃহ নেই, মাঠের মধ্যে অন্ধকারে ঐ একটি গৃহ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে যেন।

আর কোনো কিছু চিন্তা না করে সুরপতি দৌড়ে গেল সেদিকে। তার মনে হলো, এখন যেন তার মাথায় একটি বাজ পড়বে। কোনো-ক্রমে সে সেই গৃহের ফটকের কাছে পৌঁছলো। সৌভাগ্যক্রমে ফটকটি খোলাই ছিল। দ্বিধা না করে সে ভেতর ঢুকে গিয়ে দাঁড়ালো অলিন্দের নীচে। এখন সে নিরাপদ।

সুরপতি সর্বাঙ্গ ভেজা, মাথা থেকে জল গড়াচ্ছে। এই অবস্থায় তাকে কতক্ষণ থাকতে হবে কে জানে। ঝড়বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ নেই। এই গৃহটি কার? এখানে কি আশ্রয় পাওয়া যাবে? কোনো মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। সুরপতি দ্বারে আঘাত করতেও সাহস পেল না। এই ক'বছরে তার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সে কোনো মানুষকেই আর বিশ্বাস করে না। মানুষ দেখলেই তার ভয় হয়। সে একলা পথিক, এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একটি গৃহের অলিন্দে এসে আশ্রয় নিয়েছে, এজন্যও যদি কেউ তাকে অন্য রকম সন্দেহ

BanglaBook.org

করে ?

একটু পরেই ভিতরের দ্বার খুলে গেল। প্রদীপশিখা করতলে ঢেকে একজন স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো সেই দ্বারে। স্ত্রীলোকটি মধ্যবয়সিনী, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু চোখে সুর্মা টানা, ওষ্ঠে তাম্বুলরাগ। স্ত্রীলোকটি সুরপতির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি ভিতরে আসুন !

সুরপতি কয়েক পলক তাকিয়ে দেখলো রমণীর দিকে। তারপর বিনীত ভাবে বললো, প্রবল বৃষ্টির জন্য আমি এখানে আশ্রয় নিয়েছি। বৃষ্টি ফুরালেই চলে যাবে।

রমণী আবার বললো, আপনি ভেতরে আসুন।

সুরপতি বললো, তার প্রয়োজন নেই। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমি এখানেই বেশ আছি।

রমণী বললো, আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ সব ভেজা, আমাদের মালিকানী আপনাকে ভেতরে আসতে বললেন।

সুরপতি সেই রমণীর সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলো। ভেতরে একটি লম্বা চত্বর। দু'দিকে সারি সারি ঘর। একটি ঘরের দ্বার খুলে রমণীটি সুরপতিকে বললো, এই গোসলখানার মধ্যে পানি আছে, আপনি হাত-পা ধুয়ে নিন। শুষ্ক বস্ত্রও আছে, সে সব পরে নেবেন, লজ্জা করবেন না।

সুরপতি ভেতরে ঢুকে দেখলো, গোসলখানার মধ্যে বড় বড় দুটো রুপোর বাতিদানে মোম জ্বলছে। মাটির বড় বড় জালা ভর্তি জল। একটি তাকে রয়েছে কয়েকটি আতর ও কেশতৈলের শিশি। এক পাশে একটি দড়িতে ঝোলানো কয়েক প্রস্থ পুরুষের পোশাক। পোশাকগুলি বেশ মূল্যবান ও নতুন।

সুরপতি বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কোথায় এলো সে ? এরা তাকে এত খাতির করছে কেন ? আবার কি সে কোনো বিপদের মধ্যে পা দিতে যাচ্ছে ? তার তো কোনো দোষ নেই। কিন্তু শুধু কি দোষী ব্যক্তিরই বিপদ আসে ?

BanglaBook.org

একটুক্ষণ সাত-পাঁচ ভাববার পর সুরপতি বস্ত্র বদলে নিল। নতুন বস্ত্র তার অঙ্গে মানিয়ে গেল বেশ। এখন সে যেন একটি নতুন মানুষ।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখলো, সেই রমণীটি অপেক্ষা করছে। সে বললো, আসুন!

এবার তারা প্রবেশ করলো আর একটি কক্ষে। কক্ষটি দারুণ ভাবে সাজানো। মেঝেতে লাল রঙের গালিচা পাতা, একটা উঁচু পালঙ্কের ওপর সাদা দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা। পালঙ্কের শিয়রের কাছে একটি কাশ্মিরী কাজ করা কাঠের পাত্রে ফলমূল রাখা।

রমণীটি বললো, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন।

সুরপতি জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? আমাকে কেন এত যত্ন করছেন?

রমণী বললো, আমি কেউ নই, আমি এ বাড়ির একজন বাঁদী। আপনি অতিথি আমাদের।

সুরপতি বললো, আমি একজন সামান্য লোক। ভবঘুরে পথিক। আমি আপনাদের এত যত্নের যোগ্য নই।

রমণী বললো, আপনি অতিথি সেই তো যথেষ্ট।

রমণীটি সুরপতিকে একা রেখে চলে গেল। সুরপতি অভিভূতের মতন বসে রইলো। এসব কি স্বপ্ন? যে বাড়ির বাঁদীরই এত সাজ-সজ্জা, সে বাড়ির মালিকানী যেন কত না ধনী। বাড়িতে কোনো পুরুষ-মানুষ নেই? আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

একটু পরেই সেই রমণীটি আবার এলো, হাতে একটি রূপোর বড় রেকাব, তাতে কিছু কাবাব, রুটি, একটি বাটিতে মিষ্টান্ন, আর একটি পাত্র ভরা সুরা।

রমণী বললো, আপনি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। সামান্য কিছু খাদ্য এনেছি, খেয়ে নিন। তারপর আমাদের মালিকানী আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

BanglaBook.org

সুরপতি বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের মালিকানী কে ?

রমণী বললো, বেগম রশীদা খানম্। আপনি তাঁর নাম শোনেন নি ?

সুরপতি বললো, আমি পরদেশী মানুষ। এখানকার কিছুই জানি না।

—বেগম রশীদা খানম্ এ রাজ্যের সব চেয়ে বড় তয়ফাওয়ালী। রাজা-বাদশারা তাঁর দয়া পেলে ধন্য হয়ে যান।

—তিনি যে আমার মতন সামান্য একজন মানুষকে এত দয়া করছেন, সেজন্য আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। বেগমকে আমার একশো কুর্নিশ জানাবেন।

—বেগমের মন ভাল নেই। উনি সাধারণত থাকেন আজিমগঞ্জে। এটা ওঁর মন খারাপের বাড়ি। মন খারাপ হলে নগরের ভিড় ওঁর ভালো লাগে না, এখানে চলে আসেন।

—বেগমের মন খারাপ কেন ?

—বেগমের পেয়ারের মানুষ ইউনুস খাঁ ওঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। আজ দশ দিন, তাঁর আর দেখা নেই।

—ইউনুস খাঁর সঙ্গে বেগমের সাদী হয়েছিল ?

—তয়ফাওয়ালীর কখনো সাদী করতে নেই। ইউনুস খাঁ ছিলেন বেগমের দিল্-পসন্দ পেয়ারের লোক। তিনি বিবাহিত। কিন্তু প্রত্যেক দিন মাঝরাতে বেগমের সঙ্গে এসে দেখা করতেন। হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। নিজের বাড়িতেও যাননি। আপনি খেয়ে নিন। একটু পরে মালিকানী এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

রমণীটি চলে গেল। সুরপতির মনে হলো, এ সবটাই যেন রূপকথা। এ কোথায় সে এসে পড়লো ? এত সুখ তার সইবে তো ? এমন মনোরম আশ্রয়টা যখন পাওয়া গেছে, তখন রাত্তিরটা এখানেই কাটানো যাক। কিন্তু কাল ভোরেই সে চলে যাবে। বেশী লোভ করতে নেই।

সত্যিই তার ক্ষিধে পেয়েছিল খুব, সে দ্বিধা না করে সব খাবারটুকু

BanglaBook.org

শেষ করলো। সুরার পাত্র স্পর্শ করলো না। তাদের পরিবারে কেউ কোনো দিন সুরা পান করেনি।

আহার শেষ করে সে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে বিছানায় একটু গড়াতে যেতেই আবার দারুণ চমকে উঠলো। বাইরে হঠাৎ একটা বাঘ ডেকে উঠলো। খুব কাছ থেকে, যেন এ গৃহের প্রাঙ্গণেই। সর্বনাশ, গৃহের মধ্যে বাঘ ঢুকে এসেছে নাকি ?

আত্মরক্ষার জন্য সুরপতির প্রথমেই মনে হলো তার কক্ষের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া দরকার। কিন্তু সে পর্যন্ত সে যেতে পারলো না, তার আগেই দ্বার ঠেলে ঢুকে এলো একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘের মুখ, তীব্র জ্বলন্ত.দুই চোখে তাকালো সুরপতির দিকে।

সুরপতি ভাবলো, এই তার শেষ। এবার বাঘের মুখেই তাকে প্রাণ দিতে হবে। তার কাছে একটা ছুরিকা আছে, কিন্তু সামান্য ছুরিকা নিয়ে কে কবে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পেরেছে। সে আস্তে আস্তে দেয়ালের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগলো। বস্ত্রের অভ্যন্তর থেকে সে ছুরিকাটা বার করে এক হাতে মুঠো করে ধরেছে।

খবরটা ঘরের মধ্যে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তক্ষুনি সুরপতির ওপর লাফিয়ে পড়ার কোনো উদ্যোগ করলো না। তখন সুরপতি লক্ষ্য করলো, বাঘটির গলায় একটি সোনার শৃঙ্খল বাঁধা।

সেই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত ধরে ঘরে ঢুকলো আর একটি রমণী। কালো মখমলের কাঁচুলি ও ঘাঘরা পরা। মুখের ওপর একটা সূক্ষ্ম বস্ত্রের ওড়না চাপা দেওয়া। তবু তাতেও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। রমণী অসাধারণ রূপসী।

ভীত, কম্পিত শরীরে সুরপতি তাকে অভিবাদন জানালো।

বীণার ঝঙ্কারের মতন কণ্ঠে রমণী বললো, আপনি বসুন। শের আলিকে দেখে আপনি ভয় পাবেন না। নিরীহ লোককে এ কখনো আক্রমণ করে না। পরদেশী, আপনার নাম কি ?

সুরপতি নিজের নাম জানালো।

BanglaBook.org

রমণী বললো, আমার নাম রশীদা খানম্, আমার বাঁদীর কাছে বোধ হয় শুনেছেন আগেই। এই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে আপনি আমার অলিন্দে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আমি গবাক্ষ থেকে দেখেছিলাম। আপনার নিবাস কোথায়? কোথায় যাচ্ছিলেন?

সুরপতি আত্মপরিচয় গোপন করে বললো, আমি পথিক, পথই আমার ঘর। আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি নিজের খেয়ালে।

রশীদা খানম্ একটা কেদারায় বসলো। বাঘটি দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে!

রশীদা খানম্ বললো, আমি সাত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলিনি, আমার মন ভালো নেই। আজ আমার বড় বেশী কষ্ট হচ্ছে, আমার অন্যমনস্ক হওয়া দরকার। আপনি বহু দেশ ঘুরেছেন। অনেক কাহিনী-কিস্সা জানেন, আমাকে তার দু-একটা শোনান। আসুন, এক পাত্র সুরা পান করতে করতে আপনার কিস্সা শুনি।

রশীদা খানম্ দুটি পাত্রে সুরা ঢেলে একটি সুরপতির দিকে এগিয়ে দিতেই সে হাত জোড় করে বললো, মাপ করুন বেগম, আমি সুরা পান করি না। আমার অভ্যাস নেই।

রশীদা খানম্ একটু কৌতুহলী হয়ে বললো, আপনি সুরা পান করেন না? হিন্দুর তো সুরা পানে নিষেধ নেই! আপনি ব্রাহ্মণ?

সুরপতি বললো, না। আমি বৈশ্য এবং বৈষ্ণব।

রশীদা খানম্ বললো, ও, তাই। বৈষ্ণব! বৈষ্ণবের কারণবারি পান করাও গুনাহ্।

তারপর রশীদা খানম্ অধরোষ্ঠ ফাঁক করে মুক্তাপংক্তির মতন দাঁতে ঝর্ণার মতন হাসি ঝরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু আপনি যে যবনের বাড়িতে আহার করলেন, তাতে আপনার জাত যাবে না?

সুরপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ক্ষুধার্তের আবার জাত কি? আপনি যে আমাকে আশ্রয় এবং আহার্য দিয়েছেন, এজন্য আমি কৃতার্থ।

রশীদা খানম্ বললো, হিন্দুদের অনেক ব্যাপার আমি জানি।

BanglaBook.org

আমার যে মনের মানুষ, সে-ও আগে হিন্দু ছিল। ধর্মান্তরিত হবার আগে তাঁর নাম ছিল কৃষণ। আমি এখনো তাকে কৃষণ বলে ডাকি। আমি যে গান গাই, তাতে কৃষণজী আর রাধার অনেক কথা থাকে। হায়, আমার সেই কৃষণ আমাকে ছেড়ে কোথায় যে গেল!

সুরপতি মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে রইলো। এই রমণীর দিকে সে ভালো ভাবে তাকাতেই পারলে না। অসম্ভব তীব্র এর রূপ। তার স্ত্রী সুভদ্রাও অসামান্য রূপসী, কিন্তু সুভদ্রার রূপে আছে স্নিগ্ধ আলো। আর এই তয়ফাওয়ালীর রূপ যেন দীপ্ত বহ্নি।

রশীদা খানম্ জিজ্ঞেস করলো, আপনি যে পথ ধরে এলেন, সে পথে উনুস খাঁ বলে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে?

সুরপতি সংক্ষেপে বললো, না।

রশীদা খানম্ সুরার পাত্রে চুমুক দিয়ে বললো, সে যেখানেই থাক, সে ঠিক ফিরে আসবে। আপনি একটা কিস্যা বলুন।

মুখে মুখে গল্প বলার অভ্যেস নেই সুরপতির। সে বাক্‌পটু নয়। তবু রশীদা খানমের বার বার অনুরোধে সে নিজের জীবনের কাহিনীই খানিকটা অন্য রূপ দিয়ে সবিস্তারে বললো। দুটি লোক ছিল ঠিক একই রকমের চেহারার। একজনের নাম রঘুপতি, আর একজনের নাম বংশীলাল। তারপর বংশীলালের বদলে ভুল করে রাজসেনারা রঘুপতিকে ধরে···

সুরপতি গল্প শেষ করার পর রশীদা খানম্ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলো তারপর? তারপর? রঘুপতির সঙ্গে বংশীলালের দেখা হয়নি?

সুরপতি বললো, জেল থেকে পালিয়ে এসেছে রঘুপতি, সেই সময় তার সঙ্গে আমার এক সরাইখানায় দেখা হয়। তার মুখেই আমি তার এই বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী শুনেছি। রঘুপতি এর পর যাবে তার স্ত্রী-পুত্রকে খুঁজতে! শেষ কী হবে, আমি জানি না।

রশীদা খানমের চোখে অশ্রু এসে গেল। সে বললো, আহা, মানুষটা বড় দুঃখী। পরদেশী, আমার মন খারাপ, এর ওপর আপনি আমায়

BanglaBook.org

আবার একটা দুঃখের গল্প শোনালেন কেন? আপনি কোনো মজাদার কিস্যা জানেন না?

সুরপতি বললো, আমি আর তো কিছু জানি না।

রশীদা খানম্ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি ক্লান্ত, আপনি এখন বিশ্রাম করুন। কাল আবার কথা হবে। চল শের আলি!

সুরপতি বললো, আমি কাল প্রভাতেই এখান থেকে চলে যেতে চাই।

বিচিত্র হাস্য করে রসীদা খানম্ বললো, কেন, এখানে আপনার কোনো কষ্ট হচ্ছে?

সুরপতি বললো, না না, কষ্ট কি! এত খাতির-যত্ন আমি জীবনে পাইনি। কিন্তু কতদিন আর এই অকারণ আতিথ্য নেবো আপনার কাছে?

রশীদা খানম্ বললো, আপনি পথিক, আপনার তো কোনো নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট সময় পৌঁছনোর কথা নেই। সুতরাং ব্যস্ততা কিসের? মানুষ শুধু মৃত্যুর কাছেই পৌঁছোয়।

—কি বললেন?

—সব মানুষ শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে পৌঁছোয়। আর তো কোথাও তার পৌঁছোবার কথা থাকে না!

রশীদা খানম্ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুরপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো, ওর এই শেষ কথাটার মানে কি? হঠাৎ মৃত্যুর কথা কেন? একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘকে শেকল বেঁধে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাখে। এ নারী অতি সাংঘাতিক। অথচ কত নরম, কত সুন্দর, নিষ্পাপ মুখ। এমন নারীর সন্দর্শনও ভাগ্যের কথা। মূর্খ ইউনুস একে ছেড়ে চলে গেছে কেন?

একটু পরে সুরপতি শুনলো, বাড়ির ভেতর থেকে গান ভেসে আসছে। তয়ফাওয়ালী রশীদা খানম্ একা একা গলা সাধছে। ঠিক মনে হয়, কোনো বিরহী রাতপাখির ব্যাকুল চিৎকার।

BanglaBook.org

সেই গান শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো সুরপতি। ঘুমের মধ্যে মানুষের স্মৃতিকে বহু রকমের খেলা চলে।

আবার খানিক পরে সুরপতির ঘুম ভাঙলো। সে টের পেল তার মাথায় একটি কোমল হাতের স্পর্শ। সে অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ধরলো সেই হাত। সত্যি কারো বাস্তব হাত!

সুরপতি জিজ্ঞেস করলো, কে, সুভদ্রা?

স্পষ্ট উত্তর শুনলো, হ্যাঁ।

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

উত্তর এলো, আমি তো এখানেই।

সুরপতি বললো, না, তুমি এখানে ছিলে না, তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে। সুভদ্রা, আমার মাথায় দারুণ যন্ত্রণা, আমি চোখ মেলতে পারছি না, তুমি আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলে কেন?

উত্তর এলো, আপনার মাথায় এখনো যন্ত্রণা আছে?

সুরপতি বললো, হ্যাঁ, দারুণ যন্ত্রণা, তুমি জানো না, ওরা আমাকে কী সাংঘাতিক ভাবে মেরেছে…

—তুমি আর একটু ঘুমোও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুরপতি এখন ঘুমোবে কি, সুভদ্রাকে সে খুঁজে পেয়েছে, এই কি তার ঘুমোবার সময়?

সে ব্যস্ত ভাবে উঠে বসলো।

সুরপতি দেখলো, তার এক হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে তয়ফাওয়ালী রশীদা খানম্। রশীদার অন্য হাতে একটি দীপ। তার সুন্দর মুখখানি এখন ক্রোধে কঠিন।

সুরপতি বললো, এ কি!

রশীদা বললো, পরদেশী, সত্য করে বলো তুমি কে?

সুরপতি রশীদার এই রূপান্তরের কোনো কারণই বুঝতে পারলো না। হঠাৎ মধ্যরাত্রে এই রূপসী রমণী তার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেন? এ উন্মাদ নয় তো?

BanglaBook.org

সুরপতি বললো, আমি তো বলেইছি, আমি সামান্য একজন পথিক। আমার অন্য কোনো পরিচয় নেই।

রশীদা হিমশীতল কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলো, তুমি আমার কোন সর্বনাশ করতে এখানে এসেছো?

সুরপতি বললো, বেগম, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আপনার সর্বনাশ করবো কেন? আপনি আমার এত উপকার করেছেন, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

সুরপতির হাতখানি আরও শক্ত করে ধরে, অন্য হাতের দীপটা কাছে এনে রশীদা জিজ্ঞেস করলো, এই সবুজ পান্না বসানো অঙ্গুরীয় তুমি কোথায় পেলে?

সুরপতি চমকে উঠলো। তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

রশীদা ক্রোধে চিৎকার করে বললো, চুপ করে রইলে কেন? বলো, কোথায় পেয়েছো? দুনিয়ায় এই অঙ্গুরীয় শুধু একজনেরই হাতে থাকবার কথা।

সুরপতি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললো, আপনার নিশ্চয়ই কিছু ভুল হয়েছে। এরকম পান্না-বসানো সাধারণ অঙ্গুরীয় অনেকেরই থাকতে পারে।

রশীদা বললো, সাধারণ! তোমার চক্ষু নেই? ভালো করে দেখো, এই সবুজ পাথরটির আকার একটি পদ্মফুলের মতন। এই পদ্মফুলটি আমার হৃদয়, তা আমি শুধু একজনকেই দিয়েছিলাম। তুমি এটা কোথায় পেলে? বলো, বলো, সত্য করে বলো!

সুরপতি দেখলো, পান্নাটির আকৃতি অনেকটা পদ্মফুলের মতনই বটে। আগে সে ঠিক লক্ষ্য করেনি। এই অঙ্গুরীয় যে বিশেষ ভাবে নির্মিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সে বিনীত ভাবে বললো, আমি দরিদ্র পথিক, এ জিনিস আমার নিজস্ব নয়, তা সত্য। আমার চলার পথে পড়ে ছিল, লোভ সম্বরণ

BanglaBook.org

করতে পারিনি কুড়িয়ে নিয়েছি।

—পথে পড়ে ছিল? কোথায়?

—অবন্তীপুর ছাড়িয়ে, কানসোনা প্রান্তরের মধ্যে!

—মিথ্যা কথা।

রশীদা গলা চড়িয়ে ডাকলো, বাঁদী, বাঁদী!

বাঁদী এসে দ্বারের কাছে দাঁড়ালো। রশীদা বললো, সেগুলো নিয়ে আয়।

বাঁদী প্রায় তৎক্ষণাৎ ফিরে এলো। তার হাতে সুরপতির পরিত্যক্ত ভিজে পোশাক এবং একজোড়া নাগরা।

সুরপতির সর্বাঙ্গে শিহরণ বয়ে গেল।

রশীদা জিজ্ঞেস করলো, এসব কার? তোমার নয়!

সুরপতি বিস্ফারিত চক্ষে বললো, হ্যাঁ, আমার।

শঠ! মিথ্যুক! এসব তোমার? বাঁদী চিনতে পারেনি, কিন্তু আমি দেখা মাত্র চিনেছি। এই পোশাক, এই নাগরা, এই অঙ্গুরীয়—এ সবই ইউনুস খাঁর। তুমি তাকে নিয়ে কী করেছো?

সুরপতি একটি বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কোন্ দুষ্ট শনি তাকে বার বার এমন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে! স্বর্ণকারের কাছে কেন সে দুটি অঙ্গুরীয়ই বিক্রয় করে দেয়নি তখন? কেন সে নতুন বস্ত্র কিনে মৃতের বস্ত্র পরিত্যাগ করে আসেনি?

সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বেগম, আপনাকে আমি সব সত্য কথা বলবো। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু আপনি মন শক্ত করুন। আমার সব কথা শুনলে আপনি আঘাত পাবেন খুব।

সুরপতি সংক্ষেপে তার পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করলো। তারপর বললো, এক সময় আমার অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে সব হারিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমার এমন দশা হলো যে পরনের বস্ত্রখানি পর্যন্ত ছিল না।

BanglaBook.org

মানুষের তাড়া খেয়ে আমি লোকালয় থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম শ্মশানে। এক সময় নিদ্রা ভেঙে দেখি, সেখানে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। একজন অতি সুপুরুষ যুবার দেহ। এখন বুঝতে পারছি, সে-ই ইউনুস খাঁ। যেহেতু মৃত ব্যক্তি কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না, সেই হেতু তার সম্পদ অন্য কেউ নিলে তা চুরি করা হয় না। আমি সর্বস্ব-বঞ্চিত, অসহায়, তাই মৃতের অঙ্গ থেকে তার বস্ত্র এবং অঙ্গুরীয় খুলে নিয়েছি। এটা আমি কিছু দোষের মনে করিনি। তারপর দৈবের কৌতুকে ঘুরতে ঘুরতে এসে আশ্রয় নিয়েছি আপনারই গৃহে।

রশীদা বললো, ইউনুস খাঁ বেঁচে নেই?

তার সেই কণ্ঠস্বরে যেন নিখিল বিশ্বের হাহাকার ধ্বনিত হলো। কম্পিত হলো তার সারা দেহ। হাতের দীপ খসে পড়লো মাটিতে। বাঁদীর কাঁধের ওপর মাথা লুটিয়ে সে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সুরপতি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটু পরে অশ্রুসিক্ত দুই চক্ষু তুলে রশীদা বললো, কিন্তু ইউনুস খাঁর শব হিন্দুর শ্মশানে পড়ে থাকবে কেন?

সুরপতি বললো, সে কথা আমি জানি না।

রশীদা ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চক্ষু মুছে বললো, চলুন, আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চলুন। আমি নিজে তাকে বহন করে নিয়ে আসবো। আমার চোখের জলে ধুইয়ে দেব তার শরীর। আমার এই দেহ হবে তার কাফন্। আমরা একসঙ্গে বেহস্ত্-এ যাবো।

সুরপতি আড়ষ্ট ভাবে বললো, ইউনুস খাঁর দেহ তো আর সেখানে নেই। শৃগাল-কুক্কুরে ছিঁড়ে খাবে, এই ভয়ে আমি সেই দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

—মুসলমানের শব তুমি জলে ভাসিয়ে দিলে? মাটি খুঁড়ে কবরও দিতে পারোনি?

—আমি তখন তো বুঝিনি···

—এইসব তোমার ছলনা। তুমি অমি নীচ, শয়তান। তুমিই ওকে খুন করেছো। তুমি খুন করে সব কিছু কেড়ে নিয়েছো।

BanglaBook.org

—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি জীবনে কখনো কারুর ক্ষতি করিনি।

—তোমাকে বিশ্বাস করবো ? তোমার এই অলীক কিস্‌সা দুনিয়ার কোনো কাজী, কোনো বিচারক বিশ্বাস করবে ? তুমি হত্যাকারী !

সুন্দরপতি সভয়ে নিজের বক্ষ চেপে ধরলো। তার পোশাকের মধ্যে লুকোনো আছে সেই ছুরিকা। সেটা হঠাৎ দেখতে পেলে তো সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হবে।

সুন্দরপতির একবার ইচ্ছা হলো, পোশাকের মধ্যে থেকে ছুরিকাটি নির্গত করে সে ঐ রমণী দুটিকে ভয় দেখায়। এই দুই রমণীকে পর্যুদস্ত করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। তারপর সে এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। এরা আর তাকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু এই চিন্তাটা মনে আসা মাত্র দ্বারের বাইরের গম্ভীর গলায় ব্যাঘ্র নিনাদ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলো সুন্দরপতি। সাংঘাতিক এক দ্বাররক্ষী রয়েছে, সামান্য একটা ছুরিকা নিয়ে সে কি করবে ?

রশীদা খানম্ সুন্দরপতির চক্ষে স্থির দৃষ্টি রেখে বললো, আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। সুন্দর, নিষ্পাপ ইউনুসও তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি। তুমি— তুমি আমাদের এই সর্বনাশ কেন করলে ? আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবেসে এক আলাদা দুনিয়া গড়েছিলাম। ইউনুস আমার চোখের তারায় দেখতো সারা আশমান, আমি তার চোখের তারায় দেখতাম অকুল দরিয়া, ইউনুসকে ভালোবেসে আমি এই দুনিয়ার সব কিছু, এমন কি একটা পিঁপড়েকেও ভালোবাসতাম, সেই ইউনুসকে কেন তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে ? কেন ? কেন ? বলো—

সুন্দরপতিরও চোখে জল এসে গেল। সত্যিই যারা ইউনুসকে হত্যা করেছে, তারা মহা পাপিষ্ঠ ! কিন্তু সে তো তার জন্য দায়ী নয় !

সে রশীদা খানমের হাত জড়িয়ে ধরে বললো, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি হত্যাকারী নই, আমি এসবের কিছুই জানি না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রশীদা খানম্ বললো, আমি ফৌজদারের কাছে

BanglaBook.org

নিয়ে গিয়ে তোমার ফাঁসীতে লটকাবো···না না, তোমার সর্বাঙ্গ ছুরি দিয়ে চিরে লবণ মাখিয়ে দেবো···না, তোমার দুই পায়ে শিকল বেঁধে বিপরীত ভাবে ঝুলিয়ে রাখবো, তার চেয়েও ভালো, শের আলীকে তিন দিন অভুক্ত রেখে ছেড়ে দেবো তোমার সামনে···ইউনুস, আমার ইউনুস···

রশীদা আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো বাঁদীর কাঁধের ওপর। বাঁদী তাকে ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে গেল কক্ষের বাইরে।

পাথরের মূর্তির মতন সন্দরপতি দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মাঝখানে।

সেই ভাবে কেটে গেল দণ্ড পল। সন্দরপতির মাথার মধ্যে অসংখ্য চিন্তা ঢেউয়ের মতন আছড়ে এসে পড়ছে। সে আর দিশা রাখতে পারছে না। কী কুক্ষণেই যে বৃষ্টি নেমেছিল! এই বাড়ির অলিন্দে আশ্রয় না নিলে এতক্ষণ সে চলে যেত অনেক দূরে। সবই কুগ্রহ।

খানিকটা পরে সন্দরপতির ঘোর ভাঙলো। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না, এমন একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। বাঁচতে তাকে হবেই, সে কিছুতে হেরে যাবে না।

সে সন্তর্পণে দ্বারের কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ, বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সে দ্বারের বাইরে এক পা বাড়াতেই দেখতে পেল হলুদ আগুনে টুকরোর মতন দুটো চোখ। তারপর একটা চাপা গর্জন।

সন্দরপতি সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের মধ্যে চলে এসে দ্বার রুদ্ধ করে দিল। বাইরে প্রহরী রয়েছে শের আলী। সন্দরপতির পলায়নের কোনো উপায় নেই।

কক্ষে রয়েছে দুটি গবাক্ষ। অনেক উঁচুতে। সেখানে সন্দরপতির হাত পৌঁছোয় না। এই কক্ষটি একটি কারাগার। সেখানে সন্দরপতি আবার বন্দী। তবে এবারে প্রভেদ এই, তার শয়নের জন্য রয়েছে পালঙ্কের ওপর নরম সজ্জা, তার অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, তার আহার্যের জন্য রয়েছে অনেক ফলমূল।

পালঙ্কের ওপর বসে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সন্দরপতি ক্লান্ত

BanglaBook.org

হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। নিদ্রা সমস্ত সন্তাপহারিণী। তাই ইচ্ছে করেই যেন সুরপতি নিদ্রার মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো অনেক অনেক গভীরে।

সুপতির যখন ঘুম ভাঙলো, তখন প্রখর দিনের আলো এসে পড়েছে ঘরে। প্রথমে সুরপতি মনেই করতে পারলো না সে কোথায়! এ কার শয্যা? এ কার পোশাক তার শরীরে? তারপর সব মনে পড়লো। অমনি ভয়ে কেঁপে উঠলো আবার।

দ্বার খোলার সাহস তার হলো না বাইরে নিশ্চই শের আলী রয়েছে। এখান থেকে পালাবার উপায় কি?

কোনো উপায়ই মনে আসে না। কোনো একটি গবাক্ষ দিয়ে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু গবাক্ষ দুটিই এত ছোট যে সেখান দিয়ে তার শরীর গলবে কিনা সন্দেহ।

পালঙ্ক সরিয়ে সে নিয়ে গেল দেয়ালের ধারে। তার ওপর একটা কেদারা বসিয়ে তার ওপরে সুরপতি উঠে দাঁড়ালো। সে ঠিকই সন্দেহ করেছিল, গবাক্ষ দিয়ে তার মাথা গলে না।

বাইরে দেখা যায় একটি মনোরম উদ্যান। সেখানে সাজি ভরে ফুল তুলছে এক রমণী। তার মুখ সুরপতি দেখতে পাচ্ছে না। সুরপতি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো সেদিকে।

একটু বাদে রমণীটি মুখ ফেরাতেই সুরপতি চমকে উঠলো। রশীদা খানম্! কিন্তু তার মুখ এখন প্রফুল্ল হাস্যময়, সদ্য স্নানসিক্ত চুল, তাকে পবিত্র সুন্দর দেখাচ্ছে। সে গুনগুন করে গাইছে একটি গান।

সুরপতির সব কিছু অবিশ্বাস্য মনে হলো। কাল যে রশীদা খানম্ অমন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, প্রিয়জনের বিচ্ছেদবেদনায় রিক্ত হয়ে গিয়েছিল, এক রাত্রির মধ্যে তার এতখানি রূপান্তর সম্ভব? এখন সে স্নান করে সেজেগুজে বাগানে এসে ফুল তুলতে তুলতে গান গাইছে? তা হলে কি কাল রাত্রির সব কিছুই অলীক? একটা দুঃস্বপ্ন?

এক সময় রশীদা খানমের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। সুরপতি চেঁচিয়ে বললো, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি অপরাধী নই। আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন।

BanglaBook.org

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে রইলো রশীদা খানম্।

সুরপতি ঐ একই কথা আবার বললো।

এবার রশীদা বললো, কে আপনি ?

—আমি সুরপতি।

—কে সুরপতি ?

—আমি একজন পথিক। কাল রাত্রে আমি···

—আপনি এখানে কি করে এলেন ?

সুরপতি ভাবলো, রশীদা খানম্ কি উন্মাদিনী ? এখন তাকে চিনতেই পারছে না ? অথবা শোকে-দুঃখে ওর মস্তিষ্কে বিকার দেখা দিয়েছে ?

রশীদা খানম্ এগিয়ে এলো গবাক্ষের দিকে। তারপর নদীর বাঁকের মতন ভুরু দুটি তুলে বললো, এমন সকালবেলা আপনি চিৎকার করে ক্ষমা চাইছেন কেন ? ক্ষমা কি কেউ মানুষের কাছে চায় ? ক্ষমা চাইতে হয় খোদাআল্লার কাছে।

সুরপতি বললো, আমি নিরপরাধ। আমি এখান থেকে মুক্তি চাই। একমাত্র আপনিই আমাকে মুক্তি দিতে পারেন।

রশীদা খানম্ বললো, কে আপনাকে আবদ্ধ করে রেখেছে ? বাইরে আসুন !

—বাইরে শের আলী রয়েছে।

রশীদা খানম্ চূর্ণ হাসিতে ভেঙে পড়লো। হাসতে হাসতে বললো, আপনি শের আলীকে ভয় পান ? ও তো একটা বিড়াল !

রশীদা খানম্ সরে গেল সেখান থেকে। একটু পরেই দ্বারে শব্দ হলো। সুরপতি সভয়ে দ্বার খুলে সরে দাঁড়ালো দেওয়ালের পাশে।

দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলো শের আলী; কিন্তু ভিতরে এলো না। কিন্তু তার বদলে এলো রশীদা খানম্। আজ সকালে তার রূপ যেন আরও ফেটে পড়েছে। গভীর কালো কুঞ্চিত কেশ-রাশির মধ্যে তার গৌরবর্ণ মুখখানি যেন একটি দুর্লভ ফুল। দেখা মাত্র যার ঘ্রাণ নিতে ইচ্ছে হয়।

রশীদা খানম্ জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি ?

BanglaBook.org

সুরপতি দীন কণ্ঠে বললো, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না ? কাল রাত্রে আপনি আমাকে—

রশীদা খানম্ আর একটু এগিয়ে এসে বললো, কাল আমি সন্ধ্যা থেকেই ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি কিছুই জানি না, আপনার মুখে এত দাড়ি কেন ? আপনি কি ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন ?

—আমি নিতান্ত এক অভাজন। এই রকমই আমার বেশ।

—আপনার অঙ্গে ইউনুস খাঁর পোশাক, অথচ মুখে দাড়ি। কিন্তু আপনি ইউনুস খাঁ নন, সে আপনার চেয়ে একটু খর্বকায়। আপনিও তো বেশ সুপুরুষ, বলিষ্ঠ দুটি হাত, প্রশস্ত বুক—এমন একজন পুরুষ গৃহে এসেছে, অথচ আমি তা জানি না !

—আপনার কিছুই মনে নেই ?

—কি মনে থাকবে ?

—আপনি আমাকে ভুল সন্দেহ করেছিলেন···

—না না আপনাকে আমি সন্দেহ করবো কেন ? আপনার মুখ সুন্দর, চোখ সুন্দর, কথা সুন্দর—এমন মানুষকে কেউ সন্দেহ করে ?

এমন সময় দ্বারের পাশে বাঁদী এসে ডাকলো, বিবিসাহেবা ?

রশীদা খানম্ মুখ ফিরিয়ে বললো, বাঁদী, এই মানুষটা কে রে ?

বাঁদী বললো, ও কেউ নয়। আপনি ওপরে চলুন।

—কেউ নয় কি রে ? একটা জ্যান্ত মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, আর তুই বলছিস কেউ নয় ?

—আপনি ওপরে চলুন। মালিকানী আপনাকে ডাকছেন।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি ! এই মানুষটা কে বল্ না ? এই মানুষটাকে আমায় দিবি ? এই বলিষ্ঠ মানুষটাকে আমার চাই।

বাঁদী এসে তার হাত ধরে বকুনি দিয়ে বললো, শীগগির ওপরে চলুন। নইলে মালিকানী খুব রাগ করবেন।

বাঁদী প্রায় জোর করেই তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুরপতি। রশীদা খানম্ কি সত্যি গত রাত্রের সব কথা ভুলে গেছে ? এ কখনো সম্ভব ? বাঁদীই বা ওকে

BanglaBook.org

জোর করে টেনে নিয়ে গেল কেন? মালিকানী আবার কে? কাল তো রশীদা খানমকেই মালিকানী বলেছিল বাঁদী!

একটু পরেই বাঁদী ফিরে এলো একা। বিচিত্র ভাবে হেসে সে বললো, শেঠ, খুব ধন্ধে পড়েছেন তো?

সত্যরপতি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, তুমি আমায় বাঁচাও। আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকবো।

বাঁদী বললো, আপনি ইউনুস খাঁকে হত্যা করেও এ গৃহ থেকে বেঁচে ফিরে যাবেন, তা কখনো হয়?

—তুমি বিশ্বাস করো, আমি খুন করিনি। কেন আমি তাঁকে খুন করবো, তাঁর ওপর কি আমার কোনো রাগ আছে? আমি তো তাঁকে চিনিই না।

—তা হলে ইউনুস খাঁর পোশাক আর অঙ্গুরীয় আপনার কাছে এলো কি করে?

—এগুলি আমি ইউনুস খাঁর শরীর থেকে খুলে নিয়েছি ঠিকই কিন্তু তার আগেই কেউ তাঁকে খুন করেছিল। কে খুন করেছে আমি জানি না।

—আপনার মিথ্যা কাহিনীও এত দুর্বল!

—মিথ্যা নয়। তুমি বিশ্বাস করো, আমি যে-কোনো শপথ নিয়ে বলতে পারি।

—আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি আসে যায়!

—রশীদা খানম্ তো সব কথা ভুলে গেলেন।

—ও, আপনি বুঝি তাই ভেবেছেন? একটু আগে যে এসেছিল সে রশীদা খানম্ নয়। আপনি চিনতে পারলেন না?

—নিশ্চয়ই রশীদা খানম্! তা ছাড়া আর কে?

—এর বাম গণ্ডে একটা তিল ছিল দেখেননি? আমাদের মালিকানীর শরীরে কোন তিল নেই।

তিল! তিল আছে কি না আছে তা দেখিনি!

—এঁর নাম রেশমী বিবি, রশীদা খানমের যমজ বোন। অনেক

BanglaBook.org

দিন থেকেই এর মাথার ঠিক নেই!

সুরপতি মাথায় হাত দিয়ে পালঙ্কে বসে পড়লো। এ কি অদ্ভুত কথা! মানুষে মানুষে এমন মিল হয়! এর কথা শুনে তো একে একটুও উন্মাদিনী মনে হলো না।

বাঁদী আবার বললো, শেঠ, আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে এসেছি। আপনি শের আলীকে ভয় পান, কিন্তু এই রেশমী বিবি বাঘিনীর চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। পুরুষমানুষকে গিলে খায়। দেখবেন, ইনি আবার সুযোগ পেলেই এসে আপনাকে শাদী করতে চাইবেন।

সুরপতি বললো, আমি শাদী করবো কী করে? আমার নিজের স্ত্রী আছে।

কথার মধ্যে সুরপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর অনেকটা আপন মনেই বললো, আমার স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল, এখন কোথায় আছে জানি না। তাদের সন্ধানেই পেতে চাই।

—শেঠ, তবু আপনাকে সাবধান করে দিলাম। রেশমী বিবিকে এমনিতে দেখে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু হঠাৎ যখন ক্ষেপে ওঠেন, তখন কি যে সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর হন তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

বাঁদী চলে গেল। সুরপতি আবার দ্বার বন্ধ করে বসে রইলো একা। বেলা বাড়তে লাগলো আপন মনে। বাইরে মাঝে মাঝে শের আলির ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যায়। ওকে বোধ হয় খাদ্য দেওয়া হয় নি। এই রকম তিন দিন ওকে ক্ষুধার্ত রাখা হবে, তারপর সুরপতিকে ওর সামনে···। দ্বার বন্ধ থাকলেও কি ওরা জোর করে ভেঙে ফেলবে দ্বার?

দিনের পর রাত এলো। তারপর যখন রাত বেশ গভীর, সেই সময় তার দ্বারে শোনা গেল টক টক শব্দ। এ শব্দ শের আলীর নয়, কোনো মানুষের।

সুরপতি প্রথমে ভাবলে, দ্বার খুলবে না কিন্তু শব্দ হতেই লাগলো। সেই শব্দের মধ্যে যেন একটা ব্যাকুল আহ্বান আছে। শুধু শুধু বসে থেকেই বা লাভ কি! সুরপতি উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দিল।

BanglaBook.org

দ্বারের বাইরে দীপ হাতে এক সুন্দরী রমণী। এ কে? রশীদা খানম্, না রেশমী বিবি?

সুরপতি জিজ্ঞেস করলো, কে আপনি?

রমণী মৃদু হেসে বললো, আমায় চিনতে পারছো না? আমি রশীদা খানম্। সুরপতি, আমি তোমায় মুক্তি দিতে এসেছি।

ঠিক সেই সময় সুরপতি সেই রমণীর বাম গণ্ডে একটা বড় তিল দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছিয়ে এসে বললো, মিথ্যে কথা, আপনি রেশমী বিবি!

রমণী আরও বেশী হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে বললো, বাঁদী তোমাকে ভুল কথা বলেছে। বাম গণ্ডে তিল আছে রশীদা খানমের, রেশমী বিবির শরীরে কোনো তিল নেই। তুমি কি আজ সকালে তার গণ্ডে তিল দেখেছিলে?

সুরপতি একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল! এরা কি সত্যিই দুই বোন? না কি একজনই এক এক বার এক এক নাম নিয়ে আসিছে? বাঁদীই ইচ্ছে করে তাকে ভুল বুঝিয়েছে? এরকম বেশীক্ষণ চললে সুরপতি নিজেই উন্মাদ হয়ে যাবে। এরা কি তাকে অত্যাচার করার এই নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে?

সে নতজানু হয়ে বললো, আপনারা আমাকে নিয়ে কি করতে চান? যদি মারতে চান, এক্ষুনি মেরে ফেলুন।

রমণী এগিয়ে এসে সুরপতির হাত ধরে কোমল কণ্ঠে বললো, ওঠো সুরপতি, তোমার কোনো ভয় নেই। মিথ্যা বলবো না, আমি রশীদা খানম্ নই, আমি রেশমী বিবি। তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছো তো! আমি উন্মাদিনী, আমি বাঘিনীর চেয়েও সাঙ্ঘাতিক, আমি তোমাকে শাদী করতে চাইবো—এসব শোনোনি? আমার মুখের দিকে চেয়ে সত্যি করে বলো তো, আমাকে এরকম সাঙ্ঘাতিক মনে হয়?

সুরপতি নিঃশব্দে দু'দিকে মাথা নেড়ে জানালো, না।

এটা তার সত্য অনুভূতি। রেশমী বিবিকে দেখে কিছুতেই ভয়ঙ্করী

BanglaBook.org

মনে হয় না। নিষ্পাপ সরল মুখ। মস্তিষ্ক-বিকৃতির কোনো লক্ষণই নেই। বাঁদী এর নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে অনায়াসে।

রেশমী বিবি বললো, পাছে লোকজনের কাছে নিজের কদর কমে যায়, তাই আমার বোন রশীদা খানম্ আমাকে বাইরে যেতে দেয় না। লোকসমাজে রটিয়ে দিয়েছে আমার মস্তিষ্ক ঠিক নেই।

সুরপতি চুপ করে রইলো।

হঠাৎ রেশমী বিবির চোখ সজল হয়ে এলো। কম্পিত স্বরে বললো, ওরা রটনা করে, সুন্দর চেহারার পুরুষমানুষ দেখলেই আমি তাকে প্রলোভন দেখিয়ে শাদী করতে চাই। তারপর তাকে মেরে ফেলি। এ যে কত বড় মিথ্যা! পরদেশী, তোমায় আমি সত্য কথা বলি, আমি খুব ভালো ভাবেই জানি, কোনোদিন কোনো পুরুষ আমায় গ্রহণ করবে না। আমায় সম্পূর্ণ ভাবে দেখলেই ঘৃণায় দূরে সরে যাবে।

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বললো, ঘৃণা! এমন রূপসীকে রমণী কেউ ঘৃণা করতে পারে? আপনাকে দেখলে তো সন্ন্যাসীরও চিত্ত বিচলিত হবে।

রেশমী বিবি বললো, না, আমি রূপসী নই। আমি কুৎসিত। অনেক সময় কোনো বান্দরীকেও পোশাকে মুড়ে রাখলে ভালো দেখায়। আমি হচ্ছি সেই রকম। তুমি দেখবে?

রেশমী বিবি একটানে তার বুকের বসন উন্মুক্ত করে ফেললো। সুরপতি লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক পলক দেখেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, এ কি!

রেশমী বিবির অনাবৃত বুকের ঠিক মাঝখানে পূর্ণচন্দ্রের আকারের একটা গোল কালো দাগ। তার সুগঠিত বর্তুল দুই স্তনও কালো। রেশমী বিবির সর্বাঙ্গ অত্যন্ত ফর্সা, মাঝখানে এই কালো দাগ হঠাৎ ভয় পাইয়ে দেয়।

সুরপতি চোখ সরাতে পারলো না। স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলো। অস্ফুট স্বরে বললো, এমন কখনো দেখিনি!

রেশমী বিবি বললো, এবার আমাকে ঘৃণা হচ্ছে তো?

BanglaBook.org

সুরপতি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, না না, ঘৃণা নয়। আপনি তবু সুন্দরী, এ রকম কখনো দেখিনি, তবু মনে হচ্ছে এতে আপনার রূপ অনেক বেড়ে গেছে, পৃথিবীতে আপনার মতন আর কেউ নেই, কিন্তু এ রকম কী করে হলো ?

রেশমী বিবি নিজের বক্ষে হাত রেখে বললো, আশমান থেকে অভিশাপ এসেছিল, আজ থেকে আট বছর আগে, সন্ধ্যাবেলা আমি একটা গোলাপবাগে একা দাঁড়িয়েছিলাম, চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছিল, এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো। আমি চমকে উঠে বললাম, কে ? চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কেউ নেই। তবে কে ডাকলো আমাকে ? স্পষ্ট শুনেছিলাম। আমার সেদিন খুব মন খারাপ ছিল, আমি একজন সঙ্গী চাইছিলাম, কেউ আসেনি আমার কাছে। মনে হলো, কেউ যেন আমায় দেখছে। চারদিকে কেউ নেই, তবু যেন আশমান থেকে কেউ দেখছে আমাকে এক দৃষ্টে। আমি আশমানের দিকে চেয়ে রইলাম। বললাম তুমি কে ? এসো, এসো। কেউ এলো না। হঠাৎ আশমানে প্রচণ্ড শব্দ হলো আর একটা বিজলি হানলো। আমি খুব জোরে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেলাম, মনে হলো আমি মরে গেছি। তুমি বাজে-পোড়া গাছ দেখেছো ? আমি ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে রইলাম প্রহরের পর প্রহর। সকালবেলা লোকজন এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। আমি মরিনি, বিজলিতে আমার বুক পুড়িয়ে দিয়ে গেছে, তবু আমি মরিনি। সেদিনই আমি বুঝেছিলাম, আমি খোদাতাল্লার না-পসন্দ, কোনো পুরুষমানুষও আমাকে চাইবে না। সবাই আমাকে ঘৃণা করবে।

সুরপতি বললো, কেউ আপনাকে ঘৃণা করবে না। যে-কোনো পুরুষমানুষ আপনাকে মাথায় করে রাখবে।

রেশমী বিবি আরও কাছে এগিয়ে এসে ব্যগ্র ভাবে বললো, তুমি —তুমি ? তুমি আমায় ঘৃণা করবে না ?

সুরপতি বললো, আপনি এত সুন্দর, আপনি সকলের চেয়ে সুন্দর।

—রশীদা খানমের থেকেও ?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ। আপনার মতন আর কেউ নেই।

প্রমাণ দাও, তুমি আমার বুকে হাত রাখো দেখি, তোমার ঘৃণা হয় কিনা।

—বিবি সাহেবা, আমি একজন সামান্য মানুষ।

—প্রমাণ দাও?

সুরপতি তার কম্পিত হাত রেশমী বিবির বুকে রাখলো। কী নরম, কী স্নিগ্ধ!

—আঃ কী শান্তি! আমার যে হৃদয় পুড়েছে তা কেউ দেখেনি। তুমিই শুধু দেখলে। তুমি মহান।

তারপর রেশমী বিবি সুরপতির হাত চেপে ধরে বললো, চলো, তুমি আর আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই।

—কোথায়?

—যেদিকে দু'চোখ যায়। তুমি আমি কোনো নির্জন বনের মধ্যে এক ঝর্ণার ধারে থাকবো। আমাদের আর কেউ দেখবে না। শুধু তোমার জন্য আমি আর আমার জন্য তুমি। চলো, এখনি চলো।

সুরপতি নিজে যে বিবাহিত, তার যে প্রিয়তমা পত্নী আছে, সে কথা এই সময় তার মনে এলো না। পলায়নের চিন্তায় সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কক্ষের বাইরে পা দিতে গিয়েও সে বললো, কিন্তু শের আলী যে পাহারায় আছে!

রেশমী বিবি অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, ও কিছু করবে না। ও আমার হুকুম শোনে।

দু'জনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো অলিন্দে। শের আলী সেখানে নেই। সমস্ত গৃহটি নিস্তব্ধ। প্রাঙ্গণ পার হয়ে ওরা বাইরের দিকে আসতেই দেখলো মূল দ্বারের কাছে দুটি চক্ষু জ্বলছে। চাপা গর্জন করে শের আলী ছুটে এলো সেদিকে।

শের আলী সুরপতির ওপরে ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়তো, তার আগেই রেশমী বিবি এসে পড়লো মাঝখানে। শের আলীকে দু'হাতে ধরে ফেলে সে বললো, যা, এখন যা—

BanglaBook.org

শের আলী রেশমী বিবির গায়ে মাথা ঘষতে লাগলো।

রেশমী বিবি বললো, তুমি দ্বার খুলে ফেলে বাইরে দাঁড়াও, আমি আসছি।

রেশমী বিবি শের আলীকে আদর করে বললো, যা যা, ভেতরে যা! এ আমার দোস্ত, একে কিছু বলবি না—

শের আলীকে নিরস্ত করে রেশমী বিবি যেই দ্বার পেরিয়ে পথের ওপর এসেছে, অমনি শের আলী লাফ দিয়ে দ্বার ডিঙিয়ে পথের ওপর এসে পড়লো। সে সুরপতিকে আক্রমণ করার আগেই রেশমী বিবি আবার তার মুখ ধরে ফেলে বললো, তোকে যেতে বললুম না! যা, যা —আচ্ছা, তোকে আদর করে দিচ্ছি!

রেশমী বিবি মুচকি হেসে বললো, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি কিনা, তাই ওর ঈর্ষা হয়েছে। ও আমায় খুব ভালোবাসে।

তারপর সে শের আলীর মুখ চুম্বন করলো, দু' হাতে আদর করতে লাগলো তাকে। সেই হিংস্র ব্যাঘ্রও নখ গুটিয়ে নিয়ে তার থাবা বোলাতে লাগলো রেশমী বিবির সর্বাঙ্গে। রেশমী বিবি খলখল করে হাসতে লাগলো। একবার সে মুখ তুলে সুরপতির দিকে তাকিয়ে বললো কি, তোমার আবার ঈর্ষা হচ্ছে না তো?

সুরপতি উত্তর দেবে কি, তার সমস্ত অনুভূতি যেন অসাড় হয়ে গেছে। এরকম কাণ্ড সে কখনো দেখেনি। ব্যাঘ্র ও মানবী সম্পূর্ণ প্রণয়লীলা চালাচ্ছে।

একটু পরে রেশমী বিবি উঠে দাঁড়িয়ে পোশাকের ধুলো ঝেড়ে শের আলীর মুখে এক চাপড় মেরে বললো, এবার যা!

শের আলী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুরপতির দিকে। সে যাবে না। সেই চাহনি দেখে সুরপতির রক্ত-চলাচল থেমে যাবার উপক্রম হলো। এই ব্যাঘ্র তাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

রেশমী বিবি বললো, আমি কখনো কখনো ওর পৃষ্ঠে চড়ে বেড়াতে যাই তো, তাই ও অপেক্ষা করছে। আজ যাবো না রে, আজ তুই ফিরে যা। আচ্ছা, এই একবার বসছি। তারপর ফিরে যাবি তো?

BanglaBook.org

শের আলী, আমি আমার দুলহান পেয়ে গেছি, আর কোনোদিন তোর সঙ্গে যাবো না !

রেশমী বিবি ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে চেপে বসলো। তার কাঁধের কাছে চাপড় মেরে বললো, এবার হয়েছে তো ? এই শেষ বার—

শের আলী সুরপতির দিকে তাকিয়ে একবার চাপা গর্জন করলো, তারপর বিরাট লম্ফ দিলে সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো। রেশমী বিবিকে পৃষ্ঠে নিয়ে সে প্রায় কয়েক পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মাত্র দু-একবার রেশমী বিবির কণ্ঠ শোনা গেল, থাম্, থাম্—তারপর মিলিয়ে গেল শব্দ।

সুরপতি বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। কোথায় গেল ? কখন আসবে ? সুরপতি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে ? কতক্ষণ ?

কিন্তু মুক্তির চিন্তায় সুরপতির আবার চেতনা ফিরে এলো। সে এখন মুক্ত, স্বাধীন। সে এখন যেখানে খুশি যেতে পারে। গৃহের দ্বিতলের একটি গবাক্ষ খুলে গেল না ?

আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সুরপতি সামনের দিকে ছুটলো। একবার সে ভেবেছিল, কিছুদূর গিয়ে বোধহয় রেশমী বিবির দেখা পাবে। কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন নেই।

বেশ কিছুদূর আসবার পর সুরপতি দেখলো পথটা দু' ভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ গেছে বনের দিকে, অন্যটি নগরে। রেশমী বিবিকে নিয়ে কোন্ দিকে গেছে শের আলী ? বনের প্রাণী নিশ্চয়ই বনের দিকেই যাবে। সুরপতি কি বনের মধ্যে গিয়ে রেশমী বিবিকে খুঁজবে ? কিন্তু শের আলীর হিংস্র চোখ দুটির কথা মনে পড়তেই তার বুক কেঁপে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, শের আলী কিছুতেই রেশমী বিবিকে তার সঙ্গে যেতে দেবে না।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বললো, বিদায় রেশমী বিবি!

তারপর নগরের দিকে ছুটলো। প্রচণ্ড জোরে, অন্ধের মতন। মুক্তির আনন্দ তার পায়ে অনেক দ্রুত গতি এনে দিয়েছে। তবু অন্ধকারের মধ্যে সে আচমকা ধাক্কা খেয়ে একবার পথের ওপর লুটিয়ে

BanglaBook.org

পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো।

এক প্রহর বাদে ক্ষীণভাবে জ্ঞান ফিরে এলো সুরপতির। এবারও তার মনে হলো, কে যেন তার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। তার চুলের মধ্যে কার যেন নরম হাত। তবে কি রেশমী বিবি ফিরে এসেছে? শের আলীকে ত্যাগ করে আবার খুঁজে পেয়েছে তাকে?

সুরপতি জিজ্ঞেস করলো, কে, রেশমী বিবি?

উত্তর এলো, না, আমি সুভদ্রা।

সুভদ্রা। সুরপতি অমনি সর্বশক্তি দিয়ে উঠে বসলো। কিন্তু কোথায় সুভদ্রা? সুভদ্রাও নেই, রেশমী বিবিও নেই। সে পথের ওপর একলা পড়ে আছে।

॥ ৬ ॥

সে রাত্রে সুরপতি সম্মুখবর্তী এক পান্থশালায় বিশ্রাম নিলো। আবার বেরিয়ে পড়লো পরদিন খুব সকালেই। দ্রুত সে এই এলাকা ছাড়িয়ে যেতে চায়। এবার সে আর কোনো ভুল করবে না, কথা বলবে না কোনো অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে, আশ্রয় নেবে না কোনো গৃহে। ঝড়-বৃষ্টি-মহাপ্লাবন যাই আসুক, সে শুধু অগ্রসর হবে দারুকেশ্বরের দিকে।

একবার সে ভাবলো, দাড়ি-গোঁফ মুণ্ডন করে ফেলবে। কিন্তু একটু পরেই সে মত পরিবর্তন করলো। এই দাড়ি-গোঁফই এখন তার ছদ্মবেশ। নইলে দারুকেশ্বরে আবার যদি কেউ তাকে বংশীলাল বলে ভুল করে!

তার কাছে এখনো কিছু অর্থ আছে, তার খাদ্যাভাব হবে না। পান্না বসানো অঙ্গুরীয়টি সে আঙ্গুল থেকে খুলে কোমরের কাছে গুঁজে রাখলো। তারপর তিন দিন তিন রাত্রি সমানে পদব্রজের পর সে পৌঁছোলো দারুকেশ্বরে।

সুরপতি নগরে প্রবেশ করলো বিপরীত দিক দিয়ে। এদিক দিয়ে সেই সরাইখানার পথ খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবু এক সময় সে এসে

BanglaBook.org

পৌঁছোলো রাজবৈদ্য বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে। এখান থেকে তার আর পথ চিনে নিতে ভুল হবে না।

বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে যথারীতি অসংখ্য লোকের ভিড়। সকলেই কী একটা বিষয় নিয়ে গুঞ্জন করছে। সুরপতি একটুকাল দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলো।

লোকেরা বলাবলি করছে যে রাজবৈদ্য বাসবদত্ত নিজেই গুরুতর রকমের অসুস্থ। প্রতিদিন তাঁর অবস্থার অবনতি হচ্ছে। দেশে আর এমন কোনো বৈদ্য নেই যে বাসবদত্তের চিকিৎসা করতে পারে। বাসবদত্ত অন্য কোনো চিকিৎসককে তাঁর কাছেই ঘেঁষতে দেবেন না। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর মৃত্যু রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। এই অবস্থাতেও কিন্তু বাসবদত্ত রোগী দেখেন। এক সময় তাঁকে ধরাধরি করে ওপরতলা থেকে নীচে নামানো হয়। রুগীদের মধ্য থেকে তিনি বেছে বেছে মাত্র তিন-চারজনকে নিদান দেন। এবং এখনো তিনি ধন্বন্তরি। তাঁর ওষুধে মুমূর্ষুও খাড়া হয়ে ওঠে। এখন কথা হচ্ছে, রোগীদের মধ্যে কোন্ তিন-চারজন সে রকম ভাগ্যবান!

সুরপতি রাজবৈদ্য বাসবদত্তের জন্য একটু দুঃখ বোধ করলো। যে কোনো কারণেই হোক এই বিস্ময়কর মানুষটি সম্পর্কে তার একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে। হায়, একবার এঁর চোখ পড়লেই সুভদ্রা সেরে উঠতো। সুভদ্রা কী এখনো সেই রকম আছে?

সুরপতি বিষন্ন মনে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো। সরাইখানাটি আর বেশী দূর নয়। তবু সেখানে যেতে সুরপতির এখন ভয় করছে! কী দেখবে সেখানে গিয়ে? যদি সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার ইতিমধ্যে—

সুরপতি বার বার থেমে যাচ্ছে, তবু এক সময় সে এসে পৌঁছালো সরাইখানার সামনে।

সরাইখানাটি নতুন রঙ করা হয়েছে। সামনের আস্তাবলে অনেকগুলি বলবান অশ্ব বাঁধা। মনে হয় ঐ সব অশ্ব সৈনিক পুরুষদের। ভিতরে বেশ একটা সরব উৎসব চলছে মনে হয়। সুরপতির গা ছমছম করে উঠলো। সব কিছুই কেমন যেন নতুন নতুন মনে হয়।

BanglaBook.org

যে ঘরটায় সুরপতিদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সুরপতি আস্তে আস্তে সে ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ালো। তক্ষুনি সেখান থেকে চর্ম-পরা দু'জন সৈনিকপুরুষ বেরিয়ে এলো—সুরপতির প্রতি সন্দেহজনক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা প্রশ্ন করলো, মহাশয়ের কী চাই?

সুরপতি একটু সংকুচিত হয়ে পড়লো। বিনীত ভাবে বললো বলভদ্রের সঙ্গে দু-একটি কথা বলতে এসেছিলাম!

—বলভদ্র কে?

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বললো, কেন, এই সরাইখানার মালিক!

—মালিকের নাম তো জীবক। সে আবার বলভদ্র হলো করে থেকে?

সৈনিক দুটি অবশ্য সুরপতিকে নিয়ে আর কালক্ষেপ করলো না। তারা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

সুরপতি হতভম্ব হয়ে গেল। এ আবার কী? বলভদ্রকে এরা কেউ চেনে না? জীবক আর বলভদ্র কি এক?

সে আর ভেতরে প্রবেশ করলো না। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো। সে কারুর মনে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক করতে চায় না।

সরাইখানার বাইরে একটি কশাইয়ের দোকান আছে। এই কশাইকে সুরপতি আগেও দেখেছে।

সে কশাইয়ের দোকানের পাশে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর এক সময় নিরালা দেখে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো, ভাই, এই সরাইখানার মালিক কি বলভদ্র নয়?

কশাই সুরপতিকে একটুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর বললো, আপনি বুঝি অনেকদিন পর এদিকে আসছেন?

সুরপতি বললো, হ্যাঁ, পাঁচ-ছ বছর পর হবে অন্ততঃ।

কশাই বললো, এই সরাইখানা এক সময় বলভদ্রেরই ছিল বটে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, দু-দু'বার এই সরাই লুটপাট হয়ে যায়। জানেনানা, ইদানীং দলভ্রষ্ট পাঠান-মোগল সৈনিকদের উৎপাত বড় বেড়েছে!

BanglaBook.org

সুরপতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, বলভদ্র আর নেই ?

—সে এই সরাইখানা বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে। শুনেছি, নগরীর উত্তর দিকে সে নতুন এক সরাইখানা খুলেছে ?

—কোন্ পথ দিয়ে সেদিকে যেতে হয় ?

—এই পিপুল গাছের পাশ দিয়ে যে পথ, সে পথ দিয়ে সোজা চলে যান,. সামনে দেখবেন রাজপুষ্করিণী, তার দক্ষিণ দিক দিয়ে আবার রাস্তা—

সুরপতি তখুনি চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে এলো ! সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কথা কি এই কশাই জানে ? অতদিন আগেকার কথা কি এর মনে থাকবে ?

তবু সে জিজ্ঞেস করলো,ভাই, আর একটি কথা—এই সরাইখানাতে কি কোনো স্ত্রীলোক আর শিশু—

কশাই তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ভদ্র না পণ্যা ?

ভদ্র রমণী, সঙ্গে একটি শিশু।

—এখানে এত সৈনিকের উৎপাত, এখানে কোনো ভদ্র রমণী থাকতে পারে ? কেউ নেই। সৈনিকরা রাত্তিরের দিকে কিছু স্ত্রীলোক নিয়ে আসে বটে, কার ঘরের সর্বনাশ করে কে জানে—আমি সামান্য লোক, সে খবর জানি না।

সুরপতি আর অপেক্ষা করলো না। সে এক প্রকার ছুটতেই লাগলো। বলভদ্রের সন্ধান পেলেই একমাত্র সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমারের কথা জানা যাবে।

খানিক দূর এসে সে বিশাল রাজপুষ্করিণী দেখতে পেল। এবার এর দক্ষিণ দিকে রাস্তা। সেদিকে যেতে গিয়েও সে একটি বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল।

বৃক্ষের গায়ে একটি ইস্তাহার ঝুলছে।

তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—

বংশীলাল ! বংশীলাল ! কুখ্যাত অপরাধী এবং কারা-পলাতক বংশীলালকে যেবা যারা জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় রাজসরকারে উপস্থিত করতে পারবে, তাকে বা তাদের এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

BanglaBook.org

সুরপতির গায়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে বংশীলাল নয়, কিন্তু বংশীলালের নামে ঐ ঘোষণা দেখে মনে হলো যেন তারই মৃত্যুদণ্ড। জীবিত অথবা মৃত। না, জীবিত অবস্থায় কেউ আর তাকে কারাগারে নিয়ে যেতে পারবে না।

সুরপতি নিজের মুখ হাত বুলোলো। এত দাঁড়িগোঁফ ভেদ করে কেউ আর তাকে বংশীলাল বলে মনে করবে না। সে শুনেছে, বংশীলালের রোগা পাতলা চেহারা। সে তুলনায় সুরপতি এখন অনেক সরল স্বাস্থ্যবান।

বংশীলালের সঙ্গে কি তার কোনোদিন দেখা হবে? মনে হয় যেন নিয়তিতে কোথাও বাঁধা আছে যে একদিন সে বংশীলালের মুখোমুখি দাঁড়াবে, সব বোঝাপড়া হবে সেদিন।

দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে এক ক্রোশ আসার পর সুরপতি দেখতে পেল একটি সরাইখানা। এটাই কি বলভদ্রের? হঠাৎ ভিতরে প্রবেশ না করে সুরপতি ভাবলো, আগে একটু অনুসন্ধান করা যাক।

এ সরাইখানার সামনে একটি ছোট কুঠরিতে থাকে একজন ক্ষৌরকার। সুরপতি তার সামনে গিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে যাবে, এমন সময় সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এলো একটি ন-দশ বছরের বালক।

সুরপতির চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না। তার পুত্র ধ্রুবকুমার!

॥ ৭ ॥

সুরপতি তক্ষুনি সব কিছু ভুলে ধ্রুবকুমারকে কোলে তুলে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা আর হলো না।

বালকটি নিজেই দৌড়ে এলো এদিকে। সুরপতির দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না! ক্ষৌরকারের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সুরপতি নিজেকে সংযত করে রাখলো কোনোক্রমে। তাই এর বিশাল দাড়িগোঁফ সমন্বিত চেহারা দেখে চিনতে পারবে না ধ্রুবকুমার।

BanglaBook.org

হঠাৎ ভয় পেয়ে যাবে।

ধ্রুবকুমার ক্ষৌরকারকে সম্বোধন করে বললো, আপনাকে একবার বাবা ডেকেছেন।

সত্যরপতির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। বাবা? ধ্রুবকুমারের আবার বাবা কে?

ক্ষৌরকার বললো, ডেকেছেন? কেন, সকালেই যে তোমার বাবার ক্ষৌরি করে দিয়ে এলাম?

ধ্রুবকুমার বললো, আমার ভাইয়ের হাতে বড় বড় নখ হয়েছে। সে নিজেই নিজের গাল আঁচড়ে ফেলেছে। তাই বাবা বললেন, আপনাকে ডেকে ওর নখ কেটে দিতে।

সত্যরপতি আবার আঘাত পেল। ভাই? ধ্রুবকুমারের আবার কোথা থেকে এলো? তবে কি এই বালকটি ধ্রুবকুমার নয়? কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ! এ কখনো ভুল করা যায়?

ক্ষৌরকার একটু পরে যাবে শুনে বালকটি আবার দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে সরাইখানায় ঢুকে গেল। সত্যরপতি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে।

তারপর মুখ ফিরিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, ভাই ক্ষৌরকার, এই বালকটির নাম কি?

ক্ষৌরকার বললো, সকলে তো ওকে ধ্রুব বলেই ডাকে।

সত্যরপতি আবার জিজ্ঞেস করলো, এই সরাইখানার মালিক কে?

ক্ষৌরকার বললো, তুমি নতুন লোক বুঝি? এই সরাইখানার মালিক বলভদ্রকে কে না চেনে?

সত্যরপতি আর কোনো বাক্য উচ্চারণ করতে পারলো না। সেখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। একটা পাথরে মাথা ঠুকে রক্ত বেরুতে লাগলো। তার কপাল থেকে।

ক্ষৌরকার লোকটি বৃদ্ধ। সামান্য একটা চালাঘরে সে বহুকাল ধরে এখানে বাস করে আসছে। ত্রি-সংসারে তার কেউ নেই। এই নগরীর খানিকটা অংশ ব্যতীত বাইরের পৃথিবীর কোনো সংবাদই সে

BanglaBook.org

রাখে না। এবং তারই চালাঘরের দরজার কাছে একজন অচেনা বল-শালী লোকের হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার মত ঘটনা তার জীবনে বেশী ঘটে না।

প্রথমে সে ভাবলো, সুরপতি মারা গেছে। সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো শুধু। মানুষ জন্মায় ও মরে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। একজন অচেনা লোক মারা গেছে বলে সে তো তার কাজ বন্ধ রাখতে পারে না। সে তার ক্ষুরে শান দিচ্ছিল, আবার তেমনিই শান দিতে লাগলো।

খানিকটা বাদে সে আবার চোখ তুলে দেখলো, সুরপতির কপাল থেকে তখনও তাজা রক্ত গড়াচ্ছে।

ক্ষৌরকার শুধু এইটুকু জানে যে কোনো মরা মানুষের শরীর থেকে তাজা রক্ত বেরোয় না। রক্ত জিনিসটা জীবিত মানুষেরই সম্পদ। এই রক্ত বন্ধও করা যায়।

সে সুরপতির কপালে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে যেখানে ফটকিরি ঘষতে লাগলো। তাতেও রক্ত বন্ধ হয় না। তখন সে খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে এনে ক্ষতস্থানে চেপে ধরলো।

যন্ত্রণায় সুরপতির জ্ঞান ফিরে এলো। সে অস্ফুট গলায় বললো, মা!

ক্ষৌরকার বললো, হায় রে মাতৃহীন! এই নিঃস্বের ঘরে তুমি মাকে খুঁজতে এসেছো? বরং কোনো দেবালয়ে গেলে না কেন?

সুরপতি বললো, আমি কোথায়?

ক্ষৌরকার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে হে বাপু? কোথা থেকে এসেছো? তোমার মুখভরতি দাড়িগোঁফের জঙ্গল। তুমি যদি আমার কাছে ক্ষৌরকার্যের জন্য এসে থাকো, তাহলে বলো, আমি তা এখনি করে দিচ্ছি।

সুরপতি চোখ মেলে দেখলো, ক্ষৌরকার্যের বার্ধক্য-কুঞ্চিত মুখ তার মুখের কাছে ঝুঁকে আছে। তার এক হাতে তখনও ক্ষুর ধরা।

সুরপতি বললো, আমার দাড়ি কাটবার দরকার নেই! তুমি

BanglaBook.org

আমার গলাটা এক পোঁচে কেটে দাও। বাঁচার সাধ আমার মিটে গেছে।

ক্ষৌরকার বললো, এরকম অদ্ভুত কথা আমি কখনো শুনিনি! এজন্য তুমি আমার কাছে এসেছো কেন? রাজপথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো—কোনো সৈনিকপুরুষ দেখলে রাজার নামে কিছু নিন্দা উচ্চারণ করো—তারা আরো অনেক সহজে তোমার মুণ্ড উড়িয়ে দেবে। তুমি যন্ত্রণাও টের পাবে না।

সনৎপতি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, রাজার নামে কী নিন্দা উচ্চারণ করবো বলো তো?

ক্ষৌরকার বললো, অনেকে অনেক রকম কথা বলে। তবে আমার কাছে রাজার একটাই দোষ। আমাদের রাজা মাকুন্দ, তাঁর দাড়ি-গোঁফ নেই। সুতরাং আমার কাছে এমন রাজা থাকা না-থাকা সমান।

সনৎপতি বিস্মিত হয়ে গেল। এমন সরল কথা সে বহুদিন শোনেনি।

ক্ষৌরকার বিড়বিড় করে আপনমনে বলতেই লাগলো, এই রাজা আমার কোন্ উপকারে লাগছে? তবে এ কথা আমি প্রকাশ্যে জানাতে পারি না, কারণ আমি এখনো আমার এই বৃদ্ধ মুণ্ডটিকে ভালোবাসি। তুমি ভালোবাসো না?

সনৎপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, না। জীবনের আনন্দ আমার শেষ হয়ে গেছে।

ক্ষৌরকার বললো, মৃত্যু অতি সহজ। বেঁচে থাকাই বড় শক্ত কাজ এই বয়েসে আমি এখনো সেই শক্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

সনৎপতি বললো, আমি আর পারছি না।

ক্ষৌরকার বললো, আর একটু পরেই রাজপথ দিয়ে সৈনিকেরা টহলে বেরুবে। তুমি যাও, আর দেরি করো না।

সনৎপতি বললো, আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না। আমার পায়ে জোর নেই। চোখেও ঝাপসা লাগছে। একটু বিশ্রাম করি আগে—

সামনেই সরাইখানা। সেখানে যাও, আরামের শয্যা পাবে।

BanglaBook.org

সুন্দর বিশ্রাম হবে।

—তার বদলে আমি তোমার শয্যায় যদি একটু শুয়ে থাকি? তুমি শুতে দেবে একটু?

—তুমি হঠাৎ এরকম অজ্ঞান হয়ে পড়লে কেন? তোমার কি মৃগী ব্যাধি আছে?

—আগে তো ছিল না। তবে একবার আমার মাথায় একটা সাঙ্ঘাতিক চোট লাগার পর এরকম হয়েছে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে এখন। একটু শুয়ে থাকতে দেবে তোমার শয্যায়?

ক্ষৌরকার একটুক্ষণ চিন্তা করলো। তার শয্যা বলতে এক টুকরো চট ও একটা মলিন বালিশ। সেখানে আর একটা লোক এসে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কী আর এমন ক্ষতি! তবু, একটা লোক এরকম বিচিত্র প্রস্তাবই বা দেয় কেন? সব জিনিসেরই তো মাথা-মুণ্ডু থাকবে!

সে বললো, কিন্তু ভাই, তোমাকে আমি শুতে দেবো কোন্ সুবাদে? তুমি আমার কে?

সুরপতি তার কুর্তার জেব থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বার করে ক্ষৌরকারের হাতে দিয়ে বললো, এটা তুমি রাখো। একদিন না একদিন আমি ঠিক তোমাকে দিয়ে ক্ষৌরকার্য করাবো। এটা তার আগাম দক্ষিণা। সুতরাং এখন আমি তোমার ভাবী খরিদ্দার হয়ে গেলাম।

ক্ষৌরকার এই যুক্তিটা বুঝলো। স্বর্ণমুদ্রাটি সে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, জীবনে কেউ আমাকে কখনো স্বর্ণমুদ্রা দেয়নি। এটা আমি গলায় ঝুলিয়ে রাখবো। ওহে বিদেশী, তুমি এসো, ভিতরে এসো?

সেইদিন থেকে সুরপতি সেই ক্ষৌরকারের আশ্রিত হয়ে রইলো। সে অনেকটা তার দাসের মতন। সে ক্ষৌরকারের জিনিসপত্র ধুয়ে দেয়, তার রান্না করে দেয়, নদী থেকে জল আনে আর একটু অবসর পেলেই সে সরাইখানার দিকে তাকিয়ে থাকে।

BanglaBook.org

সরাইখানার সামনে একটা গোল চত্বর। সেখানে কয়েকটি নাঠের চৌকি পাতা। বাইরের লোক এসে ওখানেই প্রথমে বসে। অনেকে ওখান থেকেই খাবার-দাবার খেয়ে নিয়ে চলে যায়। আবার যারা ভেতরে কক্ষ ভাড়া নিয়েছে, তারাও সন্ধ্যার দিকে ওখানে বসে মজলিশ জমায়

সরাইখানার মূল বাড়িটি পাথরের। বলভদ্র বেছে-বেছেই এই সরাইখানাটি কিনেছে, যাতে সহজ আর আগুন না লাগে। দ্বিতলের একটি ঘরের জানলা সব সময় বন্ধ থাকে। সুরপতি জেনেছে ঐ ঘরেই থাকে সুভদ্রা। তাকে কখনো দেখা যায় না।

এর মধ্যে ধ্রুবকুমারের সঙ্গে একটু একটু ভাব হয়েছে সুরপতির। ধ্রুবকুমার তাকে চিনতে পারেনি। ধ্রুবকুমারের ছোট ভাইটিকেও সে দেখেছে। তার মুখখানি অবিকল বুধনাথের মতন। সেই শিশুটির বয়েস হিসেব করেও সুরপতি বুঝেছে সে এ সেই বুধনাথেরই বলাৎকারের সন্তান। এক এক সময় সুরপতির এমন অসহ্য রাগ হয় যে তার ইচ্ছে হয়, আদর করার ছলে সে শিশুটিকে ঘাড় মুচড়ে মেরে ফেলে। সুভদ্রার গর্ভে বুধনাথের সন্তান, এ যে তার চোখের বিষ!

পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নেয়। অবোধ কোমল শিশু, এর তো কোনো দোষ নেই! এর জন্মের জন্য তো এ নিজে দায়ী নয়!

তবে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে ধ্রুবকুমারকে। তার জন্য সে পাখি ধরে দেয়, গাছের ডাল ভেঙে খেলনা তৈরী করে। সুরপতি এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারছে না শুধু ধ্রুবকুমারের টানে। এ যে রক্তের টান।

সুভদ্রার কথা সে অনেকবার ভেবেছে। এখন যদি সে বলভদ্রের কাছে গিয়ে সুভদ্রার স্বামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে বলভদ্র কি ফিরিয়ে দেবে না সুভদ্রাকে? বলভদ্র এমনি মানুষটা খারাপ নয়। এই ক'দিনে তার ব্যবহার দেখে, কথাবার্তা শুনে সুরপতি বুঝেছে, মানুষটার মধ্যে দয়া-মায়া আছে। দুটি সন্তান সমেত সে সুভদ্রাকে আশ্রয় দিয়েছে, এটাও কম কথা নয়।

BanglaBook.org

কিন্তু সুভদ্রাকে নিয়ে সুরপতি যাবে কোথায় ? তার সহায় সম্বল নেই, আর এক কপর্দকও সঞ্চয় নেই, সে তো কোথাও নতুন করে সংসার পাততে পারবে না। এক হয়, যদি তমলুতে আবার ফিরে যাওয়া যায়। সেখানে রোগের উপদ্রব নিশ্চয়ই এতদিনে থেমে গেছে। কোনো রকমে খুব কষ্ট করেও সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে কিছু একটা গতি হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে এই কুলটা রমণীকে নিয়ে সে সমাজে বাস করবে কি করে ? সুভদ্রা একবার দস্যুদ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে, সে তো না-হয় নিজের অনিচ্ছায়, কিন্তু তারপর তো সে এতগুলো বছর পরপুরুষের ঘর করেছে ! কথাটা মনে পড়লেই যেন সুরপতির বুকটা একেবারে পুড়ে যায়। সেই সুভদ্রা—যার ধ্যান জ্ঞান সব কিছুই সুরপতিকে কেন্দ্র করে—কোনোদিন অপর পুরুষের দিকে মুখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত !

সুভদ্রার কথা চিন্তা করে এত কষ্ট করেও জীবনধারণ করেছে সুরপতি। কারাগার থেকে পলায়ন করেছে কত ঝুঁকি নিয়ে। তারপরও কত রকম বিপদ আসে। তবু যে সে এখনো বেঁচে আছে, সে নিছক মনের জোর। সবই সুভদ্রার জন্য। সেই সুভদ্রা তার জন্য অপেক্ষা করতে পারলো না ?

সুরপতি তো অন্য কোথাও থেকে যেতে পারতো। রেশমী বিবির মতন রমণীর আহ্বানও সে পেয়েছিল। আর কিছু না হোক, সে তো সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে যেতে পারতো। কিন্তু সুভদ্রার কথা এক মুহূর্তেও জন্যও সে ভোলেনি। এমন এত কষ্ট করে ফিরে এসেও সে দেখলো, সুভদ্রা আর তার নয়। তার নিজের পুত্র তাকে বাবা বলে চিনতে পারে না !

তবু সুভদ্রার ওপর ঠিক রাগ করতে পারে না সুরপতি। মনটা আবার কোমল হয়ে যায়। সুভদ্রার মতন নারী নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় এমন হয়নি। সুভদ্রার ওপর রাগ করলে তো সুরপতি এখনো যে-কোনো দিন এখান থেকে চলে যেতে পারে। কিন্তু তা সে পারে না।

প্রথম দিন সরাইখানায় ঘুম থেকে জেগে সুভদ্রা নিশ্চয়ই ভেবেছিল

BanglaBook.org

যে, সুরপতি তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। সুরপতি আর ফিরে আসেনি বলে সেই ধারণাটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর পুত্রসন্তান নিয়ে সুভদ্রা চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল, নিশ্চয়ই খুব সহজে সে আত্মসমর্পণ করেনি বলভদ্রের কাছে। ক্ষুধার জ্বালায়, বিশেষ করে শিশুপুত্রের মুখ চেয়েই বোধ হয় সে শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে এই কলঙ্কের জীবন।

সুভদ্রা, ধ্রুবকুমারকে এখানে ফেলে রেখে অন্য কোনো জায়গায় চলে যেতেও তার মন চায় না। অথচ নিজের স্ত্রী-সন্তানকেও ফিরিয়ে নেবারও কোনো উপায় নেই। অন্ততঃ সুভদ্রাকে যদি একবার চোখের দেখাও দেখতে পেত সে!

সুরপতি ধ্রুবকুমারের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করে, বাছা, তোমার মা কি কখনো বাইরে বেরোন না?

ধ্রুবকুমার বলে, না। মা বাইরে আসতে চান না। যদি দুষ্ট লোকেরা মাকে ধরে নিয়ে যায়?

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করে, তোমার মা বুঝি খুব সুন্দর?

ধ্রুবকুমার বলে, আমার মা পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দর মা!

—আচ্ছা ধ্রুবকুমার, লোকে নাকি বলে, তোমার মা বোবা! উনি কথা বলতে পারেন না!

ধ্রুবকুমার রেগে গিয়ে উত্তর দেয়, কে বলেছে? দুষ্ট লোকেরা এ কথা বলে।

—তোমার মা তাহলে কথা বলতে পারেন?

…হ্যাঁ, মা তো আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে শুধু আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।

—তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেন না?

—না।

তারপর একটু থেমে ফিসফিস করে ধ্রুবকুমার বলে উনি তো আমার বাবা নন। আমার বাবা তো দূর বিদেশে চলে গেছেন।

সুরপতি আর চোখের জল সামলাতে পারে না। কান্নায় তার বুক

BanglaBook.org

ভিজে যায়। কোনো রকমে মুখটা অন্য দিকে সরিয়ে রাখে, যাতে ধ্রুবকুমার দেখতে না পায়। তার সন্তান অন্ততঃ তাকে মনে রেখেছে। সে আর কখনো অন্য লোককে বাবা বলবে না। তবু সে সন্তানের কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারছে না! ধ্রুবকুমারকে একল সে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সুভদ্রা? সুভদ্রাকে সে এতদিন্ পরে কি করে ফিরিয়ে নেবে? তাছাড়া লজ্জায়, পাপের ভয়ে সুভদ্রা হয়তো এখন আর তার কাছে ফিরে আসতেও চাইবে না।

একটুক্ষণ পরে সে আবার ধ্রুবকুমারকে জিজ্ঞেস করে, তোমার বাবাকে তোমার মনে আছে?

ধ্রুবকুমার সুর করে টেনে উত্তর দেয়, হ্যাঁ—।

—তোমার বাবা তোমাদের ফেলে কেন দূর বিদেশে গেছেন?

—তা আমি জানি না। মা জানেন।

—মা কিছু বলেন না তোমাদের?

—না, বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেই মা কাঁদতে থাকেন। তাই আর জিজ্ঞেস করি না।

—আমার কি মনে হয় জানো? তোমার বাবা বোধ হয় কোনো রাজার কারাগারে বন্দী হয়ে ছিলেন, তাই তোমাদের খোঁজ নিতে আসতে পারেননি। তোমার মাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করো তো। তোমরা যদি খবর পাও, কোনো রাজার কারাগারে তোমার বাবা বন্দী হয়ে আছেন, তাহলে তোমরা কি তাঁকে উদ্ধার করতে যাবে?

ধ্রুবকুমার দর্পের সঙ্গে বললো, নিশ্চয়ই যাবো। আমি যাবো।

—যদি তোমাদের এই বাবা, মানে সরাইখানার মালিক বলভদ্র যেতে না দেন?

—আমি তবু একা যাবো। তলোয়ার নিয়ে লড়াই করবো।

—তবু কথাটা তোমার মাকে একবার জিজ্ঞেস করো। আমার কথা কিছু বলো না, এমনি জিজ্ঞেস করো, কেমন?

সুরপতি আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকোয়।

BanglaBook.org

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর সুরপতির পাওয়া হলো না। তার আগেই আর একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন তখন নিদারুণ দ্বিপ্রহর। রৌদ্রের তেজে পথঘাট একেবারে ফাঁকা। সেই সময়েই একজন অশ্বারোহী এসে থামলো সরাইখানার সামনে। অশ্বারোহীটি বেশ সুপুরুষ, মাথায় বিশাল পাগড়ি বাঁধা।

সরাইখানার চত্বরে ঢুকে সে একটা চৌকিতে বসলো। তারপর পাগড়িটা খুলে হাওয়া খেতে খেতে বললো, কে কোথায় আছো হে? এক পাত্র জল নিয়ে এসো!

সেই চত্বরের এক পাশে একটি বড় পেয়ারা গাছ। ধ্রুবকুমার তখন সেই গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ছিল। গাছের ওপর থেকেই সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, বাবা!

সেই ডাক শুনে ক্ষৌরকারের চালাঘরে বসে চমকে উঠলো সুরপতি। ধ্রুবকুমার তো বলভদ্রকে এরকম ভাবে বাবা বলে ডাকে না! বাইরে এসে সে দেখলো, ধ্রুবকুমার গাছ থেকে নেমে এসে দৌড়ে গিয়ে একটি লোককে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চিৎকার করছে, বাবা-বাবা এসেছে! আমার বাবা এসেছে!

চৌকিতে বসে থাকা লোকটিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সুরপতি। অবিকল তার যৌবনের চেহারা, ঠিক যেন তার একটি প্রতিবিম্ব বসে আছেন ওখানে। ধ্রুবকুমার তো ভুল করবেই।

সুরপতির চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না। এই তবে সেই বংশীলাল! বংশীলালের দাড়িগোঁফ কামানো, চকচকে চেহারা, বেশ একটা শৌখিনতার ভাব আছে। এই সেই নটবর চূড়ামণি। লোকটার সাহস আছে—এরকম দিনের বেলা সে প্রকাশ্যে ঘুরতে পারে এখনো! ধ্রুবকুমারের চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছে বলভদ্র। সেও স্তম্ভিত হয়ে গেছে। একটুক্ষণ পরে সে বললো, তুমি ফিরে এসেছো—এতদিন পর! কেন এসেছো? দূর হয়ে যাও।

বংশীলাল কোনো কথা বললো না। সে অতি চতুর লোক, প্রথমেই

BanglaBook.org

কিছু ভুল বলে না ফেলে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চায়।

বলভদ্র হুকুম করলো, ধ্রুবকুমার, যাও ভেতরে যাও!

ধ্রুবকুমার বললো, না, আমি যাবো না। আমার বাবা এসে গেছে—মা, মা, মা, এসো, ছাখো বাবা এসেছে!

এতদিন পর দ্বিতলের সেই বন্ধ কক্ষটির একটি জানলা ফট করে খুলে গেল! সুরপতিও ততক্ষণে সরাইখানার চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে আর বংশীলাল একসঙ্গে দেখলো সুভদ্রাকে। এতগুলি বছরেও সুভদ্রার সেই রূপ একটুও ম্লান হয়নি।

সুন্দরী রমণী দেখে বংশীলালের চোখ চকচক করে উঠলো। এতক্ষণ সে ধ্রুবকুমারের চিৎকারে কোনো মনোযোগ দেয়নি, এবার সে দক্ষ অভিনেতার মতন কণ্ঠস্বর কম্পিত করে বললো, এসো বৎস, তোমাদের জন্যই তো আমি এতকাল পরে ফিরে এসেছি!

সুরপতির শরীরের রক্ত চলাচল যেন থেমে গেছে। একসঙ্গে দুটি চরম উত্তেজক ব্যাপার তার সহ্য হচ্ছে না। এতদিন পর সে সুভদ্রাকে দেখলো। সেই চোখ, সেই ওষ্ঠ! একরাশ কালো চুলের মধ্যে সুভদ্রার ফরসা মুখখানি দেখে মনে হয় ঠিক যেন এক অপ্সরী, এই মাটির পৃথিবীতে বন্দী হয়ে আছে।

সুরপতি সুভদ্রার নাম ধরে ডাকার চেষ্টা করলো। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না। সুভদ্রা তার দিকে তাকায়নি। সে একদৃষ্টিতে বংশীলালকে দেখছে।

বংশীলালকে দেখেও সুরপতি কম বিহ্বল হয়নি। এই সেই লোক, যার জন্য বিনা অপরাধে সুরপতিকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। জীবনের কতগুলি মূল্যবান বৎসর নষ্ট হয়ে গেছে তার। এই বংশীলালের জন্যই সে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে হারিয়েছে।

এই বংশীলাল এখন এসেছে তার বাকী জীবনটাও বিড়ম্বিত করতে। সে এখন সুভদ্রাকে হরণ করতে চায়।

বংশীলাল লুব্ধের মতন কয়েকবার সুভদ্রার দিকে তাকালো। তার পর দু' হাত উচ্চে তুলে বললো, দেখো, আমি এসেছি! আমি ফিরে

BanglaBook.org

এসেছি। আমি মরিনি।

সুভদ্রা এখনও নিঃশব্দ, কোনো উত্তর জানালো না বংশীলাল।

বংশীলাল ধ্রুবকুমারকে কোলে তুলে নিয়ে বললো, আমি ফিরে এসেছি, আর কোনো ভয় নেই।

তারপর বলভদ্রের দিকে ফিরে বললো, ভাই, তুমি যে আমার স্ত্রী-পুত্রকে এতদিন আশ্রয় দিয়েছো সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এবার এদের সব ভার নেবো।

বলভদ্র তিক্ত গলায় বললো, এবার এদের ভার তুমি নেবে? নির্লজ্জ, কাপুরুষ! এক সময় এদের ফেলে পালিয়েছিলে কেন? স্ত্রীর জন্য চিকিৎসক ডাকার নাম করে ভোর রাত্রে চুপি চুপি কেন পালিয়েছিলে? তখন এদের কথা মনে পড়েনি? একটি কানাকড়িও সম্বল রেখে যাওনি এদের জন্য!

বংশীলাল তাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে বললো, সে-সব কথা পরে বলবো। আমার দারুণ বিপদ হয়েছিল।

বলভদ্র গর্জে উঠে বললো, পরে নয়, এখুনি সব কথা হয়ে যাক। কোন অধিকারে তুমি এদের ওপর দাবি জানাতে এসেছো?

বংশীলাল মৃদু হাস্য করে বললো, স্বামীর অধিকারে। পিতার অধিকারে। সে অধিকার নষ্ট হয় না।

বলভদ্র বললো, যে স্বামী তার স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় রেখে পলায়ন করে, তার আবার অধিকার কী? যে পিতা তার পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কথা ভাবে না, সে আবার কী রকম পিতা? তুমি এখান থেকে শীঘ্র দূর হও। আমার ক্রোধ জাগ্রত হবার আগে তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও।

বংশীলাল এ কথায় ভয় পেলো না। সুভদ্রার মতন সুন্দরী রমণী সে আগে কখনো দেখেনি। এমন নারীরত্ন দৈবাৎ পেয়ে গিয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না। সে মিষ্টভাবে বললো, অত রাগ করছো কেন ভাই? নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কারণ ঘটেছিল, তাই আমি ফিরে আসতে পারিনি এতদিন। এখন তো এসেছি, এখন আর আমি দেরি

BanglaBook.org

করতে পারছি না, অধীর হয়ে পড়েছি, তুমি আমাকে সুভদ্রার কাছে যেতে দাও।

—দাঁড়াও।

—কেন আমাকে বাধা দিচ্ছো?

—তোমার লজ্জা করছে না? তুমি এমন ভাব করছো যেন সব কিছুই স্বাভাবিক আছে! সুভদ্রার ওপরে তোমার চেয়ে আমার অধিকার অনেক বেশী। তুমি যেদিন ওদের পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে, সেদিন থেকে সুভদ্রা অনশন নিয়েছিল—

এই সময় সুভদ্রার ঘরের জানলা আবার রুদ্ধ হয়ে গেল। সকলেই সেদিকে তাকালো একবার।

বলভদ্র আবার বললো, হ্যাঁ, অনশন নিয়েছিল সুভদ্রা। আমি অনেক বুঝিয়েও তাকে অন্নগ্রহণ করাতে পারিনি। সে কারুর দয়ার দান গ্রহণ করবে না। শিশুপুত্রটি কাঁদছিল, তবু সুভদ্রা ভ্রূক্ষেপ করেনি। তিন দিন এইভাবে থাকার পর সুভদ্রা বুঝেছিল, যে তুমি আর ফিরবে না। তোমার অনুসন্ধানে আমি নিজে লোক পাঠিয়েছিলাম চতুর্দিকে। কেউ তোমার সন্ধান আনতে পারেনি। তুমি এ রাজ্য ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলে। সে কথা সুভদ্রাকে জানাতে, সে শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে পাগলিনীর মতন পথে বেরিয়ে পড়েছিল। কেউ তাকে ফেরাতে পারেনি। বেশ কিছুদূর গিয়ে সে পথের মধ্যে পড়ে যায়। তার শরীর অসুস্থ, তার ওপর উপবাসের দুর্বলতা, এই অবস্থায় সে হাঁটবে কী করে? আমি প্রথম থেকে তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছি বিনা শর্তে। সে রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমি তার শিশুপুত্রকে কেড়ে নিয়ে এসেছিলাম। সিংহিনী যেমন তার শাবককে ছেড়ে থাকে না, সেই রকমই সুভদ্রা তার সন্তানের টানে আবার ফিরে এসেছিল সরাইখানায়। আমার আশ্রয়ে।

বংশীলালের চোখ দিয়ে কৃত্রিম অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সে বললো, ভাই, তুমি যে উপকার করেছো, সারা জীবনে কী ভাবে সেই ঋণ শোধ করবো তা জানি না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করবো।

বলভদ্র বললো, তোমার ঋণশোধের তোয়াক্কা আমি করি না।

BanglaBook.org

আমি এদের আশ্রয় দিয়েছি, আমার নিজের অন্তরের টানে। আমি এই শিশু আর তার জননীকে নিজের বলে গ্রহণ করেছি। আমি জানতাম না যে সুভদ্রা দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা। তবু আমি তার বিন্দুমাত্র অযত্ন করিনি। তুমি এমনই পামর যে নিজের গর্ভিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতেও তোমার বিবেকে আটকায়নি। সুভদ্রার জন্য আমি কত ক্ষতি সহ্য করেছিঁ, তুমি জানো? এই দারুকেশ্বরে সব চেয়ে বড় সরাইখানার মালিক ছিলাম আমি। সুভদ্রা যখন সুস্থ হয়ে উঠলো, তার রূপ আবার খুলে গেল, তখন সেই রূপের লোভে শৃগালেরা ঘোরাফেরা করতে লাগলো দিন-রাত। সুভদ্রাকে কেড়ে নেবার অনেক চেষ্টা করেছে কামুকেরা। আমি বুক দিয়ে ওদের আগলেছি। দিবারাত্র প্রহরা দিয়েছি। আমার সরাইখানায় দু'-দু'বার ওরা অগ্নিসংযোগ করেছে—তবু আমি সুভদ্রাকে কারুর হাতে তুলে দিইনি। তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে। আমি আজও সুভদ্রার ওপর বলপ্রকাশ করিনি একদিনও, শুধু তার করুণা চেয়েছি।

বংশীলাল বললো, ভাই, আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল···এক সাধুর আস্তানায় আমি গিয়েছিলাম সুভদ্রার জন্য ঔষধ আনতে···

সুরপতি স্তম্ভিত হয়ে সরাইখানার দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে এসব শুনছে। জালিয়াৎ বংশীলালের দুঃসাহসের কোনো সীমা নেই। এত অনর্গল মিথ্যা সে বলতে পারে! কিন্তু এখনো যদি তাকে জেরা করা যায়, সে ধরা পড়ে যাবে। সুভদ্রার পূর্ব-পরিচয় সে কিছুই জানে না। বস্তুতঃ সুভদ্রা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সুভদ্রার শরীরের কোথায় কোথায় তিল আছে, সে প্রশ্ন করলেই সে নির্বাক হয়ে যাবে। সে অতি চতুর, বলভদ্রকে রাগিয়ে দিয়ে সে পূর্ব-কথা সব শুনে নিচ্ছে। এখনো যদি সুরপতি ওর সামনে গিয়ে প্রশ্ন করে—

কিন্তু সুরপতিকে কে চিনবে? ধ্রুবকুমার পর্যন্ত তার পিতাকে চিনতে পারেনি। সুভদ্রাও যদি তাকে এই বেশবাসে চিনতে না পারে? সুভদ্রা কি বংশীলালকেই সুরপতি ভেবেছে?

আর দেরি করলে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে। অতি ধূর্ত বংশীলাল

BanglaBook.org

নিজের স্মৃতিভ্রংশের কথা তুলেছে—ঐ এক যুক্তিতে সে সব পুরনো কথা অস্বীকার করতে পারে। সে যদি সুভদ্রার ওপর নিজের স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, বলভদ্র কি আটকাতে পারবে ? হাকিমের কাছে গেলে বলভদ্রই তিরস্কৃত হবে।

আর সময় নেই। সুরপতি দৌড়ে ফিরে এলো ক্ষৌরকারের আস্তানায়।

ক্ষৌরকার তখন ঘুমিয়ে ছিল। সুরপতি ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগিয়ে বললো, ওঠো, ওঠো ! তোমাকে সেই স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম মনে আছে ? আজ তার হিসাব মেটাও। আমার চুল দাড়ি সব কেটে দাও।

ক্ষৌরকার চোখ মেলে বললো, এত ব্যস্ততার কি আছে ? তুমি কি বিবাহ করতে যাচ্ছো নাকি ?

সুরপতি তাকে ঝাঁকানি দিয়ে বললো, হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি। আর এক মুহূর্তও সময় নেই।

ক্ষৌরকার বললো তোমার মতন সহায়সম্বলহীনকে কে বিবাহ করবে ? দারুকেশ্বরের পাত্রীরা এত শস্তা তো নয় !

সুরপতি তাকে তুলে বসিয়ে দিয়ে বললো, কোনো পাত্রীর সঙ্গে নয়, আমার বিবাহ হবে মৃত্যুর সঙ্গে। শীঘ্র করো।

ক্ষৌরকার সুরপতির চুল ছেঁটে, দাড়িগোঁফ নির্মূল করে দিল সযত্নে। তারপর সুরপতির মুখে নিজ শিল্পকীর্তির দিকে তাকিয়ে সে বললো, তোমার মুখখানি তো মন্দ নয় ! মৃত্যু নিশ্চয়ই পছন্দ করবে তোমাকে।

সুরপতি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষৌরকারের হাত থেকে ক্ষুরটি কেড়ে নিল। তাকে আর কোনো বাক্য উচ্চারণ করতে না দিয়ে সে ছুটে গেল সরাইখানার দিকে।

বংশীলাল তখন জোর করে সরাইখানার দ্বিতলে ওঠার চেষ্টা করছে। বলভদ্র বাধা দিচ্ছে তাকে ! বংশীলালের মুখ থেকে এতক্ষণে বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ভাব খসে পড়েছে। সে রুক্ষভাবে বলভদ্রকে ধাক্কা দিয়ে

BanglaBook.org

বলছে, লম্পট, তুমি আমার স্ত্রীকে ভোগ করতে চাও? যদি এখনও তুমি সরে যাও, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি। নইলে হাকিমকে দিয়ে তোমায় শূলে চড়াবো।

সুরপতি পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বললো, দাঁড়াও!

বলভদ্র আর বংশীলাল দু'জনেই সেই চিৎকার শুনে ঘুরে দাঁড়ালো। দু'জনেরই মুখ গোলাকার হয়ে গেল। তারা যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না!

বলভদ্রই বললো, এ কে?

বংশীলাল বললো, এ নিশ্চয়ই কোনো প্রতারক। আমার চেহারার মতন রূপসজ্জা করে এসেছে!

সুরপতি আর বংশীলাল মুখোমুখি দাঁড়ালো। এক বিচিত্র হাস্য ফুটে উঠলো সুরপতির ওষ্ঠে। তার জীবনের এক অশুভ চক্র যেন আজ সম্পূর্ণ হলো। একদিন এই বলভদ্রের সরাইখানায় এসে প্রথম দাঁড়াবার পর তাকে বংশীলাল বলে ভুল করা হয়েছিল। তারপর থেকে তার জীবনটাই বদলে গেল।

সুরপতি বললো, এবার?

বংশীলাল বললো, এ জীবনে কত কিছুই দেখেছি, কিন্তু এমন বিচিত্র দৃশ্য কখনো দেখিনি। কে তুমি ওস্তাদ? আমারই প্রতিচ্ছবি হয়ে কোথা থেকে এলে?

সুরপতি জিজ্ঞেস করল, আমায় চিনতে পারছো না?

বংশীলাল ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো, না, আমি নিজেকে এখনো চিনি না। চেনার চেষ্টাও করি না।

সুরপতি ধারালো ক্ষুরটা উঁচুতে তুলে ধরে বংশীলালকে বললো, নরাধম, আজ তোর সব পাওনা মিটিয়ে দিতে এসেছি!

বংশীলাল তবু ভয় না পেয়ে বললো, তুমি কে? তুমি কি কোনো প্রেতাত্মা? তুমি কি আমার মনেরই কোনো অন্ধকার রূপ? তুমি অলীক?

BanglaBook.org

সুরপতি বললো, তোমার রক্তের ফোয়ারায় যখন আমি হাত ধোবো, তখন তুমি বুঝবে আমি কে ! তুমি এ জীবনে যত পাপ করেছো, তার শাস্তিভোগ করতে হয়েছে আমাকে। এবার আমার হাত থেকেই নাও তোমার শেষ শাস্তি।

বংশীলাল তার কটিবন্ধ থেকে ছুরিকাটি বার করারও সময় পেল না। তার আগেই ক্ষুর নিয়ে সুরপতি লাফিয়ে পড়লো তার ওপর। ফালা ফালা করে ফেললো বংশীলালের গলা। সত্যিই ফোয়ারার ধারার মতন রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুতে লাগলো সুরপতির হাতে।

বংশীলাল বললো, এবার তাহলে গেলাম !

সেটাই বংশীলালের শেষ কথা।

নির্বাক প্রস্তরমূর্তির মতন দণ্ডায়মান বলভদ্রকে স্পর্শ করে সুরপতি বললো, আমাকে প্রথম দিন দেখেই তুমি বংশীলাল বলে ভুল করেছিলে। আজ সত্যিকারের বংশীলালকে দেখেও তুমি চিনতে পারলে না ?

বলভদ্র অস্ফুট কণ্ঠে বললো, এ বংশীলাল !

সুরপতি বললো, কোনো সন্দেহ নেই।

—তাহলে তুমি কে ?

—আমি সুরপতি। তুমি বংশীলালের মৃতদেহটি রাজদরবারে নিয়ে যাও। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাকে সেখানে দিতে পারলে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা আছে। সেই পুরস্কার তুমি নাও। আমি আমার স্ত্রীর কাছে যাচ্ছি।

এই সময় দ্বিতলের কক্ষ থেকে একটা তীক্ষ্ণ আ—আ—আ শব্দ হলো। তারপর মনে হলো, কেউ পড়ে গেল ভূমিতে।

বলভদ্র বললো, এ তো সুভদ্রার গলা ! এ তো সুভদ্রার চিৎকার !

সুরপতি বললো, তোমার আগে আমি ঐ কণ্ঠস্বর চিনেছি।

বলতে বলতে সে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

ঘরের দ্বার ভিতর থেকে বন্ধ।

সুরপতি প্রাণপণ শক্তিতে সেই দ্বারে ধাক্কা দিল।

ততক্ষণে বলভদ্রও সেখানে উঠে এসেছে। ধ্রুবকুমার মা মা বলে

BanglaBook.org

চিৎকার করছে।

সুরপতি বলভদ্রকে বললো, তুমি আমাকে এই দ্বার ভেঙে ফেলতে সাহায্য করো। করবে না?

দু'জনের মিলিত ধাক্কায় দ্বার ভেঙে পড়লো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। ঘরের মধ্যে দেখা গেল, সুভদ্রা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। তার পাশে একটি বিষের কৌটো।

বলভদ্র হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। ধ্রুবকুমার ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে। শুধু সুরপতি চঞ্চল হলো না। সে নীচু হয়ে ঝুঁকে সুভদ্রার ওষ্ঠ ও অধর ফাঁক করে দেখলো। সুভদ্রার জিহ্বায় তখনো বিষের সাদা সাদা গুঁড়ো লেগে আছে। তখনো উত্তাপ আছে সুভদ্রার শরীরে!

সুরপতি উন্মত্তের মতন চিৎকার করে বললো, এখন সময় আছে। আমি বাঁচাবো, আমি সুভদ্রাকে বাঁচাবো। আমি এমন ভাবে সব কিছু ব্যর্থ হতে দেবো না।

সুভদ্রার দেহটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে সে ছুটলো। এই পৃথিবীতে মাত্র একজন ব্যক্তিই আছেন, যিনি সুভদ্রাকে বাঁচাতে পারেন। তিনি রাজবৈদ্য বাসবদত্ত।

বাতাসের মত বেগে ছুটে সুরপতি সুভদ্রাকে কোলে নিয়ে এসে পৌঁছলো রাজবৈদ্য বাসবদত্তের বাসভবনে! সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য। সকলের চোখেই কাতর অশ্রু।

তবে কি বাসবদত্ত আর বেঁচে নেই? সুরপতির সব আশা শেষ?

কিছু লোককে প্রশ্ন করে সুরপতি জানলো, বাসবদত্ত এখন একেবারে উত্থানশক্তিরহিত। তিনি খুব মৃদুকণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু নাম করছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর আয়ু আর কয়েক দণ্ড মাত্র! সকলেই শোকের সেই চরম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছে।

সুরপতি কাতর ভাবে বলে উঠলো, আমাকে যেতে দাও! তোমরা আমাকে একবার যেতে দাও!

জনতা সরে গিয়ে পথ করে দিল। সুরপতি সুভদ্রাকে কোলে নিয়ে

BanglaBook.org

উঠে এলো বাসবদত্তের বাসভবনের দ্বিতলে। মাঝখানের প্রধান কক্ষটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন বাসবদত্ত। তাঁকে ঘিরে নতমুখে বসে আছে তাঁর পরিচারিকাবৃন্দ। সুরপতিকে দেখে সবাই চমকে তাকালো।

সুরপতির সারা শরীরে রক্ত, তার বক্ষে বিদ্যুৎলেখার মতন এক নারী। যেন স্বয়ং মহাদেব সতীকে বক্ষে নিয়ে উন্মাদের মতন উপস্থিত হয়েছেন সেখানে। কেউ কোনো কথা বলার সাহস পেল না।

সুরপতি আস্তে আস্তে সুভদ্রার দেহ নামিয়ে রাখলো মাটিতে। তারপর বাসবদত্তের শিয়রে এসে দাঁড়ালো। বাসবদত্তের ঠোঁট একটু একটু নড়ছে। মুখে প্রশান্ত হাসি।

সুরপতি বাসবদত্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলো, প্রভু! প্রভু! আমি একবার আপনার শরণ নিতে এসেছিলাম। তখন আপনার কৃপা গ্রহণ করার সুযোগ পাইনি! তাই আমি এখন এসেছি।

বাসবদত্ত চোখ মেলে বললেন, কে?

সুরপতি বললে, আমি একজন সামান্য মানুষ। কিন্তু ঐ দেখুন, ভূমিতে পড়ে আছে এক অসামান্যা নারী। ও বিষ খেয়েছে। একমাত্র আপনার কৃপাতেই ও বাঁচতে পারে।

বাসবদত্ত বললেন, আমাকে তুলে ধরো।

সুরপতি বাসবদত্তের মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরতে তিনি তাকালেন সুভদ্রার দিকে। তাঁর চক্ষু করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, আহা, এমন চন্দ্রলেখার মতন রূপ, এ কেন অকালে প্রাণত্যাগ করবে! কিন্তু মূর্খ, আর একটু আগে আসতে পারোনি? আমার যে সময় ফুরিয়ে এসেছে!

—প্রভু, আপনি তবু কিছু নিদান বলে দিন।

—শুধু নিদানে হয় না। আমার স্পর্শ করা চাই। আমি এ পর্যন্ত যতগুলি মানুষকে বাঁচিয়েছি, তার বদলে নিজে একটু একটু করে মরেছি। আমার আর যেটুকু প্রাণশক্তি আছে, তাতে কী আর একটা প্রাণ বাঁচবে! তবু নিয়ে এসো, ওকে আমার এই শয্যায় নিয়ে এসো।

সুরপতি সুভদ্রাকে তুলে এনে শুইয়ে দিল বাসবদত্তের পাশে। তিনি

BanglaBook.org

তিনটি ঔষধের নাম বললেন। পরিচারিকারা সঙ্গে সঙ্গে সেই ওষুধগুলো এনে সুভদ্রার মুখে ঢেলে দিল।

বাসবদত্ত নিজের ডান হাতখানা সুভদ্রার কপালে রেখে মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন, ওঁ শ্রীবিষ্ণু, ওঁ শ্রীবিষ্ণু···।

কয়েক মুহূর্ত পরে সুভদ্রার চোখের একটা পাতা নড়ে উঠলো। পরিচারিকারা সঙ্গে সঙ্গে তুমুল স্বরে বললো, জ্ঞান আসছে, জ্ঞান আসছে—

বাসবদত্ত সুভদ্রার কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে অতি কষ্টে বাইরের সূর্যদেবকে প্রণাম করলেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আনন্দে চলে গেলাম!

তাঁর শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে গেল, তিনি ঢলে পড়লেন।

আর তখনি জেগে উঠে বসলো সুভদ্রা। প্রথমেই সে দেখলো সুরপতিকে। সে আবেগভরে ডাকলো, নাথ?

সুরপতি সুভদ্রাকে ধরে বললেন, আমায় চিনতে পেরেছো? আমি সুরপতি। তোমার স্বামী।

সুভদ্রা বললো, কেন চিনবো না? আমি তো দীর্ঘকাল ধরে আপনারই প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি একদিনও ধর্মচ্যুত হইনি। আমি জানতাম, আপনি ঠিক একদিন আসবেন—

সুরপতি বললো, সুভদ্রা!

সুভদ্রা বললো, নাথ! এ আমি কোথায়? আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন।

সুরপতি আর দাঁড়াতে পারছে না। তার শরীরের সব শক্তি চলে যাচ্ছে। তার চোখের সামনে একটা অন্ধকার সমুদ্র দুলে উঠলো। পালঙ্কের দণ্ড ধরে সে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করলো। এত আনন্দ, এত তীব্র সুখ, হঠাৎ এক শরীরে বুঝি ধারণ করা যায় না। অথচ এই সময় ঘরের মধ্যে কান্নার কলরোল কেন? এই আনন্দের সময় সবাই কেন শোক করছে?

সুভদ্রা ডাকছে তাকে। সুভদ্রা তার হাত ধরেছে, তবু সুরপতি

BanglaBook.org

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। তার সব স্নায়ু অবশ হয়ে গেল, সে জ্ঞান হারিয়ে ঝুপ করে পড়ে গেল ভূমিতে।

॥ নয় ॥

সুভদ্রার 'নাথ' ডাক শুনে সুরপতি চোখ মেলে তাকালো। ঘন ঘোর অন্ধকার। এ কি, সে কোথায়? কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না সে?

সে ডাকলো, সুভদ্রা? আমি—আমরা এ কোথায়?

সুভদ্রা বললো, অরণ্যে।

—অরণ্যে? অরণ্য কেন?

সুভদ্রা বললো, অরণ্যই তো আমাদের আশ্রয়।

সুরপতি কিছুই বুঝতে পারলো না। সে অনুভব করলো, সে সুভদ্রার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু অরণ্যে কেন? সে তো ছিল বাসবদত্তের কক্ষে!

সে ধড়মড় করে উঠে বসলো।

সুভদ্রা বললো, উঠবেন না। আপনি শুয়ে থাকুন আর একটু। রাত পোহাতে আর দেরি নেই।

সুরপতি জিজ্ঞেস করলো, সুভদ্রা, এ কোন্ অরণ্য? এখানে আমরা এলাম কোথা থেকে?

সুভদ্রা বললো, এ তো বল্লারপুরের অরণ্য। দস্যু বুধনাথের দল আমাদের সর্বনাশ করে গেছে। আপনার মনে নেই?

সুরপতি বিস্মিত ভাবে বললো, বুধনাথ? সে আবার সর্বনাশ করবে কী করে? বুধনাথ তো মরে গেছে। আমিই তাকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছি?

—আপনি বুধনাথকে কী করে মারবেন? সে মহাপরাক্রমশালী। আবার যে-কোনো সময়ে সে এখানে আসতে পারে। আমি সারাক্ষণ দেবতাদের পায়ে মাথা খুঁড়েছি। আপনার জ্ঞান না ফিরলে যে-কোনো সময় আবার বিপদ ঘটতে পারে। আপনার জ্ঞান ফিরেছে, কাল

BanglaBook.org

ভোরেই আমরা এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাবো।

—কি, বুধনাথ মরেনি? সে কি সেই প্রবল নদীর স্রোত থেকেও আবার বেঁচে উঠেছে? ঠিক আসে, আসুক সে। আমি আর তাকে ভয় পাই না। তার এখন একটি মাত্র চক্ষু, তার এক চক্ষু নেই, সে আজ আমার সঙ্গে লড়াইয়ে পারবে না।

—নাথ, আপনি আর একটু শুয়ে থাকুন। আপনার স্নায়ু দুর্বল।

—না, আমি এখন ঠিক আছি। কিন্তু এই অরণ্যে কি করে এলাম তা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সুভদ্রা, একটু আলো জ্বালতে পারো? আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছুই।

—কেন, এই তো বেশ চন্দ্রালোক রয়েছে! সব কিছুই তো দেখা যায় এর মধ্যে!

—আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—আপনি আর একটু সুস্থ হয়ে নিন। আপনি ঘুমোন, আমি আপনার কপালে হাত বুলিয়ে দিই।

সুরপতি আবার ঘুমিয়ে পড়লো। সত্যিই তার স্নায়ু দুর্বল।

ভোর হতে সুরপতির যখন ঘুম ভাঙলো, তখন সে আরও বিমূঢ় হয়ে গেল।

সে শুয়ে আছে এক বনের মধ্যে। পাশেই ঘুমন্ত ধ্রুবকুমার। তার বয়েস অনেক কম, তিন চার বৎসর মাত্র। ধ্রুবকুমারের বয়েস এভাবে কমে গেল কী করে?

সুভদ্রা একটা বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসে আছে, তার ক্রোড়ে সুরপতির মাথা।

সুরপতি উঠে বসে সুভদ্রাকে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলো, আমার কী হয়েছিল? আমরা এখানে কেন?

সুভদ্রা বললে, আপনার মস্তিষ্কে চোট লেগেছিল। আপনার দীর্ঘদিন সংজ্ঞা ছিল না।

—তোমার আর একটি সন্তান কোথায়, সুভদ্রা? ধ্রুবকুমারের কনিষ্ঠ ভাই?

BanglaBook.org

—এ আপনি কি বলছেন ? আমাদের তো একটিই সন্তান।

—বুধনাথ তোমার ধর্মনাশ করেনি ? আমি নিজের চোখে দেখেছি !

—হ্যাঁ, করেছিল। তারপর আমি স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করবো ভেবেছিলাম। শুধু আপনার আর ধ্রুবকুমারের কথা চিন্তা করে আমি নিরস্ত থেকেছি। এখন আপনার চেতনা ফিরেছে, এখন আপনিই ধ্রুবকুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন। এবার আমি প্রাণত্যাগ করতে পারি।

সুরপতি ব্যাকুল ভাবে বললো, না না, সুভদ্রা, সে কথা চিন্তাও করো না। তুমি অশেষ পুণ্যবতী। সামান্য একটা পশুর স্পর্শে তোমার ধর্মনাশ হতে পারে না কখনো। তাছাড়া তুমি চিন্তা করো না, বুধনাথকে আমি শাস্তি দিয়েছি।

সুভদ্রা চুপ করে রইলো।

সুরপতি আবার জিজ্ঞেস করলো, আমরা কতদিন ধরে এখানে আছি ?

সুভদ্রা বললো, জানি না। দিন পনের-ষোলো। হিসাব রক্ষা করার তো কোনো উপায় ছিল না। তবে অনুমানে মনে হয় এক পক্ষকাল তো হবেই। বুধনাথ যেদিন আমাদের সর্বনাশ করে গেল, সেদিন আপনার মাথায় খুব চোট লেগেছিল, তারপর থেকে আপনার আর সংজ্ঞা ফেরেনি।

—কী বলছো এসব কথা আমরা দারুকেশ্বর যাইনি ?

—দারুকেশ্বর কোথায় ?

—তুমি দারুকেশ্বর চেনো না ? তুমি বলভদ্র নামে কারুকে চেনো না ?

—নাথ, আপনি আর একটু বিশ্রাম নিন। আপনার মস্তিষ্ক এখনো দুর্বল।

—সুভদ্রা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে আমি কী সবই স্বপ্নে দেখলাম ? এ কি কখনো স্বপ্ন হয় ? একটা কথা বলো তো,

BanglaBook.org

এখানে এক পক্ষকাল যে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে রইলাম, তখন তোমরা কী করলে ?

সুভদ্রা বললো, সেই কালরজনী প্রভাত হওয়ায় আমি প্রথমে দেখলাম, আমার চারপাত্রে শুধু কতকগুলি মৃতদেহ। আপনিও নেই, ধ্রুবকুমারও নেই। আমার তখন আর বাঁচার ইচ্ছা ছিল না, তবু আমি আপনাদের সন্ধানে বেরুলাম। শেষ পর্যন্ত এক প্রান্তরে পেলাম আপনাদের দু'জনেই অচৈতন্য। ধ্রুবকুমারের জ্ঞান যদি ফিরলো, আপনার আর ফেরে না। আমি অবলা নারী। তখন আর কী করি! কোনোক্রমে আপনাকে বয়ে বয়ে নিয়ে এলাম এই ঘোর অরণ্যে। এখানে লোকচক্ষুর আড়ালে রইলাম।

—এতদিন তোমরা খেলে কি ?

—বণিকদের কিছু খাদ্যদ্রব্য সেই লুণ্ঠনের স্থানে ছড়ানো ছিল। আমি তার কিছু কিছু এনেছি। আর আছে বনের ফলমূল।

সুরপতি বললো, কিছুই বুঝি না! কিছুই বিশ্বাস করি না!

সুরপতি নিজের শরীরের দিকে তাকালো। তারপর আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো! তার ডান বাহুতে একটা চৌকো পোড়া ছাপ। সে বললো, এই ছাখো, কারাগারে আমার গায়ে এই ছাপ দেওয়া হয়েছিল। যে কারাগার থেকে আমি বুধনাথের সঙ্গে পালিয়েছিলাম!

সুভদ্রা বললো, লুণ্ঠনের দিনে আপনার হাতের ঐ জায়গায় ছ্যাঁকা লেগেছিল।

—না না, তা হতেই পারে না ? তুমি শপথ করে বলো, আমরা এখান থেকে আর কোথাও যাইনি ? তুমি দারুকেশ্বরের সরাই-খানায় ছিলে না ?

—দারুকেশ্বর কোথায় ?

—চলো চলো, এখুনি চলো!

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই সুরপতি আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আবার তার জ্ঞান ফিরলো একটু পরেই।

সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। তার মন কিছুতেই শান্ত হয়

BanglaBook.org

না। এ কখনো স্বপ্ন হতে পারে? স্বপ্নের মধ্যে মানুষ এত কষ্ট পায়?

সে সুভদ্রাকে বললো, সুভদ্রা, সুভদ্রা! মাঝে মাঝে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছি। এক-একবার তোমাদের দেখছি, আবার সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

সুভদ্রা বললো, আপনি আমার হাত ধরুন। আমি আপনাকে শক্ত করে ধরে থাকবো।

বালক ধ্রুবকুমার সেও এসে সুরপতির অন্য হাত ধরে বললো, বাবা, আমিও তোমার হাত ধরবো!

স্ত্রী ও পুত্রকে দু'পাশে নিয়ে হাঁটতে লাগলো সুরপতি। মাঝে মাঝেই তার চোখ অন্ধকার হয়ে আসে, তখন সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। একটু পরেই আবার উঠে দাঁড়ায়, আবার চলে।

খানিক দূর এসে একটা গোচক্রযান মিললো। তাতেই উঠে বসলো ওরা। গাড়িটি দারুকেশ্বর যাবে। তার আগে আর তেমন কোনো বড় শহর-গঞ্জ নেই। তবু এর মধ্যে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম পড়লো, সে গ্রাম সুরপতির চেনা। সুরপতি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো· শুধু, মুখে কিছুই বললো না।

সারাদিন ধরে চলার পর সন্ধ্যার সময় তাদের একটি অরণ্য পার হতে হলো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, শীঘ্রই বুঝি বৃষ্টি নামবে।

অরণ্যটি পার হবার পর আবার কিছুদূর গিয়ে পথের পাশে একটি সাদা রঙের দ্বিতল গৃহ চোখে পড়লো। ধক্ করে উঠলো সুরপতির বুক। এই তো সেই গৃহ! প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সুরপতি এসে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে! হঠাৎ সেই গৃহের ভেতর থেকে ভেসে এলো ব্যাঘ্রের হুঙ্কার।

সুরপতির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। সে শকটচালককে বললো, শীঘ্রই চলো, শীঘ্র এ জায়গাটা পার হয়ে যাও!

শকটচালক বললো, ভয় পাবেন না। এই কুঠীতে একটি ব্যাঘ্র আছে আমি জানি, কিন্তু সে কখনো বাইরে আসে না।

সুরপতি মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আর কে কে আছে এই গৃহে?

BanglaBook.org

শকটচালক বললো, দুই সুন্দরী মুসলমানী রমণী। তাদের একজনের গলার গান কোকিলকে হার মানায়। আর একজনের মাথার ঠিক নেই।

সুরপতি নিজের মাথা চেপে ধরে বেদনা দমন করে সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছো কেন? কেন বলেছো যে আমরা ঐ অরণ্য ছেড়ে কোথাও যাইনি?

সুভদ্রা বললো, কোথাও যাইনি, এটাই তো সত্য। দস্যুর হাত থেকে আমায় বাঁচাবার জন্য আপনি এসেছিলেন, একজন আপনার মাথায় ডাণ্ডা মারে, আপনি অজ্ঞান হয়ে যান। আর জ্ঞান ফেরেনি।

অনেক রাত্রে গোযানটি এসে পৌঁছোলো দারুকেশ্বরে। নগরে প্রবেশের মুখে সেই প্রথম সরাইখানাটি। এক নজর মাত্র তাকিয়েই সুরপতি চিনতে পারলো। সে সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এই সরাইখানাটি চেনো না?

সুভদ্রা অবাক মুখে উত্তর দিল, আমি তো এখানে কখনো আসিনি!

—তবে আমি এলাম কী করে?

সুভদ্রা নীরব।

সুরপতি চিৎকার করে ধ্রুবকুমারকে জিজ্ঞেস করলো, ধ্রুব, তুমি এখানে কখনো থাকোনি?

বালক ধ্রুবকুমার কিছুই বুঝতে পারলো না।

সরাইখানার সামনে সেই পরিচিত মাংসের দোকানটি ঠিকই আছে। সেই পরিচিত কশাই সেখানে বসে আছে।

এবং সরাইখানার মালিক যখন বেরিয়ে এলো, তখন দেখা গেল সে আর কেউ নয়, সে-ই বলভদ্র!

সুরপতি তাকে জিজ্ঞেস করলো, কী বন্ধু, চিনতে পারো?

বলভদ্র সামনে এগিয়ে এসে ভালো করে সুরপতির মুখ নিরীক্ষণ করে বললো, কে আপনি? বংশীলাল?

সুরপতি বললো, ফের বংশীলালের কথা? সে সব তো মিটে গেছে! আমি সুরপতি।

BanglaBook.org

বলভদ্র অপ্রসন্ন ভাবে বললো, আপনি বংশীলাল হন বা যে-ই হন, আমার এখানে স্থান নেই।

এই সময় বালক ধ্রুবকুমার বললো, বাবা, আমার খিদে পেয়েছে, আমার ঘুম পেয়েছে।

সুরপতি আবার চক্ষে অন্ধকার দেখলো। আবার সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সরাইখানার চত্বরে।

জ্ঞান ফিরে দেখলো, সরাইখানারই একতলার একটি ছোট্ট ঘরে সে শুয়ে আছে। পাশে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার। অনেকদিন পর তারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে।

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। সুরপতি বাইরে এসে দাঁড়ালো। তার মন এক বিষণ্ণ অবসাদে ভরে আছে। এর আগে যা যা ঘটেছিল, তা সবই কি স্বপ্ন? তাহলে এই বলভদ্রের সরাইখানা সে চিনলো কি করে? স্বপ্নে এমন অপরিচিত সব স্থান ও মানুষজন কি হুবহু দেখা যায়? তবে কি স্বপ্নে যে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলো এবার তার জীবনে ঘটবে?

এ কথা মনে হতেই সুরপতির শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

বেলা বাড়ার পর বলভদ্র এসে তাকে বললো, আপনার দেখছি, মৃগীরোগ আছে। আপনি চিকিৎসা করান, সেরে যাবে। আমাদের এখানে একজন খুব ভালো চিকিৎসক আছেন, প্রায় ধন্বন্তরি বলা যায়—

সুরপতি শ্লেষের সঙ্গে বললো, নিশ্চয়ই তাঁর নাম রাজবৈদ্য বাসবদত্ত!

—আপনি তাঁর নাম জানেন নাকি? তা জানতেই পারেন—দেশ-বিদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে গেছে।

—কিন্তু তাঁর তো বেঁচে থাকার কথা নয়।

—এ কি কথা বলছেন? রাজবৈদ্য বাসবদত্ত যমকে জয় করেছেন, তিনি অমর।

সুরপতি পাগলের মতন হা-হা করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, আচ্ছা দেখাই যাক না। আমি যাবো সেখানে।

BanglaBook.org

সুভদ্রাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে পড়লো সুরপতি। পথ তার চেনা। বাসবদত্তের গৃহ খুঁজে বার করা তার পক্ষে শক্ত কিছুই নয়। কিন্তু কিছুটা এসেই সুরপতি থমকে দাঁড়ালো। তার কোমরের কাছে তার টাকার পুঁটুলিটা রয়েছে। সুভদ্রার কাছে আর কিছুই নেই। যদি সে আর না ফেরে কোনো কারণে, তাহলে সুভদ্রা আর ধ্রুবকুমার সেই রকম অসহায় অবস্থায় পড়বে!

না না, এরকম ভুল সে আর দ্বিতীয়বার করবে না।

সুরপতি আবার ফিরে এলো। ঘরে এসে দেখলো সুভদ্রা মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে বসে আছে। ধ্রুবকুমার খেলা করছে একটা ভাঙা মৃৎ-শকট নিয়ে।

সুরপতি ধ্রুবকুমারকে ঝট করে কোলে তুলে নিয়ে সুভদ্রাকে বললো, চলো আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—রাজবৈদ্যের কাছে। আমি যে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখি, তা সারিয়ে তুলতে হবে। নইলে আমি নতুন কাজকর্ম শুরু করবো কী ভাবে!

—চলুন।

—তুমি সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তুমি চিকিৎসক ডাকবার জন্যও কোথাও যেও না। মনে রেখো, তুমি অন্য কোথাও গেলেই বিপদ হতে পারে

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে পৌঁছালো রাজবৈদ্য বাসবদত্তের প্রাসাদের সামনে, সেখানে অসংখ্য মানুষ। ঘরের ভেতর ভর্তি করে, বাইরেও বহু মানুষ অপেক্ষা করছে।

সুরপতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, বাসবদত্ত কি বেঁচে আছেন?

অমনি কয়েকজন লোক হা-হা করে উঠলো। তারা সুরপতিকে ধমক দিয়ে বললো, তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে! মহাপ্রাণ বাসবদত্ত সম্পর্কে এমন কু-কথা উচ্চারণ করতে আছে? তিনি বেঁচে থাকবেন না কেন?

BanglaBook.org

স্থরপতি বুঝতে পারলো, তার ভুলই হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে বাসবদত্ত তো বেঁচেই ছিলেন।

স্থরপতি বললো, তিনি কখন নীচে নামবেন ?

একজন বললো, তিনি আগে যাবেন রাজার কাছে। রাজা লোক পাঠিয়েছেন, তাঁর শরীর অসুস্থ।

স্থরপতি হাসলো। সে খুব নীচু গলায় বললো, জানতাম। আমি সবই জানি!

ঘরের মধ্যে বেশ গরম। বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তাই স্থরপতি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে বাইরে এলো। সামনে একটি সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। সেদিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। অদূরে রয়েছে একটি নদী।

একটুখানি ভ্রমণের জন্য স্থরপতি সবেমাত্র সেই প্রান্তরের মধ্যে এগিয়েছে, এমন সময় দেখলো চারজন রাজপুরুষ তার দিকে আসছে। তারা সবাই সশস্ত্র।

তারা স্থরপতির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করলো, কে ? বংশীলাল না ?

স্থরপতি আঁতকে উঠলো। এরপর কী হবে, তাও সে জানে। সে যে অতি সাংঘাতিক!

সে দু'হাতে মুখ ঢেকে উন্মাদের মতন চিৎকার করতে লাগলো, না, আমি বংশীলাল নয়, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে—সুভদ্রা, আমাকে বাঁচাও—

স্থরপতির যখন আবার জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখলো তার চারপাশে এক বিরাট জনতা হয়ে গেছে। সে প্রথমেই সুভদ্রাকে খুঁজলো। সুভদ্রা তার পাশেই দাঁড়িয়ে তার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

সে-কান্না-মেশানো গলায় বললো, আমি বংশীলাল নই, এই আমার স্ত্রী-পুত্র, এরা সাক্ষী আছে।

জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন বললো, মহাশয়, আপনার ভয় নেই রাজপুরুষরা তাঁদের ভুল স্বীকার করেছেন। আপনি তো মুক্তই আছেন।

BanglaBook.org

সুরপতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সুভদ্রা চলো, আমরা এক্ষুনি এ দেশ থেকে চলে যাই। দারুকেশ্বর বড় সাংঘাতিক স্থান, অন্ততঃ আমাদের পক্ষে। এখানে বংশীলাল আছে। তার জন্য আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অবিলম্বে একটি অশ্বশকট ডাকা হলো। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাতে উঠে বসে সুরপতি চললো, আমরা আবার তাম্রলিপ্তেই ফিরে যাবো। সেখানে আমার পূর্ব-পুরুষের বাস। সে আমার নিজের স্থান! যদি মরি তো সেখানেই মরবো। এ দেশে আর নয়।

স্ত্রী ও পুত্রের হাত শক্ত করে ধরে রইলো সুরপতি। এই তার ছোট্ট সংসার। এদের নিয়েই তার পৃথিবী। সে আর এদের ছাড়বে না।

শকট ছুটে চললো তাম্রলিপ্তের দিকে।

॥ সমাপ্ত ॥

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org